স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ

— মহাশয়ের —

জীবনী।

প্রবোধ গোপাল বসু

প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ

সন ১৩৩৮ সাল।

৭৬।২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৮ নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

ওরিয়েণ্টেল প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দের দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য ৩, তিন টাকা মাত্র।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ মল্লিক।

উৎসর্গ পত্র

স্বদেশ-কল্যাণ-সাধক মাননীয়বর

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক

সি. আই. ই. এম. এ, বি. এল,

মহাশয় সমীপে—

হে মহাত্মন্‌ !

যে মহাপুরুষের অত্যুদার সুগভীর এবং প্রশান্ত জ্ঞান আপনি সম্যক প্রকারে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, যাহার জ্ঞানের বিদ্যুৎপ্রভা আপনার হৃদয়াকাশকে আলোকিত করিয়াছিল, যে প্রশান্তমনা মানবের অন্তর-উৎসারিত সুবিমল স্নেহরাশিতে আপনি অভিন্ন-হৃদয় সুহৃদ সন্তান বলিয়া আজীবন সিঞ্চিত ছিলেন, যিনি হৃদয়ের কমণ্ডলু নিঃসৃত পূত বাৎসল্য রস আপনাকে স্বীয় পুত্রদের সহিত সমানাংশে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন, যাঁহার গুণরাশি আপনার স্বচ্ছ হৃদয় দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া আছে, যাহার মত আপনি স্বদেশে, বিদেশে, সমাজে, রাজদ্বারে সর্ব্বত্রই যশঃলাভ করিয়া দেশপূজ্য হইয়াছেন, যাঁহার মত জটীল ব্যবহার শাস্ত্রের ও রাজনীতির যাবতীয় কূটার্থ আপনি উদ্ভিন্ন করিয়াছেন, যিনি মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া স্বীয় জন্মভূমিতে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন—আপনিও তাঁহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আপনার ভুবনমোহিনী কাননকুন্তলা শ্যামায়মানা পল্লীরাণী স্বর্গাদপি গরিয়সী

জন্মভূমির প্রতি অপরিসীম অনুরাগ বশতঃ অকাতরে অপর্য্যাপ্ত অর্থ দান করিয়া পীড়িতের বেদনা মোচনের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়াছেন—ইহাতে যেমন একদিকে অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন—তৎসঙ্গে জন্মভূমিকে সত্যপূত ও স্বকুলকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে আপনার যশের বিজয় শঙ্খ ধ্বনিত হইতেছে।

সুতরাং স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের জীবন চরিত গ্রন্থখানি সর্ব্বাপেক্ষা আপনারই চিত্তক্ষেত্রের সরসতা সম্পাদন করিবে এই বোধে আপনারই শ্রীকরকমলে ইহা সাদরে উৎসর্গ করিয়া আজ আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম। ইতি—

বিনীত—

শ্রীপ্রবোধগোপাল বসু।

মুখবন্ধ।

সাধারণতঃ অনেকের ধারণা যে জীবন চরিত ব্যক্তি বিশেষের জীবনান্তের অব্যবহিত পরেই প্রকাশিত হওয়া উচিত। বস্তুতঃ জীবন চরিত লিখিবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, কারণ সুচরিত্রের আদর্শ প্রদর্শন সর্ব্ব সময়েই বাঞ্ছনীয়, শোভনীয় এবং পুরাতন কাহিনীও অনেক সময়ে শ্রুতিসুখকর ও শিক্ষাপ্রদ। স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের জীবন চরিতখানি বহুপূর্ব্বে প্রকাশের বাসনা আমার অন্তরে বলবতী থাকিলেও দ্রব্য সম্ভার সংগ্রহে আমায় বহু আয়াস পাইতে হইয়াছিল। এই পুস্তক খানি প্রকাশের জন্য আমার সোদরপ্রতিম বন্ধু শ্রীমান্ বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত মহোদয়গণের নিকট আমি সবিশেষ কৃতজ্ঞ, কারণ তাঁহারা নানাভাবে আমাকে এই পুস্তক প্রকাশে অনুগৃহীত করিয়াছেন। স্যার চন্দ্রমাধব বাবুর পুত্র, পৌত্র ও দৌহিত্রগণ, ভূতপূর্ব্ব জজ স্বর্গীয় সারদা চরণ মিত্র মহাশয়ের পুত্র হাইকোর্টের এড্ভোকেট শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র মহাশয়, স্বর্গীয় শ্রীনাথদাস মহাশয়ের পৌত্র হাইকোর্টের এড্ভোকেট শ্রীযুক্ত উদয়চাঁদ দাস মহাশয়, ভূতপূর্ব্ব জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের পৌত্র শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত মহাশয়, ছোট আদালতের জজ নবাবজাদা লতিফর রহমান বাহাদুর, হাটখোলার জমীদার শ্রীযুক্ত প্রবোধ চাঁদ দত্ত মহাশয়, লিগেল কমিটির কর্ম্মাধ্যক্ষ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত

সতীশ চন্দ্র বসু মহাশয়, কলিকাতা ছোট আদালতের হেড্ এসিষ্ট্যান্ট্ অগ্রজ প্রতিম শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী দত্ত মহাশয়দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশ্বকোষ সম্পাদক প্রাচ্য-বিদ্যা-মহার্ণব রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিয়া আমায় চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তকখানি পাঠকগণের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে কি না, এ দুশ্চিন্তা আমার নাই, একজন মহাপুরুষের জীবন চরিত আলোচনা করিয়া আত্ম-প্রসাদ লাভ করাই আমার উদ্দেশ্য।

বৰ্দ্ধমান,
রাধানগর,
১লা বৈশাখ, ১৩৩৮ সাল।

ইতি—
গ্রন্থকার।

সূচীপত্র।

বঙ্গ-সাহিত্যের রত্নাকর প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বিশ্বকোষ সম্পাদক রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের লিখিত

ভূমিকা।

বঙ্গ জননীর সুসন্তানগণ মধ্যে যাঁহারা জন্মভূমিকে ধন্য ও গৌরবাস্পদ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মাননীয় চন্দ্র মাধব ঘোষ মহাশয় একজন শ্রেষ্ঠ ও গরিষ্ঠ ব্যক্তি। কি স্বজাতি সমাজে, কি বিদ্বৎ সমাজে, কি রাজনীতি ক্ষেত্রে, কি ব্যবহার-জীবীগণের মধ্যে তাঁহার সময়ে তিনি একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি রূপে গণ্য হইয়াছিলেন। একদিকে যেমন তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাধিকরণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন, অপর দিকে কি হিন্দু, কি খ্রীষ্টান, কি মুসলমান সর্ব্ব সাধারণের নিকট তিনি উচ্চ সম্মানলাভে বঞ্চিত হন নাই? আজ প্রায় ১৪ বর্ষ সেই মহাপুরুষ ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি সেই মহাত্মার উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার উপযুক্ত কোন আয়োজন হয় নাই। আজ প্রবোধ বাবু সেই মৃত মহাত্মার অতীত গৌরব কাহিনী রক্ষা করিবার জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছেন লক্ষ্য করিয়া বাস্তবিক অতুল আত্ম প্রসাদ লাভ করিয়াছি। আত্মপ্রসাদ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে আমার আরব্ধ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে বঙ্গজ কায়স্থ কাণ্ডে 'ঘোষবংশ

বিবরণ' প্রসঙ্গে তাঁহার বংশেতিহাস সবিস্তার লিখিবার ইচ্ছা রহিয়াছে। অষ্টাদশ বর্ষ পূর্ব্বে আমার সংকলিত কায়স্থ কাণ্ডের অনুষ্ঠানপত্র সেই মনীষীর নিকট উপস্থিত করিলে তিনি আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন "আপনি বিশ্বকোষ প্রকাশ করিয়া যেমন বাঙ্গালীর প্রিয়পাত্র হইয়াছেন, আপনার এই সামাজিক ইতিহাস সম্পূর্ণ করিতে পারিলে, আপনি সামাজিকগণের নিকট চিরস্থায়ী যশোভাজন হইবেন।" পরে আমার একান্ত অনুরোধে তিনি নানাস্থানের কুলাচার্য্যগণের সাহায্যে আপনার বিস্তৃত বংশ পরিচয় সংগ্রহ করিয়া তাহার কিয়দংশ আমায় পাঠাইয়া ছিলেন, তাঁহার আলোচ্য জীবনীর সহিত সেই কুলপরিচয় গ্রথিত থাকা আবশ্যক মনে করিয়া অবিকল উদ্ধৃত করিতেছি—

"মহারাজ আদিশূরের যজ্ঞোপলক্ষে বঙ্গে আগত কবিবর ভট্টনারায়ণের অনুগত ছিলেন বিবিধ গুণান্বিত মকরন্দ ঘোষ। ("মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতিঃ। দ্বিজ-বন্দ্য কুলোদ্ভব ভট্টগতিঃ" ॥) তাঁহার ৬ষ্ঠ উত্তর পুরুষ রাম ও কার্ণ্য ঘোষ নামা দুই সহোদর কৌলীন্য মর্য্যাদায় ঘোষ বংশীয়গণের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আসন অধিকার করিয়াছিলেন। ("রামকার্ণৈব শ্রেষ্ঠতাং গতৌ")।

অতঃপর চন্দ্রদ্বীপের বসু বংশীয় প্রথম নরপতি ও সমাজ পতি রাজা পরমানন্দ রায়, জিতামিত্র নাগের কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া জিতামিত্র নাগকে স্বীয় পদাতিরিক্ত সম্মানে বিভূষিত করনার্থ ঐ কন্যাকে নিজালয়ে মহাসমারোহের সহিত আনয়ন করতঃ তাহার পাণিগ্রহণ করেন। সে সময় তৎকালিক প্রথানুসারে চন্দ্রদ্বীপস্থ সমগ্র কায়স্থ সমাজ ঐ বিবাহ সভায় আহুত হওয়া

সত্ত্বেও কুলীন শ্রেষ্ঠ কার্ণ্য ঘোষের সন্তানগণ ন্যায়ানুগত অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া এই বিবাহ সভায় উপস্থিত না হওয়াই সঙ্গত বলিয়া মন্ত্রণা করিলেন। তৎকালে কিন্তু কার্ণ্য ঘোষের বৃদ্ধ প্রপৌত্র ছকড়ি নামা বালক মাতুলালয়ে বাস নিবন্ধন তাহার পিতৃকুলের গৌরব রক্ষণ মন্ত্রণার সংবাদ না পাইয়া অনভিজ্ঞতা বশতঃ মাতুলালয় হইতেই ঐ বিবাহ সভায় উপস্থিত হয়। ইহাতে চন্দ্রদ্বীপাধিপতি কার্ণ্য ঘোষ বংশীয় ব্যক্তিগণের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের সমাজ পতির মর্য্যাদা লঙ্ঘন জনিত অপরাধের দণ্ড বিধানার্থ কুলীন সমাজে আজ্ঞা প্রচার করিলেন যে কার্ণ্য ঘোষের সন্তানগণ মধ্যে কেবল ছকড়ি ঘোষ ভিন্ন অপর সকলেই নিষ্কুল হইল। ("কার্ণ্য ঘোষে কুলং নাস্তি কেবলং ছকড়িং বিনা"।) কার্ণ্য সন্তানগণ এইরূপে রাজার অবৈধ দণ্ডে কুলচ্যুত হইয়া কিছুকাল চন্দ্রদ্বীপে বাস করিতে ছিলেন বটে, কিন্তু অচিরাৎ সুযোগ পাইয়া তাহারা চন্দ্রদ্বীপ পরিত্যাগ করতঃ রাজা বসন্ত রায়ের নব প্রতিষ্ঠিত যশোহর সমাজে যাইয়া বনগাঁও ও চিরলিয়া গ্রামে বাস করিতে থাকেন। সেখানে ক্রমে জমিদারী সংস্থাপন পূর্ব্বক চৌধুরী খ্যাতি লাভ করেন, অদ্যাপিও বনগাঁয়ে ও চিরলিয়াতে যে সকল চৌধুরীগণ বাস করিতেছেন, তাহারা বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে বিশেষ সম্মানিত শুদ্ধ কুলজ। উক্ত চৌধুরীগণের বংশ বিস্তৃত হইলে ঐ বংশীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকে ক্রমে ইদিলপুর ও বিক্রমপুর প্রভৃতি সমাজের নানাস্থানে ও নানা কারণে যাইয়া বাস করিতে থাকেন, তন্মধ্যে কার্ণ্য ঘোষের ১৫শ উত্তর পুরুষ লক্ষ্মীনাথ ঘোষ মহাশয় বনগাঁ হইতে বিক্রমপুর ষোলঘর গ্রামে আসিয়া বাস করেন,

মহামান্য হাইকোর্টের পূর্ব্বতম প্রধান বিচারপতি স্বর্গীয় স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় উক্ত লক্ষ্মীনাথেরই বংশধর। পূর্ব্বতম কালে যখন সমাজ বন্ধন বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা দৃঢ়তর ছিল, তখন কুলীন ও কুলজ সম্প্রদায়ের অনেক সদ্বংশজাত ব্যক্তিগণ ঘটনাবশতঃ জ্ঞাতিগণ হইতে বিচ্যুত হইয়া স্থানান্তরে বাস করিলেই স্বীয় স্বীয় পদোচিত সম্মানে বঞ্চিত হইত। এমন কি স্বস্থানস্থিত জ্ঞাতিগণের সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত, উক্ত লক্ষ্মীনাথ ঘোষের সন্তানগণও সামাজিক সেই বিষম বিধানের হস্ত হইতে মুক্তি পান নাই। এইরূপ স্বীয় কর্ম্মচ্যুত কায়স্থগণকে পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গজ কায়স্থ কুলাচার্য্যগণ 'কুলভঙ্গ' কায়স্থ বলিয়া অভিহিত করেন। দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজে এইরূপ ব্যক্তিগণের 'বংশজ' খ্যাতি। বস্তুতঃ বিক্রমপুরের মহাপাত্র ও ন্যূন মহাপাত্রগণ এই জাতীয় ব্যক্তিগণকে 'ভঙ্গ' কুলীন বলিয়া পূজা করতঃ সর্ব্বদা কৃতার্থন্মন্য হ'ন। পরন্তু প্রকৃত কুলীনগণ হইতে ইহাদের স্বতন্ত্র ও লঘুত্ব প্রদর্শনার্থ উক্ত মহাপাত্র ও ন্যূন মহাপাত্র, কতক ইহারা ভঙ্গ কুলীন ও উহারা পর্য্যায়ের কুলীন বলিয়া দ্বিবিধ সংজ্ঞায় অভিহিত হ'ন, পক্ষান্তরে এখন কুল পঞ্জিকার চর্চ্চার অভাব ও তন্নিবন্ধন তদ্বিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রযুক্ত প্রকৃত কুলীনগণ কিন্তু এই কুল ভঙ্গের মহাপাত্র ও ন্যূনমহাপাত্র প্রভৃতি নিম্ন ও নিম্নতর আসন স্থিত সকল সম্প্রদায় কায়স্থগণকেই সমান ভাবে ব্যবহারিক ভাষায় "বাঙ্গাল" খ্যাতি প্রদান করেন, বস্তুতঃ কায়স্থ কুল পঞ্জিকা, কি মিশ্র গ্রন্থ প্রভৃতি কায়স্থ কুল নির্ণায়ক যে সকল প্রাচীন গ্রন্থ আছে তাহার কোথাও কিন্তু "বাঙ্গাল" শব্দটী আদৌ দৃষ্ট

হয় না। তবে এই "বাঙ্গাল" শব্দটী কোথা হইতে উদ্ভূত হইল তাহার তত্ত্ব আমরা যতদূর উদঘাটন করিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে বিবৃত করিলাম। মহারাজ আদিশূরের সময় ও তৎপরবর্ত্তী সময়ে যে সকল কায়স্থগণ মধ্য ভারতবর্ষ হইতে আসিয়া বঙ্গে বাস করেন, তাহাদের সন্তানগণকে বল্লাল সেন কুলীন, মধ্যল্য ও মহাপাত্র এই ত্রিবিধ শ্রেণীতে গুণানুসারে বিভক্ত করেন, আর যাহারা ইতঃপূর্ব্ব হইতেই বঙ্গে বাস করিতেছিলেন, যাহাদের আগমন, স্থিতি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে কোনও ইতিহাস পাওয়া যায় নাই, এবং যাহাদের আচার ব্যবহার ও প্রাগুক্ত বল্লাল পূজিত কায়স্থগণ অপেক্ষা হীনতর ছিল তাহাদিগকে বল্লাল সেন, মাত্র "অচল" সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন, ঐ অচল কায়স্থগণ কিন্তু কালক্রমে বল্লাল পূজিত বিশুদ্ধ কায়স্থগণের সঙ্গে আদান প্রদান করতঃ তাহাদের সঙ্গে মিশ্রিত হইতে লাগিল। সুতরাং কান্যকুব্জ হইতে আগত কায়স্থগণের মধ্যে ঐ অচল কায়স্থগণের সঙ্গে সম্বন্ধ বর্জ্জিত বিশুদ্ধ কায়স্থগণ নিজ সম্প্রদায় হইতে উহাদিগকে পৃথক রাখিবার জন্য বাঙ্গাল (অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গবাসী) এই উপাধিতে পরিচয় দিতে লাগিল। তাহা হইতেই পরে মিশ্রগ্রন্থের অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন কুলীন, কুলজ ও মধ্যল্যেতর অপর সকল কায়স্থগণকেই কুলীনগণ বাঙ্গাল সংজ্ঞায় নির্দ্দিষ্ট করেন, সুতরাং এই ভ্রম বশতঃ উক্ত কুলীনগণ মধ্যে অনেকে স্বয়ং অচল কায়স্থগণের সঙ্গেও আদান প্রদান করিয়া থাকেন। যদি মিশ্র গ্রন্থের প্রকৃত সম্মান রক্ষা করা হইত ও যদি তদনুযায়ী সমাজের প্রকৃত বিধান বিধিবদ্ধ করা হইত তাহা হইলে উল্লিখিত

কুল ভঙ্গ বা বংশজ বংশকে কুলজ পদে উন্নীত করা দোষজনক বলিয়া বোধ হইত না। কারণ কোনও কুলীন সন্তানের কুল ভঙ্গ হইলে তাহার জন্য মিশ্র গ্রন্থ ব্যবস্থা করিয়াছেন যে সেই ভঙ্গ কুলীনগণ ক্রমাগত কুলীনের সহিত আদান-প্রদান করিলে কুলজ বলিয়া কথিত হইবেক; ("কুর্য্যাদেচৎ কুলঃ কর্ম্মনী তত্র কুলে ক্রমাগতং। কুলজেতি সমাক্ষ্যাতঃ কথ্যতে কুলবিদ্‌গণৈঃ" ॥) মাননীয় স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের পিতা স্বর্গীয় রায় দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ বাহাদুর দীর্ঘকাল ডিপুটী মেজিষ্ট্রেটী চাকরী করিয়া যে সকল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশ তিনি কৌলীন্য প্রথানুযায়ী বংশের গৌরব বর্দ্ধক সৎক্রিয়াতেই ব্যয় করিয়াছেন, স্বর্গীয় স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ও অনেক কুলক্রিয়া দ্বারা তাঁহার বংশের পবিত্রতা বর্দ্ধিত করিয়াছেন। তাঁহার বংশের নিম্নলিখিত আদান-প্রদান গুলি দ্বারা তাঁহার কৌলিন্য-অনুরাগ ও বংশের পবিত্রতা পরিলক্ষিত হয়, এই সকল আদান-প্রদানের প্রতি লক্ষ্য করিলে তাঁহাকে যদিচ শুদ্ধ কুলজ বলা না যাউক তথাচ "সৎকুলজ" কিম্বা অগত্যা "ন্যুন কুলজ" বলা অতিরিক্ত হয় না; বস্তুতঃ ইনি বাঙ্গাল বা মৌলিক শব্দ বাচ্য কখনই নহেন।

"১। ৺দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের কন্যাদান রায়েরবরের ৺রামকুমার গুহ মুস্তফির নিকট। (কুলক্রিয়া)

২। স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের বিবাহ টাকীর কালীশঙ্কর গুহ রায়ের কন্যার সহিত (কুলক্রিয়া)।

৩। তাঁহার কন্যাদান (১) টাকী নিবাসী ৺তারাশঙ্কর

রায়চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র অক্ষয়কুমারের নিকট। (২) টাকীর শ্রীপুর নিবাসী জগদীশ চন্দ্র রায়চৌধুরী গুহ মহাশয়ের নিকট (কুলক্রিয়া)।

৪। শ্রীযুত যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বিবাহ টাকী নিবাসী যোগেন্দ্র নাথ রায়চৌধুরীর কন্যার সহিত (কুলক্রিয়া)।

৫। স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বিবাহ বিক্রমপুর মালখা নগর নিবাসী বামাচরণ বসু মহাশয়ের কন্যার সহিত (কুলক্রিয়া)।

৬। শ্রীযুত সুরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বিবাহ চন্দ্রদ্বীপ কাচাবালিয়া নিবাসী ভারতচন্দ্র গুহ বিশ্বাস মহাশয়ের কন্যার সহিত (কুলক্রিয়া)।

(কেবল আদান-প্রদান যে বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে হইয়াছে, তাহা নহে, দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলীন ও প্রধান মৌলিক বংশের সঙ্গেও স্বর্গীয় স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ বাহাদুরের বংশের আদান-প্রদান হইয়াছে)।

৭। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলীন নৈহাটীর পয়োধিচরণ মিত্র মহাশয়ের কন্যার সহিত যোগেন্দ্রবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্যোতিষ বাবুর বিবাহ হয়।

৮। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ নড়াইলের জমীদার জীতেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের কন্যার সহিত যোগেন্দ্রবাবুর মধ্যম পুত্রের বিবাহ হয়।

৯। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ গোষ্ঠীপতি শোভাবাজারের রাজ-বংশীয় রূপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের কন্যার সহিত যোগেন্দ্রবাবুর তৃতীয় পুত্র নীতিশ বাবুর বিবাহ হয়।

১০। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ প্রসিদ্ধ বৌবাজারের অক্রুর দত্ত

বংশীয় বেণীমাধব দত্ত মহাশয়ের কন্যার সহিত যোগেন্দ্রবাবুর চতুর্থ পুত্র বিনোদ বাবুর বিবাহ হয়।

১১। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ প্রসিদ্ধ কুলীন যোগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের কন্যার সহিত যোগেন্দ্রবাবুর পঞ্চম পুত্র প্রমোদ বাবুর বিবাহ হয়।

১২। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ শোভাবাজারের রাজবংশীয় মহারাজ কুমার শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পৌত্রীর সহিত যোগেন্দ্রবাবুর ষষ্ঠ পুত্র প্রসাদ বাবুর বিবাহ হয়।

১৩। যোগেন্দ্র বাবুর প্রথমা কন্যার সহিত ঢাকা বহরের বঙ্গজ কায়স্থ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সুরেন্দ্রমোহন বসু চৌধুরী মহাশয়ের বিবাহ হয়।

১৪। যোগেন্দ্র বাবুর দ্বিতীয়া কন্যার সহিত ঢাকা কাশীম-পুরের প্রসিদ্ধ জমিদার বঙ্গজ কায়স্থ গুহবংশীয় অবনীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের বিবাহ হয়।

১৫। যোগেন্দ্র বাবুর তৃতীয়া কন্যার সহিত দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থ শ্যামবাজারের Chief Auditor E. I. Ry. বীরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের বিবাহ হয়।

১৬। যোগেন্দ্র বাবুর চতুর্থা কন্যার সহিত টাকীর বঙ্গজ কায়স্থ অযোধ্যা বলরামপুর রাজ ষ্টেটের treasurer রায় সাহেব মণিমোহন বসুর বিবাহ হয়।

১৭। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ মুর্শিদাবাদ কাঞ্চনতলার জমীদার শচীন্দ্রকুমার বসু রায় মহাশয়ের সহিত সতীশবাবুর প্রথমা কন্যার বিবাহ হয়।

১৮। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ জেলা জজ করুণাদাস বসু রায় বাহাদুরের পুত্র পুলিশের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিখিলচন্দ্র বসু মহাশয়ের সহিত সতীশবাবুর দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ হয়।

১৯। ভবানীপুরের দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলীন রায় বাহাদুর বিনয়কৃষ্ণ বসুর পুত্রের সহিত সতীশবাবুর তৃতীয়া কন্যার বিবাহ হয়।

২০। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলীন হুগলীর ঈশানচন্দ্র মিত্র রায় বাহাদুরের পৌত্রীর সহিত সতীশবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র বিমলবাবুর বিবাহ হয়।

২১। সতীশবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র বিনয়বাবু হাটখোলার গোষ্ঠী-পতি বৈদ্যনাথ দত্ত মহাশয়ের পৌত্রীকে বিবাহ করিয়াছেন।

২২। সুরেন্দ্রবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র অরুণবাবু বহুবাজারের দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলীন হাজারীবাগের ডাক্তার আশুতোষ বসু রায় মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন।

২৩। সুরেন্দ্রবাবুর মধ্যম পুত্র তরুণকুমার বাবু উলার মিত্র বংশীয় দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলীন ইঞ্জীনিয়ার ক্ষিতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন।

২৪। সুরেন্দ্রবাবুর প্রথমা কন্যার সহিত হাটখোলার গোষ্ঠী-পতি প্রসিদ্ধ উকীল বৈদ্যনাথ দত্ত মহাশয়ের পুত্রের বিবাহ হইয়াছে।

২৫। সুরেন্দ্রবাবুর দ্বিতীয়া কন্যার সহিত দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলীন বিলাশপুরের উকীল শরৎচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র বিলাশপুরের উকীল বাবু সুশীলচন্দ্র মিত্রর সহিত বিবাহ হইয়াছে।

২৬। সুরেন্দ্র বাবুর তৃতীয়া কন্যার সহিত মাইকেলের

জীবনী প্রণেতা দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলীন যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ডাক্তার সুধীরকুমার বসুর বিবাহ হইয়াছে।

২৭। চন্দ্রমাধব বাবুর প্রথমা দৌহিত্রীর বিবাহ দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলীন স্বর্গীয় জজ সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের পুত্র হাইকোর্টের উকীল শরৎকুমার মিত্র মহাশয়ের সহিত।

২৮। চন্দ্রমাধব বাবুর দ্বিতীয়া দৌহিত্রীর বিবাহ দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলীন প্রসিদ্ধ ভূপেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ডাক্তার মণীন্দ্রনাথ বসুর সহিত।

২৯। চন্দ্রমাধব বাবুর দৌহিত্র রবীন্দ্র বাবুর বিবাহ আহিরীটোলার দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলীন উকীল সুরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের কন্যার সহিত।

৩০। চন্দ্রমাধব বাবুর দৌহিত্র অশোক বাবুর বিবাহ ওলপুরের বঙ্গজ কায়স্থ তারাপদ রায় চৌধুরী মহাশয়ের কন্যার সহিত।

(স্বাক্ষর) শ্রীগদাধর দেবশর্ম্মণঃ
বংশজ কায়স্থ কুলাচার্য্য
পট্টি, পোঃ দাসের জঙ্গল, জিঃ ফরিদপুর।
শ্রীআনন্দ চন্দ্র শর্ম্মণঃ।

উক্ত কুলপরিচয় প্রসঙ্গে মাননীয় ঘোষ মহাশয় আমায় যে পত্র লিখিয়াছিলেন, প্রয়োজন বোধে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

শ্রীহরি

Bhawanipur.
3/8/13

যথোচিত সম্মান পুরঃসর নিবেদনমিদং—

আমার বংশের ইতিহাস ও বংশাবলী যাহা আপনি চাহিয়া-

ছিলেন, তাহা এই সঙ্গে পাঠাইতেছি। আমাদের বংশের ইদীলপুর নিবাসী ঘটকেরা যাহা সংগ্রহ করিয়া ইতিপূর্ব্বে আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন তাহারই অবিকল নকল পাঠাইলাম। যদি কোন অংশে কোন ভুল থাকে তাহা আপনি দেখিয়া শুনিয়া লইবেন, তাহা পরীক্ষা করা আমার কোন উপায় নাই। বলা বাহুল্য যে আমাদিগের আদি পুরুষ মকরন্দ ঘোষ ও আমাদিগের গোত্র সৌকালীন। প্রেরিত কাগজাদি পৌঁছিল কিনা তাহা অতি সত্বর আমায় জানাইবেন। ভরসা করি আপনারা সকলে ভাল আছেন।

ইতি—

নিঃ—শ্রীচন্দ্রমাধব ঘোষ।

পুঃ—ঘটকেরা আর একখানি বিস্তীর্ণ বংশাবলী পাঠাইয়া ছিলেন তাহাও আমার নিকট আছে তাহা বোধ হয় আপনার আবশ্যক নাই। ইতিহাসের সঙ্গে যে সংক্ষিপ্ত বংশাবলী তাঁহারা পাঠাইয়াছিলেন তাহাই পাঠাইলাম।

শ্রীচন্দ্রমাধব ঘোষ।

পুঃ—যদ্যপি আপনি প্রেরিত ইতিবৃত্ত কোন বহিতে প্রকাশ করেন তাহা হইলে ইহাতে লিখিত কোন কোন অংশ পরিত্যাগ করা অর্থাৎ প্রকাশ না করা উচিত কিনা তাহা আপনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া স্থির করিবেন।

শ্রীচন্দ্রমাধব ঘোষ।

উক্ত পত্রে যে বৃহৎ কুল-পরিচয়ের উল্লেখ আছে, তাহা আমি তাঁহার নিকটে গিয়া দেখিয়া আসিয়াছি। আশা করিয়াছিলাম

যে সেই মহানুভবের সংগৃহীত বৃহৎ কুল পরিচয় আলোচ্য জীবনী মধ্যে দেখিতে পাইব। কিন্তু তাঁহার উপযুক্ত বংশধরেরা পিতার সংগৃহীত সেই অমূল্য বংশ পরিচয় কি রক্ষা করেন নাই? তাহার কোন উল্লেখ আলোচ্য গ্রন্থে পাইলাম না কেন?

যাহা হউক প্রবোধ বাবু অনুসন্ধানের ত্রুটী করেন নাই। সেই মহাপুরুষের জীবন কথা অতি উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণন করিয়া বাস্তবিক ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। ইং ১৯০১ সালে বঙ্গ দেশীয় কায়স্থ সভায় সেই মনীষীর সহিত আলাপের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। ১৯১৭ সালে নভেম্বর মাসে দেওঘরে যাত্রার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ সপ্তদশ বর্ষ সেই উদার চরিতের আদর্শ চরিত্র লক্ষ্য করিবার সুযোগ হইয়াছিল। প্রবোধ বাবু সেই আদর্শ চরিত্র চিত্রণে সফলতা লাভ করিয়াছেন। যিনি এই জীবন-কথা পাঠ করিবেন তিনি গ্রন্থকারের কৃতিত্বের পরিচয় ও একজন শ্রেষ্ঠ মানবের প্রকৃত চিত্র অনুধ্যান করিয়া আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। অবশেষে গ্রন্থ সম্বন্ধে দুই একটী অবান্তর কথা বলিতে বাধ্য হইতেছি। গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রারম্ভে যে পুরাতত্ত্ব বা প্রেত্নতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন, তাহা না লিখিলেই ভাল হইত। এরূপ জীবনকথার মধ্যে ঐ সকল আলোচনা কতকটা অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ অধুনাতন প্রত্নতাত্ত্বিক গণের আলোচনার ফলে অনেক কথাই উল্টাইয়া গিয়াছে। কুল পরিচয় সম্বন্ধে উপরে কুলাচার্য্যগণের মন্তব্য যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে নানা প্রাচীন কুলগ্রন্থ ও সমসাময়িক ইতিবৃত্তের প্রমাণে তাহারও অনেক পরিবর্ত্তন যোগ্য হইয়া পড়িয়াছে, এখানে তাহার

সম্যক্ আলোচনা শোভনীয় হইবে বলিয়া মনে করি না। দক্ষিণ রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থ সমাজের ইতিহাস প্রকাশে অগ্রসর হইয়াছি। তাহাতে মাননীয় ঘোষ মহাশয়ের পূর্ব্বতন কুল পরিচয় সবিস্তার লিখিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। প্রবোধ বাবু মাননীয় ঘোষ মহাশয়ের ব্যক্তিগত জীবনী যেরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি সর্ব্বসাধারণের ধন্যবাদের পাত্র।

১লা বৈশাখ,
১৩৩৮।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু
(বিশ্বকোষ সম্পাদক ও বঙ্গের
জাতীয় ইতিহাস প্রণেতা)

Introduction

উপক্রমণিকা

আমরা হিন্দু, আমরা ইতিহাসে বড়ই দরিদ্র, এই কারণে প্রাচীন কাল হইতে মহাপুরুষগণের জীবন চরিত আমরা জানিতে পারি না।

বিভিন্ন বেদ হইতেই বৈদিকযুগের তত্ত্ব নিরূপিত হয় কিন্তু ধারাবাহিক ইতিহাস সংগৃহীত হয় নাই। তৎপরে রামায়ণ এবং মহাভারতকেই পৌরাণিক যুগের ইতিহাস, কাব্য এবং ধর্ম্মগ্রন্থ বলা যাইতে পারে। ঐ দুটীই আমাদের জাতির সম্বল, পরিচয় দিবার উহাই আমাদের গর্ব্বের সামগ্রী।

রামায়ণ এবং মহাভারতে শ্রীভগবানের নানাভাবের অভিব্যক্তি আমাদের জীবনের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের আদর্শ। তাঁহাকেই বেষ্টন করিয়া ঐশী শক্তি সম্পন্ন দেবর্ষি, মহর্ষি ও পরাক্রমশালী বীরগণ, মহৎ অন্তঃকরণ বিশিষ্ট ধার্ম্মিকগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—তাঁহাদেরই কিছু কিছু পরিচয় আমরা ঐ দুই গ্রন্থে দেখিতে পাই।

বৌদ্ধ যুগে মহাত্মাদের জীবন চরিতের কিছু বেশী আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু বিশদভাবে কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে বাংলা ভাষার শৈশবকালে শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতগণ শিক্ষা পুস্তকের মধ্যে বিদেশীয় ও বিজাতীয় ব্যক্তিগণেরই

চরিত্র লিখিয়া গিয়াছেন; হায়! তখন কি বাংলাদেশে বা সমগ্র হিন্দুস্থানে চরিত্র লিখিবার উপযোগী গুণসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন না?

যাহা হউক নব্যযুগে পাশ্চাত্য ভাবের ছায়া লইয়া দেশীয় গুণশালী ব্যক্তিগণের জীবনী লিখিবার প্রয়াসে অনেক জীবন চরিত সাহিত্যের মধ্যে, দেশের মধ্যে অমূল্য সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ইহা জাতির সৌভাগ্য।

তবে কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে দেশের অবস্থারও পরিবর্ত্তন হয়, যখন যে ভাবের বন্যা আসিয়া দেশবাসীর মনকে প্লাবিত করে, তখন সেই ভাবের শ্রেষ্ঠ ভাবুককে লইয়াই দেশ প্রমত্ত হইয়া উঠে। তাঁহার বিয়োগে তৎকালীন ব্যক্তিগণ শোক প্রকাশ করে, জীবন চরিত লেখে এবং স্মৃতিরক্ষা করে। এক সময়ে ধর্ম্ম-সংস্কারক ও সমাজ-সংস্কারককে লইয়া দেশ মাতিয়াছিল তখন তাঁহাদের আদর ছিল—তাঁহাদের জীবনী প্রীতি উৎপাদন করিত। এক সময়ে সাহিত্যিকের পূজা হইয়াছিল। কোন সময়ে রাজনীতিক ব্যক্তিগণের কীর্ত্তি বিঘোষিত হইয়াছিল।

যখন দেশাত্মবোধের কূলপ্লাবনী বন্যা আসে, যিনি দেশের জন্য, দশের জন্য স্বার্থত্যাগ বা আত্মবলি দেন তিনিই বরেণ্য—তাঁহার বিয়োগেই দেশ যেন নিরাশ্রয় হয়, অতল তলে ভারতবর্ষ ডুবিয়া যায়—এই ভাবেই দেশবাসী হাহাকার করে। যাঁহাদের তিরোভাব হয় তাঁহাদের জীবন চরিত লিখিত হয়,—নানা ভাবের ধারায়, বিচিত্র বর্ণে রং ফলাইয়া—দেশবাসীর চক্ষু ঝলসিয়া দেয়। এক গুণে শত দোষ ঢাকা পড়ে।

অনেক সময়ে যাঁহারাই রাজনীতির সাধক, বক্তা, লেখক, সমালোচক, সম্পাদক তাঁহারাই আদর্শ-স্থানীয়।

বস্তুতঃ স্বদেশকে বিশ্বের সমক্ষে বিজাতির নিকট পরিচয় দিতে হইলে আমাদের দেশের গুণশালী সকল সম্প্রদায়ের মনীষিগণের মহৎ চরিত্র লইয়া জীবন চরিত লিখিবার প্রয়োজন হইয়াছে। খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের সময়ে দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থাও জীবন চরিতের সঙ্গে আলোচিত হওয়া আবশ্যক। ইহা পাঠে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ হয়।

বঙ্গ জননী রত্ন প্রসবিনী। সকল সময়েই তিনি প্রতিভা সম্পন্ন গুণবান কীর্ত্তিশালী সন্তান প্রসব করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় আমরা সকলের জীবন চরিত রক্ষা করি নাই।

স্বর্গগত মহাপ্রাণ স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষের গুণরাশি তৎকালীন ব্যক্তিগণ সম্যক প্রকারে জানিতেন, সেই মহান্ আদর্শ পুরুষের মহীয়সী শক্তি ও প্রতিভা যে সর্ব্বসাধারণের মনমুগ্ধকরী ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার কার্য্য কলাপ, তাঁহার মহৎ অন্তঃকরণ, উদারতা, জ্ঞান ও সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতির পরিচয় হৃদয়গ্রাহী হইবে বলিয়া তাঁহার জীবন চরিত প্রচারের আবশ্যক। দেশের মনিষী-গণের জীবন চরিত যতই প্রচারিত হইবে, তাঁহাদের আদর্শ, তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ যতই লোকে অনুসরণ করিবে, দেশ ততই উন্নত হইবে। তাঁহাদের পরিচয়ে দেশবাসী গৌরবান্বিত হইবে।

তবে কাহারও জীবন চরিতকে ভাবের তুলিকায়, কল্পনার রঙ্গে চিত্রিত করিয়া প্রকৃত সত্যকে সংহার করা উচিত নহে—তাহা

কোন দিন স্থায়ী হইবে না, আকাশ পটে রামধনুর ন্যায় মিলাইয়া যাইবে। অনেক লেখক—ব্যক্তি বিশেষকে উজ্জ্বল করিতে গিয়া মসী লিপ্ত করিয়া ফেলে। সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া প্রকৃত সত্য ঘটনা প্রকটিত করিলে পাঠক ও সমালোচকের কোন কথা বলিবার থাকে না।

আমরা স্যার চন্দ্রমাধবের জীবনের ঘটনাবলী যথাযথ ভাবে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, কর্ম্মের ধারা, অক্লান্ত কর্ম্মীর শক্তি,—বর্ণিত বিবরণেই প্রমাণীকৃত হইবে। নানা বিষয়ে বিভিন্ন স্থানে তাঁহার শক্তির বিকাশ, চরিত্রের স্ফূরণ, সুমনোবৃত্তির সাহায্য এবং সাধারণের চিত্তকে আকৃষ্ট করিবার ক্ষমতা যে কত দূর ছিল তাহা এই জীবন চরিতে সম্যক প্রকারে দেখাইবার চেষ্টা করা হইবে। উদারতা, ন্যায়পরায়ণতা, দয়া, আশ্রিত বাৎসল্য, ক্ষমা, আতিথেয়তা, সত্যানুরাগ প্রভৃতি যে সকল গুণে তিনি ভূষিত ছিলেন—তাহা যাঁহারা উপভোগ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল—-তাহারাই আকৃষ্ট হইয়াছিল—তাহারাই তাহা জানিতে পারিয়াছিল, অবশ্য সকল সময়ে সকল ব্যক্তি তাঁহার সাহচর্য্যে আসিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় নাই। সকল ক্ষেত্রে সকলের পক্ষে তাহা সম্ভবপর হয় না। তাঁহার নিকট উপকৃত ব্যক্তি আজও জীবিত।

তাঁহার শিক্ষার প্রতি তীব্র অনুরাগ শিক্ষার্থীর অনুকরণীয়, ওকালতীতে অসাধারণ অধ্যবসায়, কায়মনপ্রাণ দিয়া মক্কেলের কার্য্য করিয়া প্রসার প্রতিপত্তি লাভ ওকালতী ব্যবসায়ীর অনুসরণীয়। সমাজ সংস্কার বিষয়ে বাক্যকে কার্য্যে পরিণত

করিয়া দেখান সমাজহিতৈষীগণের সেবা। সমাজ সংস্কারে তিনি বাক্ সর্ব্বস্ব ছিলেন না, প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন না, কেবলমাত্র মন্তব্য (resolution) গ্রহণ করিয়া কর্ত্তব্যের শেষ করিতেন না, নিজে তাহা সাধন করিতেন—

"আপনি আচরি প্রভু অপরে শিখাও"

রাজনীতি ক্ষেত্রেও যেখানে নেতৃগণের সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য, বিদ্বেষভাব সেইখানেই তিনি পরস্পরের মিলন সংঘটন করিয়া দিয়াছেন।

স্বদেশের কল্যাণকর কার্য্যে অগ্রণী হইয়া রাজপুরুষগণকে অকুতোভয়ে বুঝাইয়াছেন। যেখানে অন্যায় দেখিয়াছেন সেইখানেই নির্ভয়ে প্রতিবাদ করিয়াছেন। বিচারকের আসনকে কেমন করিয়া গৌরবমণ্ডিত করিতে হয়, ধর্ম্মাধিকরণে কেমন করিয়া তেজস্বিতার সহিত ন্যায় ও ধর্ম্মকে রক্ষা করিতে হয়—তিনি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আত্ম সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিতে—তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। এক কথায় বলিতে গেলে সেই সত্য পথের পথিক যেন কর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের প্রকট মূর্ত্তি ছিলেন।

কিরূপ ভাবে তাঁহার জীবন, উন্মার্গগামী তেজস্বী লতার ন্যায় ধীরে ধীরে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া উপাদেয় ফল প্রসব করিয়াছিল তাহা বস্তুতঃই কৌতূহলোদ্দীপক।

তাঁহার জীবন চরিত এতদিন একখানিও প্রচারিত হয় নাই—তাহার কারণ তাঁহার স্তাবকদলের উপর বিরক্তি ছিল, অযথা স্তুতিবাদ, তোষামোদ তিনি ভালবাসিতেন না। স্বার্থান্বেষী ভ্রমর-কুলের গতিবিধি তাঁহার ভবনে বড় একটা দেখা যাইত না।

ঢক্কা নিনাদে বাজার সরগরম রাখিবার জন্য ভাড়াটিয়া লোক নিযুক্ত রাখিতেন না।

তাঁহার জীবন চরিত লেখার প্রসঙ্গে আমরা অতি আবশ্যকীয় দেশের কতিপয় বিবরণ এবং তাঁহার সমসাময়িক খ্যাতনামা বান্ধবগণেব সহিত তিনি কিরূপভাবে বিজড়িত ছিলেন—তাহাও দেখাইবার প্রয়াস পাইব।

পরিশেষে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে—আমরা যতদূর তাঁহাকে বুঝিয়াছিলাম—তাহাতে আমরা দেখিয়াছি, গাম্ভীর্য্যের মধ্যে স্নেহ যেন বিশাল গিরি গাত্র হইতে সুশীতল নির্ঝরিণীর প্রপাত, পুরুষোচিত তেজের মধ্যে সরলতা, স্থৈর্য্যের সহিত স্তীতধী বুদ্ধি, অকপট সৌজন্যতা, দেশাত্মবোধ ও স্বজাতি প্রীতি—তাঁহার হৃদয়ে—বারাণসী ক্ষেত্রে যেন অসি ও বরুণার ন্যায় প্রবাহমানা ছিল।

বাহ্যাড়ম্বর, বৃথা অহঙ্কার, আত্মগরিমা ছিল না, তবে তিনি আভিজাত্য, আত্মসম্মান, মর্য্যাদার গৌরব বৃদ্ধির জন্য সগর্ব্বে দণ্ডায়মান হইতেন—স্বজাতি ও সতীর্থ যাহাতে খর্ব্ব না হয়—এই জন্য তিনি সচেষ্ট থাকিতেন। যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহাকে সর্ব্বদা দেখিয়াছিলেন তাঁহারা এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারেন যে তাঁহার কীর্ত্তি অপেক্ষাও তিনি কত মহৎ ছিলেন।

তাঁহার নশ্বর দেহের অবসান হইয়াছে বটে তথাপি আমরা আজও যেন অন্তরীক্ষে তাঁহার প্রোজ্জ্বল চক্ষুতে জ্যোতির কিরণ বিকীর্ণ হইতেছে দেখিতে পাইতেছি—হাইকোর্টের সোপানোপরি তাঁহার মর্ম্মর মুর্ত্তি দেখিলে স্মরণ হয় যেন সেই সুতীব্র কটাক্ষের

ভিতর স্নেহ-উছল কোমল স্নিগ্ধকর ভাব বিকশিত রহিয়াছে।। তাঁহার বাহ্য মূর্ত্তির বিশেষত্ব ছিল—গাম্ভীর্য্যের আবরণে মাধুর্য্য—কাঁচের শিশির মধ্যে গোলাপের নির্য্যাস; নারিকেলের অভেদ্য কঠিনাবরণের ভিতর সুশীতল সুমিষ্ট বারি।

যতদিন হাইকোর্ট থাকিবে—যতদিন সুবিচার থাকিবে—যতদিন আইন ব্যবসা থাকিবে—যতদিন কায়স্থ জাতি থাকিবে—ততদিন তাঁহার কীর্ত্তি অক্ষুণ্ন থাকিবে, ততদিন তিনি অমর।

আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য যে নিরপেক্ষ বিবেচক সমালোচকের অভাব, এই কারণে বিভিন্ন মতাবলম্বী সমালোচক বলিয়া বসেন যে আখ্যায়িত ব্যক্তির গুণই জীবন চরিতে প্রকাশিত হইয়াছে, দোষের কথার উল্লেখ নাই—অতএব ওরূপ জীবন চরিত অসম্পূর্ণ ও স্তুতি পূর্ণ। মানুষ দেবতা নহে, দোষ গুণ লইয়াই মানুষ। তাঁহাদের এ কথাটা মনে রাখা উচিত যে—

"গুণমিচ্ছন্তি সাধবঃ দোষমিচ্ছন্তি পামরাঃ
*　　*　　*　　*"

অথবা

"সাধু সাধুময়ং পশ্যেৎ ক্রূরঃ ক্রূরময়ং জগৎ।
দর্পনেন যথোৎপন্নং স্বীয়মাকারমিচ্ছতি॥"

গ্রন্থকার।

স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ।

জন্মস্থান।

ধরিত্রী দেবীর উপর মৃত্তিকার তারতম্য প্রকৃতিগত বৈষম্য। সুরসাল বৃক্ষের মধুময় ফল—সকল কাননে হয় না, সুরভিত পুষ্প কিছু সকল উদ্যানে প্রস্ফুটিত হয় না, মৃত্তিকার গুণে যেমন ফল ও পুষ্প তৃপ্তিকর ও মনমুগ্ধকর হয়, তেমনি দেখিতে পাওয়া যায়, এক এক দেশে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণেরই জন্মাধিক্য বেশী।

বঙ্গদেশে ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে, ঐশ্বর্য্যে, জ্ঞানে, বিদ্যায় ও বীরত্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রদেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিক্রমপুর অতি প্রাচীন দেশ। অধ্যবসায়শীল প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহাসিকগণের গভীর গবেষণায় আমরা জানিতে পারি যে মহাভারত ও পৌরাণিক কাল হইতে সেন রাজাগণের সময় পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ঢাকা জেলার ও ফরিদপুর জেলার কতকাংশই বিক্রমপুর নামে অভিহিত ছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের সময় বঙ্গের নির্দ্দেশ এই, যে নবম শতাব্দীতে এই বিক্রমপুরকেই সমতট বলিত। পশ্চিম বঙ্গের উন্নতির বহুপূর্ব্ব হইতেই বিক্রমপুর সমৃদ্ধিশালী ও উন্নত হইয়াছিল। সেনবংশীয় রাজন্যবর্গের বংশধর রাজা বিক্রমসেন বিক্রমপুর নগরের স্থাপয়িতা।

বিক্রমপুরের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত।

বিক্রমপুরের প্রাচীন সীমা ঃ—পূর্ব্বে পদ্মা বিশাল-কায়া ছিল না, তখন উহা উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া মেহদীগঞ্জের নিকট মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছিল। ১৭৮১ সনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকার সময়ে জরীপ হইয়া একটী ম্যাপ বা নক্সা প্রস্তুত হয়, তাহাতে দেখা যায়—কালীগঙ্গা ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণাংশ হইতে বিক্রমপুরের মধ্যাংশ দিয়া পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছিল। তখন ইদ্রাকপুর বা মখীবন্ধ, ফিরিঙ্গীবাজার, মীরগঞ্জ, **ঘোলঘর** প্রভৃতি ১৭ খানি গ্রাম কালীগঙ্গার উত্তর তীরে অবস্থিত ছিল। এইরূপ দক্ষিণতীরে প্রায় ৩০টী গ্রামের উল্লেখ আছে। মহাকালের ধ্বংসময়ী তাণ্ডবী লীলায় বিক্রমপুরের যে অত্যাদ্ভুত পরিবর্ত্তন হইয়াছে তাহা বস্তুতঃই বিস্ময়কর। পূর্ব্বকার স্থলভাগ এক্ষণে জলশায়ী এবং জলভাগ এক্ষণে স্থলে পরিবর্ত্তিত। পূর্ব্বে উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রমপুর একই সংলগ্ন ভূমিখণ্ড ছিল কিন্তু এখন কীর্ত্তিনাশা বিক্রমপুরকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ২০০ দুই শত বৎসরের মধ্যে বিভীষিকাময়ী সর্ব্বধ্বংসকারিণী রাক্ষসী পদ্মা যে কত সুন্দর জনপল্লী, কত মনোহর দেবমন্দির, কত প্রাচীন কীর্ত্তি গ্রাস করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। বর্ত্তমান সময়ে বিক্রমপুরের উত্তরে ধলেশ্বরী ও ইছামতী নদী, পূর্ব্বে মেঘনা, দক্ষিণে ও পশ্চিমে পদ্মা। এই বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের পরিমাণ ফল ৫০০ পাঁচশত বর্গ মাইল।

এই প্রাচীন দেশের অন্তর্গত পূর্ব্বোল্লিখিত **ষোলঘর** গ্রাম আমাদের মহামতি স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষের জন্মস্থান। পুরুষানুক্রমিক এই বনিয়াদী ঘোষবংশের বাসস্থানই এই প্রসিদ্ধ গ্রাম। বর্ত্তমান ষোলঘরের চতুঃসীমা এইরূপ দেখা যায়ঃ—উত্তরে—হাসরা, পাইক-পাড়া ও কেওটখালি, পূর্ব্বে—পূর্ব্বদেলভোগ ও কালী-গাঁ, দক্ষিণে—দেলভোগ ও শ্রীনগর, পশ্চিমে—আরলবীল। গ্রামখানিতে লোক সংখ্যা অনেক, স্কুলে প্রায় ৪০০ শত বালকের পাঠশিক্ষা দেখিলেই অনুমান করা যায় যে গ্রামখানি কত বৃহৎ। একা ষোলঘর গ্রামেই একটি Union Board ইয়োনিয়ন বোর্ড আছে।

ষোলঘর গ্রামের নামে অনেকের মুখে জল আসে, কারণ অতি-কায় কৈ মৎস্যের আমদানী ষোলঘরেই হইয়া থাকে। কৈ'মাছ মৎস্যাহারীর অতি প্রিয়।

এই প্রাচীন বিক্রমপুর পরগণার সরস মৃত্তিকায় যে সকল মনিষীগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহাদের কীর্ত্তিতে আজ বিক্রমপুর গৌরবদৃপ্ত, অতীতের স্মৃতি আজও যে বিক্রমপুরকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, আমরা সংক্ষেপে সেই সকল মনিষীদের উল্লেখ করিয়া দেখাইব যে, সুরসাল আম্র কাননেই সুমিষ্ট আম্র ফলিয়া থাকে, নন্দন কাননেই পারিজাত পুষ্পের সৌরভ ঘ্রাণ পাওয়া যায়।

চতুপার্শ্বে চক্ষের সমক্ষে যদি জ্ঞান-বিদ্যা-বীরত্বের আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায় তবে প্রায়ই সেই আদর্শ অনুসরণ করিবার প্রবৃত্তি মানব মাত্রেরই হইয়া থাকে। এই কারণেই বিক্রমপুরে কীর্ত্তিশালী ব্যক্তিগণের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী।

বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অপ্রকট

অবস্থায় তাঁহারই ভাব ও চরিত্র লইয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা ঐতিহাসিক সত্য অথবা বৈষ্ণবদের ইহা উৎকট ধর্ম্মভাবের কল্পনা হইলেও আমরা ইহা নিঃশঙ্কচিত্তে বলিতে পারি যে, মানুষ যদি কোন মহানুভব চরিত্রবিশিষ্ট ব্যক্তির আদর্শ অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে সেই মহান্ চরিত্রের অবিকল ছায়া তাহার মধ্যে কেনই না নিপতিত হইবে? এই কারণেই পারিপার্শ্বিক আদর্শ ও আলেখ্য চিত্তবৃত্তি বিকাশের প্রধান সহায়। অতএব যে স্থান জ্ঞান, বিদ্যা, ধর্ম্ম ও বীরত্বের পাদ-পীঠ, সেই বঙ্গ-তীর্থ বিক্রমপুরে পূর্ব্ববর্ত্তী মহাত্মাগণের গুণরাশির প্রতিবিম্ব স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের চরিত্রে কেনই না প্রতিফলিত হইবে?

৯৮০ খ্রীঃ বিক্রমপুরস্থ বজ্রযোগিনী গ্রামে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী পরম জ্ঞানী যতিপ্রবর দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতিশ জন্মগ্রহণ করেন। আজ পর্য্যন্ত তির্ব্বতবাসী লামারা বুদ্ধদেবের ন্যায় দীপঙ্করকেও দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে।

এই বজ্রযোগিনী গ্রামের প্রতি ধূলিকণায় সেই মহাজ্ঞানী দীপঙ্করের পদধূলি অনুতে অনুতে মিশ্রিত আছে। এই বজ্রযোগিনী গ্রামেই আমাদের চন্দ্রমাধব বাবুর মাতুলাশ্রম।

বিক্রমপুরের ধারাবাহিক ইতিহাস নাই, তবে সেনবংশীয় নরপতিগণের সময় হইতে কতকটা ইতিহাস আছে। সেনবংশীয় নরপতি প্রসিদ্ধ আদিশূর খ্যাতনামা রাজা ছিলেন। ইনি বিক্রমপুরের রামপাল নামক স্থানে বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন এবং কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন সদ্‌ব্রাহ্মণ এবং পাঁচজন সৎ কায়স্থকে আনয়ন করেন।

সেই সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণের এমনি প্রভাব ছিল যে রাজা আদিশূরকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য পঞ্চ ব্রাহ্মণ জল গণ্ডুষ লইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন, রাজার আসিতে বিলম্ব হওয়ায় ব্রাহ্মণগণ সেই হস্তস্থিত বারি শুষ্ক মল্লকাষ্ঠে নিক্ষেপ করেন। শুষ্ক মল্লকাষ্ঠ তৎক্ষণাৎ জীবিত হইয়া পত্রপুষ্পে সুশোভিত হয়। রামপালে আজও সেই গজারী বৃক্ষ অতীতের সাক্ষীস্বরূপ নরনারীর পূজা গ্রহণ করিতেছে। এই বৃক্ষের উচ্চতা প্রায় ৬০ হাত, গোড়ার বেড় প্রায় ৪॥০ হাত। মৃতবৎসা স্ত্রীলোকগণ ইহাকে স্পর্শ করিলে উষ্ণতা অনুভব করিয়া থাকেন। ইহা কি বিক্রমপুরের গৌরব ধ্বজা নহে? পৃথিবীর কোন্ দেশে এই অত্যদ্ভুত অমর বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়? এই পঞ্চজন ব্রাহ্মণগণের সহিত সমবীর্য্যসম্পন্ন পাঁচজন মহামতি সৎ-কুলোদ্ভব কায়স্থ আগমন করেন। তাঁহাদের নাম মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বসু, কালিদাস মিত্র, পুরুষোত্তম দত্ত এবং বিরাট গুহ। মকরন্দ ঘোষেরই বংশধর আমাদের স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ।

আদিশূরের কন্যাবংশে প্রসিদ্ধ বল্লালসেন জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৬৬ খ্রীঃ হইতে সেনরাজগণের সিংহাসনে অধিরূঢ় থাকিয়া রাজত্ব করেন। ইনি ধনে, মানে, জ্ঞানে ও পাণ্ডিত্যে যশস্বী হইয়াছিলেন, ইনিই ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে কৌলিন্য প্রদান করেন। যতদিন বঙ্গে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতি থাকিবে ততদিন বল্লালের নাম অবিনশ্বর। বল্লালসেন সমাজ গঠন করেন। ইঁহারই বংশধর লক্ষণ সেনের রাজত্বকালে "ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব" প্রণেতা বৈদিক ব্রাহ্মণ হলায়ুধ প্রধান বিচারপতি ছিলেন। হিন্দু রাজত্বের সময়ে এই বিক্রমপুরের হলায়ুধ প্রধান বিচারপতি হয়েন এবং বঙ্গের স্বাধীনতা যুগের প্রায় ৬০০

বৎসর পরে ইংরাজরাজের রাজত্ব কালীন এই বিক্রমপুরের মৃত্তিকায় জন্ম লাভ করিয়া স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ হাইকোর্টের প্রধান বিচার-পতির পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

বল্লালসেনের রাজধানী রামপালে রামপাল দীঘি, বল্লাল-দীঘি, বল্লালবাড়ীর ধ্বংশাবশেষ, অগ্নিকুণ্ড প্রভৃতি স্থান সকল আজও অতীতের গৌরব বর্দ্ধন করিতেছে। বিক্রমপুরের অতীত কাহিনী আজও ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বলীকৃত করিয়া রাখিয়াছে, অতীত চিহ্ন সকল চির গৌরবময়।

পূর্ব্বে বঙ্গদেশ বলিলে পূর্ব্ববঙ্গকেই বুঝাইত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এই আদি বঙ্গদেশের অধিবাসীকে আজ পশ্চিমবঙ্গের লোকেরা 'বাঙ্গাল' বলিয়া শ্লেষ করে, হীনমতি নীচ লোকে আবার ছড়া লিখিয়াও গালাগালি দেয়, এমন কি কলিকাতার রঙ্গালয়ের নাটুকেরা (যাহারা নিজেরাই নাম ছাপিয়া জাহির করে) তাহারা প্রহসন লিখিয়া পূর্ব্ববঙ্গ অধিবাসীদের বিদ্রূপ করিয়া নীচত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। চন্দ্রমাধব বাবু এই কারণে রঙ্গালয়গুলিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। এই প্রসঙ্গে একটী গল্পের উল্লেখ করিলাম। যখন চন্দ্রমাধব বাবু বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সভাপতি, সেই সময় একদিন একটী কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশনে একটি বিরাট সভার আয়োজনের ব্যবস্থা হয় এবং কায়স্থগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের আহ্বান করিবার কথা উত্থাপিত হয়, সেই সময় কোন একটী রঙ্গালয়ের প্রবীন নটের নাম বক্তাশ্রেণীভুক্ত করা হয়, চন্দ্রমাধব বাবু সে নাম কাটিয়া দেন, নটের বক্তৃতায় প্রায় দেখা গিয়াছে হাস্যরস থাকিলেও অসার এবং তাঁহার

নাটকে ও প্রহসনে ঐরূপ পূর্ব্ববঙ্গবাসী গণের উপর অযথা বিদ্রূপ ও নীচত্ব ভাব প্রকাশিত আছে। কায়স্থসভার পক্ষ হইতে স্বর্গীয় জজ সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের অনুরোধে প্রসিদ্ধ নাট্যকার স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় কায়স্থ জাতির বিবাহপণের কলঙ্ককাহিনী বর্ণনা করিয়া 'বলিদান' নাটক প্রণয়ন করেন এবং সর্ব্বপ্রথম অভিনয়ের দিন কায়স্থসভার নেতৃবর্গকে আহ্বান করেন। স্যার চন্দ্রমাধব বাবু আমাকে বলেন যে 'বলিদানে' কোন প্রদেশবাসীর উপর অনর্থক বিদ্রূপাত্মক কোন কথার আলোচনা আছে কি না তুমি জান? আমি ও সারদা বাবু নাটক খানির খসড়া (manuscript) পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম সুতরাং আমি দৃঢ়ভাবে 'না' বলায় তবে চন্দ্রমাধব বাবু রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষের নিমন্ত্রণে ঐ নাটকের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। যাহা হউক আজকাল আর ঐরূপ একটা পূর্ব্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে ঈর্ষাভাব নাই। স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষের স্বদেশপ্রীতি ও স্বদেশবাসীর উপর তীব্র অনুরাগের ইহা এক জ্বলন্ত উদাহরণ। প্রাদেশিক কথাবার্ত্তা বাঙ্গালায় চিরদিনই বিভিন্ন, তত্রাচ এই সকল কথাবার্ত্তা লইয়া দেশে মনোমালিন্যর সূত্রপাত হয়, ইহা কেবলমাত্র এইরূপ অভিশপ্ত দেশেই সম্ভবে। হাইকোর্টের আর একজন অবসর প্রাপ্ত জজ বাঁকুড়া জেলা বাসী শ্রীযুক্ত দিগম্বর চট্টোপাধায় মহাশয় তাঁহার স্বদেশের কথা সাধারণ বক্তৃতামঞ্চেও বলিয়া গৌরব অনুভব করিতেন; এবং একবার শ্রোতৃবৃন্দকে এক ক্ষেত্রে ঐ কথা স্পষ্টভাবে বলিয়া তাঁহাদিগকে অপদস্থ করিয়াছিলেন। চন্দ্রমাধব বাবুর স্বদেশ প্রীতি সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করিব।

সেনবংশীয় নৃপতিগণের মধ্যে রাজা দনৌজমাধব সেন পাঠান রাজত্ব সময়ে স্বাধীন রাজা ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী রাজা ছিলেন, তিনিও বল্লাল সেনের ন্যায় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজে অনেক নূতন কুল-নিয়মাদি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

১৫৮০ খ্রীঃ রাজা টোডরমল্ল মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হয়েন, তিনি পরগণা বিভাগ করেন, তখন বিক্রমপুর পরগণা সোনারগাঁয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তৎপরে ১৫৮৯ খ্রীঃ সম্রাট আকবরশায়ের রাজত্বকালে বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন বিভিন্ন অংশে ১২ জন জমীদার বা ভৌমিক (বীরভুঁইয়া) অল্পে অল্পে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করেন। ইঁহাদের মধ্যে বিক্রমপুরের কেদার রায় ও চাঁদ রায় দুই ভ্রাতা এবং যশোহরের প্রতাপাদিত্য যে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা আজও বাঙ্গালীর ভীরু নামের কলঙ্ক অপনোদন করিতেছে। আকবরের ন্যায় শক্তিশালী সম্রাট ও হিন্দু-কলকলঙ্ক তদীয় পাদুকাবাহী ক্রূরবুদ্ধি রাজা মানসিংহের ন্যায় বীরগণকেও পরাস্ত করেন—পরে কূটবুদ্ধি ভেদনীতিপরায়ণ মানসিংহ কৌশলে গৃহবিচ্ছেদ করাইয়া কেদার ও চাঁদ রায়ের মৃত্যু সংঘটন করেন। কেদার রায় ও চাঁদ রায় গিয়াছে কিন্তু আজও তাঁহাদের অক্ষয় কীর্ত্তি বিঘোষিত হইতেছে। বিক্রমপুরের মৃত্তিকায় ঐ সকল বীরগণের পদচিহ্ন চিরাঙ্কিত আছে।

চাঁদ রায় ও কেদার রায় দে উপাধিধারী বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন—ইঁহারা সমাজের গোষ্ঠীপতি ছিলেন। ইঁহারা মালখানগরের বসু-গণকে, রাসবরের গুহ মুস্তফী নিবার ঘোষকে আনয়ণ করেন। এই রাসবর গ্রামের অধস্তন বংশধর প্রসিদ্ধ কুলীন রামকুমার গুহ

মুস্তফী মহাশয় স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের সহোদরা সত্যভামাকে বিবাহ করেন। বনিয়াদী বংশ ব্যতীত ইঁহাদের অত্মীয়তা সূত্রের বন্ধন কুত্রাপি হইত না।

আজিও চাঁদ রায় ও কেদার রায়ের কীর্ত্তির মধ্যে রাজাবাড়ীর মঠ, কেদারবাড়ী, কেদার মার দীঘি ও কাঁচকীর দরোজা অতীতের ক্ষীণ স্মৃতি বহন করিতেছে।

মুসলমান রাজত্বের শেষ সময়ে ১৭৩৯ খ্রীঃ সুবেদার সরফরাজের দেওয়ান যশোবন্ত রায় রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন। ইঁহার সময়ে বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে অপার সুখশান্তি ছিল ও লক্ষ্মী বিরাজ করিতেন। সায়েস্তা খাঁর শাসন সময়ে ঢাকায় প্রতি টাকায় আট মন চাল বিক্রয় হইত। এই কীর্ত্তির স্মরনার্থ কেল্লার তোরণ-দ্বারে লিখিয়াছিলেন যে ভবিষ্যতে যদি কখন কোন শাসনকর্ত্তা এক পয়সায় এক সের চাউল দেশে বিক্রয় করাইতে পারেন তবে তিনি যেন এই কেল্লার দ্বার উন্মুক্ত করেন। বিক্রমপুরের এই মহাত্মা যশোবন্ত রায় তাহাই করিয়া মহা সমারোহে এই তোরণ দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছিলেন। এই যশোবন্ত রায়ের মহরর ছিলেন রাজবল্লভ। যিনি স্বীয় ক্ষমতায় পরে রাজা রাজবল্লভ হইয়াছিলেন। এই স্বনামধন্য মহাপুরুষের সময় বিক্রমপুর ধনৈশ্বর্য্যে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল।

বিক্রমপুর যেমন বাঙ্গালীর বীরত্বের লীলাভূমি তেমনি জ্ঞান বিজ্ঞানের পাদপীঠ ছিল। দেশমাতৃকার মূর্ত্ত জাগ্রত মূর্ত্তিই যেন বিক্রমপুর, মহাদেবী দশভুজা যেন শস্যদায়িনী কমলাকে, বিদ্যা-রূপিণী সরস্বতীকে, সিদ্ধিদাতা গণেষকে এবং বীরর্ষভ কার্ত্তিককে সঙ্গে আনিয়াছিলেন।

কাব্যসাহিত্যে লালা রামগতি রায়ের "মায়াতিমির চন্দ্রিকা" বঙ্গভাষায় উজ্জ্বল কীর্ত্তি। রামগতির কন্যা আনন্দময়ী মহিয়সী বিদুষী মহিলা কবি, ১৭৫২ খৃঃ অব্দে এই মহিলা জন্মগ্রহণ করিয়া "হরি লীলা" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গভাষার ভাণ্ডারে বিভব দান করিয়া গিয়াছেন। যে বিক্রমপুরের মাটীতে একদিন এই বিদুষী মহিলার জন্মলাভ হইয়াছিল আজ প্রায় ১৫০ দেড় শত বৎসর পরে বর্ত্তমান সময়ে ভারতবিখ্যাত বিদুষী মহিলা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুর পিতা পিতামহও এই বিক্রমপুরের অধিবাসী ছিলেন।

জয়নারায়ণ সেন, কবি রামকৃষ্ণ প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা গ্রন্থকার প্রাচীন কালে বিক্রমপুরকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

ইহার পর আমরা বিক্রমপুরের ১০০ এক শত বৎসরের মধ্যে খ্যাতনামা ব্যক্তিগণের নামোল্লেখ করিয়া বিক্রমপুরের বিজয় গৌরবের উপসংহার করিব।

১৮২৪ খ্রীঃ একজন প্রথিতনামা ইংরাজী ও বাংলা লেখক স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয় বিক্রমপুরের মালখানগরে জন্মগ্রহণ করেন। এই মালখা নগরের বসু বংশ প্রসিদ্ধ বংশ। গিরিশ বাবু খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার মনমোহন ঘোষের পিস্তুতো ভ্রাতা।

ঐ সময়েই প্রসিদ্ধ কবি দ্বারিকানাথ গুপ্ত ১২৫০ সালে বিক্রমপুর কামারখাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন।

ঠিক ঐ বৎসরেই বঙ্গ সাহিত্য কাননের শাল্মলী তরু রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর বিক্রমপুর ভরাকর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের ইনি আজীবন অকপট বন্ধু ছিলেন।

১২৩২ সালে বিক্রমপুর তারাপাশা গ্রামে রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। সমাজ সংস্কারকের মধ্যে ইঁহার অদ্ভুত অধ্যবসায় ও ক্ষমতা ছিল। বহুবিবাহ এক প্রকার ইঁহারই একনিষ্ঠ সাধনাবলে নির্ম্মূল হইয়াছিল। ইঁহার এক একটী সঙ্গীত বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় তীব্র জ্বালাময়ী। স্বর্গীয় রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় ব্রাহ্মণগণের কৌলিন্যপ্রথার সংস্কারের দিকে মনোযোগ দিয়াছিলেন। পরে কায়স্থ সমাজের কন্যাপণ ও চারিশ্রেণীর বিবাহ ও ব্রাত্যত্ব মোচন সম্বন্ধে স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় সংস্কারক রূপে বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ লেখক আনন্দচন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণকান্ত পাঠক, কবি গোবিন্দ চন্দ্র রায়, "ভাগাতত্ত্ব" প্রণেতা শ্রীনাথ সেন প্রমুখ বহু খ্যাতনামা লেখকই বিক্রমপুরের অলঙ্কার।

পশ্চিমবঙ্গে যেমন নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী সংস্কৃত বিদ্যার পীঠস্থান, পূর্ব্ববঙ্গে বহুকাল হইতে একমাত্র বিক্রমপুরই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের বাসস্থান। ধন্বন্তরী-কল্প কবিরাজগণের আদি বাসস্থানই এই বিক্রমপুর। মহাত্মা গঙ্গাপ্রসাদ সেন, দ্বারকানাথ সেন, বিজয়রত্ন সেন প্রমুখ কবিরাজগণ বিক্রমপুরবাসী।

সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী ডাক্তার গুডিভ (সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী) বিক্রমপুর বাসী। মাননীয় স্বর্গীয় গুরুপ্রসাদ সেন বেহারের ব্যাঘ্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না তিনিও বিক্রমপুর বাসী।

হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার স্বর্গীয় মনমোহন ঘোষ, লালমোহন ঘোষ বিক্রমপুর অধিবাসী এবং চন্দ্রমাধব বাবুর নিকটজ্ঞাতি—একই বংশের শাখা। বিক্রমপুরের কালীমোহন দাসগুপ্ত হাইকোর্টের

একজন প্রসার প্রতিপত্তিশালী উকীল ছিলেন। ইনি চন্দ্রমাধব বাবুর সমসাময়িক এবং বিশেষ বন্ধু ছিলেন। বাহুল্যভয়ে আমরা অনেক নাম দিতে পারিলাম না। বিক্রমপুর একটী পীঠস্থান। ভারতের দুইটী উজ্জ্বল রত্নের মধ্যে একটী ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং একজন এখনও দীপ্তি বিকাশ করিতেছেন। সেই দুইটী উজ্জ্বল রত্নের মাতৃভূমি বিক্রমপুর। তাঁহাদের জন্য বিক্রমপুর নাম অমর হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ ধন্য হইয়াছে। বাঙ্গালা ধন্য হইয়াছে। ভারত ধন্য হইয়াছে।

একজন স্বর্গগত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, অপরজন বিজ্ঞানাচার্য্য স্যার শ্রীজগদীশ চন্দ্র বসু।

একের জীবনচরিতে বহুল বিশিষ্ট ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের নামের সমাবেশে আমরা দেখাইলাম যে সরস মৃত্তিকাবিশিষ্ট সুমিষ্ট ফলের উদ্যানে সুরসাল ফলবৃক্ষই জন্মায়। কোন স্থানের প্রাচীন কালের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের কার্য্যকলাপের আদর্শ বস্তুতঃই সেই স্থানের পরবর্ত্তী প্রতিভাবান সন্তানগণের চরিত্রে—অজ্ঞাতে প্রতিফলিত হইয়া ক্রমশঃ উত্তরকালে বিকাশিত হয়। কে বলিতে পারে যে হলায়ুধের বিচারশক্তি, রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের সমাজ সংস্কার প্রবৃত্তি, চন্দ্রমাধব বাবুর হৃদয়ে অলক্ষ্যে অঙ্কুরিত হয় নাই?

হীরকের আকরে হীরক খণ্ডই উদ্ভূত হয়।

"আকরে পদ্মরাগানাং জন্ম কাচঃ কুতো মনঃ॥"

১৯০১ সালের সেন্সাস্ রিপোর্টে আমরা দেখিতে পাই যে কায়স্থজাতির মধ্যে মালখানগরের বসু, শ্রীনগরের গুহ ঠাকুরতা,

শিখর নগরের বসু, গুহ, বয়রাগাঙ্গীর বসু, ষোলঘরের ঘোষ, ভাস্তুলদির মজুমদার ইহারাই সর্ব্ব প্রধান।

ঐশ্বর্য্যে, জ্ঞানে, পাণ্ডিত্যে, ধর্ম্মে, সমাজ রক্ষায়, বিক্রমে, যে বিক্রমপুর একদিন ভারতের গৌরবস্থল ছিল, শস্য উৎপাদনে, শিল্প চাতুর্য্যেও যে বিক্রমপুরের গরিমা অপরিসীম ছিল সেই বিশ্ব বিশ্রুত বিক্রমপুরের ষোলঘরের প্রসিদ্ধ ঘোষ বংশে স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী জন্ম গ্রহণ করিয়া পল্লী জননীকে গৌরবশালিনী করিয়া গিয়াছেন।

বংশ পরিচয়।

এই প্রসিদ্ধ ঘোষ বংশ আজ বঙ্গে নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া আছে। এই পবিত্র বংশে যে কত গুণী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা বিদেশীয় ব্যক্তিগণের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকি, আমরা লর্ড কর্জ্জনের শ্যালীপতি ভায়ের মাসতুতো ভ্রাতার জীবন চরিত বলিতে পারি কিন্তু আমাদের জ্ঞাতি ভায়ের খবর জিজ্ঞাসা করিলে মাথা চুল্‌কাইয়া থাকি। আমরা "ঘর কৈনু পর, পর কৈনু ঘর।" যে বংশে চন্দ্রমাধব বাবু জন্ম লাভ করিয়াছেন সে বংশের আদি পুরুষ হইতে বিভিন্ন রক্তের সংমিশ্রণ হয় নাই, অর্থাৎ পোষ্য পুত্র বংশ আসিয়া মিলিত হয় নাই। মহা বোধিদ্রুম অক্ষত দেহে আজও ধরাবক্ষে বিরাজিত, পরগাছা

ইহাকে কোন দিন বেষ্টন করিয়া ইহার স্বাভাবিক শোভা নষ্ট করে নাই। এই বংশের ইহাই বৈশিষ্ট্য। এই বংশ সম্বন্ধে আমরা পরিশিষ্টে যে বংশাবলী দিলাম তাহার নানা ধারা অর্থাৎ নানা শাখা প্রশাখা আছে আমরা কেবলমাত্র যে ধারায় স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষের জন্মলাভ হইয়াছে তাহাই দিলাম। তখনকার দিনে ঘটকদের নিকট কুল পরিচয়ের বিবরণ লিখিত থাকিত, সেই হস্তলিখিত তালপত্রের প্রাচীন পুঁথীই আমাদের প্রমাণ। তবে বিভিন্ন ঘটকের কুলজীতে অনেক ইতর বিশেষ দেখা যায়। ভ্রান্ত কুলজীও যে নাই, এমন কথা বলা যায় না। এরূপ বিভিন্নতা দৃষ্ট হইবারও কারণ যথেষ্ট আছে। তখনকার দিনে যাহারা প্রতিপত্তিশালী হইত তাহারা যদি কোন দুঃস্থ জ্ঞাতির উপর শক্রতা সাধন করিতে ইচ্ছা করিত তবে তাহারা দুই এক জন ঘটকের দ্বারা কুলজীতে লেখাইয়া লইত যে অমুক ব্যক্তির কুল নাই, অমুক ব্যক্তি অমুক ধারা হইতে উদ্ভুত নহে, অন্য স্থান হইতে আসিয়া এই বংশের জ্ঞাতিত্ব দাবী করিতেছে, এইরূপ ভাবে ঘটকদিগকে অর্থে বশীভূত করিয়া সেই সেই ব্যক্তিকে নীচ কুলোদ্ভব বলিয়া সমাজে প্রচার করিবার প্রয়াস পাইত। এই ভাবে ঈর্ষাপরবশ হইয়া শক্রতা সাধন করিত। ষোলঘরের ঘোষবংশের অনেক নিষ্কর্ম্মা ও ক্রূর ব্যক্তি গ্রামে থাকিয়া গ্রাম্য দলাদলীর সৃষ্টি করিত এবং হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া দুর্গাপ্রসাদ বাবুর উত্তরোত্তর উন্নতি দেখিয়া গাত্র দাহে অস্থির হইয়া এইরূপ উপায় অবলম্বন করিতেও চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সত্য কখনও মিথ্যার আবরণে ঢাকা থাকে না। কারণ যে সকল বংশে দুর্গাপ্রসাদ বাবু ক্রিয়া কলাপ করেন, তাহারা অবিসম্বাদী

শ্রেষ্ঠ বংশ। সেই সকল শ্রেষ্ঠ বংশের নেতাগণ দুর্গাপ্রসাদ বাবুদের বংশ নিখুঁত না জানিয়া কেনই বা ক্রিয়া-কলাপে হস্তক্ষেপ করিবেন? The nearer the blood, more the bloody. (জ্ঞাতি শত্রুই ভয়াবহ) কথাটা আমাদের দেশে একেবারে বর্ণে বর্ণে সত্য। এতদ্ব্যতীত এই কুল পরিচয় ধারাবাহিক ভাবে দেখানও দুষ্কর, যাহারা হিন্দু রাজত্ব কালে নামজাদা জমীদার বা সম্মানী লোক ছিলেন,২।৩ পুরুষ তাহাদের বংশধরেরা স্ব স্ব পরিচয় দিতে পারিত এবং অবস্থার বিপর্য্যয়ে কে কোথায় উধাও হইত এবং গা ঢাকা দিত যে,ঘটকরাও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিত না, পূর্ব্ব পরিচয় দিতেও সেই দরিদ্র বংশধরেরা কুণ্ঠিত হইত। আবার হয় ত মুসলমান রাজত্ব কালে তাহাদের মধ্যে অনেক পরিবার দারিদ্র্য হইতে উত্থিত হইয়া খ্যাতনামা হইয়াছিল,তাহারা ঘটকের দ্বারা পূর্ব্ব পরিচয় সংগ্রহ করিতে না পারিলেও একটা প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বংশধর বলিয়া সেই ধারার কোন না কোন শাখা হইতে উদ্ভূত এইরূপ ভাবে কুলুজী ও বংশলতা (goneological table) প্রস্তুত করাইয়া লইতেন। ইংরাজ রাজত্ব কালের প্রথম অবস্থাতেও ঐ প্রকার প্রণালী অনেকেই অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই সকল কুলুজীর গোলমালের ভিতর হইতে কোন বংশের সঠিক ধারা কোন জাতির মধ্যে নির্ণয় করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। তবে কুলীন সম্প্রদায়ে চেষ্টা করিলে কতকটা উদ্ধার করা যায়। ইহার কারণ কুলীনদের পুরুষানুক্রমিক পর্য্যায় নির্ণীত আছে। বিবাহের সময় শ্রাদ্ধের সময় সকলকেই ৬।৭ পুরুষের নাম উল্লেখ করিতে হয় এবং ৬।৭ পুরুষের মধ্যে বংশ পরম্পরায় একটা তালিকা পাওয়া যায়। মূল কথা কোন বংশে খ্যাতনামা ব্যক্তির আবির্ভাব হইলে তাহাকেই

কেন্দ্র ধরিয়া বংশ তালিকা প্রস্তুত হয় এবং প্রত্যেক ৬।৭ পুরুষের মধ্যে কৃতকর্ম্মা লোক যে বংশ মধ্যে জন্মায় না—ইহা অসম্ভব। তবে যে বংশের এরূপ দুর্ঘটনা ঘটে সে বংশের তালিকার নির্ঘণ্ট করা সম্ভব নহে। চন্দ্রমাধব বাবুর বংশ ধারা যাহা আমরা নানাবিধ প্রাচীন কুলুজী দেখিয়া বিশেষ গবেষণা করিয়া সংগ্রহ করিয়াছি তাহা অনেক কুলুজীতেই এক প্রকার হওয়ায় আমরা আমাদের প্রকাশিত কুড়চিনামাকে সঠীক বলিতে পারি।

এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ইহা প্রত্নতত্ত্ববিদের অধিকার।

এই বংশে রায় দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ বাহাদুরের জন্ম হয়। তিনিই আমাদের চন্দ্রমাধব বাবুর জনক। তিনি স্বনামধন্য পুরুষ ছিলেন। বিক্রমপুরে আজও তিনি এক জন পুণ্যশ্লোক ব্যক্তিদের মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকেন। বাল্যকালে তাঁহার অবস্থা তাদৃশ ভাল ছিল না—তথাপি তিনি স্বীয় অধ্যবসায় বলে তখনকার দিনে পারসী ও বাংলা ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার আর এক জন সহোদর ছিলেন স্বর্গীয় হরকুমার ঘোষ। দুর্গাপ্রসাদ বাবু বরিশালের আদালতে সামান্য মহরার পদ হইতে নিজ দক্ষতা গুণে ক্রমশঃ চট্টগ্রামের ডেপুটী কালেক্টারের পদ প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার এই সৌভাগ্যের সুখকর বৎসরেই অর্থাৎ ১৮৩৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে চন্দ্রমাধব বাবুর জন্ম হয় এবং ষোলঘর গ্রামে মহা সমারোহে শিশু চন্দ্রমাধবের "অন্নপ্রাশন" ক্রিয়া সম্পাদন করেন। তিনি বজ্রযোগিনী গ্রামের জমীদার প্রসিদ্ধ কুলীন গুহ বংশের স্বর্গগত কমলাকান্ত গুহ মহাশয়ের কন্যা স্বর্গীয়া **চন্দ্রমালাকে**

রায় বাহাদুর দুর্গা প্রসাদ ঘোষ

বিবাহ করেন। এই রত্নকুক্ষী দেবীর গর্ভেই চন্দ্রমাধব বাবু জন্মগ্রহণ করেন। সর্ব্বপ্রথমে চন্দ্রমাধব বাবুর সত্যভামা নাম্নী এক সহোদরার জন্ম হয়, ইনি চন্দ্রমাধব বাবু অপেক্ষা পাঁচ বৎসরের বড় ছিলেন। বিক্রমপুর পরগণার রায়েরবর গ্রামের শ্রেষ্ঠ কুলীন স্বর্গীয় রামকুমার গুহ মুস্তফীর সহিত সত্যভামার বিবাহ হয়।

১৮৪৪ খ্রীঃ দুর্গাপ্রসাদ বাবু আলীপুরে বদলী হইয়া আসেন। তখনকার Presidency Division এর Commissioner Mr. Harvey তাঁহাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, তাঁহারই চেষ্টায় তিনি আলীপুরে বদলী হইয়া আসেন। তিনি ভবানীপুরের চক্রবেড়েতে বাড়ী ভাড়া করেন। তখন সদর দেওয়ানী আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন স্বর্গীয় রামচন্দ্রমিত্র, ইনি দুর্গাপ্রসাদ বাবুর প্রিয় বন্ধু ছিলেন। এই রামচন্দ্র মিত্র মহাশয়ই ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্টের জজ স্যার রমেশ চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পিতা এবং স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র ও স্যার বিনোদচন্দ্র মিত্রদের পিতামহ। পুরুষানুক্রমিক এই দুই বংশের সৌহার্দ্য অবিচ্ছিন্ন।

দুর্গাপ্রসাদ বাবু বড়ই লোকপ্রিয় ও বন্ধুপ্রিয় ছিলেন। আলীপুরে অবস্থিতি কালে তিনি প্রায়ই বারুইপুরে সরকারী কার্য্যে যাইতেন, তথাকার চৌধুরীগণ ২৪ পরগণার নামজাদা জমীদার। তাঁহাদের সহিত দুর্গাপ্রসাদ বাবুর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি কিছুদিন যশোহরে থাকিয়া পরে বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে বদলী হয়েন। তৎপরে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থায়ীভাবে বর্দ্ধমানের ডেপুটী কালেক্টার হইয়া অবস্থিতি করেন। তাঁহার অমায়িকতাগুণে বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহাতাপ চাঁদ বাহাদুর দুর্গাপ্রসাদ

বাবুর সহিত সখ্যতা স্থাপন করেন। প্রতিদিন একবার করিয়া দুর্গাপ্রসাদ বাবুর সহিত কথোপকথন না করিলে তিনি তৃপ্ত হইতেন না। মহারাজা মহাতাপ চাঁদ বাহাদুর গুণগ্রাহী রাজা ছিলেন। সুতরাং দুর্গাপ্রসাদ বাবুর গুণরাশি তাঁহার চক্ষে প্রতিভাত হইল এবং তিনিও তাঁহার নির্ম্মল হৃদয় মুকুরে প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইলেন। দুর্গাপ্রসাদ বাবু যতদিন বর্দ্ধমানে ছিলেন, কেবল কি মহারাজাই তাঁহার বন্ধু ছিলেন, তাহা নহে, আপামর সকলেই তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিত। সরকারী কার্য্যে তাঁহাকে প্রায়ই পল্লী ভ্রমণে যাইতে হইত, নিরক্ষর কৃষককুল ও গ্রামবাসীরা তাঁহাকে নিতান্ত আপনার বলিয়া আদর আপ্যায়ন করিত। আমরা বর্দ্ধমানের প্রবীন লোকেদের মুখে তাঁহার সুনাম স্বকর্ণে শুনিয়াছি, এই কারণেই এ কথা নিঃশঙ্কচিত্তে লিখিতে সাহসী হইলাম।

দুর্গাপ্রসাদ বাবু নিঃসম্বল আত্মীয়গণকে সাহায্য করিতে ক্রুটী করিতেন না। তাঁহার উদারতা পুত্রতে সর্ব্বতোভাবে উপজাত হইয়াছিল। তিনি নানা জেলায় কার্য্য করিয়া পরিশেষে ১৮৬৬ খ্রীঃ ঢাকায় বদলী হয়েন। সেই সময় তাঁহার ৩০ বৎসর কর্ম্ম কাল উত্তীর্ণ হয়। সরকারী কার্য্যে অপরিমিত পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যও ক্রমশঃ ভগ্ন হইয়া আসে। তাহাতে চন্দ্রমাধব বাবু পিতাকে অবসর গ্রহণ করিবার জন্য বলেন। পিতা রাজী হইলেও কর্ত্তৃপক্ষগণ এবং ঢাকার অধিবাসীগণ বিশেষ আপত্তি করেন। ইহাতেই সম্পূর্ণরূপে বুঝা যায় যে তিনি যেমন কর্ত্তৃপক্ষগণের আদরের দক্ষ কর্ম্মচারী ছিলেন, তেমনি প্রজাবৃন্দেরও হৃদয়রঞ্জনকারী

প্রিয় পাত্র ছিলেন। উভয় পক্ষকে সন্তুষ্ট রাখা কয়জন গুণবান মানব সক্ষম হয়েন? দুর্গাপ্রসাদ বাবুর এই জন মনোহারিনী শক্তি পুত্রের অন্তঃকরণে পরতে পরতে পরিস্ফুট হইয়াছিল। কোন্ দুর্জ্ঞেয় শক্তি বলে যে এইরূপ হৃদয় সঞ্জাত মধুর বৃত্তিগুলি জনকের অন্তর হইতে পুত্রের অন্তরে সঙ্কর্ষিত হয়, তাহা বিশ্বনিয়ন্তা ব্যতীত আর কে বলিতে পারে?

যাহা হউক পিতৃভক্ত পুত্র পিতার স্বাস্থ্যকে রক্ষা করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয় মনে করিলেন। যতই অর্থের ক্ষতি হউক, সম্মানের লাঘব হউক, পিতাকে সুস্থ শরীরে না দেখিলে চন্দ্রমাধব বাবু পৃথিবী অন্ধকার দেখিতেন। এই কারণে তিনি Superintendent এর সহিত দেখা করেন এবং পিতার অবসর গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। Superintendent মঞ্জুর না করায় তিনি Board of Revenue তে দরখাস্ত করিয়া বিশেষ তদ্বীর করেন এবং কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট ছলছল নেত্রে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে পিতার ভগ্ন স্বাস্থ্যের কথা উল্লেখ করেন, তাঁহারা পিতৃভক্ত যুবকের সজল নয়ন দেখিয়া দয়ার্দ্র হইয়া বলেন যে আপনার পিতার মত উপযুক্ত কর্ম্মচারীকে অবসর দিতে আমরা বস্তুতই দুঃখিত, কিন্তু আপনার আগ্রহে আমরা তাঁহাকে অবসর দিলাম এবং ৩০০৲ টাকা পেন্‌সন্ মঞ্জুর করিলাম।" তৎপরে তিনি অবসর প্রাপ্ত হইলে গভর্ণমেণ্ট তাঁহার গুণের পুরস্কার স্বরূপ "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করেন।

বঙ্গদেশে ডেপুটী কালেকটারদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হয়েন।

অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি ভবানীপুরে আসিয়া বাস করেন। চন্দ্রনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীটে দুর্গাপ্রসাদ বাবু জায়গা খরিদ করিয়া বাটী নির্ম্মাণ করেন। সেই বাটীতেই চন্দ্রমাধব বাবু বাস করিয়াছেন, আজও তাঁহার পুত্র পৌত্ররা বাস করিতেছেন। অতি শুভক্ষণে তাঁহার ভূমি-ধন লাভ হইয়াছিল। তিনি পৌত্র পৌত্রীদের লইয়া সর্ব্বদাই আনন্দে কাল কাটাইতেন। তাঁহার অন্তঃকরণ স্নেহরসে সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ থাকিত।

১৮৭২ খ্রীঃ ভবানীপুরে চন্দ্রনাথ চাটুর্য্যের ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে বেলা ১২টার সময় দুর্গাপ্রসাদ বাবু পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যু ঘটনা অপূর্ব্ব ও অলৌকিক। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন প্রাতঃকালে দুর্গাপ্রসাদ বাবু পুত্রকে বলেন যে এইবার আমি কাশী যাইতে ইচ্ছা করি, তুমি আমায় কাশী পাঠাইয়া দাও। চন্দ্রমাধব বাবু সেই দিন তাঁহাকে কাশী পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই। পর দিন বন্দোবস্ত করিবেন ঠিক ছিল। রাত্রে দুর্গাপ্রসাদ বাবুর বুকে একটা বেদনা উপস্থিত হয়, সকালে ডাক্তার আসিয়া দেখেন, তাঁহারা ইহা তেমন কিছু শক্ত নহে বলেন এবং স্নানাহার করিতেও বলেন কিন্তু সম্পূর্ণ সুস্থির হইয়া বিশ্রাম করিতে বলেন। সে দিনও কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রিয় দুর্গাপ্রসাদ বাবু কতকগুলি পত্রের উত্তর প্রদান করেন। পরে স্নানাহ্নিক করিয়া আহার করেন। আহারান্তে খাটে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে পৌত্র যোগেন্দ্রচন্দ্রকে বলেন "তোমার বাবাকে ডাক আমার শরীর কেমন কচ্চে"। যোগেন্দ্রচন্দ্র তাড়াতাড়ি চন্দ্রমাধব বাবুকে নীচে সংবাদ দে'ন, তখন চন্দ্রমাধব বাবু সবে মাত্র আহারে বসিয়াছেন, তিনি মুখের গ্রাস দূরে রাখিয়া

অবিলম্বে পিতৃসমীপে আসিয়া কি দেখিলেন? অহো! ভাস্বর জ্যোতি নির্ব্বানোন্মুখ, অবসন্ন ভাবে পিতার শয়ান ও মুমূর্ষু অবস্থা, পুত্র ব্যথিত কণ্ঠে সকাতরে ডাকিলেন, "বাবা, বাবা"। পুত্রের ডাকে একবার মাত্র উত্তর হইল "এঁ;"! সে নিদারুণ শব্দ তখন পুত্রের কর্ণে অশনি সম নিনাদিত হইল, আপাদ মস্তক শিহরিয়া উঠিল, পুত্রের প্রাণ যেন শতধা বিদীর্ণ হইল, পত্নী চন্দ্রমালা আছাড় খাইয়া পড়িলেন, পরিবারবর্গ ছুটিয়া আসিল, ডাক্তার আসিয়া মৃত্যুই নির্দ্ধারণ করিয়া গেল। হাহাকার ও করুণ ক্রন্দনে আকাশ বাতাস ছাইয়া ফেলিল। চন্দ্রমাধব বাবুর বন্ধু বান্ধব আসিয়া তাঁহাকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা করিলেন এবং সেই সময় পিতার এইরূপ যোগীর ন্যায় মৃত্যু দেখিয়া নিজেও ভবিষ্যতে এই স্বর্গ সম মৃত্যুই কামনা করিলেন!

যদিও দুর্গাপ্রসাদ বাবুর সে দিন কাশী যাওয়া হয় নাই, কিন্তু কাশী মৃত্যু কামনা করিয়া যখন মৃত্যু হইয়াছে তখন উহাকে আমাদের হিন্দুর সংস্কারে আমরা কাশী মৃত্যুই বলিব।

দুর্গাপ্রসাদ বাবুর মৃত্যুতে বড় বড় পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীগণ এবং আপামর সাধারণ লোক সহানুভূতি সূচক বহু পত্র চন্দ্রমাধব বাবুকে পাঠাইয়াছিলেন।

দুর্গাপ্রসাদ বাবুর মৃত্যুর প্রায় ১২ বৎসর বাদে পত্নী চন্দ্রমালার মৃত্যু হয়।

দুর্গাপ্রসাদ বাবু যেমন স্বগ্রাম ষোলঘরে যাইয়া জন্মভূমির স্নেহ-ক্রোড়ে শ্যামল পাদপ ছায়ে কলকল নাদিনী তটিনী তীরে বেতস বনের ধারে ধারে বেড়াইতে ভালবাসিতেন, তেমনি তদীয়

পত্নীও পল্লীকেই মনোরম ভূস্বর্গ বলিয়া সর্ব্বদাই যাইতেন। ঐ ঘোলঘরেই তাঁহার নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইয়াছে।

বাল্যজীবন ও শিক্ষা

দুর্গাপ্রসাদ বাবু যখন চট্টগ্রামের ডেপুটী কালেক্টার তখন তিনি চন্দ্রমাধব বাবুকে এবং ভ্রাতুষ্পুত্র নীলমাধবকে (সহোদর হরকুমার ঘোষ মহাশয়ের পুত্র) চট্টগ্রামে শিক্ষার্থ লইয়া যা'ন। তথায় চন্দ্রমাধব বাবুর হাতে খড়ি দিয়া বিদ্যারম্ভ হয়। ঢাকা জেলার অধিবাসী ৺গৌরসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বারা চন্দ্রমাধব বাবুর শিক্ষা আরম্ভ হয়। শিক্ষক মহাশয় বালক চন্দ্রমাধবের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও শিক্ষায় সবিশেষ অনুরাগ দেখিয়া আনন্দ সংবাদ দুর্গাপ্রসাদ বাবুকে দিতেন। পুত্রের ভাবী উন্নতির আশায় উৎফুল্ল হইয়া পুত্রের দীর্ঘ জীবন ও মঙ্গলের জন্য কেবল মাত্র ভগবানকেই স্মরণ করিতেন। একমাত্র পুত্র শিবরাত্রির প্রদীপের সলিতা, অন্ধের নড়ি, মাথার মণি, দরিদ্রের ধন, ঐরূপ একটী মাত্র পুত্রের পিতা মাতার সশঙ্ক হৃদয় সর্ব্বদাই পুত্রের জন্য পরমেশ্বরের করুণা কামনা করে। একটির উপর ঐকান্তিক যত্ন ন্যস্ত হইলে তাহার বৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি স্বাভাবিক।

বাল্যকালে দুর্গাপ্রসাদ বাবু পুত্রের স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। একটি ছোট টাটু ঘোড়ায় পুত্রকে অপরাহ্নে বেড়াইতে দিতেন এবং ইংরাজী বিদ্যালয়ের ময়দানে বেড়াইতে

যাইতে বলিতেন। সেই সময় Mr. Vaughan (ভন্) নামক জনৈক ইউরোপীয় চট্টগ্রামের স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি একদিন বালককে বিশেষ আদর করিয়া তাহার পরিচয় গ্রহণ করেন। চন্দ্রমাধববাবুর সেই শৈশবেই নির্ভয় বাক্‌পটুতা দেখিয়া Mr. Vaughan (ভন্) চমৎকৃত হইয়া দুর্গাপ্রসাদ বাবুকে বলেন। Mr. Vaughan চন্দ্রমাধবকে ভুলিতে পারেন নাই। পরে উত্তর কালেও তিনি যখন কলিকাতায় হিন্দু কলেজের শিক্ষক হইয়া আসেন সেই সময় চন্দ্রমাধবও হিন্দু কলেজের ছাত্র। Mr. Vaughan চন্দ্রমাধবকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হ'ন। চন্দ্রমাধব তাঁহার অতি প্রিয় ছাত্র ছিলেন। শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে এরূপ ভালবাসা আজকালকার দিনে বিরল। ১৮৪৪ খৃঃ চন্দ্রমাধব বাবুর পিতা আলীপুরে বদলী হয়েন এবং ভবানীপুরে আসেন। স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পিতা রামচন্দ্র মিত্র মহাশয়দের বৈঠকখানায় একটী ছোট খাট স্কুল ছিল, সেটী পাঠশালারই রাজ সংস্করণ মাত্র। সেকেলে পাঠশালায় সাধারণতঃ শিক্ষা অপেক্ষা শাসনটাই অধিক ছিল, এই পাঠশালাটীতে শাসনটা লঘু এবং শিক্ষার দিকটায় একটু ভারীত্ব ছিল। কারণ রাম বাবুর বিশেষ নজর এই পাঠশালাটীর দিকে ছিল। কেশব মাষ্টার ও চাউলপটীর গৌর নারায়ণ বসু মহাশয় এই দুই জন ঐ স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। গৌর বসু দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন। চন্দ্রমাধব বাবু যখন যশস্বী ও প্রতিপত্তিশালী হইয়াছিলেন তখনও ইনি জীবিত ছিলেন। চন্দ্রমাধব বাবু চিরদিনই ইঁহাকে খুব ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন।

একবৎসর কাল ঐ পাঠশালায় শিক্ষালাভ করিয়া ১৮৪৫ খৃঃ

৮ই মার্চ্চ তারিখে তিনি হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হয়েন। যখন তিনি হিন্দু কলেজে ভর্ত্তি হ'ন তখন তাঁহার পিতা যশোহরে বদলী হয়েন। সেই সময়ে কিছুদিন তিনি আত্মীয় রামকানাই ঘোষ মুন্সী মহাশয়ের বাসায় থাকিতেন। উক্ত ঘোষ মহাশয় সেই সময় কমিশনারের সেরেস্তাদার ছিলেন। তাঁহার হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় চন্দ্রমাধব বাবুর পিতা বহুবাজারে একটী বাড়ী ভাড়া করিয়া পুত্রকে এবং উপকারী জ্ঞাতি রামকানাই বাবুর পুত্রগণকে একত্রে রাখিয়া যাবতীয় খরচ পত্র নিজে বহন করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন।

সেই সময়ের হিন্দু কলেজের শিক্ষা প্রণালী বর্ত্তমান সময়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের মত ছিল না। তখন Junior Scholarship ও Senior Scholarship নাম দিয়া দুটী পরীক্ষা হইত। Junior Scholarship Lower grade এবং Senior Scholarship Higher grade। যেমন বর্ত্তমান প্রবেশিকা পরীক্ষা ও কলেজ ক্লাসের উপাধি পরীক্ষা।

আমরা তদানীন্তন ইংরাজী শিক্ষার একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া লিপিবদ্ধ করিলাম। ভারত বিজয়ী ব্রিটিশ জাতি যখন East India Company নাম গ্রহণ করিয়া দিল্‌দরিয়া উদারতা দেখাইয়া রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন দেশবাসীরা অনেকেই উর্দ্দু ও পারসী নবীস। ইংরাজরাজ দেশবাসীর পারসীতে এলেম দেখিয়া যে দেশবাসীকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন তাহা নহে, তাঁহারা চাহিতেন যে পারসী নবীস ব্যক্তিরা তাহাদের ভাষা শিক্ষা করিলে রাজকার্য্যের সুবিধা হইতে পারে। এই কারণে তখনকার রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিরা দুই একটী

ইংরাজী স্কুল ও পাঠশালা স্থাপন করিলেন ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিয়া দেশবাসীকে রাজকর্ম্মের সহায়ক করিয়া তুলিতে লাগিলেন। ইংরাজও Yes, no, very well পর্য্যন্ত বলিতে শিখিয়াছে দেখিলেই অনেককে চাকরী দিতে লাগিল। তাহারা কাপড়ের উপর চাপকান ও তদুপরি চাদর দড়ীর মত পাকাইয়া এবং মস্তকে চাদরের পাগড়ী বাঁধিয়া স্ফীত বক্ষে স্মিত মুখে চাকরীতে মন বসাইয়া দিল। যে চাকরীর দখলী সত্ত্ব আজ বাঙ্গালী পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে খোস্ মেজাজে বাহাল তবিয়তে, বিনাপত্তে উপভোগ করিতেছে। Oriental Seminary নামক স্কুল গৌরমোহন আঢ্য স্থাপন করেন তাহাই আজ পর্য্যন্ত অক্ষত শরীরে পূর্ব্ব স্মৃতি রক্ষা করিতেছে, অপর বিদ্যালয়গুলির অস্তিত্ব লোপ হইয়াছে।

যখন কোম্পানীর ডিরেক্টারগণ দেখিলেন যে ক্রমশঃ লোকের মনে ইংরাজী শিক্ষার বাসনা বলবতী হইতেছে তখন এই সময়ে স্কুল স্থাপন করিতে পারিলে দুপয়সা লাভও হইতে পারে ও বিদ্যা শিক্ষা দান করিয়া দয়া প্রদর্শন ও প্রজা রঞ্জনের ও হৃদয় আকর্ষণের উপায় হইতে পারে। ভারতবাসীকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য রাজপুরুষগণের আগ্রহের আরও কারণ ছিল রাজনীতিজ্ঞরা বলেন যে বিজিত প্রজাগণের মনের মধ্যে বিজাতীয় শিক্ষা ও তৎসঙ্গে বিজাতীয় ভাব (যাহা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মানস ক্ষেত্রে আপনা হইতেই উপ্ত হয়) প্রবর্ত্তিত হইলে বিশিষ্ট প্রজাগণের সাহায্যেই নির্ভয়ে নিঃসন্দেহে রাজকার্য্য ও রাজ্যশাসন সুশৃঙ্খলে চলিতে পারে এবং রাজার ধর্ম্মের ধর্ম্মীও করা যাইতে পারে। সুতরাং একটী Council of Education সভা গঠনের ব্যবস্থা হইল। তাহারই প্রকার ভেদে বর্ত্তমান Univer-

sity। বড় লাট ছোট লাট প্রমুখ বড় বড় পদস্থ ইংরাজ ও দেশীয় বড় বড় রাজা ও ধনী ব্যক্তি ঐ সভায় মেম্বর হইলেন। East India Company ভারতে রাজত্ব স্থাপনের পর ভারতবাসীকে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য কি না বিলাতের মহা মহা রথীরা এ বিষয়ে চিন্তা ও আলোচনা করিতে লাগিলেন। সাধারণতঃ তথাকার অধিকাংশ ব্যক্তিই এইরূপ মত প্রকাশ করিত যে—"ভারতে যদি স্কুল কলেজ স্থাপিত হয় ও ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন করা হয় তবে ভারতবর্ষ রাজ্যটা ঠিক এমেরিকার মত বৃটীশের হাত হইতে টুক্ করিয়া খসিয়া পড়িবে সুতরাং এরূপ মস্ত ভুল যেন কর্তৃপক্ষ না করেন।"

"England had lost America by its folly in allowing schools and colleges and India must not be lost through the same error."

দেশে ভালমন্দ লোক কি নাই? এই জন্য ১৭৯৩ খ্রীঃ—শিক্ষা চার্টারে (Education Charter) ভারতবাসীর শিক্ষার জন্য—একটী ধারা ঐ আইনে বসান হউক, এই প্রস্তাবটী উইলবারফোর্স (Mr. Wilberforce) সাহেব অতি আগ্রহ সহকারে উপস্থাপিত করেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তখনকার ভারতের ডিরেকটারগণ তাহা নামঞ্জুর করিলেন। তাঁহাদের ধারণা যে উপরোক্ত মত উপেক্ষা করিলে স্বজাতি অধিকাংশই চটিয়া যাইবে।

ভারতের সৌভাগ্য যে ১৮১৩ খ্রীঃ পার্লামেণ্ট সভা উক্ত মত একেবারেই উপেক্ষা করিলেন এবং ভারতবাসীর শিক্ষার জন্য লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিলেন। সেই সময়ে ভারতে Lord Hastings (লাটসাহেব হেষ্টিংস) Governor General. তিনি তাঁহার

উদার অভিমত প্রকাশ করিলেন "The British Government had been planted in India for the good of people and that it was the duty of the English to raise them in the scale of civilization." অর্থাৎ যখন ভারতবর্ষের হিতার্থে ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্টের শুভাগমন তখন ইংরাজ জাতিরও কর্ত্তব্য যে ভারতবাসীকে ইংরাজী শিক্ষা দিয়া সভ্য ভব্য করা।

লাট সাহেবের বাণীর প্রতিধ্বনি করিলেন বম্বের মাননীয় Mountstuart Elphinstone সাহেব। Sir Charles Metcalf সাহেবও পোষকতা করিলেন। সাগরপারেও Macauley মেকলে সাহেবও পার্লামেণ্ট সভায় শিক্ষার পোষকতায় ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা প্রদান করেন, তিনি বলেন যে "শিক্ষা বিস্তারই রাজ্যরক্ষার উপায়," "Empire is the imperishable empire of our arts and our morals, of our literature and laws." যাহা হউক ঐ সকল আন্দোলনের ফলেই এ দেশে Hindu College, School Book Society School, Hindu School এবং Medical College স্থাপিত হইয়াছিল।

এক চোট্ ইংরাজী শিক্ষাটার প্রবল স্রোত দেখিয়া অনেক পদস্থ ইংরাজ উচ্চ শিক্ষাটা অপছন্দ করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের দেখে শুনে মনটা খুঁত্ খুঁত্ করিতে লাগিল, অনেকেই বলিত যে বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে পার্থক্য থাকা আবশ্যক। "There must be distinction between the rulers and the

ruled” এই জন্য তাঁহারা উচ্চ শিক্ষায় বাধা দিতে উদ্যত হইলেন এবং হিন্দু কলেজের বেতন বৃদ্ধি করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশে একটা (Education Cess) শিক্ষা বাবদে কর ধার্য্যও হইল। তখন লাট আক্‌ল্যাণ্ড এবং স্যার জন লরেন্সের আমল।

কিন্তু তাহাতেও শিক্ষার প্রবল স্রোত বাধা মানিল না।

১৮১৪ খ্রীঃ Council of Education—Hindu College স্থাপন করিলেন এবং School Society নামক একটী ছোট স্কুল Govt. খরিদ করিয়া Hindu Pathsala নাম করণ করিয়া একটী স্কুল ও Hindu College এর শাখা Branch, Branch স্কুল নাম দিয়া দুইটি স্কুল খুলিলেন।

১৮২৩ খ্রীঃ Council of Education সংস্কৃত বিদ্যা শিক্ষা ও তৎসঙ্গে ইংরাজী শিক্ষার জন্য Sanskrit College স্থাপন করিলেন। হিন্দু প্রজাদের উপরই কেবল দয়া দেখান ভাল নয় বলিয়া মুসলমান প্রজাদেরও ইংরাজী নবীস করিবার জন্য ঐ কালেই Calcutta Madrassa নামক স্কুল খুলিলেন।

১৮৩৬ খ্রীঃ Govt. পুনরায় Russapugla School নামে আর একটী স্কুল খুলিলেন।

১৮৪৮ খ্রীঃ Govt. পুনরায় একটী Normal & Model স্কুল খুলিলেন।

এইরূপ ভাবে Hughly, Krishnanagore ও Baharamporeএ ও Bunkurah, Burdwan, Dacca, Chittaganj প্রভৃতি স্থানে Junior Scholarshipএর স্কুল খোলা হইল।

Hindu School এ Junior ও Senior Dept. খোলা হইল। Junior ও Senior দুই বিভাগেই Scholarshipsএর ও ব্যবস্থা হইল। প্রত্যেক Dept.এ ৪টী করিয়া Class হইত। প্রত্যেক Classএ ২টী ৩টী Section থাকিত।

Senior Departmentএ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হইত।

Pure and mixed Mathematics, Natural and Experimental Philosophy, Civil Engineering, Surveying, Mental and Moral Philosophy, Literature (Prose and Poetry). English Essay, Vernacular Essay, History, Political Economy.

Junior Deptএ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া হইত। English Grammar, History, Geography, Mathematics, Translation.

চন্দ্রমাধব বাবু ১৮৫৩-৫৪ খ্রীঃ জুনিয়ার স্কলারসিপ পরীক্ষায় ৫ম স্থান অধিকার করেন এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে এইরূপ marks পাইয়াছিলেন :— Full marks—50.

Grammar 20. History 48. Mathematics 43. Geography 25. Translation 44. Literature 30. Reading and Explanation 38. Grammar, History and Literatureএ প্রথম স্থান অধিকার করেন। ঐ Scholarship ৪ বৎসর Presidency Collegeএ পড়িবার সময় পা'ন।

তিনি যখন জুনিয়ার শ্রেণীতে ভর্ত্তি হয়েন, তখন Mr. Vaughan, (ভন্ সাহেব) (যাঁহার কথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি) ও Mr. Vunning এই দুই জন ইংরাজ শিক্ষক ছিলেন। বাবু ঈশ্বরচন্দ্র সাহা ছিলেন বাঙ্গালী শিক্ষক।

শিক্ষকদের মধ্যে ঈশ্বর বাবু পরিশ্রমী, কঠোর শিক্ষা-পরিচালক ও সুপ্রণালীর উপাসক। নিয়ম প্রণালী শিক্ষা দিতে তাঁহার মত আর দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহ ছিলেন না। বালকদিগের শিক্ষার জন্য তিনি প্রাণপণ যত্ন করিতেন। লেখা পড়া শিক্ষা দিতেও যেমন যত্নবান ছিলেন তেমনি সদ্ব্যবহার ও সচ্চরিত্রতা শিক্ষা দিতেও ত্রুটী করিতেন না। এই সকল শিক্ষকের গুণেই উর্ব্বর মস্তিষ্ক বালকগণ উত্তরকালে সুনাম ও সুযশ লাভ করিয়া থাকে। সুশিক্ষক মানবের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের সম্পূর্ণ সহায়ক। ঈশ্বর বাবু তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। চন্দ্রমাধব বাবু এইরূপ একজন গুণবান শিক্ষককে আদর্শরূপে ভাগ্যবলে প্রাপ্ত হইয়া ভবিষ্যৎ জীবনে শিক্ষকের গুণ রাশিকে হৃদয়ে সঞ্চিত করিয়া ফললাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

ঐ সময়ে স্বর্গীয় শ্রীনাথ দাস (যিনি পরে হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল হইয়াছিলেন) মহাশয় সিনিয়ার Scholarship লইয়া হিন্দু কলেজে পড়াইতে আসিতেন। ঈশ্বর বাবুর অনুপস্থিতকালে চন্দ্রমাধব প্রভৃতি ছাত্ররা শ্রীনাথ বাবুর নিকট পড়িতেন।

১৮৫৪ খ্রীঃ এপ্রেল মাসে Junior Scholarship এ পাশ হইয়া চন্দ্রমাধব বাবু বৃত্তি লাভ করেন। তাহার পর তিনি Presidency College এর Senior Scholarship Class

এ পড়িতে থাকেন কিন্তু তিনি অঙ্কে কাঁচা ছিলেন বলিয়া Senior Scholarship পান নাই।

১৮৫৬ খ্রীঃ তিনি Presidency Collegeএর আইন বিভাগে ভর্ত্তি হয়েন। সেই সময় Law College এ Mr. Monteur Senior Professor এবং Mr. Boulnois Junior Professor ছিলেন। Mr. Graphel নামক একজন ইংরাজীতে বিশেষ কৃতবিদ্য Professor অতি সুললিত ভাষায় ছাত্রগণকে বক্তৃতা শুনাইতেন। চন্দ্রমাধব বাবু সেই সময় তাঁহার বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার বক্তৃতা মুখস্থ করিতেন। ইহাতে চন্দ্রমাধব বাবুর ইংরাজীতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ হয়।

১৮৫৭ খ্রীঃ বর্ত্তমান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তিনি সেই বৎসরেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় (Entrance Examination) উপস্থিত হইয়া প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েন। তৎপরে আইন পড়া ও বি এ পড়া এককালীন আরম্ভ করিলেন, ইহাতে এই দুই শ্রেণীর শিক্ষা লাভে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া তিনি ভগ্ন স্বাস্থ্য হইয়া পড়েন। চিকিৎসকেরা তাঁহাকে কিছু দিন বিশ্রাম লাভ করিতে বলেন। তিনি ঐ বৎসর জুন মাসে বর্দ্ধমানে পিতার নিকট চলিয়া আসেন। জননীর যত্নে ও তাঁহার কোমল হস্তের প্রলেপে চন্দ্রমাধব বাবু অচিরে হৃত স্বাস্থ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন।

তাহার পর তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কেবল আইনই পড়িতে থাকেন। আইন বিভাগের Professor Mr. Monteur তাঁহার আইনে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি দেখিয়া বড়ই যত্নসহকারে

পড়াইতেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আইনের শেষ পরীক্ষায় (Final Law Examination) উত্তীর্ণ হয়েন।

১৮৫৭ খ্রীঃ চন্দ্রমাধব বাবু প্রবেশিকা পরীক্ষা দে'ন সেই বৎসরেই সিপাহী বিদ্রোহ হয়। সৌভাগ্যবশতঃ বাংলা দেশে তেমন ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে নাই, মাত্র লোকের মনে একটা আতঙ্ক ও উত্তেজনার ভাব দেখা গিয়াছিল। তবে বর্ত্তমান সময়ে ঐরূপ একটা হুজুক-হইলে ছাত্রবৃন্দের শিক্ষার অন্তরায় হইয়া উঠে। তখনকার কালে ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা ছাত্রদের মধ্যে প্রবল ছিল না সুতরাং তাহাদেরও শিক্ষা কালীন সময়ের অপব্যবহার হইত না। চন্দ্রমাধব বাবু যখন আইন পাঠ করেন তখন বহুবাজারে মালাঙ্গা লেনের একটী বাসায় থাকিতেন। তাঁহার দুইজন খুড়তুতো ভ্রাতা কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও নীলমাধব ঘোষ এবং নীলমাধবের ভগ্নিপতি অম্বিকাচরণ বসু থাকিতেন। অম্বিকা বাবু বহুদিন জীবিত ছিলেন এবং সর্ব্বদাই চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত তাঁহার ছায়ার ন্যায় থাকিতেন। একাধারে আত্মীয় এবং বন্ধু বড়ই তৃপ্তিজনক। চন্দ্রমাধব বাবুর বাটীতে বৈঠকখানার পরদা দেওয়া কুঠুরীতে প্রায়ই দেখিতাম জজ্ চন্দ্রমাধব বাবু কর্ম্মে লিপ্ত, সম্মুখে অম্বিকা বাবু নীরবে বসিয়া থাকিতেন, মধ্যে মধ্যে চন্দ্রমাধব বাবু তাঁহার সহিত একটী আধটী কথা কহিতেন, যেন কর্ম্মের বিরাম চিহ্ন। অম্বিকাবাবু ব্যতীত যেন তাঁহার কুঠুরী শূন্য বোধ হইত। কর্ম্মের মধ্যেও বন্ধুর মুখ দর্শন ও বাক্যালাপ যেন ক্লান্তি অপনোদনের অমৃতময় উপাদান।

এই আইন পাঠের সময়ে তাঁহার চট্টগ্রামের শৈশবকালীন শিক্ষক গৌরসুন্দর বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের কলিকাতায় আসিয়া কলেরা হয়,

চন্দ্রমাধব বাবু তাঁহার একজন বন্ধু ডাক্তার কালীকুমার মিত্রকে লইয়া চিকিৎসা ও স্বয়ং সেবাশুশ্রূষা করেন। কি করিবেন—কাল তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু চন্দ্রমাধব বাবু গুরুর প্রতি কর্ত্তব্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন।

চন্দ্রমাধব বাবুর কতিপয় সহাধ্যায়ী বিশেষ বন্ধু ছিলেন তাহার মধ্যে অনেকেই খ্যাতনামা। আমরা চন্দ্রমাধব বাবুর জীবন চরিতে তাঁহাদের বিষয় কিছু কিছু বলিব এবং তাহা অপ্রাসঙ্গিকও নহে, কারণ মানব চরিত্রের বিকাশ যেমন স্কুল হইতেই আরম্ভ হয়, শিক্ষকরাও এ বিষয়ে যেমন সহায় সহপাঠীরাও তদপেক্ষা বেশী সহায়। স্কুলেই ভাল ভাল সহপাঠীদের সাহচর্য্যে প্রতিভার অনুশীলন, চরিত্র গঠন প্রভৃতি মহান ভাব বৃত্তির স্ফূরণ হয়, আবার স্কুলেই মন্দ বালকগণের কুসংসর্গে প্রতিভাশালী বালকও জাহান্নামে গমন করে। ছাত্র জীবনকে বস্তুতই উঠন্তি বৃক্ষের মত বেড়া দিয়া রাখিতে হয়।

দুর্ভাগ্যবশতঃ চন্দ্রমাধব বাবুও কিছুদিন কতিপয় ভবঘুরে ছাত্রদের পাল্লায় পড়িয়া আজ ওখানে, কাল সেখানে, বেশীরভাগ বোটানিকাল গার্ডেন ইত্যাদি দেখিয়া বেড়াইতেন, সাদা কথায় যাহাকে "স্কুল পালান" বলিয়া থাকে তাহাই করিতেন। সৌভাগ্যবশতঃ সে সংসর্গটায় কোনরূপ কলুষ ভাব ছিল না কেবল পাঠের অমনোযোগীতাই ছিল; এবং শীঘ্রই দুইজন হিতৈষী বন্ধুর চেষ্টায় তাহা সংশোধিত হয়। সেই দুইজন হিতৈষী বন্ধু ছিলেন, উমেশচন্দ্র মিত্র ও রমেশচন্দ্র মিত্র (যিনি স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র) এবং শীঘ্রই পড়া শুনায় উন্নতি লাভ করেন। ইঁহারা গাড়ী করিয়া কলেজে যাইতেন

এবং চন্দ্রমাধব বাবুকে প্রত্যহ সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতেন। চন্দ্রমাধব বাবু আজীবন এই মহৎ উপকার মনে রাখিয়াছিলেন এবং যখনি সুযোগ পাইতেন তখনি কোন না কোন বিষয়ে প্রত্যুপকার করিতেন।

কলেজেতে তাঁহার যে সকল সহপাঠীর সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল তাহাদের নামের তালিকা দিলাম, পরে একে একে তাহাদের সহিত চন্দ্রমাধব বাবুর বন্ধুত্বের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব।

খিদিরপুরের মহিম ঘোষের পুত্র শ্রীশ ঘোষ এবং স্বর্গীয় বিশ্ব বিখ্যাত ধর্ম্মসংস্কারক কেশবচন্দ্র সেন। এই দুইজন তাঁহার প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন। উভয়েরই নির্ম্মল চরিত্র ছিল। চন্দ্রমাধব বাবু ইঁহাদের আদর্শ চরিত্র সর্ব্বদাই অনুসরণ করিতেন। তাঁহাদের সুবিমল চরিত্র তাঁহার স্বীয় চরিত্রকে উন্মেষিত করিয়াছিল। চণ্ডীচরণ বিশ্বাস, সাতকড়ি মিত্র, বলাইচাঁদ দত্ত, কালীকৃষ্ণ সেন, ইনি ভবিষ্যতে হাইকোর্টের একজন খ্যাতনামা উকীল হইয়াছিলেন, ইটালীর দেবেন্দ্রচন্দ্র বসু, (হাইকোর্টের উকীল হইয়াছিলেন) আনন্দগোপাল পালিত; হাটখোলার প্রসিদ্ধ জমীদার নবীনচাঁদ দত্ত ও দেবেন্দ্রচন্দ্র দত্ত, স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র এবং তাঁহার ভ্রাতা কাশীচন্দ্র মিত্র, গিরীশচন্দ্র মিত্র, উমেশচন্দ্র মিত্র। খিদিরপুরের আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (হাইকোর্টের উকীল হইয়াছিলেন), মুড়াগাছার জমীদার দেবীদাস মুখোপাধ্যায়ের দুইজন পুত্র ভুবন মুখোপাধ্যায় ও কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায়।

ইঁহাদের মধ্যে হাটখোলার জমীদার নবীনচাঁদ দত্ত মহাশয় প্রায় চন্দ্রমাধব বাবুর ন্যায় দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় নবীন চাঁদ দত্ত

বৃদ্ধ বয়সে আমরা এই দুই বন্ধুর অকপট ভালবাসা তাঁহাদের পরস্পর কথোপকথনে অনুভব করিতাম, যখন তাঁহাদের উভয়ের বালকের ন্যায় তুইতোকারী করিয়া কথা শুনিতাম তখন মনে হইত যেন দুইটী বালক হৃদয়ের উন্মুক্ত দ্বার দিয়া মধুর সখ্য রসের উৎস বহিয়া যাইতেছে। শ্রোতৃবৃন্দের শ্রবণ জুড়াইত। সে সকল মধুরভাব এখন স্বপ্নবৎ বলিয়া মনে হয়।

বিবাহ।

১৮৪৯ খ্রীঃ চন্দ্রমাধব বাবুর বিবাহ হয়। তখন তাঁহার মাত্র ১১ বৎসর বয়স। তখনও তাঁহার পাঠ্যাবস্থা। আজকালকার দিনে ইহা একটা অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। ১১ বৎসর বালকের বিবাহ হইতেছে শুনিলে বোধ হয় অনেকে তামাসা দেখিতে ছুটিয়া আসে, কিন্তু আজ ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে যখন দেশে আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার ছাপ পড়ে নাই এবং হাড়ে হাড়ে পাশ্চাত্য মনবৃত্তির (foreign mentality) ভাব সঞ্জাত হয় নাই, তখন ঐরূপ বিবাহের প্রচলন ছিল এবং ঐরূপ বিবাহে সার্ব্বজনীন উল্লাস ও আনন্দ কোলাহলে গৃহ ও পল্লী মুখরিত হইত। অবশ্য কন্যার বয়সও বর অপেক্ষা প্রায় ৫।৭ বৎসরের কম হইত। এইরূপ বাল্যবিবাহ সামাজিক সুপ্রথা কি কুপ্রথা আমরা তাহার আলোচনা করিতে বসি নাই। তবে এই পর্য্যন্ত আমরা বলিতে পারি যে কালের গতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক বিষয়েরই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, যাহা

এক সময়ে মঙ্গলপ্রদ তাহাই আবার অপর সময়ে অনিষ্টকারী, মানুষ কালের দাস—মানুষকে কালের সঙ্গেই চলিতে হয়। হয়তঃ বাল্যবিবাহ শতাব্দী পূর্ব্বে ইষ্টসাধক ছিল, এখন হয়তঃ তাহা অনিষ্টকারী, কিন্তু তাই বলিয়া আমরা তখনকার দিনের বাল্য বিবাহকে কোন মতেই নিন্দা করিতে পারি না। শাস্ত্রেও অষ্টম বর্ষে কন্যা দান গৌরীদানের পুণ্য ফল বলিয়া উক্ত আছে, প্রাচীন ব্যক্তিরা তাহা মানিতেন, এবং হিন্দুর সংসারে তাহা অনিষ্টকর হইত না।

যাহা হউক দুর্গাপ্রসাদ বাবু পুত্র চন্দ্রমাধব বাবুর এবং ভ্রাতুষ্পুত্র নীলমাধব বাবুর এক তারিখেই বিবাহ দিবার ব্যবস্থা করেন।

বঙ্গজ কায়স্থগণের মধ্যে টাকী, বিক্রমপুর ও চন্দ্রদ্বীপ এই তিনটী প্রধান সমাজ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। বিক্রমপুর যেমন অতি প্রাচীন, টাকীও প্রায় তদ্রূপ। কায়স্থ কুলগৌরব বীরেন্দ্রকেশরী মহারাজা প্রতাপাদিত্য, রাজা বসন্ত রায় প্রভৃতির কুল হইতেও টাকীর অনেক কায়স্থগণ উদ্ভূত হইয়াছেন। ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষ আস্ গুহ হইতেই টাকীর সমগ্র রায় চৌধুরীরা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান ২৪ পরগণার অন্তর্গত ভৈরব নদের তীরে টাকী ও শ্রীপুর গ্রাম। সামান্য গ্রাম নহে ইহা শহর অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। এই টাকী ও শ্রীপুর হইতে যে কত খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তাহার ইতিহাস দেওয়া এখানে সম্ভবপর নহে। স্বদেশ হিতৈষী, মধুর হৃদয়, অশেষ গুণসম্পন্ন, বিদ্বান জমীদার স্বর্গীয় রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ, এম, এ, বি, এল, মহাশয় টাকীর গৌরব ছিলেন। চন্দ্রমাধব বাবুর বিবাহসূত্রে যতীন্দ্র বাবুর সহিত এই পরিবারে

একটা নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। টাকীর কালীশঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয়েরা বঙ্গজ কায়স্থগণের মধ্যে কুলীন গুহ বংশীয় কায়স্থ। টাকীর জমীদার কমলাকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র কালীশঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা হেমন্তকুমারীর সহিত চন্দ্রমাধব বাবুর বিবাহ হইয়াছিল। কালীশঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা দুর্গালতার সহিত শ্রীপুরের জমীদার হলধর ঘোষ চৌধুরী মহাশয়ের বিবাহ হইয়াছিল। কালীশঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র উমাশঙ্কর রায় চৌধুরী মহাশয় কলিকাতা হাই-কোর্টের এক জন translator ছিলেন। টাকীর রায় চৌধুরী বংশ বনিয়াদী বংশ ইহাঁদিগকে ছোট চৌধুরী বলিয়া থাকে এবং ইঁহাদের আর এক জ্ঞাতি শাখা বংশ মেজ চৌধুরী বলিয়া অভিহিত হয়। এই মেজ চৌধুরী বংশেই দানশীল জমীদার কালীনাথ মুন্সী, মথুর মুন্সী ও বৈকুণ্ঠ মুন্সী জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের বংশধরই রায় যতীন্দ্র নাথ চৌধুরী। যতীন্দ্র বাবু হলধর ঘোষ চৌধুরী মহাশয়ের কন্যা ইন্দুমতীকে বিবাহ করেন। সুতরাং চন্দ্রমাধব বাবুর পত্নীর সহোদরার জামাতাই যতীন্দ্র বাবু। এদিকে চন্দ্রমাধব বাবুর পত্নীও যতীন্দ্র বাবুদের বংশেরই কন্যা। সমাজের উচ্চ স্তরের কুল লইয়াই চন্দ্রমাধব বাবুদের সম্বন্ধ স্থাপিত হইত। তিনিও দক্ষিণরাঢ়ী সমাজে যতগুলি সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন তাঁহার লক্ষ্য ছিল উচ্চ কুল দেখিয়াই সম্বন্ধ স্থাপন।

স্বর্গীয় কালীশঙ্কর রায় চৌধুরীর সৌদামিনী, হেমন্তকুমারী এবং দুর্গা নাম্নী ৩টী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কলিকাতা ভবানীপুরে দুর্গাপ্রসাদ বাবু মহা সমারোহে সৌদামিনীর সহিত ভ্রাতুষ্পুত্র নীলমাধবের

বিবাহ দেন এবং হেমন্তকুমারীর সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। তখন হেমন্তকুমারীর বয়স মাত্র ৬ বৎসর। ৬ বৎসরের বালিকা দুর্গাপ্রসাদ বাবুর গৃহে শুভক্ষণে পদার্পণ করিলেন, সেই দিন যে কন্যাকে তিনি লক্ষ্মীস্বরূপিনী বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, পত্নী চন্দ্রমালা সীতার ন্যায় পুত্রবধূরূপে হেমন্তকুমারীকে সাদরে বরণ করিয়া লইলেন।

সর্ব্ব-সুলক্ষণা সৌভাগ্যশালিনী বালিকা গৃহ সংসারকে ধীরে ধীরে উজ্জ্বল করিলেন। তিনটী পুত্র ও দুইটী কন্যা রত্ন প্রসব করিয়া আজ চন্দ্রমাধব বাবুর সংসারকে উজ্জ্বলে মধুরে শোভা সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রীতে এরূপ বিস্তৃত সংসার আজ বঙ্গে বস্তুতই বিরল। ঐ কল্যাণকর বিবাহের ফল উত্তরকালে এইরূপ শুভপ্রদ হইয়াছিল। কিন্তু সেই সময় এবং বিবাহের বৎসরেই বাটীতে একটী শোকাবহ ঘটনা ঘটে তাহাতে সংস্কারবশে অনেকে বিবাহ শুভপ্রদ নহে বলিয়া অলীক আলোচনা করিয়াছিল। বিবাহের অব্যবহিত পরেই দুর্গাপ্রসাদ বাবুর কন্যা ১৬ বৎসর বয়সে অপুত্রক অবস্থায় বিধবা হয়েন। চন্দ্রমাধব বাবুর পিতামাতা শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়েন। এই নিদারুণ বজ্রাঘাত উভয়কে বড়ই ব্যথিত করিয়াছিল। অখণ্ডনীয় বিধিলিপি! হিন্দু রমণীর বৈধব্য অতি তীব্র, জ্বালাময়ী, কন্যার বৈধব্যে পিতামাতার শোকাগ্নি রাবণের চিতার ন্যায় আমরণ প্রজ্বলিত থাকে, ভুক্তভোগী ব্যতীত ইহার তীব্রতা অনুভব করিবার শক্তি কাহারও নাই।

এইরূপ বাল্য বিবাহের প্রসঙ্গে আমরা একটী ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আজ ১২।১৩ বৎসর পূর্ব্বে

স্বর্গীয়া হেমন্ত কুমারী

যখন আমরা 'সমাজ' নামক সাপ্তাহিক পত্র পরিচালনা করি তখন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার ভূপেন্দ্র নাথ বসু প্রমুখ দেশের মহারথীগণ পুত্র কন্যাগণের বেশীবয়সে বিবাহ হওয়া যুক্তিসঙ্গত এবং একটা নির্দ্দিষ্ট-কাল নির্দ্ধারণ করিয়া তাহা আইনে পরিণত করিবার জন্য ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করেন। আমরা ঐ মতের পক্ষপাতী ছিলাম না, আমরা উহার বিরুদ্ধ মতই সমাজে প্রচার করিয়াছিলাম। আমরা জানিতাম যে দারিদ্র্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের বয়স আপনা হইতেই বাড়িতে থাকিবে। পুত্রেরা উপার্জ্জনক্ষম না হইলে বিবাহে রাজী হইবে না এবং কন্যাপণ যতদিন ভীষণভাবে কন্যার পিতা মাতাকে আতঙ্কিত করিবে ততদিন তাহারাও অর্থাভাবে কন্যাকে পাত্রস্থ করিতে পারিবে না সুতরাং আপনা হইতেই বয়সকাল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

যখন এই বিষয়ে নানা বিভিন্ন মতের আলোচনা হইতেছিল তখন একদিন আমি স্যার. চন্দ্রমাধব বাবুকে তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম তিনি তাঁহার নিজের বাল্য বিবাহের উল্লেখ করেন এবং এ বিষয়ে তিনি এখনও কোন সিদ্ধান্ত করিবার জন্য বিশেষ চিন্তা করেন নাই বলেন। অগত্যা আমি তাঁহার উপযুক্ত পুত্র রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষকে তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করি। তিনি বড়ই সরল অন্তঃকরণ বিশিষ্ট লোক, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উচ্চহাস্য সংযুক্ত বাক্যে বলিলেন যে "এই আন্দোলনে যোগদান করিবার জন্য আমি স্যার আশুতোষের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম কিন্তু তাঁহাকে আমি এক কথায় জবাব দিয়াছি,

আমি বলিয়াছি যে অগ্রে বঙ্গদেশে একান্নবর্ত্তী পরিবার উঠাইয়া দিবার আইন প্রস্তুত হউক তৎপরে বাল্যবিবাহ উঠাইয়া দিবার আইনে আমি মত দিব"। শ্রদ্ধাস্পদ যোগেন্দ্র বাবুর কথাটা আমার সবিশেষ মনোমত বোধ হইল। এই সামান্য দুই চারিটী বাক্যের মধ্যে কত সামাজিক গূঢ় অর্থ নিহিত আছে তাহা চিন্তাশীল ও সমাজ অভিজ্ঞ মনিষীগণ সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

যাহা হউক সে সময় ঐ আন্দোলন জলবুদ্‌বুদের ন্যায় আপনা হইতেই বিলীন হইয়াছিল। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের তদানীন্তন একজন মনিষী মালাবারী মহাশয়ের বাল্যবিবাহ নিরোধের জন্য দেশব্যাপী আন্দোলনও এককালে ফুৎকারে উড়িয়া গিয়াছিল।

কিন্তু এই ১৯২৯ খ্রীঃ কলে কৌশলে ভোটের প্যাঁচে বাল্য-বিবাহ নিরোধ আইনটা পাশ হইয়া গেল। বাল্য বিবাহ যে দোষাবহ, তাহার কোন প্রমাণ হইল না কেবল কতিপয় ব্যক্তির জেদে কাযটা সম্পন্ন হইল মাত্র। 'শিশু মৃত্যু, রুগ্নকায় শিশু ও প্রসূতির রুগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য বাল্য বিবাহ নিষেধ করা উচিত।' বাল্য বিবাহই যে উহার কারণ—তাহার মতামত স্বাস্থ্যতত্ত্ববিদরাও কোথাও বলিল না। বালিকাদের কম বয়সে বিবাহ দিলে শিক্ষার অন্তরায় হয়। বালিকারা সকাল সকাল মাতৃত্ব পদে উন্নীত হইলে অজ্ঞানতা ও বয়সের বালিকাত্ব নিবন্ধন তাদৃশ শিক্ষা না পাওয়ায় শিশু প্রতিপালন করিতে পারে না। সকাল সকাল বিবাহ দেওয়ার ফলে এ দেশে বিধবার সংখ্যা বেশী হইয়া পড়ে। সকাল সকাল বিবাহ দেওয়ার জন্য অনেক সন্ততি হইলে মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে, সংসার প্রতিপালনে অক্ষম

হইয়া পড়ে। এই সকল অজুহাত দেখানতে অনেকের মন আকৃষ্ট হইল। অন্যান্য ফলাফল ভাবিল না। প্রত্যেক বিষয়েরই ভাল মন্দ দুইটা দিক আছে। যে ভাবে ইহা আলোচিত হইয়াছে, সরকারী রিপোর্ট দৃষ্টে বোধ হয় যে এত বড় একটা গুরুতর সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়, এমন কি যে বিবাহ হইতেই মানব জাতির সৃষ্টি স্থিতি নির্ভর করিতেছে সেই বিষয়টা এরূপ সংক্ষেপে কতিপয় মুষ্টিমেয় ব্যক্তিকে লইয়া আলোচনাটা শেষ করা ভাল হয় নাই।

কর্ম্ম-জীবন

১৮৫৯ খ্রীঃ চন্দ্রমাধব বাবু আইন পরীক্ষায় পাশ হইয়া ও উর্দ্দুতে পাশ করিয়া (তখন উচ্চ আদালতে প্রচলন ছিল) ১৯শে নভেম্বর তারিখে বর্দ্ধমানের সদরকোর্টে ২১ বৎসর বয়সে ওকালতী করিতে গমন করেন। সেই সময় তাঁহার পিতা দুর্গাপ্রসাদ বাবু বর্দ্ধমানের ডেপুটী কালেকটার ছিলেন। Mr. Reid সাহেব তখন District Judge। Mr. Reid খুব অমায়িক লোক ছিলেন এবং দুর্গাপ্রসাদ বাবুকে বিশেষ স্নেহ করিতেন, Mr. Thomson সাহেব তখন Sub-Judge। Mr. Hobhouse তখন কালেকটার, দুর্গাপ্রসাদ বাবু Hobhouse সাহেবের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। অধীনস্থ কর্ম্মচারী হইলেও তিনি দুর্গাপ্রসাদ বাবুকে অতিশয় সম্মান করিতেন। Mr. Reid সাহেব এমন উন্নতমনা সাহেব ছিলেন যে তিনি অল্পবয়স্ক যুবক চন্দ্রমাধব বাবুকে

বড়ই ভালবাসিতে লাগিলেন। বিচারক যদি কোন উকীলকে ভালবাসা দেখায় তবে সাধারণতঃ লোকের ধারণা হয় যে বিচারক পক্ষপাতীত্ব করিতেছেন। Mr. Reid সাহেবের এজলাসে চন্দ্রমাধব বাবুর প্রসার জমিতে লাগিল, এমন কি একবার একটী খুনের মামলায় (Murder case) চন্দ্রমাধব বাবু জয়লাভ করেন, তাহাতে জজ সাহেব প্রকাশ্য আদালতে সর্ব্বসমক্ষে চন্দ্রমাধব বাবুকে প্রশংসা করেন এবং আন্তরিক আনন্দ জ্ঞাপন করেন। ইহাতে চন্দ্রমাধব বাবুর কৃতিত্ব প্রকাশ পাইলেও অনেক নীচমনা সমব্যবসায়ীর ঈর্ষা জন্মে, গাত্রদাহ হয়। যাহাহউক চন্দ্রমাধব বাবু যখন স্বীয় চেষ্টায় ক্রমশঃ উন্নতির দিকেই অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন জজ Reid সাহেব বদলী হইয়া যান এবং Mr. Buckland জজ হইয়া আসেন। Reid সাহেব যেমন সকল উকীলকেই সহানুভূতি দেখাইতেন Buckland সাহেব কাহাকেও সেরূপ দেখাইতেন না, জজ সাহেবের মেজাজটা একটু কেমনতর চড়া গোছের ছিল, কোন উকীলকেই ভাল চক্ষে দেখিতেন না; তবে তখনকার দিনে মৌলভী জোহাদ রহিম সাহেব নামক একজন প্রসার-বিশিষ্ট মুসলমান উকীলের উপর একটু সুনজর দিয়াছিলেন। রুক্ষ মেজাজের সাহেব বশ করিবার হকিমীগুলি অনেক মুসলমানের জানা আছে। খুসী করিবার মত উপস্থিত মনপ্লুত জবাব উর্দ্দু ভাষায় যেমন আছে বা সাহেবেরা যেমন বোঝে বাঙ্গলা ভাষায় তেমন মোলায়েম বয়েত নাই এবং বাঙ্গালীরাও তেমন উর্দ্দুতে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখাইয়া কথা কহিতে অপারগ। এই কারণেই জোহাদ রহিম সাহেব কেবলমাত্র Buckland সাহেবের মেহেরবাণী পাইয়াছিল।

ঐ সময়ে একটী কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনা ঘটে। ১৮৬০ খ্রীঃ অর্থাৎ চন্দ্রমাধব বাবুর ওকালতীর এক বৎসর পরেই বর্দ্ধমানে সরকারী উকীলের পদ খালি হয়। তাঁহার আইন কলেজের শিক্ষক Mr. Monteur তাঁহাকে বাল্যকাল হইতেই ভালবাসিতেন এবং মনে মনে উন্নতি কামনা করিতেন। মনট্যুর সাহেবের বন্ধু Mr. Beaufort তখন Legal Remembrancer. সরকারী উকীলের সনন্দ দিবার অধিকারী স্বয়ং Legal Remembrancer, তিনি চন্দ্রমাধব বাবুকে ডাকিয়া পাঠান। চন্দ্রমাধব বাবু তাঁহার সহিত দেখা করেন। সেই সময় বর্দ্ধমানে বাবু তারকনাথ সেন বলিয়া একজন উকীল ছিলেন। তারক বাবুর সহিত রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র প্রথিতনামা রমাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের আলাপ থাকায় রমাপ্রসাদ বাবু Legal Remembrancerকে তারক বাবুর জন্য অনুরোধ করেন। Mr. Beaufort এর নিকট জজ সাহেব জোহাদ রহিমের নাম পাঠান। Legal Remembrancer Bengal Government এর নিকট চন্দ্রমাধব বাবু ও তারক বাবুর নাম পাঠাইয়া দে'ন। Bengal Government Legal Remembrancerকেই মনোনীত করিতে বলেন। Legal Remembrancerএর নিকট উপস্থিত হইয়া চন্দ্রমাধব বাবু বলেন যে "আমি মাত্র ১ বৎসর ওকালতী করিতেছি। আমি এই সামান্য কাল মধ্যে ৬টী দায়রার মকর্দ্দমা পাইয়াছিলাম তন্মধ্যে ৩টী জিতিয়াছি এবং ৩টী হারিয়াছি। আমি উপযুক্ত কিনা সে বিষয়ে আপনি বিচার করিবেন।" চন্দ্রমাধব বাবু অকপটে সত্য কথা বলিলেন, অতি-

রঞ্জিত করিয়া কোন কথা বলিলেন না। Legal Remembrancer সত্যবাদীত্ব ও স্পষ্ট কথা শুনিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং চন্দ্রমাধব বাবুকেই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বোধে মনোনীত করিয়া Bengal Government এ নাম পাঠাইয়া দে'ন।

জজ বাক্‌ল্যাণ্ডের নিকট চন্দ্রমাধব বাবুর সরকারী উকীলের সনন্দ (Certificate) আসিয়া উপস্থিত। জজ সাহেবের চক্ষু স্থির হইয়া গেল! যেন বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। সাহেব জোহাদ রহিমকে কত আশাই দিয়াছিলেন? মনে মনে হয়ত ভাবিলেন "কেমনে দেখাব এ মুখ জোহাদের কাছে?" সাহেব কিছুক্ষণ হা হুতাশ করিয়া নিজেকে কতকটা সাম্‌লাইয়া লইলেন। তখন নিরাশ ভাবটা কর্কশ হইয়া উঠিল। চন্দ্রমাধব বাবুকে তৎক্ষণাৎ ডাক হইল, চন্দ্রমাধব বাবু হুজুরে হাজির হইলেন। Buckland তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে "তুমি কেমন করিয়া এই পদ জোগাড় করিলে?" চন্দ্রমাধব বাবু বলিলেন "Legal Remembrancer Mr. Beaufort আমাকে ডাকিয়া পাঠান, এবং কতিপয় কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে এই পদ প্রদান করেন।" জজসাহেব একেবারে অগ্নি-শর্ম্মা হইয়া বলিয়া উঠিলেন "সরকারকো কাম ইয়া ছোক্‌রা উকীলকো দেনেসে জাহান্নাম্‌মে যাগা।" সাহেব সনন্দখানি সেরেস্তাদারের টেবিলে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তাহা কুড়াইয়া লইয়া আস্তে আস্তে চন্দ্রমাধব বাবু শতহস্ত দূরে চলিয়া আসিলেন। জজ সাহেবের ধারণা যে দুর্গাপ্রসাদ বাবু পুত্রের জন্য চেষ্টা করিয়া এই পদটি গোপনে যোগাড় করিয়া দিয়াছেন। জজ সাহেবের

মনটা সুস্থির না হইয়া ক্রমশঃ নিদারুণ প্রতিহিংসা প্রকাশ পাইতে লাগিল। যেন বিষধর দলিত ফণী গরল উদ্গীরণ করিতে লাগিল। এ দেশের মাটিতে ও বাতাসে অনেক সাহেবের বিষ কালকূটের ন্যায় তীব্র হইয়া পড়ে, অনেক লোককেই দংশন জ্বালা সহিতে হয়।

জজ সাহেবের ব্যবহারটা চন্দ্রমাধব বাবু পিতাকে আসিয়া বলিলেন। পিতা বলিলেন "এ কাজটা বড় শক্ত, তোমার accept করা অর্থাৎ পদটা গ্রহণ করা ভাল হয় নাই। তাহার উপর জজ সাহেবের বিষ-নয়নে পড়িয়াছ সুতরাং বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে।"

পিতার আজ্ঞায় চন্দ্রমাধব বাবু পদটায় ইস্তফা (resign) দিবেন ভাবিতেছেন এমন সময় Thomson সাহেব সবজজ দুর্গাপ্রসাদ বাবুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন যে "অদ্যকার ঘটনা আমি শুনিয়াছি, চন্দ্রমাধব বাবু যেন ইস্তফা না দেন, ইহা আপনার পুত্রের উন্নতির সূত্রপাত, ইহা ঈশ্বরের প্রেরণা (God sent), আমি আপনার পুত্রকে সাহায্য করিব।" সবজজ সাহেব খুব সহানুভূতি দেখাইয়া দুর্গাপ্রসাদ বাবুর পূর্ব্ব মত ফিরাইয়া দিয়া গেলেন। চন্দ্রমাধব বাবু পিতার সুবাধ্য সন্তান ; পিতা যখন যাহা বলিতেছেন পুত্র তখন তাহাতেই প্রস্তুত। তৎপরে বর্দ্ধমানের কতিপয় হৃদয়বান উকীল আসিয়া দুর্গাপ্রসাদ বাবুকে বলেন যে তাঁহারাও চন্দ্রমাধব বাবুকে এই কার্য্যে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন, কিছুতেই যেন ঐ পদে ইস্তফা না দে'ন। এই ঘটনায় সমস্ত শহরে একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল। চতুর্দ্দিকে এই লইয়া কত রকমের আলোচনা হইতে লাগিল।

ঠিক সেই সময়ে Mr. Birch সাহেব বৰ্দ্ধমানের Collector হইয়া গেলেন, তিনি দুর্গাপ্রসাদ বাবুর নিকট সমস্ত ব্যাপার শুনিয়া বলেন যে "কোন মতেই আপনার পুত্রকে ঐ কার্য্যে ইস্তফা দেওয়াইবেন না। আমি এ বিষয়টা Buckland সাহেবকে বলিব।" Mr. Birch অতিশয় ভাল সাহেব ছিলেন।

প্রায় হাজার কি বার শত মকৰ্দ্দমা সরকারী উকীলকে সমস্ত বৎসরে করিতে হইত। দেওয়ানী, কালেক্টারী ও ফৌজদারী সংক্রান্ত বিভিন্ন রকমের ছোট বড় মকৰ্দ্দমা স্তুপাকার হইত। চন্দ্রমাধব বাবু ও তাঁহার পিতা উভয়েই সমস্ত রাত্রি ধরে আৰ্জ্জী, জবাব ইত্যাদি প্রস্তুত করিতেন। তাঁহাকে অপরিমিত পরিশ্রম করিতে হইত। তিনি তাহাতে কাতর হইতেন না। নবীন যৌবনে নূতন উৎসাহে তিনি কৰ্ম্মক্ষেত্রে অনলস ভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।

একদিন একটা দায়রার মকৰ্দ্দমা উপস্থিত। চন্দ্রমাধব বাবু Buckland সাহেবের এজলাসে হাজীর হইলেন। এদিকে জজ সাহেব কালেক্টার Mr. Birchকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে এই আবশ্যকীয় শক্ত মকৰ্দ্দমাটী জোহাদ রহিম সাহেবকে আমি (Conduct) চালাইতে দিতে চাহি। Mr. Birch জজ সাহেবের খাতিরে জোহাদ রহিমকেই একটী পরওয়ানা পাঠাইয়া দে'ন। Johad Rahim পরওয়ানা হাতে দায়রায় উপস্থিত হইয়া জজ সাহেবকে দেখাইলে, চন্দ্রমাধব বাবু অপমানিত বোধ করিয়া তৎক্ষণাৎ আদালত হইতে বহির্গত হয়েন। তাহার কিছুক্ষণ পরেই তিনি স্বাধীন ভাবেই ওকালতী করিবেন

(Practice) বলিয়া এক দরখাস্ত পেশ করেন এবং সরকারী উকীলের সনন্দ জজ সাহেবকে ফিরাইয়া দে'ন। জজ সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। কি জানি কি মনে করিয়া সাহেব বাহাদুর দুর্গাপ্রসাদ বাবুকে লিখিয়া পাঠান যে "তোমার পুত্রের সহিত আমার বাংলায় দেখা করিবে।"

পিতার আদেশে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও চন্দ্রমাধব বাবু পিতার সমভিব্যাহারে বাংলায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সাহেব উর্দ্দুতে জিজ্ঞাসা করিলেন "চন্দ্রমাধব! কেন তুমি আমার এজলাসে হাজীর হও না। আমি কি কুকুর যে আমাকে দেখে ভয় হয়, আর কেনই বা সরকারী উকীলের কার্য্যে ইস্তফা দিতেছ?"

আমরা নিম্নে ইহার উর্দ্দুটাও লিপিবদ্ধ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"হাম্ কি কুত্তা হ্যা তোম্ হামারা পাশ কাহে নেহি হাজীর হোথা হ্যা।"

চন্দ্রমাধব বাবু তৎক্ষণাৎ সাহেবের মুখের উপর উত্তর দিলেন "আগর্ হুজুর কুত্তা হোথে উস্কা এলাজ রোতা, মেগর আপ্ যে কুত্তা ইন্ উস্কো এলাজ্ নেহি হ্যা।"

অর্থাৎ আপনি যদি হুজুর সহজ কুকুর হোতেন এবং কামড়াইতেন তবে তাহার ঔষধ ছিল কিন্তু আপনি যেরূপ (কামড়া কুত্তা বিষাক্ত কুকুর) তাহাতে আপনি কামড়াইলে তাহার কোন ওযুধ নাই।

ইংরাজীতে সাহেব তখন বলিলেন "How have I injured you" অর্থাৎ আমি তোমার কিরূপ ক্ষতি করিয়াছি।

তদুত্তরে চন্দ্রমাধব বাবু বলিলেন যে "আপনার ব্যবহারে আমি একটাও মকর্দ্দমা পাইব না।"

সাহেব বলিলেন "বহুৎ লোক্‌সান কেয়া আচ্ছা হাম্ দোরস্ত কর দেগা" অর্থাৎ অনেক লোকসান করিয়াছি আমি সমস্ত ক্ষতি পূরণ করিয়া দিব।

জজ সাহেবের মেজাজ হঠাৎ এরূপ পরিবর্ত্তন হ'বার কারণ তখন চন্দ্রমাধব বাবু ভাল বুঝিতে পারিলেন না। পিতা পুত্রে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। দুর্গাপ্রসাদ বাবু পুত্রকে বলিলেন যে "সাহেবকে ওরূপ জবাব দেওয়া তোমার ভাল হয় নাই, সাহেব সুবাকে মুখে মুখে জবাব দিলে কখনই উন্নতি করিতে পারিবে না।" চন্দ্রমাধব বাবু পিতাকে বলিলেন "বাবা, আমি সাহেবকে কি প্রথম ঐরূপ কথা বলিয়াছিলাম, সাহেব আমাকে ঐরূপ ভাবে উত্তেজিত করায় (provoke) আমি পাল্‌টা জবাব না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আপনার শ্রীচরণের আশীর্ব্বাদ পাইলেই আমার উন্নতি হইবে।" চন্দ্রমাধব বাবু পিতাকেই দেবতা বলিয়াই মনে করিতেন। চন্দ্রমাধব বাবুর সমপাঠী বঙ্কিম বাবু 'দেবী চৌধুরাণীতে' সাহেবকে চপেটাঘাতের পর ব্রজেশ্বর ও তাঁহার পিতার কথোপকথনে ব্রজেশ্বরের নির্ভীকতা ও পিতৃভক্তির পরিচয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা বঙ্কিম বাবু এই ঘটনাগুলি অবলম্বন করিয়াই লিখিয়াছিলেন।

সাহেবের সহিত প্রাতঃকালে কথোপকথন হয়। বেলা ১টার সময় জজ সাহেব আদালতে চন্দ্রমাধব বাবুকে ডাকেন ও বলেন

"কাল আপ্ কো তবিয়ৎ আচ্ছি থা নেই, জলদী কাছারী সে চলা গিয়া, আজ মেজাজ কেসা হ্যা!"

চন্দ্রমাধব বাবু উত্তর করিলেন. "হুজুরকা একবল্‌সে আচ্ছা হ্যা।" সাহেব বলিলেন "হামারা এজ্‌লাস্ মে আজ কুচ্ কাম্ হ্যা।" চন্দ্রমাধব বলিলেন "নেহি!"

সাহেব বলিলেন "আচ্ছা আপ যাইয়ে।"

তারপর জজ সাহেব একটা আপোষ নিষ্পত্তি করিলেন। জোহাদ রহিমের সহিত একত্রে কায চালাইবে এই মর্ম্মে চন্দ্রমাধব বাবুকে বলিলেন। চন্দ্রমাধব বাবুরও কাযের লাঘব হইবে এবং একজন প্রবীন উকীলের নিকট কাজও শেখা হইবে। ইতিমধ্যে একটী মজার ঘটনা ঘটিল। একটী মকর্দ্দমায় জোহাদ রহিম ২০০ দুই শত টাকার একখানি বিল Collector Mr. Birch এর নিকট পেশ করেন। Mr. Birch উক্ত বিলখানি মঞ্জুরের জন্য Legal Remembrancer এর নিকট পাঠাইয়া দে'ন।

বলা বাহুল্য Mr. Buckland এর সহিত চন্দ্রমাধব বাবুর মনোমালিন্যের বিষয় চন্দ্রমাধব বাবু কলিকাতা যাইয়া এক দিন তাঁহার শিক্ষক Mr. Monteur কে বলিয়া আসেন। Mr. Monteur Legal Remembrancer Mr. Beaufortকে সমস্ত কথাই বলেন।

এক্ষণে জোহাদ রহিমের বিলখানি মঞ্জুরার্থ আসিলে Legal Remembrancer এক চাল চালিলেন। তিনি বিল ফেরৎ দিলেন এবং Collector সাহেবকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে সরকারী উকীল চন্দ্রমাধব বাবু থাকিতে অপর উকীলকে কেন নিযুক্ত

করা হইয়াছে তাহার কারণ দেখান হউক এবং চন্দ্রমাধব বাবুকেই বা কেন নিযুক্ত করা হয় নাই? কালেক্টার ও জজ সাহেব কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়েন। অগত্যা চন্দ্রমাধব বাবুকে ডাকিয়া উভয়ে তাঁহাকে অনুরোধ করায় চন্দ্রমাধব বাবু মহত্ত্ব দেখাইয়া তাঁহার Claim (অধিকার) ছাড়িয়া দিলেন। সমস্ত গোলমাল চুকিয়া গেল। সব ঠাণ্ডা হইয়া গেল। এখন হইতে চন্দ্রমাধব বাবুই দায়রায় মকর্দ্দমা চালাইতে লাগিলেন।

তৎপরে একদিন একটা বড় দায়রার মকর্দ্দমায় জোহাদ রহিম অপর পক্ষে এবং চন্দ্রমাধব বাবু সরকারী পক্ষে ছিলেন। সেই মকর্দ্দমাটী অতি দক্ষতার সহিত চন্দ্রমাধব বাবু পরিচালনা করেন। Mr. Buckland সাহেব তখন বস্তুতই অতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করেন। ইহার পর সকল মামলাতেই জোহাদ বিপক্ষে এবং চন্দ্রমাধব বাবু সরকারী পক্ষে মকর্দ্দমা চালাইতেন। একটী মকর্দ্দমা ব্যতীত সমস্ত মকর্দ্দমাই চন্দ্রমাধব বাবু Buckland সাহেবের নিকট জিতিয়াছিলেন। Buckland সাহেব কিছুদিন বাদে Commissioner হইয়া চলিয়া যান, তাঁহার পরে Johnson সাহেব জজ হইয়া আসিলে তিনি তাঁহার নিকট চন্দ্রমাধব বাবুর পরিচয় করিয়া দে'ন এবং বলেন এই নির্ভীক যুবকের উপর আমি প্রথম বড়ই অবিচার করিয়াছিলাম, তখন আমি ইহার গুণপনা বুঝিতে পারি নাই সুখের বিষয় পরে আমার ভ্রম সংশোধিত হইয়াছিল। ইনি ভবিষ্যতে একজন বিখ্যাত লোক হইবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

এই ঘটনায় বুঝা যায় চন্দ্রমাধব বাবু প্রথম যৌবনে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াই কিরূপ নির্ভীক ভাবে থাকিতে হয় এবং কিরূপ ভাবে আত্মসম্মান বজায় রাখিতে হয় তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার এই নির্ভীকতা ও আত্মসম্মান জ্ঞান চিরদিনই অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার সুদীর্ঘ কর্ম্মময় জীবনে ঘটনার উপর ঘটনার পরিচয় পাঠকগণকে দিব। তাঁহার চরিত্রের ইহাই বিশেষত্ব ছিল।

১৮৬০ খ্রীঃ শেষভাগে দুর্গাপ্রসাদ বাবু নদীয়া জেলায় বদলী হইয়া যা'ন এবং তাহার অব্যবহিত পরেই তিনি খুলনায় বদলী হয়েন। ঐ সময়ে সাহিত্য সম্রাট বঙ্গভাষার অমর লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় খুলনার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও সব-ডিভিসনাল অফিসার। চন্দ্রমাধব বাবু, বঙ্কিম বাবু এবং স্বর্গীয় যদুনাথ বসু একত্রে সর্ব্ব-প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। বঙ্কিম বাবুর সহিত চন্দ্রমাধব বাবুর বিশেষ প্রণয় ছিল। চন্দ্রমাধব বাবুর পিতাকে বঙ্কিমবাবু বিশেষ মান্য করিতেন।

ঐ বৎসরেই Collector Mr. Birch বর্দ্ধমান হইতে বদলী হয়েন। তাঁহার স্থানে Mr. Hogg কালেক্টার হইয়া আসেন। তিনি বড় জবরদস্ত হাকিম ছিলেন। মেজাজটাও রুক্ষ ছিল। চন্দ্রমাধব বাবু সরকারী উকীল বলিয়া তাঁহাকে সেলাম দিতে যা'ন, ইহা একটা দস্তুর। সাহেব প্রবরের সমক্ষে উপস্থিত হইতেই জলদগম্ভীর স্বরে সাহেবী কণ্ঠে প্রশ্ন হইল, "কুচ আরজ হ্যা; উকীল সরকার হ্যা?" চন্দ্রমাধব বাবু বিনীতভাবে উত্তর দিলেন "খোদাবন্দ! অপ কাসাত মুলাকাত ও সেলাম কা ওয়াস্তে!" হুজুর বলিলেন—

"বাস্, রোকশোধ!" এবং মুখ ফিরাইয়া লইলেন। চন্দ্রমাধব বাবু ধীর পদবিক্ষেপে চলিয়া আসিলেন, ভাবিলেন ইঁহার নিকট কায করা বড় সহজ নহে, ঠোকাঠুকী অনিবার্য্য।

সেই সময় তিনি শুনিলেন যে Bengal Government ৪ জন নূতন Deputy Collector লইবেন। চন্দ্রমাধব বাবু একটির পদপ্রার্থী হইয়া দরখাস্ত করেন। এবং Mr. Birchকে অনুরোধ করিয়া লিখিয়া পাঠান যাহাতে তিনি এই কার্য্যটি পাইবার পক্ষে সহায়তা করেন। Mr. Birch এর চেষ্টায় চন্দ্রমাধব বাবু উক্ত পদ প্রাপ্ত হয়েন।

১৮৬১ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে চন্দ্রমাধব বাবু বর্দ্ধমানে সরকারী উকীলের কর্ম্মভার তদানীন্তন প্রসিদ্ধ উকীল মতিলাল চৌধুরীকে অর্পণ করিয়া বরিশালে নূতন Deputy Collector এর পদে বহাল হইয়া বর্দ্ধমান পরিত্যাগ করেন। তিনি যখন যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, তখন কতকগুলি গোলমেলে মকর্দ্দমা অসম্পূর্ণ ছিল, তদানীন্তন কালেক্টার Mr. Hogg সাহেব তৎক্ষণাৎ চন্দ্রমাধব বাবুকে একটু বেগ দিবার অছিলায় ধরিয়া বসিলেন যে "এই সকল মকর্দ্দমা বুঝাইয়া দিয়া যাও এবং কেন এত দিন অসম্পূর্ণ ছিল তাহার কারণ দেখাইয়া যাও।" চন্দ্রমাধব বাবু কর্ত্তব্য কার্য্যে পরাঙ্মুখ ছিলেন না তাহা সম্যকপ্রকারে বুঝাইয়া দিলেন। তৎপরে তিনি মাতৃদেবী ও পত্নীকে লইয়া খুলনা অভি-মুখে রওনা হইলেন। খুলনায় নিরাপদে পৌছিয়া পিতার নিকট সমস্তই বলিলেন, খুলনায় সমপাঠী বঙ্কিম বাবুর সহিত দেখা করিতে চন্দ্রমাধব বাবু তাঁহার কুটীর দিকে গমন করেন। সব-ডিভিজনাল

অফিসারের বাংলাতে সীপাহী পাহাড়া থাকিত। সীপাহীদের Challenge করার প্রথাটা অধিকন্তু তাহাদের বিকট চিৎকার করা-টার মর্ম্ম চন্দ্রমাধব বাবু জানিতেন না। এখনও অনেকে জানেন কিনা সন্দেহ। বস্তুতঃ এটী জানা থাকা সকলেরই কর্ত্তব্য। নতুবা জীবন সংশয়। এই ব্যাপারটী একটু বিষদ ভাবে বলা দরকার। সীপাহী প্রহরী যদি দূর হইতে কোন লোককে আসিতে দেখে অমনি একটা বিকট শব্দ করে সে শব্দের অর্থ এই—"Who comes there" কর্ণে কতকটা প্রতিধ্বনি হয় যেন বল্‌ছে 'হুকুমদার'। তাহাতে আগমনকারী পথিক যদি তাহার উত্তর না দেয় বা নীরব থাকে তখন বলা কহা নাই প্রহরী তৎক্ষণাৎ গুলি করিয়া পথিককে হত্যা করিলে ইহাতে প্রহরীর কোন অপরাধ হইবে না। পথিককে জবাব দিতে হইবে "Friend" অর্থাৎ বন্ধু। মনে থাকে যেন বাংলা ভাষায় বল্লে হবে না। বঙ্কিম বাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়া চন্দ্রমাধব বাবু এই বিপদে পড়েন। সীপাহী যেমন শব্দ করিল চন্দ্রমাধব বাবু নীরব থাকায় সীপাহী গুলি করিবার অভিপ্রায়ে বন্দুক উত্তোলন করিয়াছে অমনি সৌভাগ্য বশতঃ বঙ্কিম বাবুর নজর পড়ে এবং পলক মাত্রে প্রহরীকে নিবৃত্ত করে। সে দিন চন্দ্রমাধব বাবুর একটা প্রাণ সংশয় গ্রহ কাটিয়া গেল। তৎপরে বঙ্কিম বাবুর সহিত নানা কথা বার্ত্তা কহিয়া পিতৃ গৃহে ফিরিয়া আসেন। ১৮৬১ খ্রীঃ ২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে চন্দ্রমাধব বাবু বরিশালে ডেপুটী কালেক্টারের পদ গ্রহণ করেন। বেতন ২০০ দুই শত টাকা। তখন Mr. Harvey তথাকার Collector এবং স্বর্গীয় অভয় চরণ বসু প্রধান ডেপুটী কালেক্টার।

তিনি সরকারী চাকরী নিলেন কিন্তু মনে ধরিল না, তিনি মনে মনে স্থির করিলেন চাকরী পোষাইবে না, ভবিষ্যতে সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিবেন মনস্থ করিলেন।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

ভবিষ্যতে তাহাই ঘটিয়াছিল। কিরূপভাবে মানবের জীবনের গতি অনুকূল ও প্রতিকূল বায়ুর হিল্লোলে সংসার সমুদ্রে প্রধাবিত হয় তাহা আমরা বড় বড় লোকের জীবনী আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারি। সাধারণ লোকের সহিত প্রথিতযশা ব্যক্তির এই খানেই তারতম্য।

বরিশালে কিছুদিন কাজ করিবার পর সংবাদ আসিল যে ডেপুটী কালেক্টারদের ঐ সকল পদ অস্থায়ী ভাবে ছিল এবং আপাততঃ ঐ সকল পদ উঠাইয়া দেওয়া হইল। সুতরাং চন্দ্রমাধব বাবুর চাকরীটী খতম হইল। সাধের কাজল যাহা স্বেচ্ছায় চক্ষুতে লাগাইয়াছিলেন তাহা মুছিয়া গেল। তিনিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন, গোলামীটা ভাল লাগে নাই কিন্তু বরিশাল তাঁহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল কেবল এই কারণেই তিনি বরিশাল ত্যাগ করিতে চোখের জল ফেলিয়াছিলেন। সখের চাকরী যাওয়ায় বিন্দুমাত্র দুঃখিত হ'ন নাই।

তিনি সংবাদ পাইলেন যে এই চাকরীটী খসিয়া যাইবার মূলে বর্দ্ধমানের ডেপুটী কালেক্টার Mr. Hogg. Mr. Hogg না কি একটা ষড়যন্ত্র করেছিল এবং ডিভিজনাল কমিশনার Mr. Plowden এর নিকট বলে যে সরকারী উকীল থাকা অবস্থায় চন্দ্রমাধব বাবুর কর্ত্তব্য কাজে সবিশেষ তাচ্ছিল্য ভাব দেখা যাইত,

কারণ অনেক মকর্দ্দমা অনর্থক দেরী করায় সরকারের অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। বলা বাহুল্য এগুলি কতকটা আপীসী গোলামদের চিরন্তন লাগালাগির নারকীয় ভাবের বিকাশ। চন্দ্রমাধব বাবু যখন Commissioner Mr. Plowdenএর সহিত দেখা করিলেন তখন তিনি সমস্তই অবগত হইলেন। অবিচার ও নীচত্ব দেখিয়া চন্দ্রমাধব বাবুর অন্তঃকরণে একটা দারুণ ঘৃণা উপস্থিত হইল।

বর্দ্ধমানে তখনও তিনি সরকারী উকীলের পদে জবাব দিয়া যা'ন নাই, তিনি সেই দিনই উক্ত পদে জবাব দিয়া বর্দ্ধমান হইতে একেবারে বিদায় লইলেন।

লেখকের পিতা স্বর্গীয় যদুনাথ বসু তাঁহার সমকালীন উকীল ঐ সময়ে বর্দ্ধমানে ওকালতী করিতেন, তাঁহার নিকট আমরা শুনিয়াছিলাম যে উকীলরা তাঁহাকে বর্দ্ধমানে রাখিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন, তিনিও সমব্যবসায়ীদের ভালবাসায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং সকলকে চিরদিন মনে রাখিয়াছিলেন। এমন কি সেই জন্য অনেক লোক চন্দ্রমাধব বাবুকে বর্দ্ধমান জেলার অধিবাসী বলিয়া জানিতেন।

সদর দেওয়ানী আদালতে আগমন ও ওকালতী।

১৮৬২ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে চন্দ্রমাধববাবুর কর্ম্মজীবনের গতি অন্যদিকে মুখ ফিরাইল। এত দিন স্নেহময় পিতার স্নিগ্ধ ছায়াতলে বসিয়া কর্ম্মক্ষেত্রের কঠোরতা অনুভূত হয় নাই। পিতার স্নেহসিক্ত কোমল হস্তের শীতল প্রলেপে সকল কষ্ট দূর হইত, পিতার উৎসাহ দানে অমিত শক্তি অর্জ্জন করিয়া উন্নতির দিকে সচেষ্ট হইতেন। আজ পিতা কর্ম্মব্যপদেশে বহু দূরে রহিলেন ২৪ বৎসরের যুবক অজ্ঞেয় কাল সমুদ্রে ভগবানকে স্মরণ করিয়া একাকী ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। উদ্দেশ্য কলিকাতায় সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী ব্যবসায় প্রবৃত্ত হওয়া। ভগবান সহায় ও পিতার আশীর্ব্বাদ এই দুই দুর্ভেদ্য বর্ম্মে আচ্ছাদিত হইয়া একাগ্রতা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রম অস্ত্র অবলম্বন করিয়া জীবন সংগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করিলেন। অন্তর মধ্যে অদম্য শক্তির সন্ধান পাইলেন। তিনি একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় সেই শক্তির উপাসনা করিতে লাগিলেন। পশ্চাতের দিকে না চাহিয়া একমাত্র সুদূর ধ্রুবতারা লক্ষ্য করিয়া জীবন পথে অগ্রসর হইলেন। শ্রীভগবানকে তিনি কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করিতেন। আমি একসময় তাঁহাকে কোন বিষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। যে কঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে আমাকে অনেকেই বলেন কিন্তু চন্দ্রমাধব বাবু বলেন "Go on-God is over head"। তিনি এমন দীপ্ত কণ্ঠে বলিলেন যে আমার

অন্তঃকরণ উৎসাহে উল্লসিত হইয়া উঠিল। আমি তাঁহার বাণী শিরোধার্য্য করিয়া কার্য্য করায় ভবিষ্যতে সাফল্য লাভ করিয়াছিলাম।

ভবানীপুরে কাঁশারীপাড়া পল্লীতে দীনবন্ধু মুখুয্যের একখানি ছোট বাড়ী ৮৲ টাকা ভাড়ায় নির্দ্ধারিত করিয়া তিনি শুভক্ষণে ওকালতী ব্যবসা আরম্ভ করিলেন।

রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায় মহাশয় তখন Senior সরকারী উকীল। রমাপ্রসাদ বাবু উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র। ধনে মানে জ্ঞানে তখনকার কালে রমাপ্রসাদ রায় কলিকাতা শহরের একজন প্রধান ব্যক্তি। প্রত্যহ রাত্রে তাঁহার বৃহৎ বৈঠকখানায় দস্তুরমত একটা দরবার বসিত। বন্ধু বান্ধব আত্মীয় ও মক্কেলে গৃহে তিল ধারণের স্থান থাকিত না। তাঁহার মধুর ব্যবহারে সকলেই পরিতৃপ্ত হইত। স্বর্গীয় রমাপ্রসাদ রায় বাঙ্গালীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম হাইকোর্টের জজ মনোনীত হয়েন। রমাপ্রসাদ রায় মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র। বরেণ্য পিতার লোকমান্য পুত্র। চন্দ্রমাধব বাবু রমাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের সঙ্গ লাভ করিয়া তাঁহার গুণগ্রাহী হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তদ্‌সঙ্গে তাঁহার পিতা রাজা রামমোহন রায়ের নির্ম্মল চরিত্র ও গুণরাশির আলোচনা মনে মনে সর্ব্বদাই করিতেন।

মানব মন কোন বিষয়ে বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইলে কোন্ সময়ে যে কোন্ অজ্ঞেয় শক্তি বলে তাহা স্বীয় চরিত্রে বিকশিত হয় তাহা মনুষ্য বুদ্ধির অগোচর। জগতে ইহা বিস্ময়কর হইলেও অসম্ভব নহে। বৈষ্ণব সাহিত্যে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ

আছে। জন্মান্তর বাদ রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটনান্তর' যে সত্য প্রকাশ করিয়া বৈষ্ণব ঋষিগণ বৈষ্ণব ধর্ম্মের অপরূপ মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা অলৌকিক রহস্য হইলেও মূলে সত্য নিহিত আছে। রাজা রামমোহন রায় যেমন সমাজ, ধর্ম্ম ও রাজনীতির আলোচনা করিতেন ও মনকে সর্ব্বদা নিয়োজিত রাখিতেন, তেমনি চন্দ্রমাধব বাবুও কেবল মাত্র ওকালতী ও জজীয়তী কার্য্যে নিয়োজিত থাকিতেন না, তৎসঙ্গে গৃহস্থালী ও বিষয় কার্য্যে এবং British Indian Association, East Bengal Association, লাট সভায়, এমন কি লাট সাহেব ডফরিনের সহিত রাজনীতির আলোচনা করিতেন। রাজা রামমোহনও সমাজ ও ধর্ম্মনীতির সঙ্গে সঙ্গে রাজ-নীতির আলোচনা করিতেন, দণ্ডবিধি আইনে তাঁহার স্বহস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি ও কাঠের অক্ষরে উক্ত মুদ্রিত আইন আজও 'সাহিত্য পরিষদে' সংরক্ষিত। সমাজ সংস্কারের ও ধর্ম্মের সমন্বয়ের প্রচেষ্টার ফলেই তিনি অভিনব ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই মত চন্দ্রমাধব বাবু সমাজ সংস্কারে অগ্রণী হইয়া কায়স্থ সভার কার্য্যে প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। ধর্ম্ম বিষয়েও তাঁহার চিন্তা অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর ন্যায় অন্তরের মধ্যে প্রবাহিত হইত। তিনি যখন জজীয়তী হইতে অবসর গ্রহণ করেন তখন আমরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে "আপনি যেরূপ কর্ম্মপ্রিয় তাহাতে কিরূপভাবে সময় কাটাইবেন?" তিনি বলিলেন "জানি না জীবনে কুলাইবে কি না—আমার চিরপোষিত বাসনা এই যে ভারতবর্ষে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মের সামঞ্জস্য দেখাইয়া একটা সমন্বয়ভাবের

গ্রন্থ লিখিব।" এই কারণেই বলিলাম যে রাজা রাম মোহনের উদার ধর্ম্মমত চন্দ্রমাধব বাবুর মধ্যেও প্রকটিত ছিল।

চন্দ্রমাধব বাবু রামমোহনের গুণরাশিতে আকৃষ্ট হওয়ার ফলে স্বীয় চরিত্রে ইহা সঙ্কর্ষিত কিনা বিশ্ব নিয়ন্তা ব্যতীত কে বলিবে?

স্বর্গীয় শম্ভুনাথ পণ্ডিত তখন Junior সরকারী উকীল। যেমন রূপবান তেমনি গুণবান ছিলেন। তিনি যেন অধ্যবসায়ের প্রকট মূর্ত্তি ছিলেন। হৃদয়ও তেমনি মহান্ ছিল। সেই দিব্য মহিমাময় পুরুষকে দেখিয়া চন্দ্রমাধব বাবুর মস্তক আপনা হইতেই নমিত হইল। ইনিই সামান্য কেরাণী হইতে হাইকোর্টের জজীয়তী লাভ করেন।

স্বর্গীয় শ্রীনাথ দাস মহাশয় আর এক জন প্রসার প্রতিপত্তিশালী হৃদয়বান উকীল ছিলেন। ইঁহার নিকট চন্দ্রমাধব বাবু কিছুদিন প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িয়াছিলেন।

তিনি ঐ তিন জন বড় উকীলের সহিত আলাপ পরিচয় করিলেন, সম্মুখে আদর্শ দেখিলে এবং তাঁহাদের কার্য্য কলাপ অনুসরণ করিলে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী, এ শিক্ষা চন্দ্রমাধব বাবু পাইয়াছিলেন সুতরাং তিনি বড় বড় উকীলের কার্য্য প্রণালী স্থির ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

সদর কোর্টে চন্দ্রমাধব বাবু সর্ব্বপ্রথম এটর্ণীর ব্যবসা লইয়াছিলেন কিন্তু তাহা সুবিধাজনক নহে দেখিয়া ওকালতীতেই মন সংযোগ দে'ন।

ডেপুটীগিরির বেতনের দরুণ কড়কড়ে ১৫০ দেড় শত টাকা নগদ হাতে লইয়া বৃহৎ কর্ম্মে নামিয়াছেন। বাবু আনন্দ চন্দ্র

চৌধুরী মুন্সফের সেরেস্তাদার ছিলেন তিনি অবসর গ্রহণ করিয়া চন্দ্রমাধব বাবুর মোহরার হইলেন।

চন্দ্রমাধব বাবু যখন সদর কোর্টে আসিলেন তখন পূর্ব্বোক্ত তিন জন বড় উকীল ব্যতীত আরও নামজাদা অনেক গুলি উকীলের নাম আমরা এখানে উল্লেখ করিলাম।

দ্বারিকানাথ মিত্র, অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, কৃষ্ণসখা মুখোপাধ্যায়, আর, টি, এলেন, মৌলভী আমীর আলী, মৌলভী আব্বাস আলী, ভুবন-মোহন রায় চৌধুরী, মহেন্দ্র লাল সোম, কালীপ্রসন্ন দত্ত, গোপাল লাল মিত্র। এতদ্ব্যতীত চন্দ্রমাধব বাবুর সমপাঠী বাল্যবন্ধু কতিপয় উকীল ছিলেন।

রমেশচন্দ্র মিত্র, দুর্গামোহন দাস, দেবেন্দ্র চন্দ্র বসু, আনন্দ গোপাল পালিত, কালীকৃষ্ণ সেন, রাধানাথ বসু।

চন্দ্রমাধব বাবু যে সকল উকীলগণের সহিত মিলিত হইলেন তাঁহারা প্রায় সকলেই কৃতবিদ্য প্রসার প্রতিপত্তি-শালী।

ঐ সকল উকীলের সহিত প্রতিযোগিতা ২৪ বৎসরের যুবকের পক্ষে অসম্ভব।

বড় বড় উকীলগণের সংখ্যা যখন বেশী থাকে তখন নবাগত নবীন উকীলদের পক্ষে প্রসার করা বিশেষ শক্ত কিন্তু তাঁহাদের প্রতিভা, কার্য্যদক্ষতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে উন্নতির পথ আপনা হইতেই মুক্ত হইয়া যায়। আর শক্ত বলিয়া হাল ছাড়িয়া দিলে কোন দিনও নদীতে পাড়ি দিতে সাহস হয় না।

চন্দ্রমাধব বাবু ভীষণ পদ্মা-বক্ষে স্বয়ং অকুতোভয়ে পাড়ি দিতেন, তিনি আতঙ্কিত হইবার লোক ছিলেন না। পশ্চাৎপদ হওয়া তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ। সুতরাং তিনি নামজাদা নাবিকগণের কার্য্য প্রণালী দেখিয়া শিখিতে লাগিলেন।

সেই সময় স্বর্গগত গুরুপ্রসাদ দাস সদর কোর্টের মোক্তার ছিলেন। সদর কোর্টের মোক্তারদের কাছেই প্রায় মক্কেলরা সর্ব্বপ্রথম আসিত এবং তাহারা যে উকীল নিযুক্ত করা আবশ্যক মনে করিত তাহাকেই নিযুক্ত করিত। তখন মোক্তারদের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, বিশেষ জুনিয়ার উকীলরা তাহাদের ভরসাতেই তাহাদের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিত। তাহারা কতকটা লাইসেন্স প্রাপ্ত টাউট্ বা দালাল। দালাল ব্যতীত কোন ব্যবসাই চলে না।

চন্দ্রমাধব বাবুর শিক্ষক প্রধান উকীল শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের বাটী হইতে একদিন ফিরিয়া আসিয়াই তিনি তাঁহার দ্বারা প্রেরিত গুরুপ্রসাদ দাস মোক্তার চন্দ্রমাধব বাবুকে ১২্ টাকা ফি (Fee) তে সিনিয়ার উকীল বাবু শ্রীনাথ দাসের জুনিয়ার নিযুক্ত করিলেন। সেই মোকর্দ্দমাটী একটী "Review Case"। তখন Review Caseএ বড় বড় ব্যারিষ্টার বড় বড় উকীলরাই নিযুক্ত হইতেন। Barrister Ritchie, Barrister Doynee প্রমুখ ব্যারিষ্টারদের ঐ সকল Review Caseএ প্রসার ছিল। চন্দ্রমাধব বাবু উক্ত Caseটীতে তদানীন্তন জজ Mr. Justice Raikes and Mr. Justice Steer এর এজলাসে উপস্থিত হয়েন। শ্রীনাথ বাবু ও চন্দ্রমাধব বাবু একপক্ষে এবং অপর পক্ষে বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত, বাবু কৃষ্ণকিশোর ঘোষ এবং Allen সাহেব। সৌভাগ্য-

বশতঃ সেদিন শ্রীনাথ বাবু ঐ মোকর্দ্দমাটীতে তেমন প্রস্তুত হইতে পারেন নাই অথবা ইচ্ছা করিয়াই শ্রীনাথবাবু স্বীয় মহত্ত্ব দেখাইয়া চন্দ্রমাধব বাবুকেই মোকর্দ্দমা চালাইতে অনুমতি দে'ন এবং চন্দ্রমাধব বাবুর সওয়াল জবাব শুনিয়া আদালতে উপস্থিত অনেক ব্যক্তি চমৎকৃত হইয়াছিল। Justice Raikes জুনিয়ার উকীলদের প্রতি ভালরূপ ব্যবহার করিতেন না। তিনি চন্দ্রমাধব বাবুর অল্প বয়স দেখিলেন তাঁহার কর্ণকুহর দিয়া যে বক্তৃতা প্রবিষ্ট হইল, উহাঁর মস্তিষ্কে তাহা বালকোচিত অসার বলিয়া প্রতীতি হইল এবং বদন গহ্বর হইতে বালকোচিত সওয়াল জবাব বলিয়া উচ্চারিত হইল, কিন্তু আদালতের বাহিরে আসিয়া উচ্চমনা আইনজ্ঞ যোদ্ধা উকীল স্বর্গীয় শম্ভুনাথ চন্দ্রমাধব বাবুকে বিশেষ প্রশংসা ও আদর করিলেন। তিনি সকলের নিকট চন্দ্রমাধব বাবুর দক্ষতা বিষয়ে গল্প করিতে লাগিলেন। ইহাতেই চন্দ্রমাধব বাবুর প্রসারের ও সৌভাগ্যের সূত্রপাত হইল। সেইদিন হইতে তাঁহার মক্কেল জুটিতে লাগিল। বলাবাহুল্য শ্রীনাথ বাবু চন্দ্রমাধব বাবুকে সাদরে আলিঙ্গন করিলেন। ইহাও দর্শক সকলে দেখিতে পাইল।

তখনকার উদার হৃদয় উকীলরা এইরূপ ভাবেই গুণসম্পন্ন উকীলগণকে উন্নত করিতেন--যাহা আজকালকার দিনে বিরল। এই উদারতা শ্রীনাথ বাবুর মধ্যে অপরিসীম ছিল। শ্রীনাথ বাবু স্যার চন্দ্রমাধব বাবুকে ও স্যার গুরুদাস বাবুকে ঐরূপ ভাবে উন্নতির সোপানে উঠাইয়া ধরিয়াছিলেন। ইঁহাদের উভয়ের জজীয়তী পদ লাভে শ্রীনাথ বাবুর বক্ষ আনন্দে স্ফীত হইয়াছিল। চন্দ্রমাধব বাবু যখন ১৮৮৫ সালে জজ হইলেন তখন শ্রীনাথ বাবু স্বীয় বাটীতে

তাঁহাকে অভিনন্দন দিবার জন্য সমারোহের আয়োজন করেন এবং ৪।৫ দিন ব্যাপী নানারূপ আমোদ প্রমোদ ও আহারাদির মহোৎসব করেন। ইহাতে শ্রীনাথ বাবু ২।৩ হাজার টাকা অকাতরে ব্যয় করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। বন্ধুর প্রতি এরূপ আনন্দের অভিব্যক্তি আজকাল দেখা দূরে থাকুক্ কাণেও শোনা যায় না।

আমরা এই প্রসঙ্গে শ্রীনাথ বাবুর ন্যায় মহৎ ব্যক্তির সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক বোধে দুই একটি বিষয় আমরা উল্লেখ করিলাম।

শ্রীনাথ বাবু ১৮২৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। চন্দ্রমাধব বাবু শ্রীনাথ বাবু অপেক্ষা ৯ বৎসরের ছোট ছিলেন। চন্দ্রমাধব বাবুর ন্যায় শ্রীনাথ বাবুরও অল্প বয়সে (১১ বৎসরে) বিবাহ হয়, বলা বাহুল্য তাঁহারও সন্ততিগণ কেহই ক্ষীণজীবী হয় নাই। শ্রীনাথ বাবু অঙ্ক শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ওকালতী ব্যবসায় তাঁহার প্রসার বহু বিস্তৃত ছিল। ৫০ বৎসর কাল তিনি ওকালতী করিয়াছিলেন। তাঁহার ওকালতীর জুবিলী মহোৎসব অতি সমারোহে উকীল ও তৎসাময়িক জজগণ সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

তিনি যেমন প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তেমনি অকাতরে দেবসেবার নিত্যপূজা, দরিদ্রে দান প্রভৃতিতে ব্যয় করিতেন। ৭৮ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগমন করেন। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার একজন অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথা তিনি বেদবাক্য মনে করিয়া করিতেন।

চন্দ্রমাধব বাবুও যেমন পুত্র পৌত্র লইয়া গৃহ এবং হাইকোর্ট সুশোভিত করিয়াছিলেন, শ্রীনাথ বাবুও তেমনি পুত্র পৌত্র সহ আইন ব্যবসা উপলক্ষে গৃহে ও হাইকোর্টে অবস্থিতি করিতেন।

চন্দ্রমাধব বাবু ও গুরুদাস বাবুর জর্জীয়তীতে শ্রীনাথ বাবু যেমন আহ্লাদিত হইয়াছিলেন তেমনি শ্রীনাথ বাবুর জুবিলী উপলক্ষে চন্দ্রমাধব বাবু ও গুরুদাস বাবু আনন্দে অধীর হইয়াছিলেন। ঐ উপলক্ষে বাই নাচ ও গান হইতেছে, ভীষ্ম প্রতিজ্ঞ গুরুদাস বাবু কখন বারবিলাসিনীদের সহিত এক বিছানায় বসেন নাই, কিন্তু ঐ দিন বন্ধুগণ আনন্দ পরিহাসচ্ছলে চন্দ্রমাধব বাবুকে অনুরোধ করায় তিনি গুরুদাস বাবুকে নিকটে আসিতে বলেন এবং শ্রীনাথ বাবুকে অভিনন্দন দিতে হইবে বলিয়াই গুরুদাস বাবু তাঁহার বহু দিনের প্রতিজ্ঞাও ভঙ্গ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। যাঁহাকে কায়মনবাক্যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করি, তাঁহার জন্য চিরপোষিত প্রতিজ্ঞা ত্যাগ তিনি তুচ্ছ মনে করিলেন, ইহাতেই বুঝা যায় যে শ্রীনাথ বাবুর কতটা ভালবাসার আধিপত্য তাঁহাদের অন্তঃকরণে বিস্তীর্ণ ছিল এবং তাঁহারাও শ্রীনাথ বাবুকে কিরূপ শ্রদ্ধা, ভালবাসা ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন।

সেই সকল অকপট ভালবাসা আজকাল গল্প বলিয়া প্রতীতি হয়। তাহার কারণ আমাদের এরূপ অনুমিত হয় যে তখনকার কালের দেশগৌরব মনিষীগণ এখনকার দিনের নামজাদা ব্যক্তিগণের সহিত একটু বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন আদর্শে গঠিত, পরিচালিত ও প্রকাশিত ছিলেন। মহর্ষিগণ মানুষের হৃদয়ের অভ্যন্তরেই নানাবিধ রস দেখিতে পাইতেন। অন্তঃকরণ স্নেহ, প্রেম, সখ্য, মধুর প্রভৃতি নানা রসের আধার। চিত্ত বৃত্তিতেই তাহার স্ফুরণ ও বিকাশ।

নীরস মরুময় সংসারে রসই একমাত্র মধুর ও উপভোগ্য পদার্থ সুতরাং সংসারী জীব যাহাদিগকে লইয়া অহোরাত্র জীবন যাপন

স্বর্গীয় শ্রীনাথ দাস

করিতেছে তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে যদি ঐ নির্ম্মল রসের সন্ধান পায়, তবে তাহা উপভোগ করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ ক'রে। মরুময় জীবন সুধাময় হইয়া উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় হৃদয় মধ্যেও সেই সুবিমল রস পাষাণ ভেদ করিয়া প্রেম নির্ঝরিণীর ন্যায় প্রবাহিত হইতে থাকে। এ সকল কথা নূতন নহে—চির প্রচলিত ও স্বতঃ-সিদ্ধ। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এখন আমরা আর সে বিমল রস-বস্তুর সন্ধান পাই না। এখন বড় বড় দিগ্‌গজ পণ্ডিত থাকিতে পারে, রাজনীতিক, সমাজনীতিক, বুদ্ধিমান, ধীমান, কৃতী, বক্তা থাকিতে পারে, কিন্তু পূর্ব্বকালের ব্যক্তিগণের অন্তঃকরণ হইতে যে স্বর্গীয় ভাবের সুরস ক্ষরিত হইত তাহার এক বিন্দুও আজ কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না কেন? কি যেন নাই, কি যেন লুকাইয়াছে, কি যেন মোহের কুয়াশায় ঢাকা পড়িয়াছে। অকপট ভালবাসা এখন কাল্পনিক নভেল নাটকের আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন যাহা বাস্তব ছিল, নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া বেড়াইত, আজ তাহা কিম্বদন্তী। হায় রে দেশের অধঃপতন! দেশ যে নিধি হারাইয়াছে, দেশনেতাগণ তাহার সন্ধান করেন না বলিয়াই আজ তাঁহারা পথভ্রষ্ট মরীচিকার পশ্চাতে মৃগের ন্যায় ধাবিত হইতেছেন। সে অকপট প্রেম-ভালবাসা, স্নেহ, সহানুভূতি নাই, কেমন করিয়া সাধারণের হৃদয় জয় করিবে? কাযেই অনন্তকাল ধরিয়া আমরা 'যে তিমিরে সেই তিমিরেই' থাকিব।

'রস' যেমন বিশ্বের জীবন সেইরূপ রসই মানবের সারবস্তু। সর্ব্বরসের আধার রসিক চূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণ যে ধর্ম্মের আদর্শ দেবতা সেই ধর্ম্মের ধর্ম্মীরা, যথার্থ উপাসকবৃন্দ তখন তাহা সর্ব্বতোভাবে

সেই বিমল রসের সার উপভোগ করিয়া সুখী হইতেন, আনন্দ পাইতেন। সে রসের ধারা শুকায় নাই, এখন রস গাঁজিয়া উঠিয়াছে, গাঁজিয়া উঠিলেই তাহা তীব্র হয়।

চন্দ্রমাধব বাবু বাল্যে পিতৃভক্তি রস, যৌবনে সখ্যরস, বার্দ্ধক্যে বাৎসল্য রস সম্যক প্রকারে দেখাইয়া গিয়াছেন। রস এমনি স্বর্গীয় বস্তু যে ভাবেই সঞ্জাত হউক তাহা নানাভাবে স্ফুরিত হইবে।

চন্দ্রমাধব বাবুর প্রসারের আর এক জন সহায় হইলেন। তিনি আর কেহ নহেন তাঁহার শিক্ষক সেই মহামনা ইংরাজ কুলগৌরব Mr. Montreu. Mr. Montreu চন্দ্রমাধব বাবুকে Presidency Collegeএ Revenue Lawএর Lecture দিবার জন্য অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন। বৎসরে পাঁচ মাস করিয়া পড়াইতে হইত এবং মাসিক ৩০০৲ তিন শত টাকা বেতন নির্দ্ধারিত হইল। ইংরাজের মধ্যেও উচ্চ হৃদয় আছে, বাঙ্গালীকেও অনেক ইংরাজ স্নেহের চক্ষে দেখেন, সুনির্ম্মল পবিত্র ভালবাসা জাতির বিচার করে না, বিজিত ও বিজেতার ব্যবধান রাখে না, পাত্রাপাত্র বিবেচনা করে না, দেবতার মেঘ সকল ভূমিকেই সিক্ত করে। তেমনি ইংরাজের মধ্যে Mr. Montreu. তিনি চন্দ্রমাধব বাবুকে প্রথম হইতেই ভালবাসিয়া ছিলেন (Love in the first sight) এবং সর্ব্বদাই চন্দ্রমাধব বাবুর মঙ্গলের জন্য সহায় হইতেন।

চন্দ্রমাধব বাবু যখন Presidency Collegeএ পড়াইতে লাগিলেন তখন Sir গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়,Sir রাসবিহারী ঘোষ, এবং অতুল চন্দ্র মল্লিক তাঁহার ছাত্র ছিল। বাবু অতুল চন্দ্র মল্লিকই

ডাক্তার শরৎ চন্দ্র মল্লিক এবং পাটনা হাইকোর্টের জজ বসন্তকুমার মল্লিকের পিতা।

চন্দ্রমাধব বাবুর আইন অধ্যাপনায় ছাত্রগণ বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিল এবং তাঁহার বক্তৃতা অতি আগ্রহের সহিত শুনিত। ইহাতে সাধারণের মনোযোগ চন্দ্রমাধব বাবুর আইন জ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হইল। এই কারণে ক্রমশঃ তিনি সুযশ অর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

অনুকূল পবন সৌভাগ্যলক্ষ্মীর তরণী খানিকে চন্দ্রমাধব বাবুর জীবন-সমুদ্রে টানিয়া আনিতে লাগিল। অমরার পারিজাতের সৌরভ অজ্ঞাতসারে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। যে অনির্ব্বচনীয় অচিন্ত্য শক্তির বলে নারিকেলের মধ্যে জল প্রবিষ্ট হয় সেই মহান্ ভগবৎ শক্তি বলেই মানব ভাগ্যলক্ষ্মীর অঙ্কশায়ী হয়েন। অপরে উপলক্ষ্য মাত্র।

সেই সময়ে Dy. Commissioner Mr. Raily হুগলীতে ছিলেন, চন্দ্রমাধব বাবু দায়রায় ফরিয়াদী সরকার পক্ষে মোকদ্দমা চালাইবার জন্য Commissionerএর দ্বারা আহূত হয়েন, সে মামলাটী একটী বৃহৎ ডাকাতীর মামলা। অপরাধীদের পক্ষে উকীল ছিলেন স্বর্গীয় ঈশানচন্দ্র মিত্র। হুগলীতে তখন ঈশান বাবুর মত আইনজ্ঞ বিচক্ষণ উকীল কেহ ছিল না, যেমন তাঁহার বক্তৃতা শক্তি তেমনি তাঁহার আইন জ্ঞান। তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী উকীল ছিলেন এবং সুদীর্ঘ কাল ওকালতী করিয়াছিলেন। ঈশান বাবু হাইকোর্টের বড় বড় উকীলেরই সমকক্ষ ছিলেন। Mr. Birch সেই সময়ে Sessions Judge ছিলেন। তিনি বাংলা

ভাষায় জুরীদিগকে Charge দে'ন (মামলাটী বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করেন)। দুর্ভাগ্য বশতঃ সাহেবী বাংলা তখনকার জুরীরা ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। ইহা চন্দ্রমাধব বাবুর স্পষ্ট প্রতীতি হইল যে জুরীরা নিশ্চয়ই ভালরূপ বুঝিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিলেন যে জুরীরা যদি না বুঝিয়া একটা অবিবেচনার কার্য্য করিয়া ফেলে, তবে মামলাটীর সুবিচার হইবে না। অগত্যা চন্দ্রমাধব বাবু জজ সাহেবকে কথার কৌশলে বলিলেন "আপনি জুরীদিগকে যাহা বুঝাইলেন উহা আর একবার আমি আপনারই কথাগুলি জুরীবাবু দিগকে বিশেষ করিয়া স্মরণ করাইয়া দিই।" এই বলিয়া তিনি বাঙ্গালীর বাংলাতেই ভাল করিয়া জুরীদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। জুরীরা তখন বস্তুতই নিরাপদ হইল। বিশেষ বিবেচনা ও আলোচনা করিয়া আসামীদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিল। সেই মোকর্দ্দমা পরিচালনে সাফল্য লাভ করায় মফঃস্বলেও চন্দ্রমাধব বাবুর সুনাম প্রচার হইতে লাগিল। প্রসারের শুভ-সূচনা চতুর্দ্দিকেই প্রভাত সূর্য্যের অরুণ রাগের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। উটত্তি বৃক্ষের দীর্ঘ জীবন সূচনা নব পত্রের বিস্তৃতি ও বিকাশ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। গগণমণ্ডলে মেঘের আকার দেখিলেই বৃষ্টির ভাবী প্রাবল্য অনুভূত হয়।

১৮৬১ খ্রীঃর ৬ই আগষ্ট বর্ত্তমান High Court of Judi cature at Fort William in Bengalএর সৃষ্টি হইল। তখনকার Supreme Court এবং সদর দেওয়ানী আদালত এক হইয়া গেল। Victoria Chapter 104 এ ২৪ ও ২৫

Statute অনুসারে এই মিলন সংঘটিত হইল। বাঙ্গালীর পক্ষে সেটা একটা স্মরণীয় দিন কারণ সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালীকে হাইকোর্টের জজের বিচারাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। স্বর্গীয় রমাপ্রসাদ রায়কেই সর্ব্বপ্রথম জজীয়তী দেওয়া হইল কিন্তু (Warrant) নিয়োগ পত্র বিলাত হইতে আসিবার পূর্ব্বেই দুর্ভাগ্যবশতঃ রমা-প্রসাদ রায় ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। তিনি উক্ত আসন অলঙ্কৃত করিতে পারিলেন না।

যাহা হউক ১৮৬৩ খ্রীঃ স্বর্গীয় শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহোদয়কে জজীয়তীর আসন দেওয়া হইল। রূপে গুণে সমলঙ্কৃত উপযুক্ত ব্যক্তিই বিচারাসনের শোভা বর্দ্ধন করিলেন।

সেই সময় আর একটী নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল। সদর দেওয়ানী আদালতের সমস্ত উকীলরাই হাইকোর্টের উকীল বলিয়া পরিগণিত হইল এবং সকলেই Practice ব্যবসা কার্য্য করিবার অনুমতি পাইলেন।

Supreme Court এবং সদর দেওয়ানী আদালতের জজগণকেই High Courtএর জজ করা হইল। Mr. Justice Peacock Chief-Justice (প্রধান বিচারপতি) হইলেন। Mr. Justice Oatab, Raikes J, Lock J, Trevor J, Bayley J, Stear J, & Kemp J. ইঁহারাই সর্ব্বপ্রথম High Courtএর ইংরাজ জজ।

C. J. Peacockএর মত ভাল বিচারক আজ পর্য্যন্ত কেহ আসেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যথা সময়ে উপস্থিতি, সুশৃঙ্খলে কার্য্য করিবার ক্ষমতা, আত্মমর্য্যাদা সংরক্ষণ, উকীল

ব্যারিষ্টারের বক্তৃতা ধীরভাবে শ্রবণ এই সকল বিচারকের গুণ তাঁহার মধ্যে সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান ছিল। তবে মানুষ নির্দ্দোষ হয় না তাঁহার একটীমাত্র কলঙ্ক তথনকার উকীল ব্যারিষ্টার মহলে রটিয়াছিল। Sir Bernes Peacock-এর মত ন্যায়বান বিচারপতি-চরিত্রে সেই দোষটা লোক চক্ষুতে বড়ই বিসদৃশ বোধ হইত। তাঁহার এক পুত্র High Court-এ Barrister ছিলেন, নিজের এজলাসে পুত্র যথন সওয়াল জবাব (বক্তৃতা) করিতে উঠিত, তথন পুত্রকে অনেক সময়ে Prompt করিতেন অর্থাৎ যাত্রাদলের অধিকারীরা যেমন সাকৃরেদ বালকগণকে ধূয়া ধরাইয়া দেয় সেইরূপ ভাবে ধূয়া ধরাইয়া পুত্রকে প্রকারান্তরে সাহায্য করিতেন। সমস্ত মকর্দ্দমা জিতাইয়া দিতেন কিনা এত বড় অকথা কুকথা অবশ্য তথন প্রচারিত হইয়াছিল কিনা কেহ আজ তাহা বলিতে পারে না। তবে বিচারকের পক্ষে এতটুকু কলঙ্কও বড় শ্রুতি-কষ্টকর। কোমল হৃদয় প্রধান বিচারপতির অপত্য স্নেহ ন্যায়, ধর্ম্ম ও বিবেককে পরাজয় করিয়াছিল।

Mr. Justice Luis Jackson চরিত্রেও এ কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছিল। (চন্দ্রমাধব বাবুর লিপিবদ্ধ মন্তব্য দৃষ্টে আমরা ঐ দুইটী বিষয় লিখিলাম।)

সত্যমিথ্যা জানি না বাংলার গৌরব, বঙ্গশার্দ্দুল, সর্ব্বগুণালঙ্কৃত স্যার আশুতোষের ন্যায় বিচারপতিকেও রামচন্দ্রের ন্যায় দুর্ন্নিবার লোকাপবাদের কলঙ্ক পশরা অল্পবিস্তর মস্তকে বহন করিতে হইয়াছিল।

Chief-Justice Mr. Garth তাঁহার পুত্রকে নিজের

Courtএ প্রবেশ নিষেধ বলিয়া দিয়াছিলেন। পুত্রও কোন দিন পিতার এজলাসে মকর্দ্দমা লয়েন নাই। Garth C. Jএর মত স্যার চন্দ্রমাধবও স্ব-এজলাসে জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্র বাবুকে ও মধ্যম সতীশ বাবুকে আসিতে অনুমতি দে'ন নাই। Garth C. J এবং Sir চন্দ্রমাধব বাবুর এই বিষয়ে সুনাম চিরদিন অক্ষুণ্ণ ছিল। বিচারাসনে ন্যায়বান বিচারকেরও অপত্য স্নেহ বিসর্জ্জন দেওয়া সম্ভব। দুর্ব্বল মানব হৃদয় স্বতঃই অপত্য স্নেহে দ্রবীভূত হইতে পারে, অতএব বিচারকের দায়ীত্ব লইয়া ইহা হইতে দূরে থাকাই শ্রেয়। চন্দ্রমাধব বাবু ইহা বুঝিতেন। থাক্, এ সকল অবান্তর কথার আলোচনা বর্ত্তমানে নিষ্প্রয়োজন।

Mr. Justice L. Jackson চন্দ্রমাধব বাবুর বক্তৃতা শুনিয়া বড়ই প্রশংসা করিতেন এবং প্রকাশ্যে তাঁহাকে উৎসাহ দিতেন।

Bayley J. চন্দ্রমাধব বাবুকে আরও বেশী ভালবাসিতেন। একদিন চন্দ্রমাধব বাবু ট্রেনে যাইবেন Platformএ কোন্ কামরায় উঠিবেন ভাব্‌চেন, এমন সময় একটী কামরা হইতে Bayley J. তাঁহাকে দেখিতে পা'ন, তৎক্ষণাৎ ডাকিয়া হাত ধরিয়া স্বীয় অধিকৃত (Reserved) কামরায় উঠাইয়া লয়েন। চন্দ্রমাধব বাবু দেখিলেন J. Bayleyর Ladyরা যাইতেছেন, তিনি বসিবেন কিনা ইতস্ততঃ করিতেছেন, Bayley J. তখন বুঝিতে পারিয়া চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত Lady দের আলাপ করিয়া দিলেন এবং তাঁহারাও বসিতে বলিলেন। J. Bayleyর মত অমায়িক নিরহঙ্কারী জনপ্রিয় জজ অতি বিরল ছিল।

সেই সময়ে মৌঃ আমীর আলী এবং স্বর্গীয় কৃষ্ণকিশোর ঘোষের

প্রসার হাইকোর্টে যথেষ্ট ছিল। ইহারা উর্দ্দুতে খুব ভাল বক্তৃতা করিতেন। কিন্তু হঠাৎ উর্দ্দুতে বক্তৃতা দেওয়ার নিয়ম বন্ধ হইল। আমীর আলী ও কৃষ্ণকিশোর বাবুর প্রসার নষ্ট হইয়া গেল। সুতরাং তাঁহাদের প্রসার ৪ জনের উপর ভগবান ভাগ করিয়া দিলেন। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ মিত্র, অনুকুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অন্নদা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চন্দ্রমাধব বাবু, ইহাদের ৪ জনের ঐ কারণে প্রসার বৃদ্ধি হইল। 'একের পতন অন্যের উত্থান' ইহাও জগতের নিয়ম।

কৃষ্ণকিশোর বাবু একজন অধ্যবসায়ী উকীল ছিলেন। উর্দ্দু ভাষায় বক্তৃতা বন্ধ হওয়ায় তিনি ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিবার শক্তি অর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অক্লান্ত পরিশ্রমে ঘরে বসিয়া ইংরাজীর আলোচনা ও বক্তৃতার অভ্যাস করিতেন। ফলে তাঁহার পূর্ব্ব প্রসার সম্পূর্ণরূপ ফিরিয়া না পাইলেও তাঁহার অনেক মক্কেল ফিরিয়া আসিয়াছিল। কারণ তিনি চন্দ্রমাধব বাবুকে বড় বড় মকর্দ্দমায় সহকারী রূপে গ্রহণ করিতেন। ইহাতে চন্দ্রমাধব বাবুও তাঁহার মক্কেল গণের নিকট পরিচিত হইতে লাগিলেন, প্রকারান্তরে চন্দ্রমাধব বাবুরই প্রসার বৃদ্ধির সুযোগ সাধিত হইতে লাগিল। বস্তুতঃ কৃষ্ণকিশোর বাবু চন্দ্রমাধব বাবুকে অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। উত্তরকালে আমরা দেখিয়াছি চন্দ্রমাধব বাবু কৃষ্ণকিশোর বাবুর অবর্ত্তমানে তাঁহার পুত্র উপেন্দ্র বাবুকে অতিশয় স্নেহ করিতেন।

স্বর্গীয় দ্বারিকানাথ মিত্র হাইকোর্টে ওকালতী ব্যবসায় যেমন সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন—হাইকোর্টের জজ হইয়া ততোধিক

সুখ্যাতি লাভ করেন। কেবলমাত্র এই কারণে দ্বারকানাথ বাবু যশস্বী ছিলেন তাহা নহে, দ্বারকানাথ বাবুর অন্তঃকরণ অতীব মহৎ ছিল। পরদুঃখ-কাতরতায় তাঁহার দয়ার্দ্র হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত। পরদুঃখ মোচনে যত্নপর হইতেন, প্রাণপণ যত্নে সাহায্য করিতেন। পরদুঃখে যাঁহাদের হৃদয় বিগলিত হইত সেই সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তিদের সাহচর্য্য, তাঁহাদের সহিত সখ্যতা, সমান্তকরণ ও সমধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট যেমন প্রীতিপ্রদ হয়, হৃদয়ের বিনিময় হয়, তেমনি ভাবের মিলনে বন্ধুত্ব আমরণ অবিচ্ছিন্ন থাকে। চন্দ্রমাধব বাবু বাল্যে পাঠ্যাবস্থায় যখন তিনি বহুবাজারের বাসায় থাকিতেন তখন হইতে দ্বারকানাথ বাবুর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। বিভিন্ন দিক্ হইতে দুইটী নদী আসিয়া এক হইয়া গেল। দ্বারকানাথ বাবুর সহিত একবার চন্দ্রমাধব বাবু মুঙ্গেরে বেড়াইতে যাইয়া দেখেন, তথায় তাঁহাদের গৃহ সন্নিকটে একজন অতি গরীব ভদ্র সন্তানের হঠাৎ কলেরা হইয়াছে। দ্বারকানাথ বাবু তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে তাহার সেবার ভার লইলেন—আবশ্যকীয় অর্থ ব্যয় করিলেন। দরিদ্র নারায়ণের সেবা যে মহান্ ধর্ম্ম তাহা তখনকার উচ্চ শিক্ষিত দ্বারকানাথ বাবু জানিতেন। এক সময়ে একজন 'নির্জ্জলা' বিলাতী প্রতাপশালী সাহেবের সহিত একজন নিতান্ত দুঃস্থ বাঙ্গালী রেলওয়ে কেরাণীর মকর্দ্দমা হয়। দ্বারকানাথ বাবু কোনরূপ অর্থ না লইয়া দরিদ্র কেরাণীর মকর্দ্দমা চালাইয়া ছিলেন। দ্বারকানাথ বাবুর সুচরিত্র চন্দ্রমাধব বাবুর মনোমুগ্ধকর ছিল। দ্বারকানাথ বাবু, জজ শম্ভুনাথ বাবু, শ্রীনাথ বাবু প্রভৃতি মহান্ অন্তঃকরণ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত চন্দ্রমাধব বাবুর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।

স্বর্গীয় অনুকুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও স্বর্গীয় অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিতও যথেষ্ট বন্ধুত্ব ছিল।

হাইকোর্ট স্থাপিত হইবার ঠিক পরের বৎসরেই কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টে ওকালতী করিতে পদার্পণ করেন। প্রথম দিনেই শুভ মুহূর্ত্তে চন্দ্রমাধব বাবু হেম বাবুকে দেখেন,—কি যে মাহেন্দ্র ক্ষণে দেখা—তখন হইতেই চন্দ্রমাধব বাবু হেম বাবুকে মকর্দ্দমা দিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন। চন্দ্রমাধব বাবু হেম বাবুর স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ হৃদয় টুকু দেখিয়া ফেলিলেন, দর্পণে প্রতিবিম্ব পড়িল।

"যয্যেন যুয্যতে লোকে বুধস্তত্তেন যোজয়েৎ"

কথাটা যথার্থ। কবিবর হেমচন্দ্রের ন্যায় সুহৃদ্‌কে পাইয়া চন্দ্রমাধব বাবু কর্ম্মক্লান্ত জীবনের অবসর সময় হেম বাবুর সহিত কাটাইতে ভালবাসিতেন। কবি প্রাণ সর্ব্বদাই উন্মুক্ত, বিশেষ সুহৃদের নিকট,সুতরাং হেম বাবুও চন্দ্রমাধব বাবুকে পাইলে আনন্দে অধীর হইতেন।

তখনকার দিনে পরস্পর অনেকেই অকপট বন্ধু ছিলেন। সকলেই সকলের নিকট যাইতে ভালবাসিতেন। কিন্তু প্রতিদিন একত্র সম্মিলন হওয়া সম্ভবপর নহে, অথচ সকলেই সকলকে চায়, এ ক্ষেত্রে জজ শম্ভুনাথ, দ্বারকানাথ বাবু, চন্দ্রমাধব বাবু, হেম বাবু, রমেশ বাবু, অনুকুল বাবু, অন্নদা বাবু প্রমুখ বন্ধুগণ শম্ভুনাথ বাবুর প্রতিষ্ঠিত বান্ধব মিলন মন্দিরে সন্ধ্যার পর মিলিত হইয়া আনন্দ উপভোগ করিতেন। আইন প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা হইত।

কলেজে চন্দ্রমাধব বাবু যখন অধ্যয়ন করেন তখন শ্রীনাথ দাস মহাশয় কলেজের Monitor ছিলেন—সেই সময় হইতেই চন্দ্রমাধব বাবু তাঁহার নিকট আদর ও ভালবাসা পাইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি শ্রীনাথ বাবুই চন্দ্রমাধব বাবুকে সর্ব্ব প্রথম বড় মকর্দ্দমায় সওয়াল জবাব করিতে দেন। আজকাল বড় উকীল যদি কেহ কোন জুনিয়ার উকীলকে back করে অর্থাৎ সাহায্য করে, তবে সে সাহায্যের অর্থ বড় উকীলের ফরমাইস্ খাটা এবং মক্কেলের কাছে কিছু আদায় করিয়া দেওয়া। জুনিয়ার উকীলকে বক্তৃতা করিবার সুযোগ দিয়া (Scope) যে তাহাকে বড় করিয়া দিবে এরূপ উদারতা বড় দেখা যায় না।

Twidale সাহেব একজন ভাল উকীল ছিলেন, তাঁহার সহিত চন্দ্রমাধব বাবুর বিশেষ ভাব ছিল।

যাহা হউক—আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি যে চন্দ্রমাধব বাবু ১ বৎসরের মধ্যেই ৫।৬ শত টাকার স্থায়ী প্রসার জমাইয়াছিলেন,—তৎ সময়ে এত শীঘ্র এরূপ প্রসার নামজাদা উকীলদের মধ্যে কেহই করিতে পারেন নাই।

চন্দ্রমাধব বাবু নিজেই বলিতেন এবং পরে অনেককে উপদেশ দিতেন যে ওকালতী ব্যবসায় তিনটী প্রধান বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে—নতুবা প্রসার হইবে না।

প্রথম--একাগ্রতা—একটী মকর্দ্দমা পাইলে তাহা একেবারে আত্মস্থ না করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হওয়া উচিত নহে।

দ্বিতীয়—রীতিমত ও অনর্গল সুন্দর ইংরাজীতে বক্তৃতার অভ্যাস।

তৃতীয়—বক্তৃতা কালীন—পরিষ্কার ও নির্ভুল ভাবে মকর্দ্দমার বিবরণ বিবৃত করণ ও আইনের সমীকরণ।

চন্দ্রমাধব বাবু এই তিনটী গুণ অর্জ্জন করিয়াছিলেন বলিয়া অল্প দিনেই প্রসার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

"উদ্যোগিনং পুরুষ সিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ"

চন্দ্রমাধব বাবুর জীবনে এই কথাটা বস্তুতই সফল হইয়াছিল। চন্দ্রমাধব বাবুর যখন প্রসারের সূত্রপাত—সেই বৎসর ১৮৬২ খ্রীঃ দুর্গাপ্রসাদ বাবু পীড়িত হইয়া খুলনা হইতে কলিকাতায় আসেন। চন্দ্রমাধব বাবু কাযকর্ম্ম ভুলিলেন, পিতার সেবায় গা ঢালিয়া দিলেন, —নূতন উদ্যম—নূতন প্রসার, সকলই বিসর্জ্জন দিলেন। পিতার নিষেধ সত্ত্বেও চন্দ্রমাধব বাবু এ ক্ষেত্রে পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে বাধ্য হইলেন। পিতৃভক্তিময় প্রাণ পিতৃসেবায় উৎসর্গীকৃত হইল।

বোধ হয় চন্দ্রমাধব বাবু পিতৃভক্ত আদর্শ মহাপুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের কথা ভাবিলেন :—

"নৈবাহং রাজ্যমিচ্ছামি ন সুখং ন চ মেদিনীম্।
নৈব সর্ব্বানিমান্ কামান্ ন স্বর্গং ন চ জীবিতম্॥"

বস্তুতঃ হিন্দু আবহমানকাল যে দেব ভাবে পিতাকে দেখিয়া আসিতেছে তাহা জগতে অপর জাতির আদর্শ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমাদের দেশের যিনিই যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদের অধিকাংশের চরিত্রেই পিতৃভক্তি প্রস্ফুটিত। পিতামাতার আশীর্ব্বাদ না পাইলে মানুষ বড় হয় না—বোধ হয় ভগবানও কৃপা করেন না।

পাশ্চাত্য শিক্ষার তীব্র আলোকে আজকাল অনেকের পিতৃ-ভক্তি ঝলসিয়া যাইতেছে—ইহা জাতির দুর্ভাগ্য, দেশের দুর্ভাগ্য! কিন্তু চন্দ্রমাধব বাবু সর্ব্বদাই বলিতেন:—

"ন হ্যতো ধর্ম্মাচরণং কিঞ্চিদস্তি মহত্তরম্।
যথা পিতরি শুশ্রূষা তস্য বা বচন ক্রিয়া॥"

পিতার আশীর্ব্বাদ তাঁহার নিষ্ফল হয় নাই।

অনেকে বাপ মায়ের সেবার ভারটা চাকর বাকর অথবা নিষ্কর্ম্মা আত্মীয় অথবা পাঠ্যাবস্থায় বালকগণের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন, নিজের পাছে দুপয়সার অনর্থক ক্ষতি হয়। এই কারণে বাপ মাও পুত্রের উপর ততটা মমতা রাখেন না। আজকাল অনেক বুড়া বাপ মা বলেন—"ছেলে আমাদের ভাল করে দেখে না," ছেলে বলে "বাপ মায়ের পুত্র স্নেহ নাই," পুত্রবধূও সুযোগ পাইয়া ইন্ধন যোগানর ফলে গৃহে অশান্তি বৃদ্ধি হয়। কিন্তু পুত্র ভাবে না যে রোগটী তাহার নিজের ভিতরেই লুকায়িত আছে।

চন্দ্রমাধব বাবু বাপ মায়ের অসুখে চক্ষে অন্ধকার দেখিতেন, পিতার অসুখে তিনি বিক্রমপুরের ধন্বন্তরী-কল্প কবিরাজ পীতাম্বর সেন কলিকাতায় থাকিতেন—তাঁহাকে দেখাইতে থাকেন। সুচিকিৎসায় দুর্গাপ্রসাদ বাবু একটু আরোগ্য লাভ করার পরই বায়ু পরিবর্ত্তনে গমন করেন।

আমরা তৎকালীন হাইকোর্টের উকীল ব্যারিষ্টারদের সম্যক পরিচয় না দিলেও চুম্বক পরিচয় দেওয়া সঙ্গত মনে করি।

চন্দ্রমাধব বাবুর শিক্ষক Mr. Montreu অসাধারণ আইনজ্ঞ

থাকা সত্ত্বেও তিনি হাইকোর্টে প্রসার করিতে পারেন নাই, এমন কি শেষ বয়সে তাঁহার বিশেষ আর্থিক কষ্ট হইয়াছিল। মৃত্যুকালে কপর্দ্দক হীন হয়েন, চন্দ্রমাধব বাবু কবরের খরচটা সমস্তই বহন করিয়াছিলেন। ব্রিটীশ জাতির বিশিষ্ট ব্যক্তির কবরের খরচটা এক প্রকার হিন্দুদের শ্রাদ্ধের খরচের মত।

চন্দ্রমাধব বাবুর প্রসার বৃদ্ধি হইবার আর একটী কারণ উপস্থিত হয়। সেই সময় খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার উড্রফের বিশেষ প্রতিপত্তি ও সুনাম। ভাগলপুরের সূর্য্য নারায়ণ সিংহর পোষ্যপুত্র সংক্রান্ত বৃহৎ মামলাটী উড্রফের হাতেই ছিল। হঠাৎ উড্রফ বিলাত চলিয়া যান। তখন সূর্য্য নারায়ণ বাবু Woodroffকে বিলাতে লিখিয়া পাঠান যে আপনার অনুপস্থিতিতে এই মকর্দ্দমায় কাহাকে নিযুক্ত করিয়া নির্ভর করিতে পারি—আপনি সেইরূপ উপযুক্ত ব্যক্তি নির্দ্দেশ করিয়া দিন। Woodroff সাহেব একমাত্র চন্দ্রমাধব বাবুকেই স্থির করিয়া পাঠান।

ঐ সময়ে Cochrane নামে একজন হাস্য রসিক ব্যারিষ্টার ছিলেন, তিনি একবার কোন জজ সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করেন "He has neither brain nor ball like a cow who does not give milk but only kicks." অর্থাৎ মাথাও নাই মুষ্কও নাই, এক ফোঁটা দুধ দিবে না কেবল চাট্ ছুড়িবে।

Mr. Cochrane চন্দ্রমাধব বাবুকে বিশেষ ভাল বাসিতেন। তখন আর একজন প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার ছিলেন তাঁহার নাম Mr. Pugh, তাঁহার সহিত চন্দ্রমাধব বাবুর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তিনি বাঙ্গালী জাতির সহিত বড়ই মেলামেশা করিতে ভাল বাসিতেন,

এমন কি তিনি চন্দ্রমাধব বাবুকে বাটীতে লইয়া গিয়া মেম সাহেবদের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া দে'ন। Pugh সাহেবের পত্নীও স্বামীর উপযুক্ত স্ত্রী তিনিও চন্দ্রমাধব বাবুর বাটীতে বেড়াইতে আসিয়া হিন্দু মহিলাদের সহিত সখীত্ব সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। হিন্দুর সহিত প্রণয় রাখিতে আজকাল কয়জন ইংরাজ কামনা করে? তখন অনেক ইংরাজের এই সকল গুণ ছিল, সেই কারণে ইংরাজ জাতি হিন্দুর হৃদয় আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আজকাল এ সকল ঘটনা স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। ২।১টী পাদরীপিসি মা (Nun) সদৃশ মেমসাহেব হিন্দু গৃহে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের (Preach) প্রচার করিতে আসেন, Christian Girl স্কুলের জন্য বালিকা ধরিতে আসেন এবং নাকীসুরে ভালবাসামাখা কথা ছড়াইয়া যা'ন। সুখের বিষয় সে প্রাণহীন ভালবাসায় আজকাল আর কোন ভদ্রমহিলা ভুলে না, মৌখিক আপ্যায়নে পিসিমা-কে বিদায় দিয়া থাকেন।

১৮৬৩ খ্রীঃ কতকগুলি নূতন জজ বাহাল হইলেন। Lavinga J, Roberts J, E. Jackson J, Seton-Karr J, Norman J, Morgan J, Sambhu Nath Pandit J, L. Jackson J, Cambell J.

এই জজ গণের মধ্যে Norman J, চন্দ্রমাধব বাবুকে একটু বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। L. Jackson J, চন্দ্রমাধব বাবুকে ভালবাসিতেন, কেবলমাত্র চন্দ্রমাধব বাবুর Straight forwardnessএর জন্য। মুখের উপর অপ্রিয় সত্য বলিতেও চন্দ্রমাধব বাবু কুন্ঠিত হইতেন না, এই কারণে L. Jacksonএর সহিত বচসা হইত। L. Jackson সাহেব তাড়াতাড়ি বোর্ড

পরিষ্কার রাখিবার চেষ্টা করিতেন, যেরূপভাবে তখন ছোট আদালতে বা হাইকোর্টে অধিকাংশ ছোট খাটো মামলাগুলির শীঘ্র বিচার হইত, এবং উকীলদিগের বক্তৃতা সংক্ষেপ করিবার জন্য তিনি বিরক্ত হইয়া কথা কহিতেন। চন্দ্রমাধব বাবু বলিতেন, উক্ত অন্যায় আচরণগুলি সহ্য করিতে পারিতেন না বলিয়াই বাদ প্রতিবাদ হইত।

মফঃস্বলে চন্দ্রমাধব বাবুর সুনাম বাহির হইবার আর একটা কৌতুহল উদ্দীপক ঘটনা ঘটিল। ১৮৬৪ খ্রীঃ তিনি এলাহাবাদে বেড়াইতে যা'ন—উদ্দেশ্য বায়ু পরিবর্ত্তন ও স্বাস্থ্য সংগ্রহ। এলাহাবাদে তিনি সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার এক গ্রামবাসীকে (পুলিসের দারোগা ছিলেন) ফরিদপুরের দায়রা সোপর্দ্দ করা হইয়াছে। চন্দ্রমাধব বাবু তাহার মুক্তির জন্য নিজের শরীরের দিকে লক্ষ্য না করিয়া নিজের অর্থ ব্যয় করিয়া ফরিদপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফরিদপুরের উকীলরা চন্দ্রমাধব বাবুকে বলিলেন "আপনি এ মকর্দ্দমায় কিছুই করিতে পারিবেন না—অধিকন্তু মকর্দ্দমাটী আরও খারাপ হইবে, আসামীর উপকার না হইয়া বরঞ্চ অনিষ্ট সাধিত হইবে, কারণ এখানকার দায়রার জজ Mr. Abercrombie এক প্রকার অদ্ভুত বিচারক। যদি তিনি শুনেন বা দেখেন যে হাইকোর্ট হইতে কোন উকীল বা ব্যারিষ্টার আসিয়াছে অমনি তিনি বিপক্ষতাচরণ করিবার উপায় খুঁজিতে থাকেন, বিপক্ষ ভাব ধারণ করেন (hostile attitude)।" চন্দ্রমাধব বাবু শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং পাছে দারোগাটীর অনিষ্ট হয় এই আশঙ্কায় তিনি মকর্দ্দমাটী হাতে লইবেন না স্থির করিলেন। তখন সেই দারোগা বলিলেন—"আমার বরাতে যা হয় তা

হবে আপনাকেই মামলা চালাইতে হইবে।” আসামীর কাত-রোক্তিতে চন্দ্রমাধববাবু মকর্দ্দমা চালাইবেন স্থির করিলেন। সেই সময়ে ঢাকা হইতে তাঁহার মক্কেল আর একজন বড় উকীলকে লইয়া আসেন, তাঁহার নাম মৌলভী গোলাম মুস্তফা সাহেব। উভয়েই আসামীর পক্ষে জজ সাহেবের এজলাসে হাজির হইলেন। বিচারক তাঁহার নীলচক্ষুর্দ্বয় বিস্তার করিয়া নবাগত উকীল দ্বয়ের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন, মনে মনে খুবই বিরক্ত হইলেন।

দায়রা বসেছে একটী (Circuit house) ছোট বাড়ীর সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র কামরার মধ্যে, মফঃস্বলের হাকিমদের খাসকামরা যেন বড় লোকের বাড়ীর দেউরীতে দ্বারবানের ছোট ঘর খানি। বিচারপতি স্বয়ং একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট, সম্মুখে এক খানি চা খাবার টেবিল, (যেন তাঁবুর মধ্যে রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারের ১½ ফুট বর্গের টেবিল) তাহার দুই পার্শ্বে ২ খানি বাঁশের মোড়া, এক খানিতে পেস্কার বাবু এবং অপর খানিতে সরকারী উকীল (Government Pleader). এই অভিনব গৃহে অপরূপ দপ্তর সরঞ্জাম লইয়া অপূর্ব্ব জজ বাহাদুর দায়রা বসাইয়াছেন। এমন কি অতি অল্প দিন হইল হাইকোর্টের কোন জজ কোন জেলার আদালত পরিদর্শনে গিয়া কোন হাকিমের এজলাসকে গরুর চালা (Cow-Shed) বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। চন্দ্রমাধব বাবু এবং গোলাম মুস্তফা সাহেব এজলাসের পরিপাটী মনোহারিণী শোভা বিলোকন করিতে লাগিলেন। আর কোন আসন নাই সুতরাং উভয়ে কিছুক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। জজ সাহেবের

শ্রীমুখ হইতে কোন বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না দেখিয়া গোলাম মুস্তফা সাহেব তখন অসম সাহসে জজ বাহাদুরের নিকট চন্দ্রমাধব বাবুর পরিচয় প্রদান করিলেন। জজ সাহেবের তখন স্মরণ হইল যে Etiquette (আদব) বলিয়া একটা জিনিষ আছে, পাছে তাহা না দেখাইলে সমগ্র ইংরাজ জাতির অপমান করা হয়,বোধ হয় এই কারণে চাপরাসীকে ২ খানি মোড়া আনিবার জন্য হুকুম দিলেন। জজের আপীসে আর মোড়া ছিল না, অগত্যা চাপরাশী ২ খানি চেয়ার তৎপরিবর্ত্তে আনিয়া উপস্থিত করিল। চন্দ্রমাধববাবু ও মৌলভী সাহেবের পরম সৌভাগ্য তাঁহারা বসিবার জন্য (ভাগ্যটা নিতান্তই সুপ্রসন্ন বলিয়াই) জজ সাহেবের ন্যায় সম দরের চেয়ার পাইলেন। জজ সাহেবের সঙ্গে সমানভাবে এজলাসে বসা গর্হিত কার্য্য, উপায় নাই—এই কু কার্য্যটা নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই করিতে হইল। তবে তাঁহাদের আপশোষ রহিয়া গেল যে দায়রাতে মোড়ায় বসিবার সৌভাগ্য সুখটা ঘটিল না। দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে।

দায়রার বাহ্য শোভা এক প্রকার বর্ণিত হইল। বিচার পদ্ধতি (Procedure) ততোধিক চমৎকার।

সাক্ষীর জবানবন্দী আরম্ভ হইল, সরকারী উকীলবাবু সাক্ষীকে বাংলায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সাক্ষী বাংলা ভাষায় উত্তর দিতেছে, পেস্কার বাংলাতে লিখে নিচ্চেন, তারপর হাকিমকে এমন হিন্দীতে তর্জ্জমা করে দিচ্চেন, যেন মনে হয় পেস্কারবাবু একেবারে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করে এখানে এসেছেন, সাহেব সেই অপূর্ব্ব হিন্দী হইতে ইংরাজীতে তর্জ্জমা করে নিচ্চেন, সাতরকমে আসলটা ভেস্তে যাচ্ছে। সমস্তই ভুল লেখা হইতেছে দেখিয়া চন্দ্রমাধব বুবার গা'টা রাগে

রি রি করিয়া উঠিল, জজ সাহেবকে কিছু না বলিয়া সরকারী উকীল ও পেস্কারকে বলিলেন যে "সমস্ত ভুল হ'চ্ছে।" জজ সাহেব হিন্দীতে বলিলেন—"কেঁও ব্যাপার কি?" চন্দ্রমাধব বাবু ইংরাজীতে উত্তর দিতেই হাকিম পুঙ্গম সেকেলে লাল দেশলাইয়ের মত ঘর্ষণ মাত্রেই ফস্ করিয়া জলিয়া উঠিলেন এবং হিন্দীতে বলিলেন "পুনরায় যদি আপনি ইংরাজীতে কোন কথা বলেন, তবে আমি জরীমানা কর্‌বো।" চন্দ্রমাধববাবু মক্কেলের আশা ভরসা নাই বুঝিলেন। যাহা হউক যখন তিনি আসরে নামিয়াছেন তখন শেষ পর্য্যন্ত দেখিতে হইবেই শ্রাদ্ধ কতটা গড়ায়। সাক্ষীর জেরা করিতে চন্দ্রমাধব বাবু আরম্ভ করিলেন, জেরা শুনিয়া হাকিম বাহাদুর বলিলেন—"অতো করে' জোরে জোরে জেরা করিলে সাক্ষিটী ঘাব্‌রে যাবে।" সাক্ষী যেন হাকিমের আদুরে পোষ্যপুত্র অথবা যেন পোষা মনিয়া পাখী, জোরে চীৎকার করিলেই ঘাবরিয়া যাইবে। চন্দ্রমাধব বাবু জেরা শেষ করিলেন এবং সওয়াল জবাব আরম্ভ হইল। সর্ব্বপ্রথম সরকারী উকীল উঠিলেন, উঠিয়াই বলিলেন—"হুজুর এ মকর্দ্দমায় বেশ প্রমাণ হয়েছে, আপনি কি বলেন? আমার আর বেশী কিছু বল্‌বার নাই।" হুজুর জবাব দিলেন "বাস্ বৈঠিয়ে।" তারপর চন্দ্রমাধববাবু সওয়াল জবাব করিতে উঠিলেন।

প্রথমেই চন্দ্রমাধব বাবু সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি ইংরাজীতে বক্তৃতা করিবেন কিনা? সাহেব বল্‌লেন "না—বাংলায়", চন্দ্রমাধব বাবু বলিলেন যে "আমি হিন্দীতে বলিব, কারণ বাংলায় বলিলে আপনি বুঝিবেনও না, শুনিবেনও না।" সাহেব "হাঁ কি

না” কোন জবাব দিলেন না, তখন চন্দ্রমাধববাবু হিন্দীতেই বক্তৃতা করতে লাগলেন। সাহেব একটুখানি শুনিয়াই অন্যমনস্ক ভাবে একটী কাগজ পড়তে লাগলেন। এই দেখিয়া চন্দ্রমাধববাবু বসিয়া পড়িলেন। সাহেব বলিলেন “Go· on” (চালাও)। চন্দ্রমাধববাবু বলিলেন “হুজুর যদি দোস্‌রা কাম করেন এবং আমার বক্তৃতার note না লন তবে আমি কেমন করিয়া বলিব ?” সাহেবঅগত্যা বিস্মিত ভাবে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া বক্তৃতার চুম্বক (Note) লিখিতে লাগিলেন। বোধ হয় ভাবিলেন “Note লওয়া কি রে বাবা ; এ যে নূতনতর ব্যাপার !” চন্দ্রমাধববাবুর বক্তৃতা শেষ হইলে মৌলভী মুস্তফাকে জজ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “আবার তুমি কিছু বলতে চাও নাকি ?”

মৌলভী সাহেব বলিলেন “চন্দ্রমাধব বাবু হাইকোর্টের উকীল— হাইকোর্টের উপযুক্ত সওয়াল জবাব করিলেন, আমি আপনার আদালতের উকীল, আমি আপনার আদালতের মতই সওয়াল জবাব করিব”। মৌলভী সাহেব ওস্তাদ লোক। তারপর assesorদের অভিমত জিজ্ঞাসা করা হইল—assesorরা Verdict (রায়) দিলেন “বেকশুর খালাস”। জজ সাহেব Bay of Bengal এর (বঙ্গোপসাগরের) ন্যায় বিস্তৃত মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক গগনভেদী বিকট শব্দে বলিয়া উঠিলেন “এঁ্যা—খা—লা—স ? হাম্ আজ রায় নাহি দেঙ্গে” বলিয়া বীরদাপে green roomএ অর্থাৎ খাস্ কামরায় চলিয়া গেলেন। সেদিন ত সাহেব ওষ্ঠে দন্ত চাপিয়া যাত্রারদলের সেনাপতির ন্যায় প্রস্থান করিলেন। পরদিন অনেক লোক রায় শুনিবার জন্য হাজির হইয়াছে। হুজুর রায় দিলেন—“আসামী

খালাস"। সকলে বিস্মিত হইল। চন্দ্রমাধব বাবু হাইকোর্টে আসিয়া সহকর্ম্মী উকীলদের নিকট মজার গল্পটী যথাযথ বর্ণনা করিলেন—বাবু শম্ভুনাথ পণ্ডিত বলিলেন, "ওঃ চন্দ্রমাধব! তোমার ত অসম সাহস, জজ সাহেব যদি জরিমানা করতো? তা হ'লে কি করতে?"

চন্দ্রমাধব বাবু "কেন? হাইকোর্টে আমার বন্ধুরা move করিতেন" (নড়তেন)!

ঐ ব্যাপারটী অনেকদিন হাইকোর্টের বার লাইব্রেরীতে উকীলরা রঙ্গালয়ের মত কৌতুক অভিনয় করিতেন—উহা একটা আমোদের জিনিষ হইয়াছিল।

তার কিছুদিন পরেই উক্ত জজ Mr. Abercrombie (নামটা ঠিক আমাদের স্মরণ নাই) ঢাকায় বদলী হইয়া আসেন, চন্দ্রমাধব বাবুর পিতা তখন ঢাকায় Dy. Collector. Mr. Abercrombie দুর্গাপ্রসাদ বাবু ও কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে একদিন গল্পচ্ছলে বলেন যে ফরিদপুরে আমার কোর্টে হাইকোর্ট হইতে একজন ছোকরা উকীল আসিয়া আমাকে খুব জ্বালাতন করিয়া গিয়াছে। সেই ছোকরা ভবিষ্যতে একজন উচ্চদরের আইন ব্যবসায়ী হইবে।" তারপর সাহেব জানিতে পারিলেন যে সেই ছোকরা উকীলটী দুর্গাপ্রসাদ বাবুরই পুত্র। ফলে তিনি খুসী হইলেন। এই কথাবার্ত্তার পর হইতে অনেক মকর্দ্দমা চন্দ্রমাধব বাবু তথায় পাইতে লাগিলেন। এবং ঢাকা হইতে হাইকোর্টেও অনেক আপীল হস্তগত হইতে লাগিল।

১৮৬৫ খ্রীঃ হাইকোর্টে ৪ জন উকীল আসেন, ৪ জনই ভবিষ্যতে যশস্বী হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রথম ২ জন অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি, বাঙ্গালীর গৌরব। ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র এবং মহম্মদ ইসুফ।

১৮৬৫ সালে চন্দ্রমাধব বাবুর বিস্তৃত প্রসারের ক্ষতি হয়, তাহার কারণ সেই বৎসর ১৪ই জানুয়ারী তারিখে তাঁহার জ্যেষ্ঠ্য পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যু ঘটে। বালকের বয়স তখন মাত্র ৭ বৎসর। ৭ বৎসরের বালক অসাধারণ প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, যেমন মেধা তেমনি স্মৃতিশক্তি, বালকের এইরূপ অদ্ভূত শক্তি দেখিয়া চন্দ্রমাধব বাবুর আশঙ্কা ছিল যে—"বালক বোধ হয় শাপভ্রষ্ট, আমাদিগকে কাঁদাইয়া অকালে চলিয়া যাইবে"। ৭ বৎসরের বালক Geometry কসিতে পারে, একদিন Civil Surgeon বালকের অসুখ হওয়ায় দেখিতে আসিয়া উহা লক্ষ্য করেন এবং ঐরূপ বয়সে পড়াশুনা করিতে নিষেধ করিয়া যা'ন। দূর্ভাগ্যবশতঃ বালক রক্ত আমাশয় রোগে ইহধাম পরিত্যাগ করে। দুর্গাপ্রসাদবাবু বালককে নয়নের মণি করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহার অকালবিয়োগে চন্দ্রমাধব বাবু মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন—পুত্রশোক যে কি দুঃসহ তাহা বুঝিলেন।

চন্দ্রমাধব বাবু হাইকোর্ট যাইতেন না, তাঁহার মুহুরীরাও ক্রমশঃ সরিয়া পড়িল। মন অতিশয় খারাপ, কোন কার্য্যে আস্থা ছিল না। এই কারণে তাঁহার প্রসার অনেক কমিয়া

যায়। তাহার পর শোকের বেগ প্রশমিত হইলে তিনি পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে যোগদান করিলেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় চন্দ্রমাধব বাবুর দ্বিতীয় পুত্র যোগেন্দ্র বাবুও জ্যেষ্ঠ্য পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথের ন্যায় বাল্যকাল হইতেই প্রতিভা দেখাইয়াছিলেন, তিনিও জ্ঞানেন্দ্রনাথের ন্যায় ৭ম বর্ষ বয়সে জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে পারিতেন। সুধী সমাজে যোগেন্দ্র বাবুর বিদ্যাবত্তার পরিচয় আছে।

আর একবার তাঁহার প্রসারের ক্ষতি সাধিত হয়, সেটা ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে, সেও এক দারুণ দুর্ঘটনা। তাঁহার জ্যেষ্ঠ্য জামাতার মৃত্যুতে তিনি তীক্ষ্ণ শেলাঘাত অনুভব করিয়াছিলেন, নিতান্ত কাতর হইয়া পড়েন।

১৮৬৭ খ্রীঃ Mr Hobhouse হাইকোর্টের জজ হইয়া আসেন। তিনি যখন বর্দ্ধমানের কালেকটার ছিলেন তখন চন্দ্রমাধব বাবু সেখানে উকীল ছিলেন, সেই সময় হইতেই চন্দ্রমাধব বাবুকে তিনি স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। হাইকোর্টে আসিয়াও সেইরূপ স্নেহ করিতেন।

ঐ বৎসরেই স্বর্গীয় জজ শম্ভুনাথের মৃত্যুতে হাইকোর্টের বিশেষ ক্ষতি সাধিত হয়। উকীল ও জজ সকলেই আন্তরিক শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তাঁহার আসনে দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয়ের নিয়োগ হইল, যোগ্য ব্যক্তির নিয়োগে সকলেই সন্তুষ্ট হইল। দ্বারকানাথের ন্যায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী জজ অতি বিরল। ন্যায়বান ও দয়ালু বিচারপতিকে হিন্দুরা ধর্ম্মরাজ বলিয়া থাকে, দ্বারকানাথকে তখন দেশবাসী ঐ নামেই অভিহিত করিত।

১৮৭০ খ্রীঃ Mr. Anistie হাইকোর্টের জজ হইয়া আসেন—চন্দ্রমাধব বাবুর উপর তাঁহার অভিমত অতি সুন্দর ছিল।

Mr. Peacock C. J.র পর Mr. Norman C. J. (প্রধান বিচারপতি) হয়েন—Norman সাহেব চন্দ্রমাধব বাবুর প্রতি যথেষ্ট প্রীতি দেখাইতেন এবং সে সময়ের গুজব ছিল যে তিনি তাহাকে জজ মনোনীত করিবেন। 'ওহাবী' মকর্দ্দমার পর একজন মুসলমান তাঁহাকে হত্যা করে, তাহার পর প্রধান বিচারপতি—Mr. Couch C. J. হয়েন। Mr. Couch C. J. সাধারণের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই, কারণ তাঁহার অন্তকরণে সহানুভূতির অভাব ছিল। কিন্তু চন্দ্রমাধববাবু একবার একটী বড় Regular appeal (আপীল) তাঁহার এজলাসে চালাইতে থাকেন, এই মকর্দ্দমাটী সুন্দরভাবে পরিচালনা করায় তিনি প্রধান বিচারপতির অতি সুনজরে পড়িয়াছিলেন।

১৮৭১ খ্রীঃ ৪ বৎসর জজীয়তি করিয়া দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয় ইহধাম পরিত্যাগ করেন। স্বল্প কয়েক বৎসরেই যে সুনাম তিনি অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা অনেকের ভাগ্যে ঘটে নাই।

তাঁহার মৃত্যুর পর কে জজ হইবে এই আলোচনায় C. J. Couch কোন্ উকীল সংখ্যায় কত মকর্দ্দমা করিয়াছে তাহার হিসাব লইতে থাকেন। সেই হিসাবে তিনি দেখেন Md. Yusuff (মহম্মদ ইসুফ) প্রথম স্থান, স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র দ্বিতীয় স্থান এবং চন্দ্রমাধব বাবু তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রই জজীয়তির পদে নিয়োজিত হইলেন। সেই বৎসরেই

চন্দ্রমাধব বাবুর বিশেষ বন্ধু বাবু অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও অতিরিক্ত (addl.) জজ নিযুক্ত হইলেন।

১৮৭২ খ্রীঃ Mr. Charles Pontifix জজ হইয়া আসেন। তাঁহার মত শক্তিসম্পন্ন জজ খুব কমই হাইকোর্টে আসিয়াছিল, সদ্‌বিবেচক, স্বাধীনচেতা এবং পক্ষপাতীত্বের লেশমাত্র তাঁহার চরিত্রে ছিল না। তিনি চন্দ্রমাধব বাবুকে খুবই পছন্দ করিতেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ যখন চন্দ্রমাধব বাবু হাইকোর্টের জজ হয়েন তখন তিনি বিলাত হইতে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া পত্র লেখেন যে হাইকোর্টের বিচার আসনে চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত একত্রে বসিবার সৌভাগ্য না হওয়ার জন্য তিনি দুঃখিত আর এতদিন যে তাঁহাকে কেন জজীয়তী দেওয়া হয় নাই ইহাতে তিনি আরও আশ্চর্য্যান্বিত।

১৮৭৩ খ্রীঃ Mr. Birch হাইকোর্টের জজ হইয়া আসেন। Mr. Birch বর্দ্ধমানের Collector ছিলেন। চন্দ্রমাধব বাবু যখন বর্দ্ধমানের উকীল তখন Mr. Birch তথাকার Collector ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। হাইকোর্টে তিনি তাদৃশ সুনাম অর্জ্জন করিতে পারেন নাই তবে তাঁহার অবসর গ্রহণ কালে উকীলরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেবল মাত্র চন্দ্রমাধব বাবুর অনুরোধে লৌকিক (formal) দুঃখ প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়া পাঠান।

১৮৮০ খ্রীঃ Couch C. J. অবসর গ্রহণ করেন এবং Mr. Garth C. J. প্রধান বিচারপতি হয়েন।

১৮৮২ খ্রীঃ C. J. Garth ছুটী লইয়া বিলাত যা'ন। সেই সময় বড়লাট স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রকে Offg. C. J. করেন।

স্যার রমেশচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী চিফ্ জষ্টীস। Garth C. J. কিন্তু ইহাতে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিবাদ শেষ পর্য্যন্ত রক্ষিত হয় নাই।

১৮৭৭ খ্রীঃ Mr. Princep জজ হইয়া আসেন। তিনি যখন চট্টগ্রামের জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন তখন চন্দ্রমাধব বাবুর পিতার সহিত আলাপ হইয়াছিল, তিনি তখন তথাকার Dy. Collector। মিষ্টার প্রিন্সেফ ১৮৬৫ খ্রীঃ হাইকোর্টের Regis-trar হইয়া আসেন। চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত বিশেষ সৌহৃদ্য হইয়াছিল।

১৮৭৮ খ্রীঃ Mr. Canningham জজ হইয়া আসেন, ইনি তদানীন্তন লাটসাহেব লর্ড লরেন্সের জামাতা। ইঁহার সহিত চন্দ্রমাধব বাবুর বিশেষ আলাপ হয়।

ঐ বৎসরে Mr. Tottenham জজ ইহয়া আসেন—ইঁহার সম্বন্ধে এইরূপ সুখ্যাতি শুনা যাইত যে ইনি প্রায়ই নির্ভুল বিচার করিতেন।

১৮৭৮ সালে Sir Maclean প্রধান বিচারপতি (C.J.) হইয়া আসেন। ঐ বৎসরেই Mr. Wilson অন্যতম জজ হইয়া আসেন। ইঁহার সহিত চন্দ্রমাধব বাবুর বিশেষ সখ্যতা স্থাপিত হয়।

জজীয়তীর সূত্রপাত।

১৮৮২ খ্রীঃ জজ Garth. ছুটী লইয়া বিলাত গমন করেন। Government একজন দেশীয় অতিরিক্ত জজ নিয়োগ করিতে

চাহেন। চন্দ্রমাধব বাবুকে জজ করা হইবে এইরূপ একটা সংবাদ প্রচারিত হয়। সেই সময়ে Secretary of State দেশীয় জজেদের (Native Judge) বেতন ৪০০০৲ টাকা হইতে ৩০০০৲ টাকায় পরিণত করিতে চাহেন। এইরূপ আন্দোলন চলিতেছে এমন সময়ে একজন জজ চন্দ্রমাধব বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন যে—"আপনি জজীয়তী গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক আছেন কি না?" চন্দ্রমাধব বাবু বলেন যে জজীয়তী পদ লইতে ইচ্ছুক আছি, কিন্তু ইংরাজ জজ অপেক্ষা কম বেতন হইলে আমি ইচ্ছুক নহি। ইহাই আমার আপত্তির কারণ। সমান বিচারাসনে বসিয়া সমান ভাবে ইংরাজ জজেদের সঙ্গে কায করিতে হইবে অথচ এইরূপ বেতনের তারতম্য (distinction) থাকিবে, ইহাতে কাযে মন বসিবে না, উৎসাহ থাকিবে না এবং সম্মানেরও লাঘব হইবে।" চন্দ্রমাধব বাবুর এবম্বিধ যুক্তিপূর্ণ অভিমতটা উক্ত জজ কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইয়া ছিলেন। বিবেক বুদ্ধি সৎগতি প্রাপ্ত না হওয়ার দরুণ কর্ত্তৃপক্ষরা বেতনের ব্যবস্থাটা দেশীয় জজেদের ভাগ্যে এক হাজার টাকা কমাইয়া দিলেন। ৪০০০৲ টাকা দেশীয় জজদিগকে দিতে ইচ্ছা হইল না। চন্দ্রমাধব বাবুকে কর্ত্তৃপক্ষরা উক্ত পদ যাচিয়া দিতে চাহিলেন, চন্দ্রমাধর বাবু ধন্যবাদের সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন আর একজন খ্যাতনামা উকীল বাবু মোহিনীমোহন রায়কে সাদরে ডাকিয়া ঐ পদ লইতে বলিলেন,—তিনিও ধন্যবাদের সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন। কর্ত্তৃপক্ষদের ধারণা হইল যে স্বাধীনচেতা উকীলগণ এই পদ লইবেন না; অতএব মহেন্দ্রনাথ বসু নামক

একজন সদরওয়ালাকে (Sub Judge) ঐ পদে উন্নীত করিলেন। ১০০০৲ টাকা ন্যূন বেতনের কর্ম্মচারীকে একেবারে ৩০০০৲ টাকার হাইকোর্টের জজ করিয়া দিলে তিনি কি আর বেতনের তারতম্য হেতু সম্মানের কোথায় হানি হইতেছে—এ সকল ভাবিবেন, না—আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়া কেমন করিয়া তাহাকে সংরক্ষণ করিবেন—ইহাই ভাবিবেন? দেশময় আলোচিত হইতে লাগিল যে কনিষ্ঠ অঙ্গুলিকে যেন কদলী বৃক্ষে পরিণত করা হইল। যোগ্যতা মুখ লুকাইল। সামান্য লোভের বশবর্ত্তী হইয়া 'আত্মমর্য্যাদা নষ্ট করা চন্দ্রমাধব বাবু মোহিনী বাবু প্রভৃতির মত তেজস্বী পুরুষরা পারেন না। সাগর পারের শ্বেতাঙ্গ জজ দেশীয় জজের তুলনায় যোগ্যতা হিসাবে বড় কি না ইহাই বিবেচ্য? দেশে তখন ইহারই আলোচনা চলিতে লাগিল। কারণ মহারাণীর ঘোষণা পত্র অনুসারে সাদা ও কালোতে কোন পার্থক্য থাকিবে না। রং ও জাতিত্বের প্রাধান্য কর্ত্তৃপক্ষগণের নিতান্ত অবিবেচনার কার্য্য বলিয়া চন্দ্রমাধব বাবুর ধারণা হইল। ভবিষ্যতে হাইকোর্টের উকীলদের জজীয়তীর পদ লাভের পথ রুদ্ধ করা হইল—এই সকল চিন্তা লইয়া তিনি একটা ঘোরতর আন্দোলনের উদ্যোগ করিলেন।

তখনকার দিনে British Indian Association একটী সুদৃঢ় বলশালী সভা। দেশের মান্য গণ্য বিদ্বান, বুদ্ধিমান, রাজনীতিকগণের সকলেই তাহার সভ্য। রাজা, মহারাজা, ব্যবসাদার, জমীদার, উকীল, ব্যারিষ্টার, এটর্ণী সকলেই ঐ সভার সদস্য। সেই সময় ব্যারিষ্টারদের নেতা Mr. Bellকে চন্দ্রমাধব বাবু আন্দোলনে যোগদানের জন্য বলিলেন—তিনি সদ্বিবেচক

এবং উদার। স্বজাতি ও দেশীয়কে তিনি সমান চক্ষে দেখিতেন। তিনি তাঁহার কথায় যোগদান করিলেন। ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়সন হইতে একটী যুক্তিপূর্ণ অখণ্ডনীয় মত সম্বলিত অভিযোগ পত্র বিলাতে Secry of Stateএর নিকট পাঠান হইল। বিলাতের মন্ত্রিসভা এই বিষয়ে সম্যক প্রকারে আলোচনা করিলেন। বৈঠকে প্রথমতঃ অনেকের মত হয় নাই, কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর মত ছিল। তিনি বলিলেন যদি হাইকোর্টের উকীল ও ব্যারিষ্টাররা জজদের অপেক্ষা শক্তিসম্পন্ন হয়েন, তাহা হইলে বিচার বিভ্রাট ঘটিতে পারে সুতরাং শক্তিশালী ব্যক্তিগণকে জজ করা বিশেষ কর্ত্তব্য এবং বেতনের সমতা না রাখিলে, যোগ্য ব্যক্তিরা ঐ পদ গ্রহণ করিবে না। অনেক বাদানুবাদের পর সকলে একমত হইল এবং Secry of State দেশীয় জজদের ৪০০০৲ টাকা বেতনই মঞ্জুর করিলেন। ১৮৮৪ খ্রীঃ হইতে এই হুকুম জারী হইল। ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য চন্দ্রমাধব বাবু চিরদিনই অগ্রণী হইতেন।

কলিকাতায় British Indian Association নামক সভার একটু চুম্বক পরিচয় আবশ্যক। ১৮৫১ সালের অক্টোবর তারিখে ইহা স্থাপিত হয়। পূর্ব্বে কলিকাতায় জমীদারদের হিতকল্পে এবং তাঁহাদের জমীদারীর আয়ের সুখ সুবিধার জন্য স্বর্গীয় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর (কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পিতামহ) মহাশয় ১৮৩৮ সালে Land Holder's Society নামে এক সভা স্থাপন করেন। সেই সভা তাঁহারই বাটীতে বসিত। বক্তৃতা, আন্দোলন এবং

কর্তৃপক্ষগণের নিকট অভাব অভিযোগ জানান এবং তৎসঙ্গে তাঁহাদের কারুণ্য লাভ প্রভৃতি পন্থার তিনিই এদেশে সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তক। তিনি বিলাতে গিয়া দুইজন সাহেব বন্ধুকে সঙ্গে আনেন। এক্ জনের নাম Mr. Harry এবং আর একজনের নাম Mr. Thomson. ইঁহারা ভারী বক্তৃতা করিতে পারিতেন। ইঁহাদিগকে লইয়াই তিনি উক্ত সভা স্থাপন করেন। তাহার পর ১৮৪৩ খ্রীঃ ২০শে এপ্রেল আর একটী সভা স্থাপিত হয়। স্বর্গীয় হরকুমার ঠাকুর মহাশয় উক্ত সভা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম নেতা। Mr. George Thomson সাহেব একজন উদ্যোগী ছিলেন। ঐ সভার নাম হইল Bengal British India Society. ফৌজদারী বালাখানার তখনকার ফৌজদার বাংলার নবাব নাজীম বাহাদুরের (Head Quarter) কুঠীতে ঐ সভা বসিত। পরে ঐ বাড়ী ডি, গুপ্ত এণ্ড কোং খরিদ করিয়া লইয়াছিল। উন্নতিশীল সাধারণ শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায় ইহার সভ্য হইল। তরুণ সম্প্রদায়কে তখনকার দিনে Young Bengal বলিত। বস্তুতঃ তাহারাই দেশের রাজনীতি মার্গে প্রথম যাত্রী (pioneer). Land Holders' Society কেবলমাত্র জমীদার শ্রেণীর লোকই তাহাদের স্বার্থ বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে স্থাপন করিয়াছিল—এবং উক্ত জমীদারগণই সভ্য ছিলেন। কিন্তু Bengal British Indian Societyতে বুদ্ধিমান ও শিক্ষিত সাধারণ সকলেই সভ্য হইয়াছিলেন এবং দেশের ধনী দরিদ্র জমীদার ও প্রজা প্রভৃতির সার্ব্বজনীন হিত কল্পেই এই সভা স্থাপিত হইয়াছিল।

কিছুদিন বাদে উভয় দলই দেখিল—যে একত্রে যদি কায করা যায় তবে দেশে একটা বলশালী সভা স্থাপিত হইতে পারে। পরামর্শ ও সাধু উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত হইল। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর শুভ সম্মিলনে British Indian Association গঠিত হইল।

"রাজা রাধাকান্ত দেব সভাপতি, রাজা কালীকৃষ্ণ দেব, সহঃ সভাপতি, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, হরকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, আশুতোষ দে, হরিমোহন সেন, রামগোপাল ঘোষ, উমেশচন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণকিশোর ঘোষ, জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্যারিচাঁদ মিত্র, শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয়গণ সভ্য ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় (পরে মহর্ষি) এবং দিগম্বর মিত্র (পরে রাজা) মহাশয়রা সম্পাদক ছিলেন। ঐ সভার মতামত গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিতেন। ইহা একপ্রকার শাসক শাসিতদের মুখপাত্র—দ্বিভাষী দূত (Interpreter between the rulers and the ruled.)

সভ্যগণ সাধারণের হিতার্থে কায করিতেন এবং পরস্পরের মধ্যে কপটতা ও স্বার্থপরতা ছিল না। মতদ্বৈধ হইলেও পরস্পর সামঞ্জস্য করিয়া লইতেন।

ঐ ১৮৮৪ খ্রীঃ Bengal Legislative Councilএর Memberএর পদ খালি হয়। চন্দ্রমাধব বাবুর ঐ পদ গ্রহণ করিবার বড় সাধ ছিল না, কারণ তখন তাঁহার ওকালতীর প্রসার ভয়ানক বেশী এবং সময়ও অল্প, কিন্তু তাঁহার বন্ধু নবাব আবদুল লতিফ বাহাদুরের আগ্রহে ও চেষ্টায় গভর্ণমেণ্ট চন্দ্রমাধব বাবুকে Member Nominate করিলেন।

ইত্যবসরে আমরা নবাব আবদুল লতিফ সম্বন্ধে একটু বলিয়া রাখি। মুসলমান জাতির মধ্যে এরূপ মহান্ ব্যক্তি আজ পর্য্যন্ত কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ইঁহার অসাধারণ ধীশক্তি ছিল, মুসলমান সমাজের নেতা ছিলেন, সকল বিষয়েই অসীম ক্ষমতা ছিল। কর্তৃপক্ষগণ এমন কি লাট সাহেব পর্য্যন্ত নবাব আবদুল লতিফকে অতিশয় ভালবাসিতেন ও সম্মান করিতেন। ইনি হিন্দুদিগকে নিজের ভ্রাতার ন্যায় দেখিতেন—এরূপ উদারচেতা ব্যক্তির সহিত হিন্দুরা সখ্যতা স্থাপন করিয়া গৌরব অনুভব করিতেন। যেমনি গুণবান ছিলেন তেমনি রূপবান—বাক্যও তেমনি সুমধুর ছিল। পরোপকার, দয়া সকল জাতির উপরেই নিহিত ছিল। অনেক গুণের আধার ছিলেন বলিয়াই রাজপুরুষগণ ইঁহার কথা, ইঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

নবাব আবদুল লতিফ বাহাদুর চন্দ্রমাধব বাবুর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। East Bengal Associationএর তিনি ছিলেন সভাপতি, চন্দ্রমাধব বাবু সহকারী সভাপতি। ১৮৮৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইহা স্থাপিত হইয়াছিল। ইঁহাদের উভয়ের উদ্যোগে তালতলা ও শ্রীনগর খাল কাটা হয়। ঢাকা মাণিকগঞ্জ মহকুমার এলেকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়। এইরূপ উভয় বন্ধু দেশ হিতকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। নবাব বাহাদুরের মৃত্যুর পর যখন তাঁহার মৃতদেহ সমারোহে লইয়া যাওয়া হয় তখন চন্দ্রমাধব বাবু হাইকোর্টের জজ, তিনি পদব্রজে সঙ্গে গিয়াছিলেন এবং বন্ধুর মৃত্যুতে বিশেষ শোক কাতরতা অনুভব করিয়াছিলেন।

নবাব আবদুল লতিফ

নবাব লতিফ বাহাদুর প্রত্যেক হিন্দু বন্ধুদের বাটী যাইতেন, অনেকের 'মা'কে মা বলিতেন—ক্রিয়া কলাপে যোগদান করিতেন। কোন একজন কলিকাতার বিশিষ্ট বন্ধুর মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে অনেক কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করিতেছেন এবং সকলকে বলিতেছেন যে আজ 'আমার' মাতৃশ্রাদ্ধ! মহম্মদীয় ধর্ম্মের উদারতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ছিলেন—নবাব আবদুল লতিফ বাহাদুর।

ইঁহার সম্বন্ধে একটী সত্য ঘটনা এ স্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। অন্ততঃ তাঁহার সাধু চরিত্রের একটী উদাহরণ। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত জাহানাবাদে (বর্ত্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত যাহা এক্ষণে আরামবাগ) যখন নবাব আবদুল লতিফ বাহাদুর সবডিভিজনাল অফিসার তখন তিনি কতিপয় ঈর্ষান্বিত গ্রামবাসীদের এক দরখাস্ত প্রাপ্ত হয়েন। দরখাস্তে লিখিত ছিল যে—ঐ গ্রামবাসী উকীল যদুনাথ বসুর একটী বৃহৎ বটবৃক্ষ আছে। ঐ বট বৃক্ষটী সাধারণের রাস্তা অতিক্রম করিয়া সাধারণের অনেক বিষয়ে ক্ষতি করিতেছে অতএব উহা কাটিয়া দিবার আদেশ হউক। নবাব আবদুল লতিফ বাহাদুর তদারকে আসিয়া দেখিলেন যে বৃহৎ বট বৃক্ষটী অনিষ্ট করা দূরে থাকুক সেই স্থানটীকে অপূর্ব্ব শোভায় শোভান্বিত করিয়াছে। সুশীতল ছায়া দানে গো মহিষকে পরিতৃপ্ত করিতেছে, পল্লীবাসী কৃষকগণ তাহার সুস্নিগ্ধ বায়ুর হিল্লোলে অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে, পথশ্রান্ত পথিকগণ ক্লান্তি দূর করিতেছে। তিনি দরখাস্তকারী ও বৃক্ষ অধিকারীকে ডাকিলেন। বৃক্ষ অধিকারীকে হাঁসিতে হাঁসিতে বলিলেন যে "আপনার বিরুদ্ধে যে

নালিশ হইয়াছে তাহা আমি ডিস্‌মিস্‌ করিলাম, কিন্তু তথাপি আপনাকে আমি আর একটী বিষয়ে অপরাধী সাব্যস্ত করিতেছি—আপনি এরূপ উপকারী বৃক্ষকে অযত্নে রাখিয়াছেন কেন? বটবৃক্ষ আপনাদের প্রতিষ্ঠিত বৃক্ষ, আপনারা ইহাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করেন। এই বৃক্ষের চতুষ্পার্শ্ব সাধারণের হিতার্থে আপনার বাঁধাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অতএব আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি আপনি সত্বরে ইহা বাঁধাইয়া দিবেন এবং আমি শীঘ্রই এখানে আসিয়া ইহার তলদেশে বসিয়া কাছারী করিব।" হিন্দু মুসলমান যদি পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্মকে সম্মান করেন তাহা হইলে পরস্পরের মধ্যে কখনই বিবাদ হয় না।

অনেক স্থানে মুসলমানেরা নিজ ব্যয়ে হিন্দুর ব্রাহ্মণ দিয়া কালী পূজা করে, হিন্দুরাও অনেকস্থলে পীর সাহেবকে দস্তুরমত সেলাম করিয়া সিন্নী ও মৃত্তিকার অশ্ব উপহার দিয়া থাকে।

সত্যনারায়ণ ওরফে সত্যপীর হিন্দু মুসলমান সম্মেলনের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

আবদুল লতিফের ন্যায় অন্তঃকরণ বিশিষ্ট ব্যক্তি সকল জাতির মধ্যেই বিরল। এই মহাত্মার সহিত স্যার চন্দ্রমাধব বাবুর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। সম অন্তঃকরণ বা সম ধাতু বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত প্রণয় প্রগাঢ় হইয়া থাকেই। ইহাই মানব প্রকৃতির নিয়ম।

"হিয়া দিয়া হিয়া লহ"

ইহা ধ্রুব সত্য। নতুবা মধ্যে মধ্যে ধূয়া উঠিয়া থাকে হিন্দু মুসলমানের মিলন হওয়া উচিত। দেশময় ধূয়া উঠিলেই রঙ্গমঞ্চে বক্তৃতার বাহার, করতালির বিকট ধ্বনি শ্রুতি-

গোচর হয়—মজলীসে, বৈঠকে, মসজীদে, দোকানে, ট্রেনে, ট্রামে আলোচনা হইতে থাকে, সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় গভীর গবেষণার সহিত সুদীর্ঘ প্রবন্ধ বাহির হয়। ফলে কিন্তু কিছুই হয় না। তাহার কারণ মুসলমানেরও দিল্ নাই, হিন্দুরও হৃদয় নাই। মনের মিল না থাকিলে মিলন যে বাতাসে মিলাইয়া যায়। এই জন্যই হিন্দু মুসলমানে ভীষণ বিরোধ হয়, মুসলমান মন্দির ভাঙ্গে, হিন্দু মসজীদ ভাঙ্গে। হিন্দু মুসলমানের এ মিলন হইতে সময় এবং উপযুক্ত নেতার আবির্ভাব সাপেক্ষ।

তবে চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত নবাব আবদুল লতিফের মনের মিল ছিল। তিনি চন্দ্রমাধব বাবুর যোগ্যতার কথা ভেলভেডিয়ার প্রাসাদে ছোটলাট বাহাদুরকে বলিলেন। সে দিন সেখানে Garden party (প্রীতি-মিলন)—চন্দ্রমাধব বাবুও নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। ছোটলাট বাহাদুর প্রধান বিচারপতি গার্থ সাহেবকে এই বিষয়ে তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করেন। Garth সাহেব চন্দ্রমাধব বাবুর প্রশংসা করেন এবং তিনিই যে যোগ্য ব্যক্তি এ কথা দৃঢ় ভাবে বলেন। পরে ছোটলাট বাহাদুর চন্দ্রমাধব বাবুকে লাট সভার সদস্য পদে মনোনীত (nominate) করেন।

ইহার কয়েক মাস বাদে হাইকোর্টে offg. (অস্থায়ী) জজের পদে Native জজ লওয়ার কথা হয় এবং ঐ পদে চন্দ্রমাধব বাবুকে মনোনীত করিবার জল্পনা কল্পনার সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় চন্দ্রমাধব বাবুর একজন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় ব্যারিষ্টার এবং তাহারই অপর এক জন বন্ধু ব্যারিষ্টার হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া শত্রুতা সাধনে

প্রবৃত্ত হইয়াছিল। তাহারা তখন "Indian Mirror" নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদক বাবু নরেন্দ্রনাথ সেনের নিকট যাইয়া তাঁহাকে তোষামোদে হউক বা যে কোন উপায়ে হউক "Indian Mirror"এ "চন্দ্রমাধব বাবু অপেক্ষা অনেক যোগ্যতর উকীল আছেন,—তাঁহা অপেক্ষা অনেকে Senior আছেন, চন্দ্রমাধব বাবু স্বাধীনচেতা নহেন,—লাট সভার সদস্য পদে তিনি যোগ্যতা দেখাইতে পারেন নাই। তাঁহাকে উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত করিলে সরকারের অবিবেচনার কার্য্য হইবে। ইত্যাদি" যাহা লিখিত হইয়াছিল আমরা তাহার কতকাংশ সন্নিবেশিত করিলাম।

INDIAN MIRROR.

The Bengal High Court.

18th. June, 1884.

WHATEVER may be the feelings and opinions of individual Judges themselves, it is a matter of painful notoriety that the present working of the Calcutta High Court is regarded with much dissatisfaction and even discontent by both the European and Native communities of this Province.

We have never attempted to conceal our high opinion of Sir Richard Garth personally. We believe him to be most amiable, genial and well-meaning in the relations of his private life.

Nor is our estimate of his public capacity less favorable. Of his natural abilities, of his judicial knowledge and experience, of his common sense and clear-headedness, it is impossible to speak too highly.

* * * *

The High Court has lost much of its former *prestige* through the comparatively young men, who are now appointed Judges.

We are afraid, we must say that the Chief Justice is, mainly and to a great extent, responsible for the present unsatisfactory state of things in the High Court.

* * * *

Public opinion has unanimously declared itself as to the complete success with which the Native Judges on the Bench of the Calcutta High Court have, one after another, discharged their responsibilities under most difficult and trying circumstances. The Hon'ble Sumbhu Nath Pundit, Dwarka Nath Mitter, and Onucul Chunder Mukerji proved themselves fully equal to their work; and the Hon'ble Romesh Chunder Mitter has, perhaps, more than sustained the high reputation of his Native predecessors. It is well known that Mr. Mitter is at the present moment, one of the best Judges of the Calcutta High Court. We, therefore, quite appreciate the feeling which prompted Sir Richard Garth in

recently nominating a Native member of the Bar of the Appellate Court to the Government for appointment as an Officiating Judge on the Calcutta High Court. It is believed that the Native gentleman named is the Honorable Chunder Madhub Ghosh, a member of the Bengal Legislative Council. We do not question Babu Chunder Madhub's abilities; but surely other men could be found at the Native Bar with much stronger claims to the office. If the appointment recommended had been made, it would have been an act of injustice to three most conspicuous members of the Native Bar of the High Court, namely, Babus Mohesh Chunder Chowdhry, Annoda Chunder Bannerji, the Senior Government Pleader, and Gopal Lal Mitter. These three gentlemen are not only senior in standing to Babu Chunder Madhub Ghosh, but, according to the general opinion, they have always been regarded as superior to him in other respects. At all events, all three gentlemen unfortunately for themselves, but happily for the credit of Native character,possess an independence of spirit, which, we are afraid, probably stood in the selection of one of their number. For, in the present constitution of the High Court, we apprehend independence of character in a member of the Native Bar is much not relished. Besides, it is said that Sir

Richard Garth has a special liking for Babu Chunder Madhub Ghose, whom, if current report is to be believed, he recommended to Mr. Rivers Thompson for a seat in the Bengal Council. Babu Chunder Madhub's career in the Bengal Council has not been such a success that it would have justified us in expecting that he would have acquitted himself better as a Judge of the High Court. But we may be pardoned for saying that it was a most unusual thing for a Chief Justice to have recommended Babu Chunder Madhub for a seat in the Council, which lay quite out of the limits of his jurisdiction, that is, if the report be true, that he made such a recommendation. It is probable that Babu Chunder Madhub may have been appointed temporarily to a seat on the High Court Bench. It is whispered, however, that his nomination has been rejected by the Government of India. Thus, we have narrowly escaped the perpetration of another job. It is a sad, but, nevertheless, a true thing that, in the present state of the High Court, a Native gentleman of such rare qualifications as even the late Hon'ble Dwarka Nath Mitter, would have stood but a poor chance of a seat on its Bench."

(অনুবাদ)

১৮৮৪ সালের ১৮ই জুন—

"হাইকোর্টের প্রত্যেক জজেদের সম্বন্ধে যাহাই মনে ধারণা হউক না কেন—হাইকোর্টের বর্ত্তমান কার্য্য প্রণালী সম্বন্ধে এ দেশের কি সাহেব কি বাঙ্গালী সকল সমাজের লোকই অসন্তুষ্ট।

* * * *

আমরা মহামান্য চিফ্ জাষ্টিস Sir Richard Garth সম্বন্ধে যে উচ্চ ধারণা পোষণ করিয়া থাকি তৎসম্বন্ধে আমরা কখনও অপ্রকাশ রাখিতে চেষ্টা করি নাই। তাঁহাকে সামাজিক ভাবে আমরা জানি তিনি একজন অতি অমায়িক ভদ্রলোক এবং সাধারণের কার্য্যেও তিনি আমাদের প্রশংসনীয়। কিন্তু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতা, তাঁহার বিচার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা, তাঁহার বিবেক শক্তি ও স্থীতধী বুদ্ধি সম্বন্ধে আমাদের অতিরিক্ত প্রশংসা করিবার সাধ্য তাদৃশ কুলাইতেছে না।

* * * *

হাইকোর্ট তাহার পূর্ব্ব মর্য্যাদা নষ্ট করিয়াছে তাহার কারণ অপেক্ষাকৃত কম বয়সের লোককে জজ করা হ'চ্চে।

আমরা কতকটা সভয়ে বল্‌তে বাধ্য যে বর্ত্তমান অসন্তোষজনক হাইকোর্টের অবস্থা সম্বন্ধে চিফ্ জাষ্টিসই সর্ব্বতোভাবে দায়ী।

* * * *

আপামর সাধারণেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছে যে হাইকোর্টে যে সকল দেশীয় জজ বসিয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকেই

বিচার কার্য্যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন। মাননীয় শম্ভুনাথ পণ্ডিত, মাননীয় দ্বারকানাথ মিত্র এবং মাননীয় অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রত্যেকেই সমানভাবে কার্য্য দক্ষতা দেখাইয়াছেন এবং মাননীয় রমেশচন্দ্র মিত্র বোধ হয় তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী দেশীয় জজগণ অপেক্ষা বেশী প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে জজ মিঃ মিত্র যে একজন শ্রেষ্ঠ জজ তাহা সকলেই জানে। সুতরাং আমরা ইহাতে সুখী যে Sir Richard Garth সাহেব একজন দেশীয় উকীলকেই অস্থায়ী জজরূপে গ্রহণ করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ মাননীয় চন্দ্রমাধব ঘোষ, যিনি এখন একজন লাট সভার সভ্য, তাঁহাকেই জজ করা হইবে। আমরা চন্দ্রমাধব বাবুর ক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দিহান নহি, তবে উকীলদের ভিতর তাঁহা অপেক্ষা আরও ভাল উকীল আছে এবং তাঁহাদের দাবীও বেশী। যদি চন্দ্রমাধব বাবুকেই মনোনীত করিবার জন্য অনুরোধ করা হয় তবে আমাদের ধারণা যে হাইকোর্টের তিনজন সর্ব্বাপেক্ষা ভাল উকীলের উপর অবিচার করা হইবে, যথা—বাবু মহেশ চন্দ্র চৌধুরী, বাবু অন্নদাচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু গোপাললাল মিত্র। ইঁহারা চন্দ্রমাধববাবু অপেক্ষা পুরাতন (Senior) তো বটেই, সর্ব্বসাধারণের মতে অপরাপর অনেক বিষয়েও শ্রেষ্ঠ। যাহা হউক আমরা একটা বিষয়ে সুখী যে উপরোক্ত তিন জন উকীলের যথেষ্ট স্বাধীন ভাব আছে—হ'তে পারে তাঁহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ জজীয়তী পা'ন নাই—কিন্তু তাঁদের মত লোক থাকা যে দেশের গৌরব—তাঁহাদের স্বাধীনতা আছে, দুঃখের বিষয় যাহাকে মনোনীত করা হ'চ্চে

তাহার সম্বন্ধে তাহা আছে কিনা ঠিক করে বলতে আমাদের ভয় হয়। বর্ত্তমান সময়ে হাইকোর্টের কার্য্য প্রণালীর ধারা দেখিলেই আশঙ্কা হয় যে স্বাধীন প্রকৃতির লোককে আর জজীয়তী দেওয়ার পক্ষে তাদৃশ ইচ্ছা নাই, এতদ্ব্যতীত শুনা যা'চ্চে (যদি কথাটা সত্য হয়) যে চিফ্ জাষ্টিস Sir Richard Garth সাহেব চন্দ্রমাধব বাবুকে নাকি একটু বিশেষ ভালবাসেন এবং সেই জন্যই তিনি বাঙ্গলার লাট সভায় সদস্য পদে Thomson সাহেবকে উপেক্ষা করিয়া ইঁহাকে দিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছিলেন। লাট সভায় সদস্য পদে চন্দ্রমাধব বাবু যে স্বাধীন মতামত দিতে পেরেছেন তা আমাদের মনে হয় না, সুতরাং হাইকোর্টেও যে তিনি স্বাধীন ভাবে বিচার করিতে সক্ষম হইবেন ইহা সন্দেহ।

চন্দ্রমাধব বাবুকে লাট সভায় সদস্য পদ দিবার জন্য চিফ্ জাষ্টিস (তিনি অবশ্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন) সুপারিশ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন—ইহা যদিও তাঁহার অধিকার বহির্ভূত ও তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ব্যাপার। চন্দ্রমাধব বাবু কিছুদিনের জন্য অস্থায়ী ভাবে হাইকোর্টের জজ হ'তে পারেন, কিন্তু এইরূপ গুজব যে—স্থায়ীভাবে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে দিবেন না। হাই-কোর্টের বর্ত্তমান অবস্থাটা দেখিলে দুঃখ হয় যে স্বর্গীয় দ্বারকানাথ মিত্রর মত বা কতকটা সেইরূপ গুণপনা না থাকিলেও কেহ কেহ হাইকোর্টের জজীয়তীর পদে বসিবার চেষ্টা করিতেছে।"

হায় রে অভিশপ্ত দেশ! এ জাতির যদি অধঃপতন না হইবে, তবে আর কোন্ জাতির অধঃপতন হইতে পারে? এই সকল হিংসাপরায়ণ জাতি আবার স্বরাজ কামনা করে, স্বাধীন হইতে

চাহে, রাজনীতির আলোচনা করে, আর গলাবাজীতে বাহবা লইতে চাহে। ভেক্ ডাকিয়া ডাকিয়া সর্ব্বাঙ্গ স্ফীত করিয়া নিজে নিজে ভাবিতে থাকে যে হস্তী প্রভৃতির মত আমিও একটা প্রকাণ্ড জীব।

হঠাৎ "Indian Mirror"এর এইরূপ অযথা গরল উদ্গীরণে দেশের লোক দুঃখিত হইল—শিক্ষিত মহলে একটা আলোচনা হইতে লাগিল। উক্ত Indian Mirror কাগজে পর দিনেই এক ভদ্রলোকের প্রতিবাদ পত্র বাহির হইল। আমরা সেই ভদ্রলোকের পত্রখানির নকল প্রকাশ করিলাম।

INDIAN MIRROR.

The Hon'ble Chunder Madhub Ghose.

24th. June, 1884.

TO THE EDITOR OF THE "INDIAN MIRROR."

SIR,—It has given me, and, I believe, a large number of your readers great pain to read your article of the 18th June, on "The Bengal High Court", in course of which you have condemned the nomination, as you call it, of the Hon'ble Chunder Madhub Ghose by the Chief Justice of Bengal for appointment as an Officiating Judge of the Calcutta High Court, and, what is more to be regretted, have abused the

gentleman without any provocation. The Hon'ble gentleman is an instance of what ability, coupled with honesty, can do in raising a man not favored with other advantages in the world. The Hon'ble gentleman has, by sheer dint of merit, risen to the high position which he so worthily holds. One of the grounds, on which you find fault with the nomination of the Hon'ble gentleman, is, that there are Vakils at the Bar who are senior to him. But I think that on a little reflection, you will agree with me when I say that in appointing a member of the Native Bar as a Judge of the High Court, seniority was never regarded as a claim. In support of this allegation of mine, I would refer you to the three latest appointments. Your second argument is that there are members of the Bar who are superior, of course you mean as a Vakil, to him. This, of course, is a matter, of opinion, and no direct proof can be given in the matter. But let us see how far your opinion agrees with that of others. The Hon'ble gentleman commands a very large, perhaps, the largest practice, and has few rivals at the Bar. What does it prove, Mr. Editor? Does it not prove that the litigating public, who, next to the Judges, are in my opinion, the best Judges of this matter, have a great confidence in him, and regard him, as, if not the best, one of the best

Vakils at the Bar? As to the opinion held by the Hon'ble Judges of the High Court about the gentleman, you admit that the Chief Justice gives him preference over his brother Pleaders; but the majority, if not all of the other Judges have also expressed the same opinion with their Chief. You explain the Chief Justice's preference of the Hon'ble gentleman by saying that "Sir Richard Garth has a special liking for him." But would you take the trouble to carry your explanation a little further? How would you account for the special liking of Sir Richard for Babu Chunder Madhub? He cannot be one of the kith and kin of Sir Richard, nor can he have any connection with him which other Vakils have not. If Sir Richard Garth has a special liking for the Hon'ble Chunder Madhub Ghose, it must be the Hon'ble gentleman's ability and honesty, which have secured for him that special liking of the Chief Justice and, perhaps, of his colleagues too. But, you mean to say, rather you openly insinuate, that it is the Hon'ble gentleman's want of independence of character, or in other words, his servility that has secured him the favor of Sir Richard. Mr. Editor, perhaps, you do not know the Hon'ble gentleman personally; and it must be some evil spirit that has prompted you to write in this strain. You have done the greatest

injustice to an unostentatious and peaceful countryman of yours of rare independence, truthfulness, and honesty. Perhaps, you will be surprised to learn that the Hon'ble gentleman does not frequent the houses of the Hon'ble Judges, nor of the Hon'ble members of Council, of which he himself is a member as our other worthies do. You ought to have made proper enquiry about the Hon'ble gentleman before bringing such a charge against him. It was because of his independence of spirit that he left the Executive Service, which he had entered in the beginning of his career. All I need has about Babu Chunder Madhub's independence and truthfulness of character is that all persons who have a right to speak on the subject, must admit that in independence and truthfulness of character, he yields to few of his countrymen. I should add that Babu Chunder Madhub has a very limited number of acquaintances among the Europeans; and some of these European gentlemen have on more than one occasion remarked that Babu Chunder Madhub is a man of rare independence and honesty among the natives of the country.

You say that the nomination of the Hon'ble Chunder Madhub Ghose for appointment as an Officiating Judge of the High Court, has been rejected by the Government. This is far from

the truth. The nomination of the Hon'ble Chunder Madhub Ghose has not been, and could not have been rejected by the Government, but the Government has withheld its sanction for the appointment of not this or that gentleman, but of an Officiating Judge of the High Court for a few months, while both Mr. Justice Mitter and Mr. Justice Mac Donnel are on privilege leave. I do not also find any force in your argument that "Babu Chunder Madhub's career in the Bengal Council has not been such as it would have justified us in expecting that he would have acquitted himself better as a Judge." I do not find any cogency in the argument that because a man is not a good maker of laws, he cannot be a good expounder of laws. But re-frainning from comparison which is always invidious, I must say that a person who has carefully observed the Hon'ble gentleman's career in the Council, especially the part he played in the discussions on the Cooly Bill and the other most important Bills, must admit that he has acquitted himself honorably and successfully. You say that Babu Chunder Madhub owes his place in the Council to the recommendation of the Chief Justice. I am not in the confidence of either the Lieutenant-Governor or the Chief Justice to contradict your statement. But this much I know that Babu Chunder

Madhub did not seek it, but rather he accepted the honor with much reluctance, as he knew that he would not have sufficient leisure to devote to his duties as a Member of the Council. And I dare say that if he could make more time to devote to his duties as a Member of the Bengal Council, he would attain much greater success in his career as a Councillor.

Yours, &c.,
J. R. C.

১৮৮৪ সালের ২৪শে জুন তারিখে যে ভদ্রলোক Indian Mirror পত্রেই Mirrorএর লেখার প্রতিবাদ করেন তাহার ভাবার্থ দিলাম ও পত্রখানি মুদ্রিত করিলাম।

"বড়ই দুঃখের বিষয় যে 'মিরার' শুধু শুধু একজন ভদ্রলোককে অযথা অপমান করিয়াছেন—অথচ চন্দ্রমাধব বাবু কখনও মিরারের কোনরূপ অনিষ্ট করেন নাই যাহাতে মিরারের এরূপ ক্রোধ উদ্দীপন হইতে পারে। কেবলমাত্র সততা, প্রতিভা ও দক্ষতায় যে মানুষ বড় হইতে পারে—চন্দ্রমাধব বাবু তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন যে "চন্দ্রমাধব বাবু অপেক্ষা অনেক পুরাতন উকীল আছে"--কিন্তু সম্পাদক মহাশয়ের জানা উচিত যে প্রাচীনতার জন্য কিছু জজ করা হয় না—পূর্ব্বে যে ৩ জন জজ হইয়াছেন তাঁহাদের সময়েও প্রাচীনতা (Seniority) দেখা হয় নাই। তারপর যোগ্যতা সম্বন্ধে সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন যে চন্দ্রমাধব বাবু অপেক্ষা আরও যোগ্যতর ব্যক্তি আছেন। এ

সম্বন্ধে তাঁহার সহিত অনেকেরই মতভেদ আছে। চন্দ্রমাধব বাবুর এত প্রসার যে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কেহই নাই। মক্কেলরা ও জজেরাই ইহার বিচারক—তাঁহাদের মতে চন্দ্রমাধব বাবু শ্রেষ্ঠ উকীলদেরই অন্যতম। চন্দ্রমাধব বাবুর কৃতিত্ব সম্বন্ধে প্রধান বিচারপতি এবং অপরাপর জজেরা উচ্চ মতই পোষণ করেন। সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন যে "প্রধান বিচারপতি মহাশয় চন্দ্রমাধব বাবুকে বিশেষ পছন্দ করেন। সুতরাং সম্পাদক মহাশয়ের জানা উচিত যে প্রধান বিচারপতি কেন চন্দ্রমাধব বাবুকে পছন্দ করেন, যোগ্যতাই যে কারণ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কারণ চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত প্রধান বিচারপতির কোন জ্ঞাতিত্ব সুবাদ নাই। সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন যে "চন্দ্রমাধব বাবু স্বাধীনচেতা নহেন।" এ কথাটা তিনি কোন দুষ্ট লোকের কথাতে লিখিয়াছেন, তিনি চন্দ্রমাধব বাবুকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে জানেন না—কারণ স্বাধীনভাব, সততা ও সত্য বাক্য কথনে তিনি শ্রেষ্ঠ। তিনি কোন জজের বা লাট সভার সভ্যের বাটী যাতায়াত করেন না—না জেনে শুনে এ সকল অসত্য কথা প্রচার ক'রে একজন ভদ্রলোককে মিথ্যা অপবাদ দিয়া আক্রমণ করা কি সম্পাদকের উচিত হয়েছে? সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন যে "সুখের বিষয় চন্দ্রমাধব বাবু অস্থায়ী জজের পদে মনোনীত হইলেও ভারত গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে জজ করিবেন না।" সম্পাদক মহাশয়ের একথাটা একেবারেই অসত্য, গভর্ণমেণ্ট অর্থ-বিভাগের আনুকূল্য অভাবে আপাততঃ অস্থায়ী জজের পদে কোন ব্যক্তিকেই বসাইবেন না—চন্দ্রমাধব বাবু অযোগ্য বলিয়া নহে। আমি বড় আশ্চর্য্য হইয়াছি সম্পাদক

বলিয়াছেন যে "চন্দ্রমাধব বাবু লাটসভায় ভাল কায দেখাইতে পারেন নাই। সুতরাং তিনি ভাল জজ হইতে পারিবেন না।" সম্পাদক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি যে একজন আইন প্রণয়ন করিতে অক্ষম বলিয়া কি তিনি আইন বুঝাইতেও অক্ষম? ঐরূপ সওয়াল জবাবের কোনও মূল্য নাই। কারণ চন্দ্রমাধব বাবু লাট সভায় কুলি আইন ও অপরাপর আইন সম্বন্ধে যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা বস্তুতই প্রশংসনীয়।

বৌবাজারে চন্দ্রমাধব বাবুর এক অকপট বন্ধু ছিলেন। সেই মহাত্মার নাম নবীনচন্দ্র বসু। নবীন বাবু Mirrorএর অবিমৃষ্য-কারিতা দেখিয়া এবং বন্ধুর ক্ষতি হইতে পারে—এই ভাবিয়া তিনি "Reis & Rayyet" নামক এক প্রথর কাগজের স্বাধীনচেতা নিরপেক্ষ সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট গমন করেন। তখনকার কালে তাঁহার তীব্র লেখনী সম্মার্জ্জনীর ন্যায় কার্য্য করিত। চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত তাঁহার চাক্ষুষ আলাপ ছিল না। কিন্তু তিনি বুঝিলেন যে মিরারের এইরূপ লেখা অন্যায়, সুতরাং সম্পাদকীয় কর্ত্তব্যবোধে সুতীব্র প্রতিবাদ করিয়া মিরারকে অপদস্থ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন Hindu Patriotও শম্ভুবাবুর লেখার পোষকতা করিয়া Mirrorকে আর এক দফা বেত্রাঘাত করিলেন। কাটা ঘায়ে লবণের প্রয়োগ বড়ই জ্বালাময়ী।

১৮৮৪ খৃঃ অব্দের ২১ জুন তারিখের "Reis and Rayyet" কাগজে স্বর্গীয় শম্ভুনাথ মুখুয্যে মহাশয় লিখিয়াছেন:—

The Scramble For The High Court.

"REIS & RAYYET".

June 21, 1884.

WE wonder what is the matter with our contemporary of the "Indian Mirror". It is not even for elders to tax one who is himself a senior to teach a successful journalist of some 20 years his duties. Nevertheless we are bound to say what is the talk of the town. The country is interested in the good name and influence of its daily organ and anything that detracts from its influence is a national misfortune. Of late, quite recently, the "Mirror" has been markedly wayward-more queer than original, more snappish than patriotic, more rude than independent, more theosophic than common sensible, more superstitious almost than national. Altogether it utters, we will not say, an uncertain sound but the most bewildering notes. Let us hope that this is only a passing phenomenon. If this kind of thing continue, our contemporary will, we fear, completely loose "touch" of the entire educated classes of the country and be content to lead and be admired by the young gentlemen who love and figure in its columns.

The most notable peculiarity of our contemporary is a prodigious credulity, a wildness of

assertion, an unmeasured vituperation, a spirit of unrest and an energy of discontent, cropping out in the midst of native shrewdness, and real earnestness of purpose whether comparing the British with native administration, or advocating the just claims of our countrymen, or inveighing against the insolence of Anglo-Indians or theorising on the origin of an assault or bewailing the lost glories of Hind, or criticising appointments or playing into the hands of a village faction to libel a respectable zeminder's family, it hardly ever fails to exhibit these characteristics. It is particularly in personal questions that our contemporary is found tripping. Those questions demand tact and delicacy of touch and it is these qualities that the journal notoriously lacks. In gaining hasty currency to the ex-parte charges against the Singhas of Debipur, it has, we fear, risked its peace. It has a rather vicious habit of recommending men for titles and offices and promotions. By those who are familiar with the literature of the "Mirror" with the wallowing Hippopotamus style of treatment, the result might be foretold. That sort of advocacy of personal claims is always a hazardous game. Without the finest treatment the journalist is in danger of sinking in the agent. Not that there must be corruption, but all grossly

conducted personal discussions have an appearance of self interest, which for the purity and respectability of the Press, real as well as seeming ought to be scrupulously avoided.

Our contemporary has just committed one of these indiscretions in its speculations as to the next Native Judge of the High Court. The article is as strange a farrago as was ever published in the "Mirror" itself. The writer starts with assumptions which he does not discuss but which are far from self-evident. It is not necessary at all that the Bench should be recruited from the Vakil Bar only. The native Barristers are a huge and growing class, already including some distinguished seniors of great merit, but they are all quietly ignored as well as the Subordinate Judicial service, with its tried men and true. The personal remarks are of course the wildest. It is always a difficult task to appraise the respective claims of the many prominent members of the Vakil bar-to publish the result is a matter of great delicacy. Of delicacy the writer has no notion and the difficulty he simplifies by choosing at random 3 or 4 names and criticising them one after another. We will not aggravate the mischief committed by subjecting the criticism itself to examination. Suffice it to say that it is the laughing stock of the town. The gentlemen

who have been honoured with the Mirror's certificate themselves are no less surprised than the rest of the community, while every body is indignant at the injustice and harshness meted out to others. The most serious complaint is in regard to the outrage committed against the Hon'ble Chunder Madhub Ghose, An abler, more experienced, or more respectable Vakeel does not exist and the diatribe against him is more worthy of an ignorant Anglo-Indian writer than a native journalist who ought to know. It is almost impossible to resist the impression that professional jealousy or personal disappointment inspired the article. The writer continuously harps on the possibility of Babu Chunder Madhub Ghose having been recommended. There's the sting, we fancy ? The Chief Justice is even fiercely attacked on the supposition of having been the means of the Baboo's elevation to the Bengal Council. If Sir Richard Garth did recommend him, he has no reason to be ashamed. Babu Chunder Madhub has justified the opinion entertained of him. The strongest accusation against the Baboo is that he is not independent. The proceedings of the Bengal Council give a flat contradiction to the calumny.

আমাদের সহযোগী "Indian Mirror"এর ব্যবহারে আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। তাঁহার মত বিজ্ঞ সম্পাদককে সম্পাদকীয়

কর্ত্তব্য শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। যে "মিরার" কাগজের এক কালে সুনাম ছিল সেই কাগজের অবস্থা সুবিধাজনক নহে। আত্মম্ভরিতা, সবজান্তা, ক্রোধপরায়ণতা, অভদ্রতা প্রভৃতি দোষ দেখিলে মনে হয় যে ইহার আগেকারের মত দেশহিতৈষিনা, স্বাধীন চিত্ততা, বিজ্ঞতা ও জাতীয়তা প্রভৃতি সৎগুণের অভাব হইয়াছে। অবান্তর প্রলাপ বাক্যই কাগজে প্রকাশিত হয়। আশা করি "মিরার" প্রকৃতিস্থ হইবে নতুবা শিক্ষিত সমাজ উহার সংস্রব পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে এবং কতিপয় নব্য যুবকদিগকে লইয়া থাকিতে হইবে। দেশের ভাল ভাল কায করা বা জাতীর কল্যাণের জন্য চেষ্টা করা প্রভৃতি সৎকার্য্য দূরে রাখিয়া ঘরের লোকের পশ্চাতে দংশন করা আজকাল সহযোগীর যেন মুখ্য উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ব্যক্তিবিশেষের চর্চ্চা করিবার জন্যই সে সর্ব্বদা নাচিয়া উঠে। কে ভাল চাকরী পাবে, কার পদোন্নতি হবে, কে বড় উপাধি পাবে সেই সকল লোককে বাড়িয়ে তোলার স্বভাব বড়ই ভয়ানক। ব্যক্তি বিশেষের জন্য ওকালতি করা দায়িত্ব জ্ঞান সম্পন্ন সম্পাদকের কর্ত্তব্য নহে।

সম্প্রতি হাইকোর্টে দেশীয় জজের পদনিয়োগ সম্বন্ধে সহযোগী একটী খিঁচুড়ী পাকান প্রবন্ধে আবল তাবল লিখিয়াছেন। হাইকোর্টের জজের পদে নিয়োগ সম্বন্ধে তিনি তিন চার জন লোকের চর্চ্চা করিয়াছেন। সহযোগীর এই লেখা দেখিয়া অনেকেই পরিহাস করিতেছে, অনেকেই ধিৎকার দিতেছে। বিশেষতঃ মাননীয় চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের উপর অপমানসূচক বাক্য বলা সম্পাদকের বিরুদ্ধে ইহা একটী ভীষণ অভিযোগ। ইহার মত

একজন যথার্থ দক্ষ, অভিজ্ঞ, সম্মানী উকিলের গ্লানি করা তাঁহার উচিত হয় নাই। আমাদের মনে হয় কোনও সমব্যবসায়ী হিংসাপরায়ণ বিফল মনোরথ ব্যক্তির প্ররোচনায় "মিরারে" এইরূপ প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। প্রধান বিচারপতি মহাশয়কেও তিনি আক্রমণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে লাট সভার সভ্য পদ পাইবার সময় প্রধান বিচারপতি মহাশয় চন্দ্রমাধব বাবুর জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। তাই যদি সত্য হয় তাহাতে প্রধান বিচারপতি উপযুক্ত লোককেই সুপারিশ করিয়াছিলেন। চন্দ্রমাধব বাবু সম্বন্ধে আর একটী দোষারোপ করিয়াছিলেন যে তিনি স্বাধীনচেতা নহেন। এ মিথ্যা অপবাদ সহজেই স্খালন হইবে লাটসভার কার্য্যবিবরণীতে।"

The Hindu Patriot writes on June 23rd issue, 1884.

"The Chief Justice we understand, recommended that one of the distinguished native pleaders, the Hon'ble Chunder Madhub Ghose should be appointed in place of one of the Judges on leave. We are sorry to observe that personal questions have been raised with regard to this nomination. We are of opinion that Babu Chunder Madhub Ghose is as good as eligible a person for the Bench as any other pleader that may be named-he is able, well-informed and conscientious. The question is a national one and it ought not to be prejudiced by the institution of invidious personal distinctions.

১৮৮৪ খৃঃ অব্দে ২০শে জুন তারিখের "Hindu Patriot" পত্রিকা এইরূপ লিখিয়াছে :—

আমরা জানিতে পারিলাম যে প্রধান বিচারপতি মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ দেশীয় উকিলকে জজ করিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। মাননীয় চন্দ্রমাধব ঘোষই জজের পদ পাইবেন। বড়ই দুঃখের বিষয় যে ব্যক্তিত্ব লইয়া আলোচনা করা হইতেছে। আমাদের অভিমত এই যে চন্দ্রমাধব বাবু সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত, দক্ষ এবং বিজ্ঞ। একজন স্বজাতিকে উচ্চ পদে অভিষিক্ত করা জাতির পক্ষে গৌরবজনক। এরূপ বিষয়ে ব্যক্তিত্বের আলোচনা করা উচিত নহে।

অগত্যা চতুর্দ্দিকে তাড়া খাইয়া "Mirror"এর ১৮৮৪ সালের ২৫শে জুন সম্পাদকীয় স্তম্ভে যাহা প্রকাশিত হইল তাহাতে বুঝা গেল যে Mirrorএর জ্ঞান চক্ষু ফুটিয়াছে, দোষ স্বীকার করিলেও মানের খাতিরে নিজের সাফাই গাহিয়াছেন। সেই সম্পাদকীয় মন্তব্যটারও কতকাংশ আমরা প্রকাশ করিলাম। বাকী অংশে মিরার সম্পাদক পিসিমা'র অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, সুতরাং সেই ন্যাকামীর অভিনয়ের অংশটা আমরা বাহুল্য ভয়ে সন্নিবেশিত করিলাম না।

Our disapproval of Babu Chunder Madhub Ghose's reported nomination to a seat on the Bench of the Calcutta High Court has excited comments in certain quarters. Babu Chunder Madhub Ghose is a personal friend of ours, and we have known him for a long time. In the

article we wrote in our issue of the 18th instant we remarked :—"We do not question Babu Chunder Madhub's abilities, but surely other men could be found at the Native Bar with stronger claims to the office." Of Babu Chunder Madhub's success as a lawyer, his abilities and his amiable disposition, there cannot be two opinions, and if it had been in contemplation to appoint more than one Native Judge to the Bench of the High Court, we should probably have not said a word against his nomination. Amiability of disposition is, no doubt, a very good trait in one's character; but the danger to which it is peculiarly liable is that it may be taken advantage of by men, skilled in the art of turning weak points to their own ends. It is not always a source of strength, nor has it generally been believed to be favorable to the development of a spirit of uncompromising independence. In the present state of our country, when much of its welfare and advancement depends on the spirit, with which our leading countrymen may be prepared to avow the defective condition of Native society, and to point out the evils of the present bureaucratic system of administration we do not value so much natural abilities, however high, nor general acquirements, however large and varied. as that constitutional independence which makes a man

thoroughly outspoken in the expression of his sentiments and opinions—a quality, which is most indispensable in a Native. gentleman holding the conspicuous position of a High Court Judge.

* * * *

Babu Chunder Madhub also, we regret to observe, did not speak of the Ilbert Bill as boldly as he should have done on the Local Self-Government Bill in the Bengal Council."

ভাবার্থ :—

"চন্দ্রমাধব বাবুকে হাইকোর্টে জজের আসনে বসাবার বিরুদ্ধে আমরা গত সপ্তাহের কাগজে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহাতে কোন কোন পাড়ার লোক আমাদের অভিমত সম্বন্ধে কটাক্ষ করিয়াছেন। চন্দ্রমাধব বাবু আমাদর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বন্ধু, তাঁহাকে আমরা বহুদিন হইতে জানি। ১৮ই জুন তারিখের কাগজে আমরা লিখিয়াছিলাম :—"চন্দ্রমাধব বাবুর শক্তি সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই, তবে কথা হ'চ্চে—হাইকোর্টের উকীলদের মধ্যে তাঁহা অপেক্ষাও অনেকের দাবী বেশী।

চন্দ্রমাধব বাবু যে বড় দরের উকীল—দক্ষতাও যে যথেষ্ট এবং তাঁহার ব্যবহারও যে সুন্দর তদ্বিষয়ে আর দ্বিমত নাই এবং যদি হাইকোর্টে একজন মাত্র জজ না লইয়া আরও একজন জজ লওয়া হইত তবে হয়ত আমরা চন্দ্রমাধব বাবুর বিরুদ্ধে একটী কথাও বলিতাম না। লৌকিক ব্যবহারের মাধুর্য্য একদিকে যেমন কোন ব্যক্তির সাধু চরিত্রের পরিচায়ক হয় অপর দিকে তেমনি

ধড়ীবাজ বা ফনে খাঁ লোকেরা তাহাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সেই ব্যক্তির দৌর্ব্বল্যর উপর আধিপত্য বিস্তার করে। সুতরাং উক্ত ভাবটা মানুষকে যথার্থ শক্তিশালী করেও না এবং স্বাধীন ভাবকেও উন্নত করে না।

আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা আমাদের দেশের মঙ্গল ও উন্নতির জন্য দেশের নেতৃস্থানীয় উচ্চদরের লোকেদের অন্তঃকরণে যে ভাব থাকা উচিত মনে করি, তাহাতে এমন একজন গুণবান লোক হাইকোর্টের জজের আসনে বসুন, যিনি কেবলমাত্র তাঁহার ওকালতীর ক্ষমতা ও বিদ্যাবত্তা দেখাইয়াছেন এমন নহে, দেখিতে হইবে যে তিনি আমাদের দেশের জন্য আমাদের দেশবাসীর হিতার্থে—যাহা করা কর্ত্তব্য, তাহা নির্ভয়ে করিবেন এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে শাসক সম্প্রদায়ের দোষগুণও দেখাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

* * * *

চন্দ্রমাধব বাবু যে ওরূপ ভাবে জজের আসন সমলঙ্কৃত করিতে পারিবেন তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না,—কারণ তিনি লাট সভায় সদস্য ভাবে Ilbert Bill ও Local Self Government Bill সম্বন্ধে তেমন সাহস করে কিছুই বলেন নাই।"

এই স্থলে চন্দ্রমাধব বাবুর বন্ধুবর নবীনচন্দ্র বসু মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম। তিনি ধনী সন্তান ছিলেন, বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ছিলেন। Ranteer & Co. তথনকার সময়ে একটা মস্ত সদাগরী আপীস ছিল তিনি সেই আপীসের মুৎসুদ্দী ছিলেন। তৎপরে তাঁহার তীক্ষ্ণ বৈষয়িক বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া টাকারীর

মহারাজা তাঁহাকে ম্যানেজার পদে নিয়োগ করেন। টীকারীর মহারাজা চন্দ্রমাধব বাবুর বন্ধু ছিলেন। অকপট বন্ধুত্বের নিদর্শন আজকাল পাওয়া যায় না।

চন্দ্রমাধব বাবু লাট সভার সদস্য থাকা কালীন এবং দেশের কল্যাণের জন্য কায়মনে পরিশ্রম করায়—দেশের লোক তাঁহার উপর শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাইতে লাগিল—এবং তাঁহার যশঃ সৌরভ বঙ্গের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। তিনি দেশবাসীর হৃদয় আকর্ষণ করায় তাঁহার ওকালতীর প্রসার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছিল। ঐ সময়ে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। প্রথিতনামা উকীল মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় কেবলমাত্র তাঁহার কাছাকাছি যাইতেন। বেহার প্রদেশের মকর্দ্দমাই তিনি বেশী পাইতেন—বাংলা দেশের মকর্দ্দমা তাঁহার বেশী হইত না। চন্দ্রমাধব বাবুর বেহারও ছিল এবং বাংলা দেশ এক চেটে হইয়াছিল।

তখনকার প্রধান বিচারপতি Garth সাহেব চন্দ্রমাধব বাবুকে ভাল বাসিতেন কিন্তু জজ রমেশ বাবু মহেশ বাবুকে ভাল বাসিতেন। সেই জন্য চন্দ্রমাধব বাবুর আশঙ্কা ছিল যে হয়তঃ তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া মহেশ বাবু জজ হইতে পারেন। কারণ রমেশ বাবুই তখন হাইকোর্টের দক্ষিণ হস্ত।

১৮৮৪ খ্রীঃর মাঝামাঝি সময়ে হাইকোর্টে ৩ জন অতিরিক্ত জজের আবশ্যক হইয়া পড়ে। বিলাত হইতে Secretary of State রাজ প্রতিনিধি বড়লাটকে সরাসরী টেলিগ্রাম করেন যে Mr. Trevelyanকে ও Mr. W. C. Banerjeeকে জজীয়তীর পদে নিয়োগ করা হউক। হাইকোর্ট বলিয়া পাঠায় যে একজন

সিভিলিয়ান, একজন ব্যারিষ্টার এবং একজন উকীলকে জজ করা হউক। লাট সাহেব এবং প্রধান বিচারপতি যখন Mr. W. C. Banerjeeকে ডাকিয়া জজীয়তী দিতে চাহিলেন—তখন W. C. Banerjee ধন্যবাদের সহিত তাহা তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করেন। চন্দ্রমাধব বাবু বলিতেন—"W. C. Banerjeeর মত ব্যারিষ্টার কলিকাতা হাইকোর্টে কেহ হয় নাই। যদিও পরে S. P. Singh, A. Chaudhury, B. Chakravarty বড় দরের ব্যারিষ্টার হইয়াছিলেন এবং পয়সাও অধিক উপার্জ্জন করিতেন, তথাপি দক্ষতা হিসাবে W. C. Banerjee অপেক্ষা সকলেই কম। W. C. Banerjee বলিতেন যে B. Chakravarty, S. P. Singh, A. Chaudhury এই তিন জন নব্য যুবক ব্যারিষ্টার শীঘ্র প্রাধান্য লাভ করিবে।

Mr. W. C. Banerjeeর সহিত চন্দ্রমাধব বাবুর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁহার পৌত্র (শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ রায় বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্যোতিষ বাবু) যখন বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়েন তখন Mr. W. C. Banerjee তাঁহাকে বিশেষ যত্ন করিতেন ও খোঁজ খবর লইতেন।

প্রধান বিচারপতি তখন একটী জজেদের (মিটিং) অধিবেশন আহ্বান করেন তাহাতে চন্দ্রমাধব বাবু এবং মহেশ চৌধুরীর নামোল্লেখ হয়। কিন্তু সর্ব্বশেষ সকলেই চন্দ্রমাধব বাবুকেই মনোনীত করেন। বড়লাট ডফ্রিন সাহেব ছোটলাট টমসন্ সাহেবের অভিমত জিজ্ঞাসা করেন—তাহাতে টমসন্ সাহেবও চন্দ্রমাধব বাবুকেই যোগ্য ব্যক্তি বিবেচনা করেন। সেই সময় উক্ত

পদের জন্য বিলাত প্রত্যাগত আমীর আলী সাহেবও চেষ্টা করেন। চন্দ্রমাধব বাবু ১৮৮৪ সালের জুন মাসে additional Judge মনোনীত হয়েন কিন্তু ১৮৮৫ সালের ১৩ই জানুয়ারী তারিখে তিনি হাইকোর্টের বিচারাসনে পাকা জজের পদেই অধিষ্ঠিত হইলেন। তিনি উক্ত পদ প্রাপ্ত হইয়াই কর্ত্তব্যবোধে প্রধান বিচারপতিকে ধন্যবাদ দিতে উপস্থিত হয়েন। প্রধান বিচারপতি বলেন "আমি আপনাকে যদি উপযুক্ত মনে না করিতাম তবে কখনই আপনাকে মনোনীত করিতাম না—সুতরাং ধন্যবাদটা নিতান্তই অসঙ্গত ও অনাবশ্যক।"

চন্দ্রমাধব বাবুর এই উচ্চ পদ প্রাপ্তির সংবাদে বাংলা দেশের নানা স্থান হইতে অনেকেই আনন্দসূচক পত্র তাঁহাকে পাঠাইয়া ছিলেন। এমন কি ইংলণ্ড হইতে জজ Pontifix, ও L. Jackson আনন্দ প্রকাশ করিয়া পত্র লেখেন। আর বৰ্দ্ধমানের ভূতপূর্ব্ব জজ Mr. Buckland সাহেবও বিলাত হইতে আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া পত্র লেখেন এবং তাঁহার ভবিষ্যৎ বাণী স্মরণ করাইয়া দে'ন।

চন্দ্রমাধব বাবু জজ হইয়া ভবানীপুরে চন্দ্রনাথ চাটুয্যের ষ্ট্রীটস্থ নিজের বাড়ীতে না থাকিয়া ৩নং আলবার্ট রোডে (Roy Castle) রায় কেসেল নামক বৃহৎ বাটী ভাড়া লইয়া বাস করেন। ঐ বাটীতে উচ্চ পদস্থ রাজকর্ম্মচারীগণ তাঁহার সহিত দেখা করিতে ও পরামর্শ করিতে আসিতেন। বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের চিফ্ সেক্রেটারী Edgar সাহেব, Home Governmentএর সেক্রেটারী Macdonald সাহেব, হাইকোর্টের জজেরা সকলেই আসিতেন।

চন্দ্রমাধব বাবুর সাহেব পল্লীতে প্রকাণ্ড বাটী ভাড়া লইবার উহাই বোধ হয় প্রধান কারণ। তাঁহার বৃহৎ সংসার, অধিক পরিবারবর্গ, বালক বালিকাগণের কল কোলাহল, মধ্যে মধ্যে রোদন ধ্বনি, ছুটাছুটী মারামারি, দাস দাসীদের কলহ, পৌরজনের সময়ে অসময়ে ঝঙ্কার, কোথাও কাহারো অট্টহাসি ইত্যাদিতে গৃহ সর্ব্বদাই মুখরিত থাকিত, সেখানে উচ্চপদস্থ সাহেবদের সহিত সুস্থিরভাবে কথোপকথনের ব্যাঘাত হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক। বিশেষ বাঙ্গালীর বাড়ীর একান্নবর্ত্তীতা প্রভৃতি সাহেবদের চোখে বাধ বাধ ঠেকিতে পারে। এতদ্ব্যতীত আরও রকমারী ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ করিলাম। স্বর্গীয় মাননীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় হাইকোর্টের জজ, তিনি তাঁহার গ্রে ষ্ট্রীটস্থ বাটীর নিচের তলায় পড়িবার ঘরে বসিয়া একজন পদস্থ সাহেবের সহিত কথা কহিতেছেন। আমি একধারে বসিয়া আছি। এমন সময় সারদা বাবুর একটী ২।৩ বৎসরের পৌত্র আসিয়া পিতামহকে সতেজে আদেশ করিল "তুমি আমার পায়ে মোজা পরাইয়া দাও।" সারদা বাবু তাঁহার চাকরকে বলিলেন। চাকর বালককে টানাটানি করিয়া বাহিরে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বালক কিছুতেই যাইবে না—পিতামহের উপর তাহার একটা মস্ত অধিকার আছে—সাহেব আছে বলে যে সে তাহার দাদা মহাশয়কে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে—কখনই না?

পৌত্র পৌত্রী দৌহিত্র দৌহিত্রী সম্বলিত সংসারে এ সকল নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। চন্দ্রমাধব বাবু সারদা বাবুকেও জজীয়তীর সময়ে সাহেব পল্লীতে বাড়ী লইতে বলিয়াছিলেন।

জজীয়তীর শেষ সময়ে দুইবার Harrington Streetএ এবং পরে তিনি স্বীয় ভবনেই থাকিতেন। যখন তিনি Chief Justice হইয়াছিলেন তখন কেবল Theatre Roadএ বাড়ী ভাড়া লয়েন।

চন্দ্রমাধব বাবু Albert Roadএ থাকা কালীন যেমন উচ্চ পদস্থ রাজপুরুষেরা আসিতেন, তেমনি তাঁহাদের পত্নীরা অর্থাৎ মেম সাহেবরাও তাঁহার পত্নী ও কন্যাদের সহিত আলাপ করিতে আসিতেন—তন্মধ্যে Lady Macdonald, Lady Mackenzie, Lady Garth, ইঁহারাই বেশী আসিতেন।

এতদ্ব্যতীত রাজা, মহারাজা, উকীল, ব্যারিষ্টার. এটর্ণী সংবাদ পত্রের সম্পাদক প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই আসা যাওয়া করিতেন। ব্রাহ্ম মহিলারাও বাটীতে আসিতেন। একজন গোঁড়া হিন্দুর (orthodox) বাটীতে নানা সম্প্রদায়ের লোকের গতায়াতে মনে হইত যে—তিনি জনসাধারণের প্রীতির পাত্র (popular) ছিলেন; জজ হইয়া সাধারণ সকল শ্রেণীর সহিত মেলামেশা করিতেন। স্যার রমেশচন্দ্রের বা স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় একটা সকলের সহিত মেলামেশা ছিল না। কিন্তু চন্দ্রমাধব বাবুর ঐ সকল বিষয়ে সঙ্কোচ ছিল না। পদস্থ ব্যক্তিকে সদা সর্ব্বদা নিকটে পাইয়া পাছে কেহ আত্মস্থ করে এ ভাবনা তাঁহার ছিল না।

চন্দ্রমাধব বাবু ও তৎসাময়িক বিচারকগণ।

Mr. Justice Hillএর সহিত চন্দ্রমাধব বাবু এক বেঞ্চে প্রায়ই বসিতেন—তিনিও অতি ভাল লোক ছিলেন। Hillএর দেহের

আকৃতি প্রায় নামের অনুরূপ। তাঁহার একমাত্র পুত্র ছিল—সেই পুত্রের অকাল মৃত্যুতে Hill সাহেব অতিশয় কাতর হইয়া পড়েন এবং সঙ্গে সঙ্গে অবসর গ্রহণ করেন।

Mr. Justice Allen চন্দ্রমাধব বাবুর একজন সমসাময়িক ভাল জজ। Mr. Justice Sarada Charan Mitra (সারদা বাবু) চন্দ্রমাধব বাবুর সময়েই জজ হয়েন। তাঁহার সম্বন্ধে চন্দ্রমাধব বাবু বলিতেন যে ক্ষিপ্রভাবে বুঝিতে (quick) সারদা বাবুর মত দ্বিতীয় জজ কেহ ছিলেন না। সুবিচারে তিনি সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন (successful judge)। উকীল ও ব্যারিষ্টারগণ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। অথচ সারদা বাবু জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি স্বাধীনচেতা বিচারক ছিলেন। কুমিল্লার গুলি মারা মামলার আসামীকে খালাস দেওয়ায় এবং BombCase এর মেদিনীপুরের উকীল ও নাড়াজোলের রাজা প্রভৃতি আসামীগণের পূজার ছুটীতে জামীন দেওয়ায় সুবিচারের ফলে দেশবাসীর নিকট তিনি সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সারদাবাবু কথা কম কহিতেন,কার্য্যই বেশী করিতেন, সকলের সহিত সমভাবে মিশিতেন। বাঙ্গলা সাহিত্যের জন্য তিনি মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। এমন কোন সাধারণ হিতকরী কার্য্যের সমিতি ছিল না যাহাতে সারদাবাবু যোগদান করেন নাই। সমাজ সংস্কার, দেশের দুঃখ দারিদ্র্য মোচনের উপায়ের পরামর্শ ও ব্যবস্থা করা, বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতি সাধন, সকল বিষয়েই তিনি উৎসাহ দেখাইতেন। তিনি সাদাসিদা ও সাধারণ লোকের মত (simple) থাকিতেন, তিনি পদ মর্য্যাদাকে অক্ষুন্ন রাখিবার চেষ্টা না করিয়া লোক ব্যবহারই শ্রেয়ঃ মনে করিতেন। সারদাবাবুর সম্বন্ধে আমরা

যত বেশী জানি অত অপরে জানেন না—তাহার কারণ, সৌভাগ্য বশতঃ তাঁহার সহিত বহুদিন আমরা ছায়ার ন্যায় ফিরিয়াছি। পিতার ন্যায় স্নেহ আদর করিয়াছেন, পিতার ন্যায় তিরস্কার করিয়াছেন। তাঁহার ঋণ অপরিশোধনীয়। তাঁহার পুণ্য স্মৃতিতে আজও গৌরবে বুক ভরিয়া উঠে।

১৯০২ খ্রীঃ সারদাবাবু জজ হয়েন। চন্দ্রমাধব বাবুর সঙ্গে সারদা বাবুর আন্তর্গনিক বিবাহের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সর্ব্ব প্রথম ইঁহারা দুই জনেই আন্তর্গনিক বিবাহের পথ প্রদর্শক (pioneer). চন্দ্রমাধব বাবুর দৌহিত্রী এবং জগদীশ চন্দ্র রায় মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী বীণাপানি দেবীর লোকললামভূত সৌন্দর্য্য দেখিয়া সারদা বাবু তাঁহার মধ্যম পুত্র হাইকোর্টের উকীল ও বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু শরৎকুমার মিত্রর সহিত বিবাহ দে'ন। শরৎ বাবুও রূপে গুণে উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। ঐ বিবাহে দুই সমাজের লোকেই ঘোরতর আপত্তি করে। কিন্তু উঁহারা উভয়েই তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, বিচলিত হইলেন না, বিশেষ আড়ম্বরের সহিত বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। আপত্তি প্রথম প্রথম উত্থাপিত হইলেও পরে সকল সমাজের লোকই উপস্থিত হইয়াছিলেন এ কথা আমরা আর এক স্থানে বলিয়াছি।

সারদা বাবু প্রথমে অস্থায়ী ভাবে জজীয়তী প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু তাঁহার অস্থায়ী পদ খসিয়া যাইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে চন্দ্রমাধব বাবু তাঁহাকে বলেন যে "৩মাস বাদে আমি অবসর লইব তখন আপনাকেই স্থায়ী জজ করা হইবে।" কোন কারণ বশতঃ চন্দ্রমাধব বাবুর অবসর গ্রহণ ঘটিয়া উঠে নাই। কিছুদিন বাদে সারদা বাবু পাকা

জজ হইয়াই বসেন। তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন বিচারক ছিলেন, গভর্ণমেণ্ট যদি তাঁহার আর ৬ মাস কার্য্যকাল বাড়াইয়া দিতেন তাহা হইলে তিনি পেন্‌সনের হক্‌দার হইতেন। কারণ ৬০ বৎসর বয়স হইলেই জজীয়তী হইতে অবসর লইতে হইত এবং কার্য্য-কালের ৬ বৎসর পূর্ণ না হইলে পেন্‌সনের দাবী চলিত না। তবে গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে এক আধ বৎসর কার্য্যকাল বাড়াইয়া দিতে পারেন (extension)। পূর্ব্বে extension কড়াকড়ি ছিল, আজকাল বরঞ্চ extension দেওয়া হইতেছে।

তাহাতে তাঁহার আর্থিক বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। কারণ তিনি পুনরায় ওকালতী ব্যবসা আরম্ভ করেন। অজস্র বড় বড় মোকদ্দমা নানাস্থান হইতে পাইতেন। ভগবানের নিকট গুণের অনাদর হয় না। মানুষের নিকটেই হইয়া থাকে।

জজীয়তী হইতে অবসর লইয়া দেশীয় জজেদের ওকালতী বা ব্যারিষ্টারি করিবার নিষেধ বিধি ১৯২০ সালে জারী হইয়াছে, অর্থাৎ পাকা জজের পদ পাইবার সময়ে চাকরীর খতে কবুলতী দিতে হয় যে "অবসরের পর আর ওকালতী বা ব্যারিষ্টারী করিব না।"

Mr. Justice Trevelyanএর সহিত চন্দ্রমাধব বাবুর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল, তিনি চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত প্রায়ই একত্রে বিচার করিতে বসিতেন।

Mr. Justice Grant চন্দ্রমাধব বাবুকে অতিশয় প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। Grant সাহেব বড়ই অমায়িক লোক ছিলেন, সকলেরই সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন। ভদ্রতায় তিনি একজন আদর্শ ইংরাজ ছিলেন।

স্থার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অশেষ গুণের কথা কেবল ভারতবর্ষ নহে পৃথিবীর সকল লোকেই জানিত। হাইকোর্টের বিচার আসনে তাঁহার মত দক্ষ জর্জ অতি অল্পই ছিল। নির্ভীক, অক্লান্ত কর্ম্মী ও বিশ্বব্যাপী জ্ঞানের সাগর ছিলেন। পুন্যশ্লোক সুমহান চরিত্রবান স্থার গুরুদাস বাবুর সহিত তিনি একত্রে প্রায়ই বিচারাসনে বসিতেন। চন্দ্রমাধব বাবু বলিতেন যে একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি একচ্ছত্রী ভাবে অপরের অভিমত না লইয়া কার্য্য করায় সার্ব্বজনীন শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। স্থার আশুতোষের বিস্তৃত বহু জীবনী প্রকাশ হইয়াছে তাঁহার সম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

Chief Justice Sir Richard Garth সুদক্ষ বিচারক ছিলেন। স্থার রমেশচন্দ্র মিত্রকে যখন Acting Chief Justice করা হয় তখন Garth সাহেব বিশেষ আপত্তি করেন, তাঁহার এই অনুদার অন্তকরণ দেখিয়া রমেশ বাবু ক্ষুণ্ণ হয়েন। রমেশ বাবুর কেহ অনিষ্ট সাধনের প্রয়াসী হইলে তিনি তাহা ভুলিতে পারিতেন না। যখন Garth সাহেব অবসর গ্রহণ করেন তখন উকীলরা তাঁহাকে অভিনন্দন প্রদান করেন নাই।

Garth সাহেবের পরেই Petheram সাহেব চিফ্ জাষ্টিস্ হইয়া আসেন। হাইকোর্টের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন। এমন কি মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তিনি Bengal Government কেও অনেক সময় আমলে আনিতেন না। জজ বহাল করিবার সময় তিনি সহযোগী সকল জজের অভিমত ও পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

চন্দ্রমাধব বাবু বলিতেন যে অনেক সময় কোন কোন Chief Justice জজ বহাল করিবার সময় ২।৪ জন জজের মত লইয়াই বহাল করিতেন, ইহাতে অনেক সময় উপযুক্ত ব্যক্তি জজ হইতে পারিত না, এই কারণে একটা অসন্তোষের সৃষ্টি হইত।

Petheram সাহেবের সহিত চন্দ্রমাধব বাবুর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। বড় বড় Regular Appealএর শুনানীর সময় তিনি চন্দ্রমাধব বাবুকে সহযোগী করিতেন। তিনি ইংরাজ ও দেশীয় জজকে সমান চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে তিনি চন্দ্রমাধব বাবুকে দায়রার বিচার করিতে বসাইবেন। দেশীয় জজেরা তৎপূর্ব্বে কেহ দায়রায় বসেন নাই। Petheram সাহেব ইচ্ছা করিলে কি হইবে অনেক গৌরাঙ্গ জজেরা তাঁহাকে মন্ত্র দিতেন যে দেশীয় জজেদের সহিত অন্ততঃ একটা বিষয়ে প্রভেদ না রাখিলে আমাদের ব্রিটীশ জাতির সম্মানের হানি হইবে। Petheram সাহেবের প্রকৃতিটা একটু দুর্ব্বল ছিল, তাঁহার এই শুভ ইচ্ছাটা হৃদয় মধ্যেই লয় প্রাপ্ত হইল। তবে Sir Comer Petheram একটা বিষয়ে দেশীয় জজেদের সহায় হইয়াছিলেন।

Secretary of State দেশীয় জজেদের বেতনটা যখন কম না রাখিয়া ইয়োরোপীয়ান জজেদের সঙ্গে সমান করিয়াছিলেন তখন পেন্‌সন্‌টাও তদনুপাতে সমান করেন নাই। উহা পূর্ব্ব নিয়মানুযায়ী কমই ছিল।

চন্দ্রমাধব বাবু বিচারাসনে বসিয়া অবধি এই প্রভেদটা সম্বন্ধে সর্ব্বদাই ভাবিতেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার চক্ষুতে বালুকা কণা পতিত হওয়ার মত খচ খচ্ করিত। তিনি সুযোগ বুঝিয়া

Sir Comer Petheramকে বলেন এবং সেই সময় রাজপ্রতিনিধি বড় লাট ডাফ্‌রিন বাহাদুরকেও বলেন। ডাফ্‌রিন বাহাদুর চন্দ্রমাধব বাবুকে অতিরিক্ত ভালবাসিতেন। আমরা সে সকল বিবরণ অন্য পরিচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করিব। চন্দ্রমাধব বাবু তাঁহাদের সুপরামর্শে এক আবেদন পত্র Secy of Stateএর নিকট পাঠাইয়া দেন এবং লাট সাহেব Lord Duffirin বাহাদুরও সুপারীষ করিয়া পাঠান। কিন্তু তদানীন্তন Secy of State বলেন যে কোন রাষ্ট্র নীতির গুপ্ত (political) কারণে এ প্রভেদ রাখা হইয়াছে। চন্দ্রমাধব বাবু এ কথা শুনিয়া নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন।

তাহার পর ঘটনাচক্রে ১৮৯২ খ্রীঃ Public Service Commission বসে তাহাতে পাঞ্জাবের ছোট লাট সভাপতি ছিলেন। উত্তর পশ্চিমের চিফ্ জাষ্টিস্ এবং স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি মেম্বর ছিলেন। Sir Comer Petheram, Mr. Justice Prinsep সাহেব এবং চন্দ্রমাধব বাবু (Mr. Justice Ghose) কলিকাতা হাইকোর্ট হইতে উক্ত কমিশনে সাক্ষ্য দিতে যান। তাঁহাদের সাক্ষ্যর ফলে জজেদের পেন্‌সনের তারতম্য উঠিয়া গেল।

চন্দ্রমাধব বাবুর একাগ্র চেষ্টার ফলে কার্য্য সুসিদ্ধ হইল। চন্দ্রমাধব বাবুর অনুরোধেই Petheram সাহেব এবং Prinsep সাহেব সাক্ষ্য দিয়াছিলেন।

তাহার পর হইতে দেশীয় জজেরা তাহারই ফল উপভোগ করিতেছেন।

১৮৮৮ খ্রীঃ Rampini সাহেব জজ হইয়া আসেন। তিনি প্রথম প্রথম চন্দ্রমাধব বাবুর জুনিয়ার (junior) হইয়া এক বেঞ্চে বসিতেন। চন্দ্রমাধব বাবু বলিতেন যে তিনি কতকটা উদাসীনের মত থাকিতেন, নিজে বড় একটা রায় টায় লিখিতেন না, কচিৎ এক আধটী রায় লিখিতেন। একবার তাঁহার একটী রায়ের খসড়া চন্দ্রমাধব বাবু পরিবর্ত্তন করেন। তাহাতে চন্দ্রমাধব বাবুকে তিনি বলেন :—

"You have always been treating me as if I were your Sheristadar : you have not only altered important portions of my draft judgment but also corrected my English." "অর্থাৎ আপনি আমার সহিত সর্ব্বদা এমন ভাবে ব্যবহার করেন যেন আমি আপনার সেরেস্তাদার; আমার রায়ের খসড়ায় আবশ্যকীয় স্থান-গুলিই যে পরিবর্ত্তন করিয়াছেন তাহা নহে আপনি আমার ইংরাজীও সংশোধন করিয়াছেন।"

জজ Rampini সাহেব বহুদিন হাইকোর্টের জজ ছিলেন এবং তাঁহার গম্ভীর মূর্ত্তিকে সকলেই ভয় করিত। তিনি কিছুদিন অস্থায়ী Chief Justice হইয়াছিলেন। তিনি সিভিলিয়ান জজ ছিলেন এবং বহুকাল নানা জেলায় জজীয়তী করিয়া বহুদর্শী হইয়া আসেন।

১৮৮৮ খ্রীঃ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জজ হয়েন। চন্দ্রমাধব বাবু গুরুদাস বাবুকে উক্ত আসন দিবার জন্য Sir Comer Petheramকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন এবং বলেন তাঁহার মত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি বিরল। জ্ঞানে, বিদ্যায়, কর্ম্মে, ধর্ম্মে,

চরিত্রে এইরূপ লোককেই ধর্ম্মাধিকরণে বসান কর্ত্তব্য। গুরুদাস বাবু চন্দ্রমাধব বাবুর আইন ক্লাসের ছাত্র ছিলেন, সুতরাং তিনি গুরুদাস বাবুর গুণাবলী প্রথম হইতেই জানিতেন এবং গুরুদাস বাবুকে প্রীতির চক্ষেই দেখিতেন।

ছোটলাট Bayley সাহেব বাবু ব্রজেন্দ্র কুমার শীলকে (জেলার জজ ছিলেন) জজ করিবার জন্য বলেন কিন্তু Sir Comer Petheram তাহাতে রাজী হয়েন নাই।

গুরুদাস বাবুর লোক বশীভূত করিবার ক্ষমতা অপরিসীম ছিল। হাইকোর্টের বিচারাসনে একমনে তিনি ধীরভাবে উকীল ব্যারিষ্টারের সওয়াল জবাব শুনিতেন এবং যখন কোন বিষয়ের তর্ক করিতেন তখন এমন সহাস্য বদনে সুমিষ্ট বাক্যে তর্ক করিতেন, যেন শোত্র,বৃন্দের শ্রবণ জুড়াইত। ওরূপ মিষ্টভাষী লোক বঙ্গদেশে জন্মায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সভা সমিতিতে যখন বক্তৃতা করিতেন আমরা তাঁহার মুখ হইতে কথন অসার বাক্য-বিন্যাস শ্রবণ করি নাই। সকল কথা গুলিই সারবান, প্রাঞ্জল ও হৃদয় গ্রাহী।

১৮৯০ খ্রীঃ স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার পরেই Mr. Ameer Ali জজ হয়েন। তিনি হিন্দু অপেক্ষা স্বজাতিকে বেশী ভাল বাসিতেন। তিনি সর্ব্বসাধারণের তাদৃশ প্রিয় ছিলেন না।

১৮৯২ খ্রীঃ Mr. Justice Sale এবং Mr Justice Stevens জজ হইয়া আসিলে তাঁহাদের সহিত চন্দ্রমাধব বাবুর বিশেষ বন্ধুত্ব হয়।

ঐ সময়ে Mr. Justice Jenkins হাইকোর্টের জজ হইয়া আসেন, তাঁহার সহিত চন্দ্রমাধব বাবু এক সঙ্গে Bettiah (বেতিয়া) রাজার জটীল (complicated case) মকদ্দমার বিচার করেন (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। ঐ সময়ে Chief Justice ছিলেন Sir Francis Maclean. চন্দ্রমাধব বাবুর নিজের যে অভিমত লিপিবদ্ধ আছে তাহা আমরা দেখিয়াছি, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে "Maclean সাহেব Governmentএর administration বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া সময় সময় কার্য্য করিতেন বলিয়া তখন অনেক লোকেই আলোচনা করিত যে বুঝিবা হাইকোর্টের উচ্চ মর্য্যাদা ও বিচার বিভাগের স্বাধীনভাব হীনপ্রভ হইয়া পড়িবে।" তাঁহার পরে যখন Jenkins সাহেব প্রধান বিচারপতি হইয়া আসেন তখন তিনি হাইকোর্টের মর্য্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই-রূপ কিম্বদন্তি "Maclean সাহেবের সময় জনসাধারণের হাইকোর্টের উপর কতকটা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নষ্ট হইয়া যায়।" State secy. Morley সাহেব Jenkins সাহেবকে তাঁহার পদে অভিষিক্ত করেন। হাইকোর্টের পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া আসে। তবে Jenkins সাহেবের সম্বন্ধেও চন্দ্রমাধব বাবুর এই প্রকার অভিমত ছিল, "Jenkins সাহেব বহুবিধ গুণ সম্পন্ন হইলেও তাঁহার "পরের মুখে ঝাল খাওয়ার" মত কতকটা ভাব ছিল। কাহাকেও জজ বাহাল করিবার সময় তিনি ২।১ জন জজের মত গ্রহণ করিতেন, সকলের মত লইতেন না।" চন্দ্রমাধব বাবু Maclean সাহেবের সহিত ইচ্ছা করিয়াই এক বেঞ্চে বসিতেন না, অবশ্য Maclean

সাহেব একবার তাঁহাকে বসিবেন কিনা জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে চন্দ্রমাধব বাবু নীরব থাকেন, ইহাতে Chief Justice সকল জজকেই বলিতেন যে Mr. Justice Ghose কাহারও জুনিয়ারী (বাঁয়ে বসিতে) করিতে ইচ্ছুক নহেন। বস্তুতঃ চন্দ্রমাধব বাবুর ওরূপ উদ্দেশ্য ছিল না, তিনি বসিতেন না পাছে অবিরত মতদ্বৈধ হয়, এবং উকীলরাও অনুরোধ করিতেন যে "আপনি স্বাধীন ভাবে (independently) senior জজ হয়েই থাকিবেন, আমরা তাহাতে বিশেষ সুখী হইব এবং আমরাও কাজ করিয়া সুখ পাইব।" Maclean সাহেবের সহিত তাঁহার আর একটী কারণে ভাল বনিবনা হয় নাই। সেটী আমরা পৃথক ভাবে অপর পরিচ্ছদে বিস্তারিত বর্ণনা করিব।

১৮৯৭ খ্রীঃ ভূতপূর্ব্ব জজ Macdonald সাহেবের জামাতা Mr. Justice Wilkins জজ হইয়া আসেন। তাঁহার একটা চরিত্রের প্রধান গুণ ছিল তিনি সাদায় (European) ও (Indian) কালোয় কোন প্রভেদ করিতেন না।

তিনি প্রায়ই চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত একত্রে বিচার করিতে বসিতেন।

একবার একটী ঘটনা ঘটে। রানাঘাট রেলওয়ে মকদ্দমা।

ঘটনার বিবরণ ঃ—দুইটী স্ত্রীলোক অভিভাবক বিহীন অবস্থায় ট্রেনে যাইতেছিল। ৩ জন সাহেব তাহাদের মর্য্যাদা হানি করে, এই অপরাধে ম্যাজিষ্ট্রেট Mr. K. C. Deyর বিচারে একজনের মাত্র ১ মাস কারাদণ্ড হয়। বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট এই বিচারে সন্তুষ্ট না হইয়া হাইকোর্টে move করে। সেই বিচারের ভার চন্দ্রমাধব বাবু ও Wilkins সাহেবের উপর পড়ে। তাঁহারা ১ মাস

কারাদণ্ডের স্থলে ১৮ মাস কারাদণ্ডের আদেশ দেন। অথচ চন্দ্রমাধব বাবু ম্যাজিষ্ট্রেট Mr. K. C. Deyকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। কি কারণে দেখিতেন তাহা আমরা অন্য স্থানে পরিচয় দিব।

Mr. Justice Handerson এবং Mr. Justice Pratt উভয়েই চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত একত্রে বিচার তক্তায় বসিতে ভালবাসিতেন। আমরাও দেখিয়াছি Pratt সাহেব বহুদিন তাঁহার সহিত বসিয়াছেন।

১৮৯৮ খ্রীঃ চন্দ্রমাধব বাবুর শরীর অসুস্থ হওয়ায় দার্জ্জিলিং গমন করেন। সেই সময় তিনি আড়াই মাস ছুটী লয়েন। তাঁহার স্থানে Mr. B. L. Guptaকে অস্থায়ী ভাবে জজ বাহাল করা হয়। চন্দ্রমাধব বাবুই তাঁহাকে হাইকোর্টে জজ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। তাঁহাকে কোন কারণে প্রথম শ্রেণীর জজ না করায় হাইকোর্টে জজীয়তী দেওয়া হইবে না এইরূপ কথা উঠে, অথচ তিনি সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত ব্যক্তি এবং বাঙ্গালীদের মধ্যে তিনি একজন সর্ব্বপ্রথম সিবিলীয়ান। তাঁহার মত যোগ্য ব্যক্তিকে এরূপ siding এ (ট্রেনকে যেমন অন্য লাইনে পরিত্যক্ত অবস্থায় রাখা হয়) রাখা ভাল নয় বলিয়া চন্দ্রমাধব বাবু চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে জজীয়তীর পদ প্রাপ্তিটা ঘটাইয়া দে'ন।

ঐ সময়ে Mr. Justice Stanley জজ হইয়া এ দেশে আসেন। তিনি সততায় পরিপূর্ণ ছিলেন। তিনি ভারতবাসীর সহিত ইংরাজদের কোন প্রভেদ রাখিতে ভালবাসিতেন না, বরং যাহাতে পরস্পরের মধ্যে একটা অকপট বন্ধু ভাব জাগে তজ্জন্য

বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি নিজে উদ্যোগী হইয়া একটা ইঙ্গ বঙ্গ (Indian & European) সমিতির (association) প্রতিষ্ঠা করেন, তাহাতে তিনি নিজে সেক্রেটারী হয়েন এবং ছোটলাট Woodburn সাহেবকে সভাপতি করেন। চন্দ্রমাধব বাবু উক্ত সভার সভ্য হয়েন। ইংরাজ ও দেশীয়দের সহিত পরস্পর মেলা মেশাই ঐ সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ঐ সভায় ছোটলাট বাহাদুর ও উচ্চ পদস্থ ইংরাজ রাজ কর্ম্মচারী এবং হাইকোর্টের জজেরা সকলেই যোগদান করিয়াছিলেন, এমন কি তাঁহাদের মহিলারাও সাগ্রহে সভায় আসিতেন। দেশীয় মহারাজা, রাজা, জমীদার, উকীল, ব্যারিষ্টার, এটর্ণী, বড় বড় ব্যবসাদার, ডাক্তার প্রভৃতি অনেক মান্য গণ্য লোকও যোগদান করিয়াছিলেন। এই সমিতির সভ্যগণ মধ্যে মধ্যে party (ভোজ) দিতেন। সর্ব্বপ্রথম চন্দ্রমাধব বাবুই party দে'ন।

এইরূপ পরস্পর আলাপ পরিচয় ঘনীভূত হইতে থাকায় একটা প্রভেদ ভাব আপনা হইতেই অপসৃত হইতে লাগিল। ইহা বুঝিয়া চন্দ্রমাধব বাবু একদিন লাট সাহেব Lord Curzon-এর নিকট কথা প্রসঙ্গে ইংরাজ ও ভারতবাসীর মধ্যে প্রভেদের (distinction) বিষয় তুলিয়াছিলেন এবং ভারতবাসীরা বিশেষতঃ বাঙ্গালীরা এখানে বা বিলাতে যে কোন পরীক্ষায় বা যে কোন লাইনে (বিভাগে) শীর্ষস্থান অধিকার করিতেছে। এ কথাও বলিয়াছিলেন। লাট সাহেব এ সকল কথায় কর্ণপাত তো করিলেন না অধিকন্তু তাহার পর হইতে চন্দ্রমাধব বাবুকে আর বড় ডাকিতেন না।

যাহা হউক Mr. Justice Stanley এলাহাবাদ হাইকোর্টের Chief Justice এর পদ পাওয়ায় চলিয়া গেলেন। সভাটীও জন্মের মত দেহ রাখিল।

আরও একটী কারণে চন্দ্রমাধব বাবু Lord Curzonএর সহিত তাঁহার কার্য্যকালের মধ্যে আর দেখা করেন নাই। একবার লাট সাহেবের সহিত কোন একটী বিশেষ কার্য্যের জন্য সাক্ষাৎ করিবার প্রয়োজন হয় এবং তিনি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া পাঠান। তাহাতে Lord Curzon বলেন যে "Mr Justice Ghose ought to interview with my Private Secretary first." (আমার সহিত দেখা করিতে হইলে জজ ঘোষ সাহেবের উচিত অগ্রে আমার দেওয়ানজীর সহিত দেখা করা)। আত্ম-মর্য্যাদা-অভিমানী চন্দ্রমাধব বাবু হাইকোর্টের জজের আসনকে খর্ব্ব করিতে প্রস্তুত ছিলেন না—সুতরাং সেই হইতে রাজপ্রতিনিধির সহিত আর কখনো দেখা করেন নাই।

১৮৮২ খ্রীঃ Mr. Justice Norris জজ হইয়া আসেন। চন্দ্রমাধব বাবুর নিকট শুনিয়াছি যে তাঁহার অন্তঃকরণ খুব ভাল ছিল, কিন্তু তাঁহার মস্তিষ্কটা মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হইয়া উঠিত এবং প্রকৃতিটাও একটু দুর্ব্বল ছিল। চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত একত্রে এক বেঞ্চে বসিতেন। একবার একটী কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটে। ওস্তাদ বাঙ্গালীদের হাতে পড়ে, এদেশে আসিয়া অনেক সাহেব কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানহীন হইয়া পড়ে। ঐ সময়ে বাবু কালী কুমার দে নামক একজন বড়দরের রাজকর্ম্মচারী কলিকাতায় বাস করিতেন। তিনি একজন পাকা ওস্তাদ রকমের লোক ছিলেন

অর্থাৎ লোক পটাইবার মন্ত্রে তিনি সিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার কায ছিল বড় বড় পদস্থ সাহেব রাজ কর্ম্মচারীদের বাটী গমন করা এবং সর্ব্বদা দেখা শুনা করা, তাঁহাদের কাছে গিয়াই বলিতেন, "I am always at your service, sir," "আমি সর্ব্বদাই আপনার জন্য খাটিতে প্রস্তুত, যে কোন কাজকর্ম্ম দরকার হবে আমি আহ্লাদ সহকারে তাহা সম্পন্ন করিব।" এইরূপ ভনিতা করিয়া তিনি সর্ব্বপ্রথমে সাহেবদের মনটীকে মোলায়েম করিয়া মাখিয়া লইতেন পরে আবশ্যকমত স্বার্থসিদ্ধির জন্য যথেচ্ছাক্রমে ব্যবহার করিতেন। Mr Justice Norris এবং Mr. Justice Tottenham কালীকুমার বাবুর বশীকরণ মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া পড়েন।

চন্দ্রমাধব বাবু বলিয়াছিলেন যে একবার একটা construction of will (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) মকদ্দমায় নরীস সাহেবের সহিত চন্দ্রমাধব বাবু একত্রে বিচার করেন। যে দিন মকদ্দমার শুনানী শেষ হইল সেদিন তাঁহারা রায় প্রকাশ করিলেন না। পরদিন আদালতে আসিয়া খাস্ কামরায় (chamber) বসিয়া রায় সম্বন্ধে তাঁহারা উভয়েই আলোচনা করিতে বসিলেন। চন্দ্রমাধব বাবু যে ভাবে রায় দিবেন তাহা শুনিয়া Mr. Justice Norrisএর মুখ হইতে হঠাৎ একটী পেটের কথা বাহির হইল। অর্থাৎ তিনি চন্দ্রমাধব বাবুকে বলিলেন যে "যে ভাবে আমরা রায় দিব স্থির করিলাম ঠিক এই ভাবের কথা অদ্য সকালে আমার বাটীতে বাবু কালীকুমার দে বলিয়াছিলেন।" চন্দ্রমাধব বাবু শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন এবং অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন—

"Do you mean to say, Norris, that you allow

such a man as Kali Kumar De to speak to you at your private residence about a case pending before you ?"

ভাবার্থ :—নরীস, তুমি কালীকুমার দে'র মত ব্যক্তিকে নিজের ঘরে মকদ্দমার কথা কহিবার অনুমতি দিয়া থাক অথচ যে মকদ্দমা এখনও তোমারি এজলাসে দায়ের আছে ?

এই কথা শুনিয়া নরীস সাহেব যেন 'এতটুকু' হইয়া গেলেন। ও আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রকৃতিস্থ হইয়া চন্দ্রমাধব বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন যে "আপনি কি কালীকুমার দে কে জানেন ?"

চন্দ্রমাধব বাবু তদুত্তরে বলিলেন "বিশেষরূপ জানি—তবে সে আমার কাছে ওরূপ কথা মনের ভিতর পোষণ করিলেও কখনও সাহস করিয়া বলিতে পারিত না।"

নরীস সাহেব এই কথা শুনিয়া আরও যেন 'কিন্তু' (সঙ্কুচিত) হইয়া গেলেন।

Mr. Justice Pigot চন্দ্রমাধব বাবুর ওকালতীর সময়ই জজ হইয়া আসেন। তাঁহার ওকালতীতে ক্ষমতা দেখিয়া Pigot সাহেব প্রশংসা করিতেন। Prinsep সাহেবকে বলিয়া ছিলেন যে চন্দ্রমাধব বাবুই জজ হইবার উপযুক্ত। কিন্তু চন্দ্রমাধব বাবু জজ হইবার পর Pigot সাহেব তাঁহাকে আর তেমন মধুর ভাবে দেখিতেন না। তাহার কারণ তাঁহাকে সকলেই নেতা (leader) বলিয়া মানিতেন কিন্তু চন্দ্রমাধব বাবু তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করিতেন না। অনেক সাহেবের পক্ষে এটা অসহনীয়।

বড়লাট ডাফ্‌রিন ও চন্দ্রমাধববাবু

ডফ্‌রিন সাহেব যখন ভারতের বড়লাট তখন চন্দ্রমাধব বাবু হাইকোর্টের প্রধান উকীল। লাটসাহেব বড় বিচক্ষণ ছিলেন, মানব চরিত্র বুঝিবার বিশেষ শক্তিই তাঁহাতে নিহিত ছিল। মহা রাজনীতিজ্ঞ লাটসাহেব দুই একবার চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে ইনি সকল বিষয়েই সুযোগ্য এবং ইঁহার সহিত সকল বিষয়ের সুযুক্তি ও সুপরামর্শ পাওয়া যাইবে। এই জন্য চন্দ্রমাধব বাবুকে সর্ব্বদাই ডাকিতেন, চন্দ্রমাধব বাবুকে জজীয়তী পদে মনোনীত করিবার সময় বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। লাটসাহেব স্বহস্তে পত্র লিখিয়া চন্দ্রমাধব বাবুকে দিতেন।

বর্ম্মা রাজ্যকে যখন ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত করিবার (annexation) জল্পনা কল্পনা রাজপুরুষেরা করিতেছিলেন তখন লাটসাহেব বাহাদুর চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত অত বড় একটা রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসেন! বর্ম্মা দেশটীকে ব্রিটীশ রাজের শাসনাধীনে রাখা উচিত কি অনুচিত তৎ সম্বন্ধে একটা গোলমাল ঠেকিতে ছিল। সুতরাং পাঁচজনের সুপরামর্শ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত একাধিকক্রমে ৪।৫ দিন এই সম্বন্ধে আলোচনায় বাদ প্রতিবাদ চলিয়াছিল। লাটসাহেব বর্ম্মাকে শাসনাধীনে রাখার পক্ষপাতী, চন্দ্রমাধব বাবু বিরুদ্ধ মতাবলম্বী। চন্দ্রমাধব বাবু স্বভাবতঃ স্বাধীন প্রকৃতির লোক, বিনা কারণে লাটসাহেবের কথায় সায় (ditto)

দিতেন না। যিনি যত বড়ই হউন, তেজস্বীই হউন, নির্ভীক চন্দ্রমাধব বাবু তাঁহার খাতিরে যে ন্যায় বিবেককে জলাঞ্জলি দিয়া "আজ্ঞা হাঁ, তা আপনি যা বল্‌বেন তা ঠিক" ইত্যাদি মনভুলান কথা বলিবার পাত্রই ছিলেন না। উভয়ে ঘোরতর তর্ক চলিতেছে, যখন লাটসাহেব দেখিলেন যে চন্দ্রমাধব বাবু তাঁহার সকল তর্কই খণ্ডবিখণ্ড করিতেছেন, শেষ লাটসাহেব নিরস্ত হইলেন এবং বলিলেন যে "Mr Justice Ghose, let us agree to differ" অর্থাৎ এস মিষ্টার জাষ্টিস্ ঘোষ, এখন হইতে আমরা আমাদের মতদ্বৈধতা সম্বন্ধে উভয়ে এক মত হই।"

চন্দ্রমাধব বাবু মনে মনে বিরক্ত হইয়া চলিয়া আসেন।

লাট সাহেব স্বীয় মতই বজায় রাখিলেন। মহা সমারোহে বর্ম্মা রাজ্য ব্রিটীশ রাজ্যভুক্ত করিয়া বর্ম্মার রাজার ও পরিবারবর্গের (আহা বেচারীদের) অন্ন বস্ত্রের যেন কোন কষ্ট না হয় এইরূপ সুব্যবস্থা করিয়া ও যথেষ্ট দয়া দেখাইয়া রাজ প্রতিনিধি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। Princep ঘাটে গঙ্গার ধারে বিরাট মিছিল, চাঁদনীতে সভা হইয়াছে, কাষ্ঠাসন দেওয়া হইয়াছে। বড় বড় শ্বেতাঙ্গ রাজ কর্ম্মচারী ও দেশীয় গণ্য মান্য লোক উপস্থিত হইয়াছেন। লাট সাহেবকে মঙ্গলাচরণ করাইয়া অভ্যর্থনা করা হইবে। চন্দ্রমাধব বাবুকে উপস্থিত থাকিতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সাম্‌নের ২টী লাইন বাদ দিয়া কতকটা গোপন ভাবেই বসিয়াছিলেন। প্রথমটা লাট সাহেবের তাঁহার দিকে নজর পড়ে নাই, পরে নজর পড়ে, নিজের কাছে বসিতে বলেন এবং অনেকগুলি উপস্থিত Volunteer দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে "এই দেশীয় Volunteer কাহাদের মধ্য

হইতে লওয়া উচিত?" চন্দ্রমাধব বলেন যে "কেবল যে বাঙ্গালীদের মধ্যেই লওয়া উচিত তাহা নহে, ভারতবর্ষের সকল স্থানেরই লোক লওয়া উচিত। B. A. বা M. A. উপাধিকারী যুবকই যে Volunteerএর যোগ্য তাহা নহে উচ্চ বংশীয় অথবা উচ্চ বংশের সহিত আত্মীয়তা থাকা বিশেষ আবশ্যক।

একদিন Government Houseএ (লাট প্রাসাদে) এক বৃহৎ আনন্দ সভা বসিয়াছে। চন্দ্রমাধব বাবু সেদিনও অনেক পশ্চাতে বসিয়াছিলেন। লাট সাহেব তাঁহাকে দেখিয়া শার্দ্দুলের ন্যায় ছুটিয়া আসিলেন এবং চন্দ্রমাধব বাবুর দক্ষিন হস্ত খানি সজোড়ে নাড়া দিয়া সহাস্য বদনে বলিলেন "you peer of the State, standing so much behind?" অর্থাৎ

"তুমি দেশের চূড়া তুমি অত পশ্চাতে দণ্ডায়মান?" এই বলিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া একটী সোফায় উভয়ে বসিয়া কথোপকথন করেন এবং একটী নূতনতর প্রস্তাব করেন এবং চন্দ্রমাধব বাবুর অভিমত জিজ্ঞাসা করেন।

প্রস্তাবটী এই প্রকার:—Governmentএর কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অনেকে ঠিক বুঝিতে পারে না, বিপরীত ভাব ধারণ করে, তাহাদের বিপরীত মত দূরীভূত করা এবং গভর্ণমেণ্টের যথার্থ সাধু উদ্দেশ্য প্রকটিত করা ও চতুর্দ্দিকে প্রচারিত করা ইত্যাদি বহু উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য একটী State Paper (সরকারী সংবাদ পত্র) প্রকাশ হওয়া উচিত। বর্ম্মার কাণ্ডটা লইয়া তখনও দেশময় আন্দোলন চলিতেছিল, বোকা ভারতবাসী রাজনীতি ও ব্রিটীশের উদার নীতি কোনটাই বুঝিতে পারে না অথচ স্বুধু স্বুধু

আন্দোলন করিয়া মরে, প্রজাদের সুবুদ্ধি দিবার জন্যই উক্ত কাগজ বাহির করিবার অভিপ্রায়টা লাট সাহেব প্রকাশ করিলেন। লাট সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী Sir Wallace Mackenzie বলেন যে রুসিয়াতে ঠিক ঐ প্রকারের একখানি সংবাদ পত্র আছে। চন্দ্রমাধব বাবু লাট সাহেবের প্রস্তাব যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করিলেন। লাটসাহেব এ ক্ষেত্রে উহা সদ্ যুক্তি বোধে প্রস্তাবটীর বিলোপ সাধন করিলেন।

লাট সাহেব ঐরূপ ঘনিষ্ঠভাবে চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন এবং পত্রাদিও যাহা লিখিতেন তাহা স্বহস্তলিখিত ও নিতান্ত আত্মীয়র মত। একখানি পত্রের কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করিলাম। ভারত গভর্ণমেণ্ট একজন অতিরিক্ত দেশীয় জজকে হাইকোর্টে নিয়োগ করিতে চাহেন। Mr. Ameer Ali আন্তরিক চেষ্টা করেন; কিন্তু গুরুদাস বাবুই যোগ্যতর বলিয়া তাঁহাকেই জজ করা হয়। ইহাতেও Indian Mirror চিৎকার করিয়া উঠে।" এক্ষেত্রে একজন মুসলমানকে জজীয়তী দেওয়া হইল না কেন?" এইরূপ বোল আওড়াইয়া 'মিরার' বাজার সরগরম করিতে লাগিল।

বড় লাট ডাফ্রিন বাহাদুর ১৮৮৮ খ্রীঃ ৬ই নভেম্বর তারিখে এক পত্র লেখেন, নিম্নে তাহার অংশ লিপিবদ্ধ হইল।

"You will have seen that we have added another native Judge to the Calcutta High Court. This ought to have been accepted as a proof of the sincerety of the Government to increase the number of important offices to be placed

within the reach of Natives and to carry out the recommendations of the Civil Service Commision, but with their usual perversity I am told that some of the Bengal papers are complaining that we have not nominated a Mahomedan. Of course the motives that lie at the bottom of these observations are plain enough. When will they learn to discuss public affairs like reasonable men instead of like spiteful children? They are only bringing themselves and the party with which they are connected into contempt. For my part I should have been very glad to have appointed a Mahomedan had there been one competent for the post; but I referred the matter to the Chief Justice Sir Comer Petheram and the Lt. Governor of Bengal and both agreed in declaring in the most positive terms that there was none such and certainly the Government of India will never prostitute such appointments or paralyze the very fountains of justice by nominating as judges any other than the ablest men it can lay its hands or merely to please or conciliate either this or that community."

ভাবার্থ :—আপনি বোধ হয় দেখিয়াছেন যে আমরা আর একজন বাঙ্গালী জজ হাইকোর্টে বাড়াইয়া দিয়াছি। উপযুক্ত দেশীয় ব্যক্তিদের দ্বারা উচ্চ পদ পূরণ করিয়া সংখ্যা বৃদ্ধি করায় গভর্ণমেণ্ট যে তাঁহাদের আন্তরিকতা প্রমান করিতেছেন এবং

গভর্ণমেণ্ট যে সিবিল সার্ব্বিস কমিশনের মন্তব্য কার্য্যে পরিণত করিতেছেন ইহা সকলেরই স্বীকার করা উচিত কিন্তু আমার কাছে এ সংবাদ আসিয়াছে যে অনেক দেশীয় সংবাদ পত্র তাহাদের স্বভাবগুণে অভিযোগ করিতেছে যে আমরা একজন মুসলমানকে জজ মনোনীত করিলাম না। বস্তুতঃ তাহাদের গুঢ় অভিসন্ধি সহজেই বুঝা যাইতেছে। মুসলমানেরা কবে যে হিংসুক অবিবেচক বালকের স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তির ন্যায় দেশের কার্য্য আলোচনা করিতে শিখিবে? তাহারা নিজেদিগকে এবং তাহাদের সংশ্লিষ্ট দলকে ঘৃণিত করিয়া তুলিতেছে।

আমার নিজের এই রূপ অভিপ্রায় ছিল যে যদি আমি একজন মুসলমানকেও যোগ্য মনে করিতাম তাহা হইলে তাহাকে নিয়োগ করিয়া সুখী হইতাম. কিন্তু নিরূপায় হইয়া আমি চিফ্ জষ্টীষ স্যার কুমার পেথরাম ও বঙ্গের ছোট লাটকে লিখিয়াছিলাম; এবং উঁহারা উভয়েই আমার কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন; বাস্তবিক ভারত গভর্ণমেণ্ট কখনও যোগ্য লোককে দূরে রাখিয়া অযোগ্য লোককে নিযুক্ত করিয়া বিচারকের পদকে কলঙ্কিত ও পক্ষাঘাত গ্রস্থ করিবেন না অথবা যে কোন সম্প্রদায় বিশেষকে অযথা সন্তুষ্ট করাও ভারত গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় নহে।"

Lord Duffirinএর রাজ্যশাসন কালে উচ্চ পদগুলি গুণানুসারেই ভর্ত্তি হইত, আজকালকার মত প্রায় সম্প্রদায় দেখিয়া হইত না। Lord Duffirinএর পর যিনি ভারতের রাজপ্রতিনিধি হইয়া

আসেন তিনি Mr. Amir Aliকে হাইকোর্টের জজ করিয়া দে'ন। একটী কৌশল করিয়া হাইকোর্টকে লাট সাহেব এক পত্র লেখেন যে—"আমরা আমীর আলী সাহেবকে জজীয়তী দিয়াছি—ইহাতে আপনাদের আপত্তি আছে কি না?" বস্তুতঃ যদি তাঁহাদের নিকট এই ভাবে পত্র আসিত যে দেশীয়দের মধ্যে কাহাকে জজ করা উচিত তাহাদের নাম পাঠাইবেন—তাহা হইলে বোধ হয় হাইকোর্ট অভিমত পাঠাইত যে আমরা অমুক অমুক ব্যক্তিকে যোগ্য বিবেচনা করি। ইহাতে সে সময় হয় তো বাঙ্গালীর নামই বেশী যাইত।

Lord Dufferinএর যখন কার্য্য কাল ফুরাইল তখন চন্দ্রমাধব বাবু তাঁহাকে নিজের একখানি ফটো (প্রতিচ্ছবি) পত্রের সহিত পাঠাইয়া দে'ন। তিনি ধন্যবাদ দিয়া উত্তর প্রদান করেন—

"I am very much obliged for your kind letter of the 21st of April and the portrait which it encloses. It is a very nice photograph and I am especially glad that it represents you in your robes. I shall always remember with pleasure the friendly relations which have existed between us and I am very glad to think that your career as one of the Judges of the High Court should so satisfactorily illustrate the ability of the native gentlemen of India to discharge the responsible duties attaching to so high an office."

ভাবার্থ:—২১শে এপ্রেল তাং আপনার সহৃদয়তা পূর্ণ পত্র এবং তন্মধ্যস্থিত আপনার তসবীর খানি পাইয়া আমি বাধিত

হইলাম। ফটো খানি অতি সুন্দর এবং আমি বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি যে ফটোখানিতে আপনার পরিচ্ছদে সজ্জিত মূর্ত্তিখানি অবিকল ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমাদের উভয়ের মধ্যে যে বন্ধুত্ব স্থায়ীত্ব লাভ করিয়াছে তাহা সর্ব্বদাই আমি আনন্দের সহিত স্মরণ করিব এবং আমি চিন্তা করিলেও সুখী হইব যে হাইকোর্টে আপনার জজীয়তীর দক্ষতা তৃপ্তিপ্রদ আদর্শরূপে সকলের চক্ষে প্রতিভাত হওয়া উচিত, বিশেষ যে সকল দেশীয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী দায়ীত্ব পূর্ণ কার্য্য করিতেছেন।"

লর্ড ডাফরিন উদার মতাবলম্বী ছিলেন। কাউন্‌সিল যাহাতে আরও ভাল হয়—তজ্জন্য তিনি ভাবিতেন এবং চন্দ্রমাধববাবুর সহিত পরামর্শ করিতেন। চন্দ্রমাধব বাবুর পরামর্শ শুনিয়া তিনি বলিতেন যে "আপনি যে আমার অপেক্ষাও উদার মতাবলম্বী।" লর্ড ডাফ্‌রিন কিরূপ শাসনকর্ত্তা ছিলেন—তাঁহার মত কিরূপ উদার ছিল এ সকল সমালোচনা আমাদের অনধিকার চর্চ্চা। কেবলমাত্র চন্দ্রমাধববাবুর সহিত তাঁহার যে যে বিষয়ের কথোপকথন হইত আমরা তাহাই বিবৃত করিলাম।

স্যার চন্দ্রমাধব ও বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা

"Out of evils cometh good." অমঙ্গলের ভিতর যে মঙ্গল নিহিত থাকে তাহা মঙ্গলময় বিধাতার অপূর্ব্ব ভাব চাতুরী। ক্ষুদ্র বুদ্ধি মানব প্রথমে তাহা ধারণায় আনিতে পারে না—পরে ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে অমঙ্গল অপসৃত হইয়া মানবের কল্যাণ ভাতিয়া উঠে। প্রতিনিয়তই আমরা তাহার পরিচয় পাইতেছি। তবে সমগ্র কায়স্থ জাতির কল্যাণ কামনায় করুণাময়-বিশ্বনিয়ন্তা অভিনব ভঙ্গীতে এক ঘটনার অবতারণা করিলেন। আর্য্যভূমে কায়স্থ জাতি ধনে মানে জ্ঞানে উচ্চ বলিয়া পরিগণিত। এই জাতির আভ্যন্তরিক ক্রমশঃ অবনতি হইতেছে। কায়স্থ জাতির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে আবার জাতিরও অবনতি হইতেছে। জাতির অবনতিতে ধর্ম্মের লোপ। ধর্ম্ম গোপ্তা দয়াময় গোপেশ্বর ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য এক চক্র বিস্তার করিলেন।

প্রথম অবস্থায় লীলাময়ের চক্র এইরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল। বর্ত্তমান ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট দশ বৎসর অন্তর দেশের আদমসুমারী (Census) গ্রহণ করেন। তাহার সম্পাদনে নরনারীর হিসাব, জাতির হিসাব, ধর্ম্মের হিসাব প্রভৃতি অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ থাকে। উদ্দেশ্য বর্ত্তমানে দেশের অবস্থা জানা যাইবে এবং ভবিষ্যতে দেশ কি ছিল তাহার ইতিহাস পাওয়া

যাইবে। গভর্ণমেণ্টের এই সদুদ্দেশ্য বস্তুতই প্রশংসনীয়। এই সেন্সাস গ্রহণ যে অতি আবশ্যকীয় তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

এত বড় একটা দায়ীত্ব পূর্ণ কার্য্যকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা গভর্ণমেণ্টের নিতান্ত কর্ত্তব্য তদ্বিষয়েও সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় ১৯০০ সালে যে সেনসাস গৃহীত হয় তাহার দায়ীত্ব ভার অর্পিত হইয়াছিল রিজলী ও গেট (Gait) সাহেবের উপর। মানুষ মাত্রেরই ভ্রম হয় তবে যাঁহারা ভ্রম স্বীকার করিয়া সংশোধন করিয়া লয়েন তাঁহারা বুদ্ধিমান ও পণ্ডিতপদবাচ্য, আর যাঁহারা তাহা না করেন তাহাদের প্রমাদ পূর্ণ কার্য্য দেশে প্রমাদের সৃষ্টি করিয়া থাকে। ১৯০১ খ্রীঃ গেট্ সাহেব সম্পাদিত Census Reportএ যে কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাতে বিপরীত ফল ফলিল। প্রথমে তিক্ততার আস্বাদনের পরে মধুরতা অনুভূত হইয়াছিল। সেই মাধুর্য্যের বিকাশে, সেই অদৃশ্যশক্তির বলে সুপ্ত সিংহ জাগরিত হইয়া উঠিল। বিরাট কায়স্থ জাতি উত্থিত হইয়া দেখিল—কোথায় তাহারা ? সেন্সাসের বিদেশীয় কর্ত্তাগণ তাহাদিগকে সমাজের নিম্নস্তরে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। জাতি-সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতে যে জাতি সমাজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত, তাহারা যোগমায়ায় অভিভূত ছিল বলিয়া স্বদেশস্থ বিদ্বেষী বিভীষণ চরিত্রবিশিষ্ট পরপাদুকাবাহী ভৃত্যের দল গেট্ সাহেবের কর্ণে নানারূপ কুপরামর্শ দিতে লাগিল। খলতা ও নিজেদের মর্য্যাদার উন্নতিই তাহাদের এইরূপ অসদ্ উপায় অবলম্বনের কারণ।

অনভিজ্ঞ গেট সাহেব একদেশদর্শী হইয়া যাহা লিপিবদ্ধ

করিলেন তাহাতে কায়স্থ জাতির জাত্যাভিমান জাগিয়া উঠিল। অসংখ্য কায়স্থ জাতির অঙ্গ চালনা মাত্রেই বঙ্গের সমগ্র জাতি কাঁপিয়া উঠিল। হঠাৎ হিন্দুসমাজ-ক্ষেত্রে ভূকম্পন অনুভূত হইল। সেই ঘোরতর আন্দোলনে সমাজ সাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। বিরাট জাতির সুতীব্র প্রতিবাদ অগ্নিবাণের ন্যায় কর্তৃপক্ষ গণের অভেদ্য শরীরকে বিদ্ধ করিল, গেট সাহেব কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

কর্ত্তৃপক্ষগণ চক্ষু মেলিয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া দেখিলেন—"বিরাট অজগর সর্পের ল্যাজে পা দিয়াছি।" অমনি কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ সান্ত্বনা বাণীর দ্বারা ভুলাইতে চেষ্টা করিলেন।

বিশাল কায়স্থ জাতি নিতান্ত শিশু নহে, মিষ্টান্নে ভুলিল না, তাহারা বৃথা বাক্‌বিতণ্ডা করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা জাতিনির্ণয় করাইয়া নিশ্চিন্তে ঘুমাইতে রাজী হইল না। জাতির কোথায় রোগ, তাহার কারণ ও তাহার নিরাময়ের উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পরের দ্বারে ভিক্ষার্থী হইয়া সম্মানের লাঘব করিলেন না, নিজের ঘর সংস্কারের জন্য সকলে মিলিত হইয়া "শক্তি পূজার" বোধন বসাইলেন, নানাস্থানের স্বজাতীয় পূজারী ভ্রাতাদিগকে সাদরে আহ্বান করিলেন। বিপুল বিরাট যজ্ঞের সমিধ্ সংগ্রহ হইতে লাগিল। প্রবীন ঋষিকল্প পূজারীরা অগ্রণী হইলেন। সেই সেন্সাসমেধ যজ্ঞের হোতা রূপে বরিত হইলেন—মহামতি স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ। আর সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ধনকুবের উদারপ্রাণ স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষ। দিনাজপুরের মহারাজা স্বর্গীয় গিরিজানাথ রায় বাহাদুর, শোভাবাজারের মহারাজা স্বর্গীয় নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, জমীদার রায়

যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, হাটখোলার জমিদার স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ দত্ত, ডিমলার রাজা, মাননীয় জজ সারদাচরণ মিত্র, কর্ম্মবীর ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ স্বজাতিয় ঋষিকল্প মনিষীগণ সমবেত হইয়া জাতির কল্যাণ-সাধক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

গেট্‌ সাহেব সেন্সাস রিপোর্টে কায়স্থজাতি সম্বন্ধে অনেক অলীক অবান্তর অসার কথা লিখিলেন যাহা সমগ্র জাতির সম্মান হানিকর। যাহা অবলম্বন করিয়া লিখিয়াছিলেন তাহা ভ্রমাত্মক ও প্রমাণশূন্য, এতদ্ব্যতীত কায়স্থজাতি যে বৈদ্যজাতির নিম্নস্তরের জাতি তাহা বলিতেও ত্রুটী করেন নাই; এই মতের পোষকতায় একটী চমৎকার বাঙ্গলা প্রবাদবাক্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন—সে বাঙ্গলাটীর অর্থ যে কি, তাহা বাঙ্গলাভাষায় অনভিজ্ঞ গেট্‌ সাহেবই বুঝিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ।

বাক্যটী এই :— "যত বামুন তত কায়েত
যত বৈদ্য তত কায়েত
যত কায়েত তত কায়েত"

বাস্‌—গেট্‌ সাহেব ইহার বিষদ্‌ অর্থ বুঝিলেন যে, কায়স্থরা বৈদ্য অপেক্ষা নীচ। এরূপ বঙ্গভাষা অভিজ্ঞ দুই চারিজন পণ্ডিত সিবিলিয়ান দেশে থাকিলে ও বাঙ্গলার আলোচনা করিলে বাঙ্গলা ভাষা অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিবে।

এই প্রসঙ্গে আর একজন সিবিলিয়ান ডিষ্ট্রীক্ট জজের বাঙ্গলা জ্ঞানের পরিচয় দিলাম। তিনি উকীলদের সহিত বাঙ্গলা বলিতে ভাল বাসিতেন, তিনি বিচারকালে আৰ্জ্জীখানি পাঠ করিতেছেন তাহাতে একস্থানে লেখা আছে "চিরদিন দখল করিত"। সাহেব

নথী উল্টাইয়া নানাস্থান দেখিয়া উকীলকে বলিলেন "যখন লেখা আছে (চিরদিন দখল করিত) তখন চিরদিনের উপর শমনজারী হয় নাই কেন ?"

গেট্ সাহেবের বাঙ্গলা ভাষায় অনভিজ্ঞতার ফলে আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল।

Census Report সম্বন্ধে তৎকালীন কায়স্থজাতির নেতাগণ গেট্সাহেব প্রমুখ কর্ত্তৃপক্ষগণকে দূর হইতে সেলাম করিয়া স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই অসার সেন্সাস্ রিপোর্ট পুস্তকখানিকে আবর্জ্জনার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া অনেকেই বলিলেন :—

"চণ্ডালের হাড় দিয়া পোড়াও পুস্তকে,
ভস্মরাশি করে ফেল কর্ম্মনাশা জলে।"

সমগ্র কায়স্থজাতির বিরাট অধিবেশনের আয়োজন চলিতে লাগিল, উক্ত উদ্যোগী প্রবীন ব্যক্তিগণ যুবকের ন্যায় অদম্য উৎসাহে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন—জাতীয় কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সফল করিবার কামনায় অর্থ দানে সকলেই মুক্ত হস্ত হইলেন, ভারতের চতুর্দ্দিকে যে যেখানে স্বজাতিপ্রেমিক কায়স্থ আছেন সকলকে কলিকাতায় বিরাট অধিবেশনে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করা হইল। কি জানি কি মন্ত্রবলে নানাদিকদেশস্থ কায়স্থ জাতি প্রতিনিধি পাঠাইতে লাগিলেন। সহস্রাধিক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ১৩০৮ সালের ১০ই পৌষ পাথুরিয়াঘাটার স্বজাতিপ্রেমিক স্বর্গীয় রমানাথ ঘোষের প্রাসাদতুল্য ভবন দীপ্ত হইয়া উঠিল। বহুদিন বিদেশবাসী ভাইয়ে ভাইয়ে মিলন—চতুঃসাগরী চারি শ্রেণীর সম্মিলনে—প্রত্যেক ব্যক্তিগণের অন্তঃকরণ-উদ্ভূত অমৃতনিস্যন্দিনী

প্রেমের, আনন্দের ধারা নয়ন সিক্ত করিল, বক্তাগণের কণ্ঠ বাষ্প গদগদ হইয়া উঠিল—

"ঘন ঘন নয়নে নীর ভরি আয়ত
ঘন ঘন অধরহি কাঁপ ।"

সেই মহামিলন যে দেখিয়াছে সেই মোহিত হইয়াছে, আজও তাহা দর্শকের স্মৃতিপটে প্রোজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে, সেই মহা সম্মেলনের অনুষ্ঠাতারা কিরূপ সাম্য মন্ত্রের উপাসক ছিলেন এবং কিরূপ উপযুক্ত নাবিক ছিলেন, তাহা ঐ সময়ে তাঁহাদের ক্ষেপনী সঞ্চালনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিলেই বুঝিতে পারিবেন।

কায়স্থজাতি চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, দক্ষিণরাঢ়ী, বঙ্গজ, উত্তর-রাঢ়ী ও বারেন্দ্র। স্ব স্ব শ্রেণীর মধ্যে সকলেই প্রধান, সকলেই সম্মানার্হ। প্রত্যেক শ্রেণীর ভিতরেই সভাপতি হইবার উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। অনুষ্ঠাতারা প্রমাদ গণিলেন। এরূপ মহা সম্মেলনে সর্ব্বাপেক্ষা এমন বরেন্য কে—যাঁহাকে সভাপতির আসন প্রদান করা যায়? মানীর মান রক্ষা না করিলে জাতীয় কার্য্য পণ্ড হইতে পারে।

সাম্যমন্ত্রের মিলন প্রয়াসী অনুষ্ঠাতাগণ পরামর্শ করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন তাহা তাঁহাদের মত লোকের গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক। সে সময়ে তিন জন ব্যক্তি সভাপতির আসন পাইবার যোগ্য। দক্ষিণরাঢ়ী সমাজের—মহারাজা স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ। উত্তররাঢ়ী সমাজের—মহারাজা দিনাজপুরাধিপতি স্বর্গীয় গিরিজানাথ রায় বাহাদুর অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ও প্রাচীন রাজবংশধর। বঙ্গজ সমাজের—চন্দ্রমাধব ঘোষ

মহোদয় জ্ঞান বিদ্যা ও উচ্চ পদারূঢ় এবং এই সমাজসংস্কারে অগ্রণী ও অক্লান্ত কর্ম্মী।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে সাব্যস্থ হইল যে মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুরকে সভাপতি মনোনীত করিবার জন্য প্রথমে দুইজন বঙ্গজশ্রেণীর সভ্য প্রস্তাব করিবেন। তৎপরে দক্ষিণরাঢ়ী ও বারেন্দ্রশ্রেণীর ২ জন সভ্য মহারাজা গিরিজানাথকে সভাপতি করার প্রস্তাব উত্থাপিত করিবেন। তাহাতে মহারাজা দিনাজপুর উঠিয়া সর্ব্বসমক্ষে বলিবেন যে "মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর আমাঅপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ, অতএব আমিই প্রস্তাব করিতেছি যে তিনিই সভাপতি হউন।" উপস্থিত সভ্যগণ ধন্য ধন্য করিয়া মহারাজা দিনাজপুরের মহত্ত্বের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সভার অনুষ্ঠাতাগণ তখন চন্দ্রমাধব বাবুকে সহঃ সভাপতির উপর এবং সভাপতির ঠিক পরে এক সদস্য পদের সৃষ্টি করিয়া উক্ত পদে অভিষিক্ত করিলেন। উদ্দেশ্য—মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত প্রত্যেক কার্য্যনির্ব্বাহক সভার বা সাধারণ বা বিশেষ সভার অধিবেশনে উপস্থিত হইতে পারিবেন না, তখন চন্দ্রমাধব বাবুই সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। প্রকারান্তরে অনুষ্ঠাতাগণ চন্দ্রমাধব বাবুকেই কায়স্থসভার কর্ণধার করিলেন। তাঁহার পরিচালনে সভা উন্নতি মার্গে অচিরেই উঠিয়া পড়িল।

বিরাট অধিবেশনে যে স্থায়ী সভা স্থাপিত হইল, তাহার নামকরণ হইল "বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা" এবং "কায়স্থপত্রিকা" নামে একটী জাতীয় মাসিক পত্র প্রকাশের ব্যবস্থা হইল।

প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্বকোষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব উক্ত পত্রের সম্পাদক হইলেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার উক্ত বিরাট অধিবেশনে ৩টী বিষয়ের উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া জাতীয় কল্যাণ সাধন করিতে হইবে এই মর্ম্মে একটী মন্তব্য সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

(ক) চারিশ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদি সামাজিক আচার ব্যবহার প্রচলন।

(খ) কায়স্থজাতি যে ক্ষত্রিয় তাহা সমগ্র জাতির মধ্যে প্রচার করিয়া ক্ষত্রিয়োচিত আচার ও সংস্কার গ্রহণ।

(গ) বিবাহপণ নিবারণ ও বিবাহের ব্যয় সংক্ষেপ করণ।

উক্ত প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য চন্দ্রমাধব বাবু উদ্যমশীল নেতাগণকে লইয়া সর্ব্বসাধারণের অভিমত সুদূর মফঃস্বল হইতে আনাইতে লাগিলেন। প্রতি মাসে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ২টী বা ৩টী অধিবেশন হইত, তাহাতে যাতায়াত, এতদ্ব্যতীত গৃহে আসিয়াও সভার জন্য অনেক কার্য্য করিতেন। পত্র লিখিয়া সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রভৃতি সভার উন্নতি বিধায়ক বহুকার্য্য সম্পন্ন করিতেন।

অনিবার্য্য কারণ ব্যতীত তিনি বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার ক্ষুদ্র অধিবেশনেও অনুপস্থিত হইতেন না এবং নির্দ্ধারিত সময়ে সর্ব্বাগ্রে আসিতেন।

সকলের সহিত মেলামেশা এবং অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া জাতীয় কল্যাণের জন্য পরামর্শ করা তাঁহার একটা নেশা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

আমি অনেক সময়ে দেখিয়াছি তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়া সভার জন্য নানাস্থানে পত্র লিখিতেছেন।

সভা আহ্বান করায় এত অনুরাগ যে ১৯০৭ সালে পূজার ছুটীতে আমি মধুপুরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম, তথা হইতে একদিন দেবঘর রওনা হইলাম। উদ্দেশ্য—বৈদ্যনাথজীউ দেবতাকে দর্শন ও পূজা দেওয়া এবং চন্দ্রমাধব বাবুকে বিজয়ার প্রণাম করা। বৈদ্যনাথ দর্শনের পর আহারাদি করিয়া অপরাহ্নে চন্দ্রমাধব বাবুর দেবঘরের নন্দন পর্ব্বতের নিম্নে বাংলা (Bunglow) অভিমুখে গমন করিলাম। তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম তাঁহার বাটীর সম্মুখে অগণিত কাঙ্গালীর দল কোলাহল করিতেছে। ভাবিলাম, বাটীতে ঐ সকল কাঙ্গালীর দল ঠেলিয়া প্রবেশ করা অপেক্ষা আপাততঃ অদূরে তরু তলে শিলোপরি উপবেশন করিয়া কৌতূহল নিবারণ করি। ক্ষণপরে একটা আনন্দ কোলাহল ও জয়ধ্বনি কর্ণগোচর হইল। নিকটে আসিয়া দেখিলাম সকলেই নূতন কাপড়, পয়সা ও চাউল লইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়াছে। ভিখারীদের জিজ্ঞাসা করায় তাহারা মহা আহ্লাদের হাসি হাসিয়া সমস্বরে আমাকে বলিল "কেন আমাদের যে বাপ্ ও মা এসেছে রে!" কি জানি কেন তখন অজ্ঞাতসারে আমারও হর্ষাকুল নয়ন হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া আসিল।

গোধূলির রক্তরাঙ্গা মেঘ সন্ধ্যার ছায়ায় সবে মাত্র লুকাইবার উপক্রম করিতেছে, এমনি সময়ে আমি নিকটে যাইয়া চন্দ্রমাধব বাবুকে বিজয়ার প্রণাম করিয়া পদধূলি লইলাম। আমাকে হাত ধরিয়া উঠাইলেন এবং যে ভাবে আমাকে প্রথমে সম্বোধন করিলেন

তাহা একটা নির্ম্মল আনন্দ উচ্ছ্বাস। প্রবাসে তিনি আমাকে নিতান্তই আপনার বোধে হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। পরিতৃপ্ত সহকারে আহারাদি করাইয়া সে রাত্রে বিদায় দিলেন কিন্তু বিশেষ করিয়া বলিলেন যে "তুমি ২।১ দিন বাদে এখানে আসিবে, ভাল খাওয়া হইল না, ভাল করিয়া খাওয়াইব এবং এখানে ও মধুপুরে প্রবাস আগত কায়স্থগণকে লইয়া এই সুযোগে সভার অধিবেশন আহ্বান করিতে হইবে।" আমাকে দেখিলেই তাঁহার কায়স্থ সভাকে মনে পড়িত, কারণ কায়স্থ সভার সৃষ্টি হইতেই আমি তাহার সেবকত্ব গ্রহণ করিয়াছিলাম। পূর্ণ চতুর্দ্দশ বর্ষ আমি ধাত্রীর মত তাহার পালনভার লইয়াছিলাম। রাজা শ্রীযুত গোপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, অমৃত বাজারের সম্পাদক মতিলাল ঘোষ মহাশয়, অবসর প্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার, দেবঘরের কুষ্ঠাশ্রমের পরিচালক, উদার হৃদয় রায় বরদাপ্রসাদ বসু বাহাদুর প্রভৃতি অনেককে টানিয়া আনিলেন। এবং মধুপুর ও দেবঘরের আহূত সভায় উপস্থিত হইয়া অনেককে সভ্য করিলেন এবং সভার মহৎ উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিলেন। এইরূপ একনিষ্ঠ কর্ম্মকুশল অনুরাগী ব্যক্তি সমাজে ছিলেন বলিয়াই তখনকার কায়স্থসভা একটা সুদৃঢ় বলশালী সভা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। গভর্ণমেণ্টও অনেক কার্য্যে ঐ সভার মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেন।

এমন কি Lord Curzon যখন বাংলা দেশটাকে কেটে তচ্ নচ্ করবার চেষ্টা করছিলেন তখন চন্দ্রমাধব বাবু বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার সভাপতি, বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা রাজনীতির আলোচনা

করিত না এবং চন্দ্রমাধব বাবুও উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, রাজার দরবারের বাহিরে জনসাধারণের সহিত রাজনীতির আলোচনা রাজ-কর্ম্মচারীগণের পক্ষে কতকটা দোষের কথা হইলেও চন্দ্রমাধব বাবু বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার পক্ষ হইতে স্বয়ং মুসুবিদা করিয়া দিয়া এক প্রতিবাদ পত্র নিজের স্বাক্ষরে সভার মন্তব্য (resolution) পাশ করেন এবং সম্পাদক রাজকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের স্বাক্ষরিত করাইয়া রাজপ্রতিনিধির দরবারে পাঠাইয়া দে'ন। তিনি ন্যায়ের পক্ষপাতী, জাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, দেশের হিতৈষী, সুতরাং কোন কিছুর খাতিরে তিনি দেশের ভাবী অকল্যাণকে ডাকিয়া আনিতে রাজী ছিলেন না।

"Bengal Kayastha Sabha has learnt with much concern the proposal of Government to separate certain districts inhabited by many leading influential Kayastha families from Bengal and annex the same to Assam; in their opinion, such separation is calculated to materially interfere with the social reform in Kayastha Community which the Sabha has inaugurated."

বাঙ্গলা সন ১৩১০ সালের ২৪শে জ্যৈষ্ঠ বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার বার্ষিক অধিবেশনে তিনি সভার উদ্বোধন করিয়া প্রায় ৫।৬ হাজার প্রতিনিধিকে সম্বোধন করিয়া যে সারবান বক্তৃতা দে'ন তাহার কতকাংশ আমরা উদ্ধৃত করিলাম।

"আমি এই কায়স্থ সভার প্রতিনিধি স্বরূপে আপনাদের

সকলকেই আনন্দের সহিত প্রীতিপূর্ণ সাদর অভ্যর্থনা করিতেছি। স্বজাতির হিতকর কার্য্যে এতগুলি সহৃদয় ও উৎসাহশীল ব্যক্তিকে এক সঙ্গে সম্মিলিত দেখিয়া আমার মনে এই আশা জন্মিয়াছে যে আমাদের সমবেত যত্ন ও উৎসাহ প্রভাবে এই সভা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে এবং ইহা দ্বারা আমাদের জাতীয় অনেক বিষয়ের সংস্কার ও উন্নতি সাধিত হইবে।

* * * *

প্রথমতঃ—সমগ্র কায়স্থ জাতি এক বর্ণান্তর্গত এবং তাঁহাদের সংস্কার ও আচার ব্যবহার প্রভৃতি এক ভাবাপন্ন হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, এই সরল সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিলে ছিন্ন ভিন্ন কায়স্থ সমাজে নব প্রাণ ও নব বল উপস্থিত হইবে, এবং তাহার প্রভাবে কায়স্থ সম্প্রদায়ের বিশেষ গৌরব বর্দ্ধিত হইবে।

দ্বিতীয়তঃ—বিবাহাদি কার্য্যের ব্যয় সংক্ষেপ করিতে পারিলে একটী গুরুতর জাতীয় কলঙ্ক নিবারিত হইবে। বর্ত্তমানে কায়স্থ সমাজের বিবাহে পীড়ন করিয়া পুত্র-পণ গ্রহণ রূপ যে কুৎসিত, ঘৃণিত ও জঘন্য প্রথা অবাধে চলিয়াছে এবং বিবাহের আনুসঙ্গিক বিবিধ বিষয়ে যেরূপ অন্যায় ব্যয় বাহুল্য হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে কোন্ সুশিক্ষিত ও সহৃদয় ব্যক্তির মস্তক লজ্জায় অবনত না হয়?

তৃতীয়তঃ—চারিশ্রেণীর কায়স্থগণ পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপনে কৃতকার্য্য হইলে উহার প্রভাবে কায়স্থ সমাজের অঙ্গ পরিপুষ্ট, উহার কার্য্য ক্ষেত্র প্রসারিত এবং উহার বল ও ক্ষমতা সম্যকরূপে পরিবর্দ্ধিত হইবে; তখন কায়স্থ সমাজের বিবাহক্রিয়া সহজে ও অল্পব্যয়ে সুসিদ্ধ হইবে।

* * * *

জগতের কোন মহৎ কার্য্য বা সংস্কার এক দিনে সুসিদ্ধ হয় নাই। কিছুকালের অবিশ্রান্ত যত্ন, পরিশ্রম, উৎসাহ ও উদ্যম ভিন্ন সংস্কার সংসাধিত হয় না।

* * * *

আপনারা সকলেই যদি সভার মন্তব্য গ্রহণ করেন এবং আমরা যদি পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক সরলতা, সততা ও সৎসাহসের সহিত আপন আপন কর্ত্তব্য প্রতিপালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, তাহা হইলে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের অনুগ্রহে আমাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই সফল হইবে।"

চন্দ্রমাধব বাবু বৃদ্ধ বয়সে গুরুতর রাজকার্য্য সমাধা করিয়া ৫।৬ বৎসর ক্রমাগত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সৎসাহস ও সরলতা তাঁহার যথেষ্ট ছিল। আমরা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি তিনি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা স্থাপিত হইবার বহু পূর্ব্বে তাঁহার দৌহিত্রীর সহিত মাননীয় জজ সারদাচরণ মিত্রের ২য় পুত্র শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্রের বিবাহ দে'ন। এই আন্তর্গনিক বিবাহে দুই সমাজে তখন ভীষণ আন্দোলন চলিয়াছিল। চন্দ্রমাধব বাবু ও সারদা বাবু তাহা গ্রাহ্য করেন নাই, অচল অটল পর্ব্বতের ন্যায় সমাজে সগর্ব্বে মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। সমাজ সংস্কারকের হৃদয়ে ভয় থাকিলে তিনি সমাজ সংস্কার করিতে পারেন না। বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভা যথন আন্তর্গনিক বিবাহের মন্তব্য গ্রহণ করিলেন তখন চন্দ্রমাধব বাবু দক্ষিণরাঢ়ী সমাজের বড় বড় ঘরের সহিত অনেক আদান প্রদান করিলেন। সমাজ সংস্কারককেই

পথ প্রদর্শক হইতে হয়। বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার নেতৃত্ব লইয়া তিনি যথার্থই অকপটে সভার উদ্দেশ্য পালন করিয়াছিলেন। অবশ্য ক্ষত্রিয়োচিত আচার ব্যবহার তিনি স্বয়ং গ্রহণ করেন নাই, তাহার কারণ তিনি বলিতেন "শেষ সংস্কার বিবাহের পর উপনয়ন সংস্কার হওয়া এবং এই বৃদ্ধ বয়সে উপবীতী হওয়া শোভনীয় হইবে না, সুতরাং আমার বাঞ্ছনীয় নহে তবে আমার পুত্রগণ সকলেই উপযুক্ত তাঁহারা ইচ্ছা করিলে উপবীত লইতে পারেন এবং তাহাতে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতিও আছে।"

চন্দ্রমাধব বাবুর চারিশ্রেণীর প্রতি সহানুভূতি ও ভালবাসা যথেষ্ট ছিল। সামাজিক নিমন্ত্রণে তিনি সকলের বাটী যাইতেন, নিজের বাটীতে সকলকেই সাদরে নিমন্ত্রণ করিতেন, আহারের সময় প্রত্যেকেরই কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা, আদর আপ্যায়ন ও যত্ন করিতেন। একবার চারিশ্রেণীর বহু কায়স্থকে নিমন্ত্রণ করিয়া প্রীতিভোজন করাইয়াছিলেন। এইরূপ ভাবে সমাজে মেলামেশাই সভার উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক বলিয়াই তিনি ঐ ভাবে অর্থ ব্যয় করিতেন।

চন্দ্রমাধব বাবু দক্ষিণরাঢ়ী সমাজে অনেকগুলি বিবাহ কার্য্যে আদান প্রদান করিয়া সমাজে যেরূপ সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন তদনুরূপ ভাবে বঙ্গজ সমাজে আর কেহই অগ্রসর হয়েন নাই। এমন কি অনেক মান্য গণ্য বঙ্গজ মহোদয় তখন বলিয়াছিলেন যে "চন্দ্রমাধব বাবু দিতে পারেন, আমরা পারি না" তাঁহাদের যুক্তি কিছুই নাই কেবলমাত্র বলিতেন যে দক্ষিণরাঢ়ী সমাজে ব্যয়বাহুল্য বশী। এই ব্যয়বাহুল্য তাঁহারা না করিলে কেহত মাথায় লাঠী

মারিত না? তাঁহারা যদি ব্যয় সঙ্কোচের আদর্শ দেখাইতেন তবে এই কার্য্য প্রবল বন্যার ন্যায় অগ্রসর হইত। আর একটী যুক্তি যে বঙ্গজ সমাজে একমাত্র চন্দ্রমাধব বাবু ব্যতীত আর কেহ আন্তর্গনিক বিবাহে অগ্রসর হয়েন নাই। বঙ্গজ সমাজে চন্দ্রমাধব বাবু একা আদর্শ পুরুষ বটে কিন্তু তিনিত দক্ষিণরাঢ়ী সমাজের বহু ব্যক্তির সহিত কার্য্য করিয়াছেন—দক্ষিণরাঢ়ী সমাজ ত ইহাতে কুর্ম্মগ্রীব হয়েন নাই, তবে বঙ্গজ সমাজের ত্রাসিত সভ্যগণ কেন যে পশ্চাৎপদ হইলেন তাহা সাধারণের বুদ্ধির অগম্য। বঙ্গজ সমাজের অধিকাংশ মান্য গণ্য নেতাকে দেখিয়াছি পূর্ব্ব প্রচলিত প্রথার উচ্ছেদসাধন বা কোন একটী সৎকার্য্যে অগ্রবর্ত্তী হওয়া তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। একটী সামান্য ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা উদাহরণ দিতেছি।

যে সময় চন্দ্রমাধব বাবু প্রীতি ভোজনের জন্য চারি শ্রেণীর কায়স্থকে নিমন্ত্রণ করিবেন মনে করিতেছেন এবং তাহার পূর্ব্বে তিনি সকল শ্রেণীর কতিপয় সামাজিক নেতার অভিমত জানিবার জন্য আমাকে বলিলেন। আমি দক্ষিণরাঢ়ী সমাজের নেতাদের জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিলেন—বেশতো—এর আর কথা কি, এতো সুখের বিষয়। উত্তররাঢ়ী সমাজ ও বারেন্দ্র সমাজ তাহারই প্রতিধ্বনি করিলেন। কিন্তু বঙ্গজ শ্রেণীর কর্ত্তাদের বলায় তাঁহারা স্ব সমাজের অনেকের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন, যেন একটা ঘোরতর মামলা উপস্থিত, কি জানি হঠাৎ সমাজে প্রলয়ঙ্করী বিপ্লব জ্বলিয়া উঠে। শেষ ৪ দিন বাদে, গভীর গবেষণা, নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া তাঁহারা সাব্যস্থ করিলেন যে 'সর্পকেও হত্যা

করিতে হইবে এবং লাঠীটিকেও বাঁচাইতে হইবে' এই ভাবে আমায় বলিলেন—যে আমরা সকলেই যাইব তবে নিমন্ত্রণ পত্রে বড় বড় অক্ষরে "প্রীতি ভোজন" এই শব্দ যেন চন্দ্রমাধব বাবু লিখিয়া দে'ন। বলিহারী সিদ্ধান্ত! আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাঁহাদের সামাজিক কুটনীতি ভেদ করিবার ক্ষমতা হইল না! সুতরাং "প্রীতিভোজন" শব্দ পত্রে মুদ্রিত হইল, সকলেই আসিয়া আহারাদি করিয়া গেলেন।

কায়স্থসভার বড় বড় অধিবেশনে মোটা মোটা নামজাদা কুলীন, গোষ্ঠীপতি, বনীয়াদী ঘরনাওয়ালা বহু কায়স্থ সন্তান বক্তৃতায় গগণ বিদীর্ণ করিতেন, কিন্তু অক্লান্ত পরিশ্রম, স্বার্থত্যাগ, সভার কার্য্য নিজের কার্য্য মনে করিয়া সম্পাদন করা—এ সকলে অতি অল্প সংখ্যক মহোদয় চন্দ্রমাধব বাবুর সহায় হইয়া তাঁহার পরিশ্রমের লাঘব করিতেন। চন্দ্রমাধব বাবু যতদিন সভায় ছিলেন ততদিন এমন একটী অধিবেশন হয় নাই যাহাতে চন্দ্রমাধব বাবু উপস্থিত হয়েন নাই। যজ্ঞেশ্বর বিহীন যজ্ঞ যেমন কার্য্যকরী হয় না, কায়স্থ সভার পক্ষে চন্দ্রমাধব বাবুর প্রতিও ঐ কথা কহিলে অত্যুক্তি হইবে না। নানা কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়াও কায়স্থ সভার অধিবেশন কবে হইবে এ কথা যেন মন্ত্রের ন্যায় জপ করিতেন। আবার অনেক সভ্যের সভার প্রতি এমনি আস্থা ছিল যে একদম ভুলিয়া যাইতেন অথচ দস্তুর মত ৪।৫ দিন পূর্ব্বে পত্র পাঠান হইত। চন্দ্রমাধব বাবু সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতেন "গতবারে উপস্থিত হইতে পারেন নাই কেন? শরীর অসুস্থ ছিল কি?" অর্থাৎ তাঁহার ধারণা

যে সভ্যগণের সভার প্রতি এইরূপ অনুরাগ থাকা আবশ্যক যে সকল কার্য্য অপেক্ষা কায়স্থ সভার কার্য্য বেশী আবশ্যকীয়। যাঁহারা একটু বিশেষ ভদ্রলোক তাঁহারা বলিতেন "আজ্ঞা হ্যাঁ, শরীর অসুস্থ ছিল।" আর যাঁহারা একটু চাল দেখাইতে ভালবাসিতেন তাঁহারা একটা উপর চাপ দিতেন যে "সভার কার্য্যালয় হইতে কোন নিমন্ত্রণ পত্র পাই নাই নতুবা আমি আবার সভায় আসি না ? আমি বলে—এর জন্য ভেবে ভেবে অস্থির।" সমাজে কতরূপ কসমের লোক লইয়া চন্দ্রমাধব বাবু সমাজ সংস্কার ও গঠন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা আমরা সবিশেষ জানিতাম। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন যে সকলে যদি অনুরাগ সহকারে সভার জন্য পরিশ্রম করেন তবে অচিরে সভার ও জাতির উন্নতি হইতে পারে। তিনি কার্য্যের দ্বারা উদাহরণ দেখাইয়াছিলেন কিন্তু নিমজ্জমান জাতিকে আশানুরূপ তুলিতে পারেন নাই। তাহার কারণ কায়স্থ জাতির মধ্যে অধিকাংশই জাগিয়া ঘুমায়, সে নিদারুন কপটনিদ্রা ভঙ্গ করা কাহারও সাধ্য নাই।

১৩০৯ সালে চন্দ্রমাধব বাবু চারি শ্রেণীর কায়স্থর সদস্য পদে অভিষিক্ত থাকিয়াও প্রতি কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতিতে ও বিশেষ বিশেষ অধিবেশনে সভাপতিরূপেই কার্য্য করিয়াছেন। পরে ১৩১১ সালে তিনিই বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভায় সভাপতিরূপে বরিত হইয়াছিলেন। দিনাজপুরের মহারাজা গিরিজানাথ রায় বাহাদুর তাঁহার বিষয় প্রকাশ্য সাধারণ অধিবেশনে বলিয়াছিলেন "বৃদ্ধ বয়সে যুবার ন্যায় সভার জন্য পরিশ্রম একমাত্র উনিই করিতেছেন।"

বস্তুতঃ কায়স্থ সভা তাঁহার প্রাণপ্রিয় বস্তু ছিল, তাহার অস্তিত্ব অনন্তকাল সংরক্ষণ ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার উপায় স্থিরীকরণে তাঁহার হৃদয় সর্ব্বদাই চিন্তাভারে ক্লিষ্ট থাকিত।

আর একটী মহৎ গুণ তাঁহার মধ্যে নিহিত ছিল। সভায় ঘোরতর বাক্‌বিতণ্ডা, বাদ প্রতিবাদ চলিতেছে, তিনি কিন্তু ধীর ভাবে সভা পরিচালনা করিতেছেন, কখনও কাহাকে সুপরামর্শ দিয়া নিবৃত্ত করিতেছেন, কখনও কাহাকে করজোড়ে বিনয় সহকারে নিবৃত্ত করিতেছেন, এবং সামঞ্জস্য করিবার জন্য আগ্রহ দেখাইতেছেন। বিরক্তি তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না।

সভার একটী বার্ষিক অধিবেশনে নানা স্থান হইতে বহুসংখ্যক মান্যগণ্য শিক্ষিত প্রতিনিধি আসিয়াছেন। যখন আন্তর্গনিক বিবাহের মন্তব্য উপস্থাপিত করা হইল, তখন তাহা লইয়া কেহ বলিতেছেন যে বল্লালী বা পুরন্দরী কুলপ্রথা অর্থাৎ কৌলিন্য একেবারে উঠাইয়া দেওয়া হউক। কেহ কেহ বলিতেছেন একেবারে কোন একটী প্রথা উঠাইয়া দেওয়া সম্ভবপর নহে। সভায় এরূপ ঘোরতর বাক্‌বিতণ্ডা চলিতেছে যেন আগ্নেয় গিরি শতধা বিদীর্ণ হইয়া চতুর্দ্দিকে অগ্নিময় জ্বলন্ত অঙ্গার ছুটিতেছে—কথা সরিৎ-সাগরের বারি রাশিতে তাহা নির্ব্বাপিত হইবার নহে। এমন সময়ে বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ এটর্ণী প্রধান কালীনাথ মিত্র সি, আই, ই মহোদয় উঠিয়া বলিলেন যে মন্তব্যটী এই ভাবে গৃহীত হউক, যে "স্ব স্ব সমাজের কুলমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া অর্থাৎ দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থরা কেবলমাত্র বড় ছেলের বিবাহ স্বসমাজে দিবেন, বাকী সকল পুত্রকেই অপর সমাজে বিবাহ দিতে পারিবেন

এবং অপর সমাজের ব্যক্তিরা তাঁহাদের যাহাতে কৌলিন্য রক্ষা হয় এমন ভাবে অপর সমাজের ব্যক্তিদের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারিবেন।”

ইহাতেও অনেকে পুনরায় প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন চন্দ্রমাধব বাবু সভাপতির আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সুমিষ্ট স্বরে ধীর ভাবে বলিলেন—“আপনারা যে ভাবে যুক্তি দেখাইয়া বাদ প্রতিবাদ করিতেছেন, ঠিক ঐ ভাবেই আমি এবং কালীনাথ বাবু ও সভার অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মিলিয়া বাদ প্রতিবাদ করিয়া আমরা কালীনাথ বাবুর প্রস্তাব মত সামঞ্জস্য করিয়াছি, আপনারা আমাদের কথায় বিশ্বাস করুন এবং উক্ত প্রস্তাবই গ্রহণ করুন।” সকলে মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়া মন্তব্য গ্রহণ করিলেন। বস্তুতঃ একজন মানবহৃদয় বিশ্লেষণকারী কবি যথার্থ ই লিখিয়া গিয়াছেন :—

“চন্দ্রমাধবের আশ্বাসের বাণী হৃদ্য সর্ব্ব বিশ্বজয়ী”

উত্তপ্ত সভা সুশীতল শান্তি বারিতে স্নিগ্ধ হইল। অনেক সময় সামাজিক আলোচনা বড়ই প্রখর হইয়া উঠে। আর একটী বিশেষ অধিবেশনে কায়স্থ সভা বিধবা বিবাহের আলোচনা করিতেছিলেন ; সে ক্ষেত্রে চন্দ্রমাধব বাবু সভাপতি ছিলেন না। সভায় বাদ প্রতিবাদ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইয়া হাতাহাতি হইবার উপক্রম হইল। রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতি ছিলেন, তিনি নির্ব্বিরোধী লোক, অবস্থার ভীষণতা দেখিয়া তাড়াতাড়ি সভা ভঙ্গ করিয়া দিলেন।

বাক্‌বিতণ্ডারূপ প্রবল ঊর্ম্মিমালার প্রতিঘাতে সমাজ দরিয়ায়

উপযুক্ত কর্ণধারকে বড়ই সতর্ক থাকিতে হয়। কাযেই সভাপতিত্ব বড়ই কঠিন কার্য্য।

প্রতিভাবান মেধাবী চন্দ্রমাধব বাবুর বিস্ময়কর ধী শক্তি ও সুবিচারের মনীষা চতুর্দ্দিকেই পরিস্ফূট ছিল, তাঁহার ন্যায়ের ঝঙ্কার হাইকোর্টের বিরাট পাষাণ প্রাসাদ ভেদ করিয়া যেমন লহর তুলিয়াছিল তেমনি বিশাল কায়স্থ সভার ভিতরেও সেই সাম্য মন্ত্র স্বজাতির কর্ণকুহরে ঝঙ্কৃত হইত। স্মৃতির বেড়ায় ঘেরা তাঁহার কথা পাঠকগণকে কিয়দংশ শুনাইতেছি :—

"বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সভাপতির পদ বিশেষ সম্মানসূচক, উহার কার্য্যভারও অতি গুরুতর। আমা অপেক্ষা অধিকতর কার্য্যক্ষম ও সুযোগ্য ব্যক্তির উপর উক্ত কার্য্যভার প্রদত্ত হইলে আমি অত্যন্ত সুখী হইতাম।

* * * *

কায়স্থ সভায় মন্তব্য অনুরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান হইলে সমাজের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। প্রত্যেক সভ্য সভার প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া কায়স্থ সভার গৌরব বর্দ্ধনে যত্নবান হউন, আমি সানুনয়ে তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি। সকলের উৎসাহ ও ঐকান্তিক যত্ন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে আমরা জগদীশ্বরের অনুগ্রহ নিশ্চয়ই পাইব। বহু সংখ্যক লোকের আন্তরিক যত্নে অতি অসাধ্য কার্য্যও সুসিদ্ধ হইয়া থাকে।

* * * *

বৃথা বাক্যব্যয়ে ও ইতস্ততঃ করিবার সময় নাই, এখন কার্য্য করিবার সময়। কার্য্য সাধনে ব্রতী হউন। আমি বিনীতভাবে

অনুরোধ করিতেছি যে আপনারা সকলে মঙ্গলময়ের পবিত্র নাম লইয়া এই সভার উন্নতি সাধনে বদ্ধপরিকর হউন। তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমাদের অন্তরের আশা নিশ্চয়ই সফল হইবে।"

যে বৎসর তিনি বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার স্থায়ী সভাপতি ছিলেন সেই বৎসর বার্ষিক অধিবেশনে তিনি উপস্থিত হইতে পারেন নাই, কারণ সেই সময় তাঁহার জামাতা জগদীশনাথ রায় মহাশয়ের অকাল মৃত্যু হয়। জগদীশ বাবুই সর্ব্বপ্রথম আন্তর্গণিক বিবাহের পথ পদর্শক। তিনি গভর্ণমেণ্টের আবগারী আপীং বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ রায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং শ্রীযুক্ত অশোককুমার রায় এখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্‌সেল। তাঁহার বিয়োগে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা সাধারণ অধিবেশনে শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন। লাট সাহেব ও বড় বড় রাজ কর্ম্মচারীরাও চন্দ্রমাধব বাবুকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন।

চন্দ্রমাধব বাবু যদিও জামাতৃবিয়োগে কাতর থাকায় সভায় আসিতে পারেন নাই, তথাপি তিনি সুলিখিত অভিভাষণ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। চন্দ্রমাধব বাবুর অনুপস্থিতিতে সভা যেন প্রাণহীন বোধ হইয়াছিল। তিনি সভার প্রাণস্বরূপ ছিলেন, সভাতেই তাঁহার প্রাণ পড়িয়া থাকিত। নিয়তির নির্ম্মম আঘাতে তাঁহার সভায় যোগদানের সাধ সেবারে প্রতিহত হইল।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার জন্য তিনি কত সময়ে যে কত টাকা ব্যয় করিয়াছেন তাহা কতক সভায় হিসাব আছে, কতক গুপ্ত আছে। তাঁহাপেক্ষা বড় বড় রাজা মহারাজা ও ধনী সভ্য

ছিলেন কিন্তু তিনি কায়স্থ সভায় চাঁদা দিবার সময় ঠিক তাঁহাদের মতই দিতেন। এতদ্ব্যতীত অনেক স্থলে একাই টাকা দিয়াছেন। কায়স্থ সভায় একজন প্রচারক ছিলেন ৺সুরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ, তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার পত্নী সভাকে লিখিয়া পাঠান যে আমরা ৬০৲ টাকা ঋণজালে জড়িত হইয়াছি। উক্ত ঋণ সভাই দিবেন স্থির হইল, কিন্তু সভার তহবীল তখন ৩০৲ টাকা মাত্র দিতে পারেন, সম্পাদক মহাশয় ইহা জানাইলে পর চন্দ্রমাধব বাবু বলিলেন "বাকী ৩০৲ টাকা আমিই দিব।"

বরিশালের বন্যার সময় কায়স্থ সভা হইতে দুস্থ ব্যক্তিদের সাহায্য দেওয়ার জন্য সভ্যগণ চাঁদা প্রদান করেন, তাহাতে বড় বড় ধনীরাও যাহা দিলেন চন্দ্রমাধব বাবুও তাহাই দিলেন।

ধনীদের সহিত পাল্লা দিবার উদ্দেশ্যে নহে, দ্রবণশীল হৃদয়ের জন্যই দিতেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভাকে তিনি যেমন অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন, সভার সভ্যগণও বস্তুতঃ তাঁহাকে সেই রূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। তিনি যখন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে অধিরূঢ় হয়েন তখন বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য অনেক টাকা খরচ করিয়া কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র রায় বাহাদুরের ভবনে উৎসব করিয়াছিলেন। পুনরায় যখন ব্রিটিশ রাজ তাঁহাকে (স্যার) নাইট উপাধিতে বিভূষিত করেন তখনও সভা তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া সভার বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কায়স্থ সভা তাঁহাকে লইয়াই যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

সভার প্রতি, স্বজাতির প্রতি, এত অনুরাগ ছিল—ক'ার ? তা'তো জানি না—বহুদিন ধরিয়া স্বজাতির সেবা করিয়াছি. সূতিকা গৃহ হইতে ধাত্রীরূপে কায়স্থ সভা. শিশুটীকে কোলে লইয়া পোষণ করিয়াছি, যতদিন না তাহার কৈশোর কাল উপস্থিত হইয়াছিল ততদিন শিশুকে বুকে করিয়া রাখিয়াছিলাম, কৈ কখনও তো দেখি নাই চন্দ্রমাধব বাবুর মত আর কেহ কায়মনবাক্যে তেমন ভাবে সভাকে ভালবাসিয়াছে !

১৩১৩ সালের ২০শে পৌষ বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার পঞ্চম বার্ষিক বিরাট অধিবেশনে চন্দ্রমাধব বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সভার সভ্যগণের অনুরাগের অভাব দেখিয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন এবং এমন মিষ্ট মুখে বলিলেন—

"আমি সময়ে সময়ে শুনিয়াছি যে অনেকে বলিয়া থাকেন, এমন কি, কায়স্থ সভায় সভ্যগণের মধ্যেও কেহ কেহ বলেন যে, কায়স্থ সভার দ্বারা বাস্তবিক কোন উপকার এ পর্য্যন্ত হয় নাই। কিন্তু আমি তাঁহাদিগকে বিনীত ও স্থিরভাবে জিজ্ঞাসা করি যে, তাঁহারা কি ধর্ম্মতঃ বলিতে পারেন যে, এই সভার উদ্দেশ্য সাধন সম্বন্ধে তাঁহাদের যে প্রকার কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহা তাঁহারা করিয়াছেন বা করিয়া থাকেন ? যে কোন বিষয়েই হউক অপরের প্রতি দোষ আরোপ করা অতি সহজ, কিন্তু তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের নিজের যে ক্রটী, তাহা কি তাঁহারা বিবেচনা করিয়া থাকেন ?"

* * * *

এইত গেল তাঁহার ক্ষুব্ধতার কথা, পরে উপদেশ স্থলে বলিতেছেন :—

"আমি পুনরায় সাম্নুনয়ে নিবেদন করিতেছি যে উপস্থিত কায়স্থ মহোদয়গণ এই সভাস্থল পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে জগদীশ্বরের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন যে, তাঁহারা কায়স্থ সভার কার্য্যে সর্ব্বান্তঃকরণে যত্নবান হইবেন।"

"সর্ব্ব কার্য্যেষু মাধবঃ" হিন্দুর এই মনোভাব চন্দ্রমাধব বাবুর হৃদয় মধ্যে সর্ব্বদাই বিরাজ করিত এবং সকলকেই সেই শ্রীভগবানের নাম স্মরণ করাইয়া দিতেন।

চন্দ্রমাধব বাবুর সেই সাধের প্রাণের বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা এখন অর্দ্ধমৃত অবস্থায় কোনরূপে প্রাণ ধারণ করিয়া আছে, এখনও বাক্ স্বর্ব্বস্ব কায়স্থ জাতি ধরাধামে বিচরণ করিতেছে, কিন্তু সভার উন্নতি হইতেছে না। যিনি জাতির জন্য সভার জন্য দেহ প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন তিনি

"আর সেই হাসি মুখে
আমাদের দুঃখে সুখে —
আসিবে না ফিরে।"

বর্ত্তমান কায়স্থ জাতি ও সভা সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেও অভিলাষী নহে কি? যদি সে মহান্ আদর্শ গ্রহণ করিতে কেহ পরাঙ্মুখ হয় তবে তাঁহার পবিত্র নাম কাহারও ভাবিবার প্রয়োজন নাই।

"তবে তাঁর কথা থাক্,
যে গেছে সে চলে যা'ক্
বিস্মৃতির তীরে।"

স্যার চন্দ্রমাধব ও ডাক্তার রাজেন্দ্রনাথ মল্লিক

সুবিমল চন্দ্রকিরণ স্পর্শে প্রশান্ত সাগরের নীলাম্বুময় বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে; এমন অদ্ভুত আকর্ষণ বিশ্ববিধাতার বিচিত্র লীলারহস্য। প্রকৃতির এই মনোহারিণী নিদর্শন মানব হৃদয়েই পরিলক্ষিত হয়। একজন অপরকে দেখিয়া ভালবাসে—পরস্পরের হৃদয়মধ্যে অকপট বন্ধুত্ব সঞ্জাত হয়, একের প্রেম কিরণ স্পর্শে অপরের বক্ষ স্ফীত হয়—উভয়ের সুখ দুঃখে উভয়ে সমভাগী হয়। তবে সমধাতু বিশিষ্ট অন্তকরণ সাধারণতঃ সুলভ নহে বলিয়া সচরাচর এই সকল দেবভাব মানব সমাজে নয়নগোচর হয় না। কিন্তু আমরা জানিতাম যে স্যার চন্দ্রমাধবের বিমল অন্তকরণের মহান্ ভাবরাশি তদানীন্তন অশেষ গুণসম্পন্ন সদাশয় প্রসিদ্ধ ডাক্তার রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের প্রশান্ত অন্তর সমুদ্রকে উদ্বেলিত করিয়াছিল।

যখন চন্দ্রমাধব বাবু ভবানীপুরে থাকিয়া হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছিলেন সেই সময়ে সিঙ্গুরের প্রসিদ্ধ বসু মল্লিক বংশাবতংশ ডাক্তার রাজেন্দ্র মল্লিক মহাশয় দয়াবান সুচিকিৎসক বলিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিতেছিলেন। সেই সময়ে একদিন উভয়ে পরিচিত হইলেন। উভয়ের স্বচ্ছ হৃদয় দর্পণে উভয়ের ঘনিষ্ট ভাব প্রতিবিম্বিত হইল—সেই শুভ মাহেন্দ্রক্ষণে যে প্রগাঢ় বন্ধুত্বের বীজ দুইটী কর্ষিত উর্ব্বর হৃদয় ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়াছিল—তাহাই ক্রমে ক্রমে অঙ্কুরিত হইয়া

মহান্ মিত্রতার মহীরুহে পরিণত হইল এবং পরস্পরের গৃহের পরিবার-বর্গকে সুশীতল ছায়া দানে পরিতৃপ্ত করিয়াছিল। সেই মহান্ কল্পদ্রুম দুইটী কালের নির্ম্মম কুঠারে নিপতিত হইয়াছে বটে—কিন্তু আজও উভয় পরিবার ওতপ্রোতভাবে পরস্পর বিজড়িত আছে। আজও রাজেন্দ্র বাবুর সুযোগ্য দেশবিখ্যাত যশস্বী পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় এখনও চন্দ্রমাধব বাবুর পুত্রগণের সহোদর প্রতিম এবং চন্দ্রমাধব বাবুর পৌত্রগণের "কাকাবাবু" বলিয়া আখ্যাত। তাঁহারাও "কাকা, কাকীমা" বলিয়া সুরেন্দ্রবাবু ও তাঁহার পত্নীকে অভিহিত করিয়া যেমন তৃপ্তি অনুভব করেন, তেমনি সুরেন্দ্র বাবু ও তাঁহার তদ্‌ভাব-ভাবিতা অনুগামিনী পত্নীও তাঁহাদের বিমলকে "বিমি", প্রমোদকে "পেমা" অরুণকে "অরু", অশোককে "ছবি" বসিয়া অকাতরে বাৎসল্য রস ঢালিয়া দিয়া স্নেহে ও আদরে সিঞ্চিত করেন। সেই সুমধুর ডাক শুনিলে মনে হয় যেন অকপট ভালবাসা অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনায় ঝঙ্কারিত হইয়া সহস্র রাগিনীতে মূর্ত্ত হইয়া উঠিতেছে। ঐরূপ রাজেন্দ্র বাবুর স্নেহময়ী করুণারাণী কন্যা সুশীলাবালা মহোদয়া চন্দ্রমাধব বাবুর পৌত্রদের পূজনীয়া "পিসিমা"। তাঁহার স্নেহ সুরধুনী ধারা তাঁহাদের শিরে সর্ব্বদা বর্ষিত হইতেছে। এমন মহিয়সী মহিলা স্বীয় গুণে দুইটী পবিত্র পরিবারের মধ্যে পরিমলময়ী ও গরিয়সী হইয়া অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে পূজিতা। তাঁহার জীবন গঙ্গা চিরদিন পরসেবা ব্রতে বহিয়া যাইতেছে। তাঁহার বুক-ভরা স্নেহ, ভক্তি, প্রীতি, শ্রদ্ধাতে চন্দ্রমাধব বাবু ও তাঁহার পত্নী চিরদিন মুগ্ধ ও আনন্দালস থাকিতেন—নিজের কন্যাদের সহিত সুশীলাবালার প্রাঞ্জল মূর্ত্তি তনয়া রূপিনী রূপে অভিন্ন দেখিতেন। এদিকে ডাক্তার

রাজেন্দ্র বাবু ও তাঁহার পত্নী চন্দ্রমাধব বাবুর কন্যা নলিনীবালাকেও (রবীন্দ্রকুমার ও অশোককুমারের গর্ভধারিণী) যথার্থ কন্যার মতই দেখিতেন।

রাজেন্দ্র বাবুর দ্বিতীয়া কন্যা স্বর্গীয়া সরলাবালা নলিনীবালার বাল্যসখী ছিলেন—একত্রে ভবানীপুরে জেনানা মিশনারী স্কুলে পড়িতেন। সরলাবালার অকাল বিয়োগ পিতামাতার হৃদয়কে ভগ্ন করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু নলিনীবালার সুন্দর অবয়বের সহিত সরলাবালার আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য ছিল—যেন দুইটী একই বৃন্তের ফোটা ফুল—উভয় সংসারের সরসী সলিলে প্রস্ফুটিত শতদলের ন্যায় স্নেহ সমীরণে দুলিত, যেন দুইটী যমজ সহোদরা—বারানসী বক্ষে যেন অসি ও বরুণা। রাজেন্দ্র বাবু ও তাঁহার সহধর্ম্মিনী নলিনীবালার স্নেহময় বদনখানিতে নন্দিনীর ভাব দেখিয়া কন্যার বিয়োগ বেদনা কথঞ্চিৎ ভুলিতে পারিয়াছিলেন, এইজন্য কিছুকাল নলিনীবালাকে তাঁহাদের শোকে শান্তিময়ী হইয়া রাজেন্দ্র বাবুর বাটীতে বাস করিতে হইয়াছিল। নলিনীবালাকে অনেকেই অন্দরে বাহিরে রাজেন্দ্র বাবুরই কন্যা বলিয়া জানিতেন—অপর দিকে সুশীলাবালাকেও চন্দ্রমাধব বাবুর আদরিণী কন্যা বলিয়াই অনেকের ধারণা ছিল। এমন করিয়া প্রাণের বিনিময় আজকাল কয়জন করিতে পারে?

রাজেন্দ্রবাবুর অন্তঃকরণ ছিল যেন দয়ার সাগর—গরীবের মা বাপ, দরিদ্র রোগীকে বিনা দর্শনীতে চিকিৎসা করিতে তাহার কুটীরে যাইতেন, ঔষধ ও পথ্য পাঠাইয়া দিয়া আরোগ্য করিতেন। তিনি অনেক অসহায় শিক্ষার্থীগণকেও নিজের বাটিতে রাখিয়া ভরণপোষণ ও শিক্ষাদান করিতেন। এ সকল দুর্লভ

রত্নও বঙ্গগগণে এককালে প্রতিভাত হইয়াছিল। পিতার দয়া, দাক্ষিণ্য, সমবেদনা, পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি অশেষ গুণাবলী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ও যেন স্বীয় সঙ্কর্ষণ শক্তি প্রভাবে সমস্তই নিঃশেষে আদায় করিয়া লইয়াছেন। পিতার সেই দরিদ্রের প্রতি অপরিসীম অনুকম্পার বীজ পুত্রের অনাবিল হৃদয়ে নিহিত ছিল বলিয়াই আজ সুরেন্দ্রবাবু তাঁহার স্বগ্রাম হুগলী জেলার তারকেশ্বরের সন্নিকটে সিঙ্গুর গ্রামে প্রভূত টাকা ব্যয়ে দাতব্য হাঁসপাতাল স্থাপন করিয়া অশেষ পুণ্য লাভান্তে কালজয়ী হইয়াছেন।

বিষম পীড়ার পর পুরী যাইবার পথে কটকে রাজেন্দ্রবাবুর ১৮৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হঠাৎ মৃত্যু হয়—তখন সুরেন্দ্রবাবু ও তাঁহার মাতা ও বালক ভ্রাতা দেবেন্দ্রনাথ অকস্মাৎ অকালে অশনি সম্পাতে অধীর হইয়া পড়েন—কিন্তু সে কাতরতায় বুক পাতিয়া দাঁড়াইলেন—অভিন্ন হৃদয় প্রিয় বন্ধু চন্দ্রমাধববাবু! তিনি তৎক্ষণাৎ বন্ধু পুত্র-গণকে স্বীয় সদাস্নিগ্ধ কোলে তুলিয়া তাঁহার বরাভয়দায়ী করস্পর্শে সান্ত্বনা দান করিলেন—স্নেহাঞ্চলে সকলের নয়নের অশ্রু মুছাইয়া দিলেন—তাঁহারা পিতৃশোক ভুলিলেন। চন্দ্রমাধব বাবু ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর স্নেহ কোমল হস্তের শীতল প্রলেপে শোকের ক্ষত নিরাময় হইল। চন্দ্রমাধববাবু সুরেন্দ্র বাবুকে পুত্রাধিক স্নেহ সহকারে সর্ব্বদাই পরামর্শ প্রদান করিতেন; ১৯১৫ সালে যখন সুরেন্দ্রবাবু প্রথম Defence of the Realms Actএ Special Commissioner নিযুক্ত হয়েন তখন চন্দ্রমাধববাবু অতিশয় আনন্দিত হইয়া সুরেন্দ্রবাবুকে ডাকাইয়া বলেন যে আজ আমার যে আনন্দ লাভ হইয়াছে তাহা কেমন করিয়া প্রকাশ করিব

জানি না, তবে বিচার কার্য্যের পরিচালন সম্বন্ধে আমি তোমাকে কয়েকটী লিখিত উপদেশ দিতেছি তুমি সর্ব্বদাই সেই মত কার্য্য করিবে—বিশেষ তুমি একজন জেদী উকীল বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছ। তাঁহার উপদেশের মর্ম্মার্থ এইরূপ যে বিচারাধীন মোকদ্দমা সম্বন্ধে কাহারও সহিত এমন কি পত্নীর সহিতও আলোচনা করিবে না, পূর্ব্ব হইতে বাহিরের কিছু শুনিয়া একটা ধারণা পোষণ করিবে না, বিশেষ প্রমাণ গ্রহণ না করিয়া বিচার করিবে না। সেইজন্য সুরেন্দ্রবাবুর political caseএ খুব সুখ্যাতি হইয়াছিল। সুরেন্দ্রবাবুর অন্তরের অন্তস্তলে সর্ব্বদাই তিনি উৎসাহের সঞ্জিবনী ধারা প্রবাহিত করিয়া দিতেন, শত কর্ম্মের মধ্যেও প্রতি সপ্তাহে একবার তাঁহাদের বাটীতে যাইয়া তত্ত্বাবধারণ করিতেন। দেবেন্দ্রবাবুকে উত্তর পশ্চিমের রামপুর রাজষ্টেটে ইঞ্জিনীয়ারের পদ প্রাপ্তির সময় যথেষ্ট সাহায্য করেন। সুশীলাবালার স্বামী স্বর্গীয় জয়গোপাল দত্ত মহাশয়ের সরকারী চাকরী প্রাপ্তির সহায় হয়েন। দিবসযামিনী যাঁর স্বামীর জন্য পরাণ অধীর এমন সুশীলার মত সাধ্বী রমণীরত্নকে সহধর্ম্মিনী রূপে পাইয়া জয়গোপালবাবু ধন্য ও সুখী হইয়াছিলেন—আমরা তাঁহারই মুখে কতদিন এ কথা শুনিয়াছি—তাহার কারণ আমাদের সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার সহিত কর্ম্মোপলক্ষে আফিসে বিশেষ সৌহৃদ্য ঘটিয়াছিল—তাঁহার সরল অমায়িক ভাব—তাঁহার প্রসন্ন আননে সর্ব্বদা ফুল্ল হাসির সহিত ফুটিয়া উঠিত—তিনি আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া সকলের সার্ব্বজনীন "দাদামহাশয়" ছিলেন। স্মৃতির বেড়া দেওয়া ঘেরা মুখ আজও আমাদের অন্তরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

এদিকে চন্দ্রমাধববাবুর মৃত্যুতে সকলে দেখিল যেন সুরেন্দ্রবাবুও পিতৃহীন হইলেন, তাঁহার অন্তিম কার্য্যের সময় মহাপুরুষের শবপার্শ্বে সুরেন্দ্রনাথের সজল আঁখি—হৃদয়ের মর্ম্মবেদনা চন্দ্রমাধববাবুর পুত্রগণের সহিত এক সুরে এক তারে অন্তরের মধ্যে বাজিয়া উঠিল। সুশীলাবালাও যেন পিতৃহারা হইলেন, ধুল্যববিলুন্ঠিত হইয়া ব্যাধবাণ-বিদ্ধা কুরঙ্গিনীর ন্যায় কাতর প্রাণে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন।

এইরূপ একদিন তমসাচ্ছন্ন গভীর নিশীথে ঘোর দুর্য্যোগের সময় অবিশ্রান্ত বারিপাত ভ্রুক্ষেপ না করিয়া চন্দ্রমাধব বাবুর পৌত্র স্মৃতীশের অন্তিম কার্য্যে ও আর একদিন চন্দ্রমাধববাবুর জামাতা জগদীশবাবুর অন্তিম কার্য্যে সুরেন্দ্রবাবু একা সহস্র মত্ত হস্তীর বল ধারণ করিয়া অসাধারণ ধৈর্য্য সহকারে যাহা করিয়াছিলেন তাহা অনির্ব্বচনীয় ও চিরদিন সকলের মনে জাগরূক থাকিবে। সুশীলাবালাও "রোগে শান্তি, দুঃখে দয়া, শোকেতে সান্ত্বনা ছায়া" রূপে সর্ব্বদাই ব্যথিতের পার্শ্বে দণ্ডায়মানা থাকেন। চন্দ্রমাধব বাবুর পত্নী এবং রাজেন্দ্রবাবুর পত্নী উভয়ে দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া দুই ভগ্নির ন্যায় দুইটী পবিত্র সংস্যরকে একই রাখীর গ্রন্থীতে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। গঙ্গা যমুনা যেন মিলিত হইয়া দুইটী সংসারকে একটী পবিত্র প্রয়াগ তীর্থে পরিণত করিয়াছিলেন।

বন্ধুত্বের অমৃতময় ফল এইরূপ ভাবে স্বর্গসম দুই পরিবারের নন্দন কাননে ফলিত হইয়াছিল। আজও সেই বিস্ময়পূর্ণ চিত্রশালার নিদর্শন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়।

চন্দ্রমাধব বাবুর বন্ধু

স্বর্গীয় নীলকমল মিত্র।

১৮৬৪ খ্রীঃ চন্দ্রমাধব বাবু এলাহাবাদে বেড়াইতে যা'ন। তখন তিনি হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল। এলাহাবাদের অপর নাম প্রয়াগ তীর্থ। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদী একত্রে মিলিত হইয়াছে বলিয়া ইহা ত্রিবেণী সঙ্গম বা যুক্ত বেণী। হিন্দুর ইহা একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। প্রতি ১০ বৎসর অন্তর প্রয়াগে 'কুম্ভ-মেলা' হয়। এই মেলা উপলক্ষে ভারতের নানা স্থান হইতে মুক্তিপ্রয়াসী তীর্থযাত্রীগণ সমবেত হইয়া প্রয়াগ তীর্থে গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর সঙ্গম স্থলে স্নান করিয়া পবিত্র হয়। এতদ্ব্যতীত অসংখ্য যোগী, ঋষি, সাধু সন্ন্যাসীর পদধূলিতে তীর্থের মাহাত্ম্য প্রকটিত করিয়া তোলে। (সম্প্রতি ১৩৩৬ সালে এলাহাবাদের কুম্ভমেলায় ৩৫ লক্ষ লোকের সমাগম হইয়াছিল)। হিন্দুর ধর্ম্ম-বিশ্বাস যে কত গভীর, পৃথিবীর কোন জাতির ধর্ম্ম যে হিন্দুধর্ম্মের তুলনায় নগণ্য, হিন্দুধর্ম্মই যে গরীয়ান, এই কুম্ভমেলা তাহার অন্যতম পরিচায়ক। এই ৩৫ লক্ষ লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস সহজে কি পাশ্চাত্য-ভাবে প্রণোদিত হইয়া ছিন্নভিন্ন হইবে? বেদ অনুসৃত, ঋষি ব্যবস্থিত বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মটা সহজে যাইবে না।

প্রয়াগের যমুনার দৃশ্য নয়নমনোরম, বিশাল তটিনী যমুনাতীরে একখানি নয়নাভিরাম অট্টালিকায় চন্দ্রমাধব বাবু অবস্থান করিলেন।

সুদূরে যমুনার নীল জল গম্ভীরভাব ধারণ করিয়া আছে, তটপ্রদেশে সবুজ বর্ণের বৃক্ষশ্রেণী দিগন্ত ব্যাপিয়া চলিয়াছে, সন্নিকটে বৃটিশ দুর্গ বিশাল দেহ বিস্তার করিয়া বীরত্বের গরিমা প্রকাশ করিতেছে। পুণ্যসলিলা যমুনার পবিত্র ভাব, নীলকান্তমণি শ্যামসুন্দরের স্মৃতি, বৃক্ষশ্রেণীর মনোহারীত্ব, দুর্গের মহান্ গাম্ভীর্য্য ও আত্মম্ভরিতা চন্দ্রমাধব বাবুর হৃদয়কে যুগপৎ নানা ভাবের হিন্দোলায় দোলাইতে লাগিল। এরূপ প্রীতিপ্রদ স্থানে বাস করিতে কা'র না ইচ্ছা হয়? উক্ত অট্টালিকার অধিকারী ছিলেন বাবু নীলকমল মিত্র। অধ্যবসায় যে সৌভাগ্যলক্ষ্মীকে করতলগত করিতে পারে, ভাগ্যান্বেষী মহৎ হৃদয়, উদার প্রকৃতি অক্লান্ত কর্ম্মী বঙ্গদেশ বাসী কায়স্থ কুলগৌরব নীলকমল মিত্র তাহার উদাহরণ স্থল। ইনি হুগলী জেলার বন্দীপুর গ্রামের মিত্র বংশীয় সামান্য অবস্থার গৃহস্থ সন্তান। স্বীয় অধ্যবসায় গুণে অমিত শক্তি অর্জ্জন করিয়া মান সম্ভ্রম অর্থ যশ সমস্তই লাভ করিয়াছিলেন। এলাহাবাদের মুটীগঞ্জ নামক স্থানে ইঁহার বাসভবন ছিল। নানা ব্যবসায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। উত্তর পশ্চিমের আবগারীর ইনিই ইজারাদার ছিলেন। সুদূর উত্তর পশ্চিমে থাকিয়াও তিনি তাঁহার পল্লী জননী জন্মভূমিকে ভুলিয়া থাকিতেন না, দেশে আসিতেন, সমারোহে দুর্গোৎসব করিতেন। তখন রেল লাইন না থাকায় গ্রামের এবং পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের অধিবাসীদের যাতায়াতের বড়ই অসুবিধা হইত এই জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া সেওরাপুলী হইতে তারকেশ্বর পর্য্যন্ত রেলওয়ে খুলিয়া দে'ন। ই, আই, রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ সে সময় নীলকমল বাবুকে বিশেষ খাতির

করিতেন। আজ নানা দেশস্থ হিন্দুরা যে তারকনাথ মহাদেব দর্শনে, বিশেষ শিবরাত্রিতে, সহজে যাইয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতেছে ইহা সেই মহাপ্রাণ নীলকমল বাবুর যে চেষ্টার ফল তাহা দেশের কয়জনে জানে? এরূপ কল্যাণকামী দেশহিতৈষী ব্যক্তির কীর্ত্তি কাহিনী কে স্মরণ করে? ইনি যেমন অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তেমনি ব্যয় ও দান ছিল। নিজের ভবনে অনেককেই আহার যোগাইতেন। এতদ্ব্যতীত প্রবাসে যে কেহ বাঙ্গালী আসিতেন ছোট বড় সকলকেই আদর আপ্যায়ন ও সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। লাট সাহেব হইতে সামান্য ভিক্ষুকের সহিতও আলাপ পরিচয় রাখিতেন। ঐশ্বর্য্যের মাৎসর্য্য ইঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। ইঁহার পত্নীও পতির অনুরূপ গুণবতী ছিলেন। নারী-ধর্ম্ম পালনে ইনি আদর্শ রমণী ছিলেন। নীলকমল বাবুর সহিত চন্দ্রমাধব বাবুর বহুদিন হইতে সম্প্রীতি ছিল। পূর্ব্বে উভয়ে সহপাঠী ছিলেন। পরে বহুদিন কর্ম্মব্যপদেশে দেখা সাক্ষাৎ ছিল না, কিন্তু হুগলী জেলার আলা গ্রামের স্বর্গীয় প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন উভয়েরই বন্ধু, তাঁহারই সমভিব্যাহারে এলাহাবাদ যাইয়া উভয়েই উভয়কে চিনিলেন। কারণ এতদিন পরস্পর পরস্পরকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন (out of the sight out of the mind). এখানেও যেন গঙ্গা যমুনার মিলন হইল। নীলকমল বাবু দেখিলেন—যেমন যমুনার গভীরতা, তৎসঙ্গে স্বচ্ছ স্ফটিক জল, তেমনি চন্দ্রমাধব বাবুর জ্ঞানের গভীরতা এবং সম্প্রীতির তারল্য। চন্দ্রমাধব বাবু দেখিলেন—যেমন জাহ্নবীর তীব্র বেগ, তৎ সঙ্গে তরল বারিরাশি নাচিয়া নাচিয়া দুই পার্শ্বের তটপ্রদেশকে স্পর্শ

করিয়া—সিক্ত—করিয়া চলিতেছে, তেমনি নীলকমল বাবুর অক্লান্ত পরিশ্রমের বেগ নয়ন ঝলসিয়া দিতেছে এবং অন্তরের মাধুর্য্য পার্শ্বস্থ সকলকে সিক্ত করিয়া তৃপ্তির আনন্দে ছুটিতেছে।

নীলকমল বাবুর একটি মাত্র পুত্র ছিল। পিতামাতার অন্তর খানি যেন পুত্র আবদার করে কাড়িয়া লইয়াছিলেন, পিতার চরিত্র যেন ওয়ারীশান স্বত্রে অধিকার করিয়াছিলেন। পুত্রের নাম বাবু চারুচন্দ্র মিত্র। তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টের উকীল ছিলেন বটে কিন্তু ধনীর সন্তান, সুতরাং ওকালতী করিয়া অর্থ উপার্জ্জনটা তাঁহার ভাল লাগে নাই এই জন্য ওকালতী করিতেন না। তবে ওকালতী না করিলেও তিনি আলস্য পরায়ণ আমোদ প্রমোদ পরায়ণ ছিলেন না। তিনি এলাহাবাদের মিউনীসীপালিটীর ভাইস প্রেসিডেণ্ট ও কিছুদিন প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। উত্তর পশ্চিমের লাট সভার সদস্য ছিলেন। ১৮৯২ সাল হইতে কংগ্রেসের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। সুতরাং ঐ সকল জন সাধারণের যথেষ্ট কায লইয়া নিজেকে সর্ব্বদাই ডুবাইয়া রাখিতেন। তাঁহার দয়া এবং পরোপকারিতা যেন মজ্জাগত। পরের জন্য অবসর ছিলনা, বিশ্রাম ছিলনা, আহার ছিলনা, সাধারণের কায বা পরের কায পাইলেই তাহাকে আপনার কায মনে করিয়া সম্পন্ন করিতে ছুটিতেন। অনাহারে পরিশ্রান্ত হইয়াছেন তথাপি হাস্যবদন। সৌজন্যতা ও সদ্ব্যবহার যিনি পাইয়াছেন তিনিই মজিয়াছেন। চারু বাবু অমনি তাঁহার হৃদয় জয় করিয়া লইয়াছেন। এমন বিশ্ব প্রেমিক আত্মভোলা ব্যক্তি সহজে দেখা যাইত না। যিনি তাঁহার সংশ্রবে আসিয়াছেন এ কথা

তাঁহার অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চন্দ্রমাধব বাবু চির দিনই চারু বাবুকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। কলিকাতায় চারু বাবুর বিডন ষ্ট্রীটের বাড়ীতে চন্দ্রমাধব বাবু অবসর পাইলেই আসিতেন।

চারু বাবুর প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী যখন ৫।৬ বৎসরের বালিকা তখন চন্দ্রমাধব বাবু বালিকার রূপলালিত্য ও মাধুর্য্য দেখিয়া স্নেহসিক্ত হ'য়েন; বালিকার সুমধুর কথাবার্ত্তা শুনিয়া, বিশেষ পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকার চাঁপার কলির মত অঙ্গুলিস্পর্শে সেতারের সুললিত বাদ্য শুনিয়া চন্দ্রমাধব বাবু মুগ্ধ হইয়া পড়েন। প্রতিভাশালিনী সরোজিনী তখন হইতেই চন্দ্রমাধব বাবুর স্নেহ-প্রবণ হৃদয়কে জয় করিয়া লইয়াছিল এবং তাঁহার নাতিনীদের ন্যায় স্নেহ ও আদর সমভাবে আদায় করিয়া লইয়াছিল। এমন কি-যখন সরোজিনী বিবাহিতা এবং তাহার স্বামী বিলাতে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা দিতে গিয়াছিলেন তখন শ্রীমতী সরোজিনী চন্দ্রমাধব বাবুর বাটীতে থাকিয়া Conventএ (কলেজে) পড়িতে যাইতেন। কেহ জানিত না যে সরোজিনী চন্দ্রমাধব বাবুর আপনার নাতিনী নহে। বন্ধুর নাতিনী, বা পুত্র কন্যাকে আপনার করিতে সংসারে কয়জন পারে? এ সকল কথা গল্প নহে, সত্য বাস্তব ঘটনা। আজ সেই প্রতিভাময়ী দেশের গরীয়সী রমনীই-শ্রীমতী সরোজিনী দে (Mrs. De. M. B. E.) যিনি স্বীয় জ্ঞান গরীমায় এখন কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সীলার। এ দেশে ইনিই সর্ব্বপ্রথম Lady Counsellor হইয়াছেন। ইহা কম গৌরবের কথা নহে। ইঁহারই যোগ্য স্বামী চারু বাবুর জ্যেষ্ঠ জামাতা (Mr. K. C. De. I. C. S.)

মিঃ কিরণ চন্দ্র দে। চন্দ্রমাধব বাবু কিরণ বাবুকে অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, কিরণ বাবু বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ইনি স্বজাতির উন্নতিকল্পে বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলেন। সভার মন্তব্যগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে ইনি প্রয়াসী। ১৯২৫ খ্রীঃ কিরণ বাবু ছিন্ন ভিন্ন কায়স্থসভাকে জোড়া দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি বাংলার শাসন বিভাগের কর্ত্তৃত্ব করিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহার সহায়ে সমাজের অবস্থাকে পরিবর্ত্তিত করা অসম্ভব নয়। তবে বর্ত্তমানে সভার যে ক্ষয়রোগ আরম্ভ হইয়াছে তাহার চিকিৎসার প্রণালী যাহা অবলম্বন করিয়াছেন তাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া বোধ হয় সম্ভব নহে। অথচ চিকিৎসা অতি সহজ। কায়স্থ সভার ইতিহাস আলোচনা করিলেই কায়স্থ সভার ধাতুর অভিজ্ঞতা হইবে, রোগের স্বরূপ নির্ণীত হইবে, তখন সহজ ঔষধ প্রয়োগ করিলেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে। চন্দ্রমাধব বাবু প্রমুখ পূর্ব্ববর্ত্তী নেতা গণের কার্য্যপ্রণালী অনুসরণ করিলে সভার উন্নতি সাধিত হইবে। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার নাম লোপ হইবার আশঙ্কা থাকিবে না।

এ ক্ষেত্রে এই আলোচনা অবান্তর নহে, কারণ যে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা চন্দ্রমাধব বাবুর প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ছিল, আজ তাহার দুরবস্থা দেখিয়া প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। সমাজের সকলকে বুঝাইতে তাঁহার মত আর কি কেহ শক্তিধর পুরুষ কায়স্থ সমাজ গগণে কি উদিত হইবে না?

আত্ম-মর্য্যাদা সংরক্ষণ।

এক সময়ে চন্দ্রমাধব বাবু তাঁহার সচরাচর বাঙ্গালীর পোষাকেই ট্রেণে আসিতেছিলেন। তাঁহার প্রথম শ্রেণীর কামরায় ৩ জন ইংরাজ উঠিল, উঠিয়াই তাহারা বলিল যে যে স্থানটিতে আপনি বসিয়াছেন ঐ স্থানটী আমাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া আপনি সরিয়া বসুন। ইহাতে চন্দ্রমাধব বাবু আপত্তি করায় তাহারা তাঁহার সম্মুখে বসিয়া চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল এবং হাস্য পরিহাস সহকারে তাঁহাকে বিদ্রূপ করিল, ইহাতে চন্দ্রমাধব বাবু সংযত হইয়া ভদ্র-ভাবে কথা বলিতে অনুরোধ করাতেও তাহারা ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া তাঁহার বিরক্তি উৎপাদন করিতে লাগিল। তিনি নীরবে সহ্য করিয়া আসিলেন, পরে ষ্টেসনে আসিয়া দেখিলেন তাঁহার আরদালী উপস্থিত আছে, তিনি আরদালী দিয়া রেলওয়ে পুলিশকে ডাকাইলেন এবং ষ্টেশন মাষ্টার ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে ডাকাইলেন এবং উক্ত দুইজন সাহেব আরোহীর অপরাধের বিচার করিবেন বলায় সাহেব দুইজন ভীত হইয়া ক্ষমা চাহিল, চন্দ্রমাধব বাবু ক্ষমা করিলেন। কিন্তু তিনি গভর্ণমেণ্টকে লিখিলেন যে হাইকোর্টের জজেরা যিনি যখনই যাইবেন তিনি প্রথম শ্রেণীর রিজার্ভ গাড়ী পাইবেন এবং মাত্র একখানি টীকিট কিনিবেন বাকী ৩ খানি টিকিটের মূল্য যাহা রেল কোম্পানীর রিজার্ভ গাড়ী দেওয়ার জন্য প্রাপ্য তাহা সরকারী তহবীল হইতে দিতে হইবে নতুবা হাই-কোর্টের জজেদের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে না। গভর্ণমেণ্ট উহা

অনেক বাদানুবাদের পর মঞ্জুর করিল। আজ পর্য্যন্ত ঐ ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে।

একবার একজন হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রারকে (তিনি একজন সিভিলিয়ান) চন্দ্রমাধব বাবু স্বীয় কামরায় আরদালীর দ্বারা ডাকিয়া পাঠান। রেজিষ্ট্রার আবি "ফুরসুৎ নাই" বলায় চন্দ্রমাধব বাবু অপমান বোধ করিলেন এবং প্রধান বিচারপতিকে অবগত করাইলেন, পরে রেজিষ্ট্রারকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইল।

আত্মমর্য্যাদা সংরক্ষণ সম্বন্ধে আরও একটী ঘটনা ঘটে।

১৮৯২ খ্রীঃ চন্দ্রমাধব বাবু সিলং শহরে গমন করেন। উদ্দেশ্য বায়ু পরিবর্ত্তন। সঙ্গে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্র বাবু গিয়াছিলেন। সেই সময় ভাগলপুরের রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও সিলং শহরে চন্দ্রমাধব বাবুর বাটীর সন্নিকটেই বাড়ী লইয়া বাস করিতেছিলেন। রাজা শিবচন্দ্রের সহিত চন্দ্রমাধব বাবুর বিশেষ আলাপ ছিল।

চন্দ্রমাধব বাবু মধ্যে মধ্যে কামাখ্যা দেবীর মহাপীঠ দর্শনে যাইতেন, তথায় জগন্মাতার উদ্দেশ্যে পূজাদি দিতেন এবং তথায় কামাখ্যা পর্ব্বতের শোভা, আর নিম্নে ব্রহ্মপুত্রের অপূর্ব্ব মনোহর দৃশ্য দেখিয়া তিনি বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেন।

গৌহাটী শহরেও মধ্যে মধ্যে বেড়াইতে যাইতেন, তথায় রায় বাহাদুর দুলাল চাঁদের সহিত এবং অনেক বাঙ্গালী ভদ্র লোকের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন। চন্দ্রমাধব বাবুর চরিত্রের উহাই বিশেষত্ব ছিল। বিশ্ব জোড়া প্রাণ লইয়া বিশ্ব মানবের সহিত প্রাণের বিনিময় করিলে কিরূপ যে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, তাহা লেখনীতে প্রকাশ করা অসম্ভব।
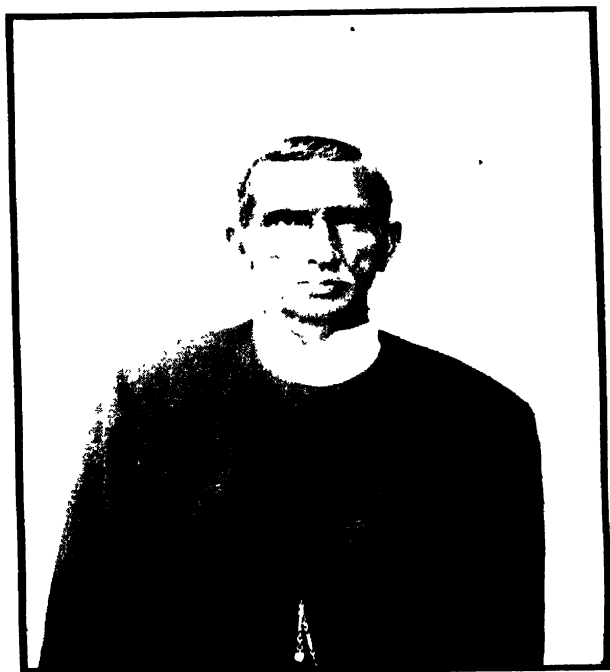
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ।

চন্দ্রমাধব বাবু সিলং সহরে "Cowley Castle" কাউলী কেশেল নামক ভবনে থাকিতেন।

ঐ সময়ে একটা অপ্রিয় ঘটনা ঘটে। সিলং শহরে ইংরাজ রাজের Brigadier General (প্রাদেশিক প্রধান সেনানায়ক) একদিন ভ্রমণে বহিগত হয়েন এবং চন্দ্রমাধব বাবুর অবস্থান বাটীর সম্মুখের প্রশস্ত প্রাঙ্গনের মধ্যে সদর রাস্তার ধারে যোগেন্দ্র বাবু মাথায় টুপী ও পোষাক পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। Brigadier Generalএর নজর যোগেন্দ্র বাবুর উপর পতিত হয়, যোগেন্দ্র বাবু কৌতুহল বশতঃই তাঁহার দিকে চাহিয়াছিলেন, Brigadier General যোগেন্দ্র বাবুকে সেলাম করিতে আদেশ করেন। যোগেন্দ্র বাবু তেজস্বী ও নির্ভিক যুবক, অনর্থক একজন সাহেবকে সেলাম করিবার কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না, সাহেব "যেচে মান কেঁদে সোহাগ" আদায় হইল না দেখিয়া তৎক্ষণাৎ ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহার আরদালীকে (Orderly) হুকুম করিলেন "উস্কো শিরসে টুপী উঠায় লে আও"। যোগেন্দ্র বাবুও রুখিয়া দাঁড়াইলেন। সাহেব যুবকের ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কে এবং এ বাটীতে কে থাকেন ?" যোগেন্দ্র বাবু বলিলেন যে "আমার পিতা Mr Justice Ghose হাইকোর্টের জজ এবং আমিও একজন হাইকোর্টের Vakil। ইহাতেও Brigadier Generalএর ক্রোধ শীতল হইল না। বচসা ও উত্তেজনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। Brigadier General ব্রিটিশ বীর বোধ, হয় ভাবিলেন অনেক কেল্লা ফতে করিয়া এসে কিনা একজন সামান্য বাঙ্গালী যুবকের নিকট পরাস্ত হইতে হইবে ?

"নাহি শিশু লঙ্কা পুরে শুনি না হাসিবে"

ইংরাজ জাতির শিশুরা শুনিলেও যে হাসিবে ?

"হেন অপমান কেমনে সহিব ?"

Brigadier Generalএর এ হেন জীবনে ধিক্, এই সকল চিন্তা বোধ হয় তাঁহার বীর হৃদয় তোলপাড় করিতে লাগিল, আইনজ্ঞ যোগেন্দ্র বাবুও বোধ হয় ভাবিলেন যে Brigadier Generalএর এরূপ অন্যায় আদেশ বেআইনী, সুতরাং আমি পালন করিতে বাধ্য নহি।

তাঁহাদের এইরূপ ঝগড়া রাজা শিবচন্দ্র সমস্তই লক্ষ্য করিতে-ছিলেন কিন্তু তিনি সাহস করিয়া তথায় গমন করিতে পারেন নাই। তিনি চানক্যের নীতি অবলম্বন করিয়া সহস্র হস্ত দূরেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রমাধব বাবু তখন বাটীর মধ্যে স্নান করিতেছিলেন, তিনি শুনিয়া তাড়াতাড়ি অর্দ্ধ স্নান অবস্থায় আসিয়া দেখিলেন যে গোলমাল চুকিয়া গিয়াছে, সাহেব চলিয়া গিয়াছে। চন্দ্রমাধব বাবু সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক শুনিয়া আসামের চিফ্ কমিশনার সাহেবকে লিখিয়া পাঠাইলেন। Commissioner সাহেব Brigadier Generalএর ক্ষমা প্রার্থনা সূচক পত্র আনাইয়া চন্দ্রমাধব বাবুকে পাঠাইয়া দে'ন।

সত্যপালন ও বন্ধুপ্রীতি।

আত্মসম্মান রক্ষা করিতে তিনি সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতেন, চন্দ্রমাধব বাবুর সত্য পালন, সত্যের উপর অসীম অনুরাগ, সত্যকেই পরমার্থ জ্ঞান, আমরা তাঁহার চরিত্রের মধ্যে ঐ সকল বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্র চন্দ্র যখন সপ্তম বর্ষীয় বালক তখন তাঁহার পিসিমা (চন্দ্রমাধব বাবুর ভগ্নী) যোগেন্দ্র চন্দ্রকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন। যোগেন্দ্র চন্দ্র মিথ্যা বলিলে চন্দ্রমাধব বাবু তাহা বুঝিতে পারিয়া 'যোগীন তুমি মিথ্যা কথা কহিলে—?' এই বাক্য এরূপ পরুষভাবে বলিলেন যাহা শুনিয়া বালকের হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল, বালক যোগেন্দ্রচন্দ্র মর্ম্মাহত হইলেন এবং নিজেকে ধিক্কার দিলেন। বস্তুতঃ চন্দ্রমাধব বাবুকে কেহ কখন মিথ্যা কথা কহিতে শুনেন নাই। মিথ্যার উপর তাঁহার আন্তরিক ঘৃণা ছিল।

হাইকোর্টে গভর্ণমেন্টের উকীল বাবু রামচন্দ্র মিত্র ছুটী লওয়ায় তাঁহার পদে কায করিবার জন্য ৺উমাকালী মুখোপাধ্যায় মহাশয় আসিয়া চন্দ্রমাধব বাবুকে সুপারীস ধরেন। চন্দ্রমাধব বাবু তাঁহার জন্য চেষ্টা করিবেন এবং যাহাতে তিনি উক্ত পদ প্রাপ্ত হয়েন তজ্জন্য Sir William Duke (Chief Secy. to the Govt of Bengal) সাহেবকে অনুরোধ করিবেন বলেন। ইতিমধ্যে Legal Remembrancer Chapman (চ্যাপমান) সাহেব উমাকালী বাবুকে ঐ পদের জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন, কিন্তু

ঐ পদে নিয়োগ করার ক্ষমতা ডিউক (Duke) সাহেবের হাতেই ছিল। সুতরাং চন্দ্রমাধব বাবু Duke সাহেবের সহিত দেখা করিতে যা'ন এবং উমাকালী বাবুর জন্য সাহেবকে বলেন। সাহেব চন্দ্রমাধব বাবুকে বলিলেন যে "আপনার পুত্র যোগেন্দ্রচন্দ্রও উক্ত পদের প্রার্থী হইয়া অনুরোধ করিয়াছে। আপনি তাহা জানেন না?" চন্দ্রমাধব বাবু বলিলেন যে "যোগেন আমাকে না বলিয়াই আপনার নিকট বোধ হয় আসিয়াছে। এক্ষণে যোগেন যদি উক্ত পদ প্রত্যাখ্যান করে তবে আপনি উমাকালীকে দিতে পারেন কি?" Sir William Duke সাহেব ঐ সর্ত্তে রাজী হয়েন। চন্দ্রমাধব বাবু বাটী আসিয়া যোগেন্দ্রচন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন "যোগেন! তুমি প্রত্যাখ্যান কর কারণ আমি উমাকালীকে প্রতিশ্রুত হইয়াছি। সে আমার পুরাতন বন্ধু।" যোগেন্দ্রচন্দ্র নিঃশব্দে পিতৃবাক্য পালন করিলেন। মহান্ চন্দ্রমাধব বাবুর এরূপ নিঃস্বার্থ ব্যবহার সংসারে বিরল। এই সকল ঘটনা ক্রমশঃ বোধ হয় পৌরানিক (mythological) বলিয়া ভবিষ্যৎ বাঙ্গালীর নিকট উপহাস্য ঘটনা বলিয়া প্রতীয়মান হইবে।

অবসর গ্রহণে স্যার উপাধি প্রাপ্তি।

১৯০৬ খ্রীঃ Sir Francis Maclean প্রধান বিচারপতি ছুটী লইয়া বিলাত যা'ন, এবং গভর্ণমেণ্ট চন্দ্রমাধব বাবুকে প্রধান বিচারপতির পদ প্রদান করেন। তিনি ১৯০৭ খ্রীঃ হাইকোর্ট

হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ঐ সালেই 'স্যার' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

তিনি বিচারাসনে বসিয়া অতি ধীর ভাবে সওয়াল জবাব শুনিতেন, লিখিয়া লইতেন, বাটীতে আসিয়া ধীর ভাবে আলোচনা করিয়া তবে রায় প্রকাশ করিতেন। ব্যবহারজীবিদের সহিত অতি সদ্‌ব্যবহার করিতেন। মোকর্দ্দমাকারী কোন পক্ষই অসন্তুষ্ট হইত না। এমন কি যাহারা মকর্দ্দমা হারিত তাহারাও বলিয়াছে যে সুবিচার হইয়াছে। এ গৌরব, এ সুখ্যাতি কয় জন বিচারকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে ?

সর্ব্বক্ষণ বিচারাসনে তুলা দণ্ডে বিচার করার ক্ষমতা যাহা তাঁহার ছিল তাহা অতুলনীয়। তিনি সুদীর্ঘকাল জজীয়তীর আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, এবং বহু মকর্দ্দমার বিচার করিয়াছিলেন।

বিচার নৈপুণ্য

পূর্ব্ববঙ্গে একজন রাজা উপাধিধারী বড় জমীদারের একটী Regular appealএর মকর্দ্দমা চন্দ্রমাধব বাবু কিরূপ সূক্ষ্ম বিচার করিয়াছিলেন তাহা আমরা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। মকর্দ্দমার মোটামুটি বিবরণ এই :—উক্ত জমীদারদের একটী বিস্তৃত জঙ্গল ও তৎসংলগ্ন অনেক জমী ছিল, জমীদারের পূর্ব্ব পুরুষেরা প্রজা দিগকে এমন এক কায়েমী পাট্টা দিয়াছিলেন যাহার বলে তাহাদের দখল উচ্ছেদ হইবে না ও খাজনাও বৃদ্ধি হইবে

না। বহুকাল হইতে তাহারা নির্দ্ধারিত হারে কর দিয়া দখলীকার ছিল। কালক্রমে তাহাদের আয় বৃদ্ধি হওয়ায় জমীদার খাজনা বৃদ্ধি এবং তাহার অনাদায়ে উচ্ছেদের নালিশ রুজু করে। ঢাকায় সে মকদ্দমা সদরওয়ালার আদালতে দায়ের হইয়া বিচার হয়, তাহাতে প্রজা পক্ষের হার হয়, তাহারা পরে হাইকোর্টে আপীল করে। সেই আপীল চন্দ্রমাধব বাবুর এজলাসে বিচারার্থ উপস্থাপিত হয়।

জমীদারদের তদ্‌বিরকারকেরা কোন কৌশলে মূল দলীলে মেদিনীপুর হইতে একজন প্রসিদ্ধ জালীয়াৎকে আনিয়া এমন একটী শব্দ বসাইয়া দেয় যাহা বেমালুম দলীলের লেখকের লেখার মত প্রতীয়মান হইয়াছিল। সেই মূল দলীলে ঐরূপ লেখা দেখিয়া সদরওয়ালা জমীদারকে ডিক্রী দেন। দলীলখানি উর্দ্দুতে লেখা ছিল। চন্দ্রমাধব বাবু নিজে উর্দ্দুতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তাঁহার এজলাসে আপীলের মকর্দ্দমা উপস্থিত হইলে তিনি ঐ বিষয়ে (pointএ) সন্দীহান হইয়া কাঁচের লেন্স লইয়া বাহিরের বারান্দায় প্রখর আলোক সাহায্যে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিয়া ও নানারূপ গবেষনা করিয়া সঠিক নির্ঘণ্ট করিলেন যে দলীলের একটী শব্দ বস্তুতই জাল। তখনকার দিনে সরকারী Handwriting Expert বা সরকারী লিখন অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিল না। চন্দ্রমাধব বাবু স্বীয় অভিজ্ঞতায় সদরওয়ালার রায় নাকচ করিয়া প্রজাদিগকে ডিক্রী দিলেন এবং জাল করার অপরাধে জমীদার পক্ষকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিবার হুকুম দিলেন। সর্ব্বনাশ! কেঁচো খুঁড়িতে সাপ বাহির হইল। জমীদার পক্ষ তাড়াতাড়ি বিলাতে আপীল দায়ের করিল এবং বিলাতের আপীলের

নিষ্পত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত যাহাতে ফৌজদারী মকর্দ্দমা বন্ধ থাকে তাহার হুকুম লইল। বহু টাকা ব্যয় করিয়া তাহারা বিলাতে জিতিল। চন্দ্রমাধব বাবুর রায় নাকচ হইল। আমরা কিন্তু বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি এবং যাহারা জাল কার্য্যে তদ্বিরকারক ছিল তাহাদের জীবদ্দশায় তাহাদের মুখেও শুনিয়াছিলাম যে চন্দ্রমাধব বাবু উহা ঠিকই ধরিয়াছিলেন।

সুহৃদের প্রতি সদুপদেশ।

আমরা ইতি পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি যে স্বর্গীয় শ্রীনাথ দাস মহাশয় চন্দ্রমাধব বাবুকে মক্কেল দিতেন, তেমনি স্বর্গীয় রমাপ্রসাদ রায় মহাশয় ২ জন ছোকরা উকীলকে (চন্দ্রমাধব বাবু এবং স্বর্গীয় তারকচন্দ্র সেন মহাশয়) Junior সহকারী নিযুক্ত করিতেন, কিন্তু চন্দ্রমাধব বাবুর কাযকর্ম্ম ও মকর্দ্দমা পরিচালনা সম্বন্ধে তিনি তারক বাবু অপেক্ষা ভাল মনে করিতেন তবে উভয়কেই তুল্য ভাবে ভাল বাসিতেন। রমাপ্রসাদ বাবু তারক বাবুকে আরার গভর্ণমেণ্ট উকীলের পদে বাহাল করিবার ব্যবস্থা করিলেন। তারক বাবুতে ও চন্দ্রমাধব বাবুতে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। তারক বাবু আরা চলিয়া গেলেন, তথায় তাঁহার বিশেষ সুখ্যাতি হইতে লাগিল। সীপাহী বিদ্রোহ চুকিয়া যাইবার কিছু দিন বাদে আরা জেলার কতিপয় জমীদারের সম্পত্তি যাহা গভর্ণমেণ্ট বাজেয়াপ্ত করিয়াছিল তাহা প্রত্যর্পণ করিবার ব্যবস্থা হইল। যে সকল জমীদার

বিদ্রোহীদের পরোক্ষে সাহায্য করিয়াছিল এইরূপ সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল পরে যাহারা রাজভক্তি ও বিশ্বাস দেখাইতে পারিয়াছিল এবং বিদ্রোহীদের সাহায্য করে নাই এইরূপ প্রমাণ দেখাইয়াছিল তাহাদেরই সম্পত্তি গভর্ণমেণ্ট দয়াপরবশ হইয়া ফিরিয়া দিতে চাহিলেন, কিন্তু সচ্চরিত্রতা ও বিশ্বস্থতার প্রশংসাপত্র তাহাদিগকে দেখাইতে হইবে এইরূপ আদেশ হইল এবং সেই প্রশংসাপত্র সরকারী উকীল এবং ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের হওয়া চাই নতুবা গ্রাহ্য হইবে না। ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর বিদেশীয়, সুতরাং তিনি দেশীয় সরকারী উকীলের পোষকতা না পাইলে প্রশংসাপত্র দিতেন না। এইরূপ অবস্থায় জনৈক জমীদার যিনি বস্তুতই গোপনে বিদ্রোহীদের সাহায্য করিয়াছিল এবং যাহার বিরুদ্ধে তারক বাবু অনুসন্ধানে জানিতে পারিয়াছিলেন--তিনি আসিয়া তারক বাবুকে লক্ষ টাকা উৎকোচ দিতে চাহেন, তারক বাবু তাহা প্রত্যাখ্যান করেন, ইহাতে সেই দুর্দ্দান্ত জমীদার বলেন যে প্রশংসাপত্র দিলে লক্ষ টাকা দিব, না দিলে তারক বাবুর মস্তক থাকিবে কিনা সন্দেহ। তারক বাবু কলিকাতায় আসিয়া চন্দ্রমাধব বাবুকে বলেন। চন্দ্রমাধব বাবু তারক বাবুকে আর আরায় যাইতে দে'ন নাই। তিনি বলিলেন যে ভগবান সহায়—সাধু উদ্দেশ্য লইয়া এই হাইকোর্টে ওকালতী কর, লক্ষ টাকা ভগবান এই খানেই দিবেন। পরে তারক বাবুকে চন্দ্রমাধব বাবু সাহায্য করিতে লাগিলেন। তারক বাবুও ক্রমশঃ একজন প্রসিদ্ধ উকীল হইলেন। চন্দ্রমাধব বাবু যখন জজ হইলেন তখন তাঁহার অধিকাংশ মকর্দ্দমা তারক বাবুকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। ওকালতী ব্যবসায় ইঁহাদের মত

নির্লোভী লোক সকল জন্মিয়াছিলেন বলিয়াই উকীলরা উচ্চ সম্মান পাইয়া থাকেন।

চন্দ্রমাধব বাবু ও পদচ্যুত জজ পেনাল সাহেব।

১৮৯৯ সালে ছাপড়ার জজ, সিবিলিয়ান মিঃ আলফ্রেড পেনেল সাহেবকে লইয়া একটা গুরুতর ঘটনা ঘটে। সংবাদ পত্রে সেই সময় ঐ ঘটনা লইয়া অনেক মুখরোচক কথা বাহির হইত। গভর্ণমেণ্টের শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ সেই আন্দোলনে আলোড়িত হইয়াছিল। বড় লাট কর্জ্জন সাহেব, ছোট লাট সার জন উডবরণ সাহেব, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি, হাইকোর্টের মাননীয় জজ র‍্যাম্পিনী, মাননীয় জজ ষ্টিভেন্স সাহেব হইতে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ বিভাগের বড় বড় সাহেব কর্ম্মচারী প্রভৃতি অনেকের বিষয় পেনেল সাহেব তাঁহার রায় (Judgment) মধ্যে এমন ভাবে লিখিয়াছিলেন যাহাতে তাঁহাকে সাস্‌পেণ্ড হইতে হইয়াছিল এবং পরে পদচ্যুত হইতে হইয়াছিল। সরকারী কর্ম্মচারী হইয়া সরকার বাহাদুরের রাজপ্রতিনিধি ও শাসন কর্ত্তাদের অবমাননা কর্ম্মচারীত্ব-শাস্ত্রে পাপ এবং ভৃত্যত্ব আইনে দণ্ডার্হ। কি জন্য ও কি ভাবে একজন শিক্ষিত সিবিলিয়ান জজ জানিয়া শুনিয়া এত বড় একটা অসমসাহসিক গর্হিত কার্য্য করিয়া ফেলিলেন তাহার একটু সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত না দিলে

পাঠকের পক্ষে অসুবিধা হইবে বলিয়া আমরা ইহা সন্নিবেশিত করিলাম। বিশেষতঃ এই ব্যাপার চন্দ্রমাধব বাবুকেও কিয়ৎ পরিমাণে স্পর্শ করিয়াছিল। ভিত্তিহীন কলঙ্ক-কালিমা মোচনার্থ আমাদের এই ধিক্কৃত ঘটনার অবতারণা করিতে হইল।

ছাপরার জজের পদে আসীন থাকিবার কালীন পেনেল সাহেব ৭ই অক্টোবর ১৮৯৯ সালে 'সম্রাট বনাম নরসিং সিংহর' আপীলের বিচার করেন। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট আসামী নরসিংহকে ২ মাস সশ্রম কারাদণ্ড দেন। অপরাধ-দণ্ডবিধি আইনের ৩৫২—১১৪ এবং ৫০৪ ধারা। পুলিশের এসিষ্টাণ্ট সুপারিনটেণ্ডেণ্ট করবেট সাহেব, জেলার ইঞ্জিনিয়ার সিমকিনস্ সাহেবের সহিত যোগ করিয়া নরসিংহর বিরুদ্ধে এক মিথ্যা মোকৰ্দ্দমা আনয়ন করে। সেই মোকৰ্দ্দমার আপীল হইলে পেনেল সাহেব তাহাকে খালাস দেয় এবং রায়ের মধ্যে স্থানীয় প্রধান প্রধান রাজ কর্ম্মচারীদের ব্যবহার সম্বন্ধে সমালোচনা করেন।

এই মকৰ্দ্দমার রায় বাহির হইবার অব্যবহিত পরেই পেনেল সাহেব নোয়াখালীতে বদলী হইবার সংবাদ প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার ধারণা যে তাঁহাকে চক্রান্ত করিয়া হঠাৎ অস্বাস্থ্যকর স্থানে বদলী করা হইল। অবশ্য সেই সময়ে ভারত গভর্ণমেণ্ট একটী মন্তব্য (resolution) জারী করেন। সেই মন্তব্যে জজ মিষ্টার এলফ্রেড পেনেল তাহার রায়ের মধ্যে যে ভাবে পদস্থ রাজ কর্ম্মচারীদিগকে আক্রমণ করিয়াছে তাহাতে সরকারের মর্য্যাদা খর্ব্ব হইয়াছে। পেনেল সাহেব হঠাৎ বদলীর সংবাদ পাইয়া বাংলা গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে মহামান্য হাইকোর্টে একখানি আবেদন পাঠাইয়া দে'ন

তাহাতে লেখা ছিল যে বিনা কারণে অর্থাৎ সুধু সুধু (uncalled for) আমাকে বদলী করা হইয়াছে। আমি যে রায়ের মধ্যে সত্য মন্তব্য লিখিয়াছিলাম তাহাই বোধ হয় আমার বদলীর কারণ।

সংবাদ পত্রগুলি এই সুযোগে একটা মজা পাইল, তাহারা লিখিল :—"পেনেল সাহেবের বদলীটা যেন স্বাধীন বিচারের দণ্ড স্বরূপ। (The transfer as a punishment for judicial independence)."

২৩শে জানুয়ারী ১৯০০ সালে মাননীয় স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন লাটসভায় প্রশ্ন করেন "যে পেনেল সাহেবের বদলী সম্বন্ধে ছাপরার মকর্দ্দমাই যে কারণ এই রূপ জনরবের মূলে কোন সত্য আছে কিনা?" তাহাতে তদানীন্তন চিফ্ সেক্রেটারী বোল্টন সাহেব বলেন যে "পেনেল সাহেবকে সাধারণ নিয়ম অনুসারেই বদলী করা হইয়াছে। তাঁহার রায় পাঠের পূর্ব্বেই তাঁহাকে. বদলী করা হইয়াছে।" যাহা হউক পেনেল সাহেব উক্ত আবেদন পত্র খানা হাইকোর্টে পাঠাইবার পূর্ব্বে স্বয়ং হাতে লইয়া চন্দ্রমাধব বাবুকে দেখাইতে আনেন। চন্দ্রমাধব বাবু দেখিতে অস্বীকার করেন এবং বলেন "যখন হাইকোর্টে আমাদের কাছে সরাসরি (formal) ভাবে উপস্থিত হইবে তখন আমরাতো দেখিবই, এখন দেখিবার কোন আবশ্যক নাই।" চন্দ্রমাধব বাবুর এবম্বিধ কথায় পেনেল সাহেবের ধৈর্য্যচ্যুতি হয়। পেনেল সাহেবের প্রকৃতির স্থিরতা সম্বন্ধে তখন অনেকেই সন্দিহান ছিল। এমন কি জজ আমীর আলী সাহেব এবং জজ প্রাট্ সাহেব (Amir Ali J. and Pratt J.) একটী ফৌজদ

মকৰ্দ্দমার আপীলে যে রায় প্রকাশ করেন তাহার একস্থানে লিখিত আছে "বড়ই দুঃখের বিষয় যে জজ পেনেল সাহেব বিচারাসনে তাঁহার বিচারকীয় মস্তিষ্কের ওজন সমান রাখিতে পারেন নাই" "(We regret to observe that in dealing with this matter the Sessions Judge does not seem to have maintained a judicial balance of mind.)" Vide 1900—01 C. W. N. V. Page 609.

এইরূপে ধৈর্য্য হারাইয়া পেনেল সাহেব তৎক্ষণাৎ চন্দ্রমাধব বাবুকে মুখের উপর বলিয়া ফেলিলেন "If he (Mr Justice Ghose was educated and bred in England he would not treat me in this way." অর্থাৎ জজ ঘোষ সাহেব যদি বিলাতে জন্মলাভ করিতেন এবং তথায় শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন তাহা হইলে তিনি আমার সহিত এরূপ আচরণ করিতেন না।" চন্দ্রমাধব বাবু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধৈর্য্য অবলম্বন করিলেন, বিশেষ তাঁহার বাটীতে অতিথিরূপে পেনেল আসিয়াছে, সুতরাং পেনেল যত বড় অপমান সূচক কথাই বলুক না কেন, তিনি বাঙ্নিষ্পত্তি করিলেন না। সুবিচারকের এরূপ ধৈর্য্য আদর্শনীয়। চন্দ্রমাধব বাবু ধীরভাবে পেনেল সাহেবকে বলিলেন যে "হাইকোর্ট আপনার আবেদন পত্র সম্বন্ধে কিছুই করিবেন না, কারণ বাংলা গভর্ণমেণ্টের শাসন বিভাগের কার্য্যের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের কোন কিছু মন্তব্য প্রকাশ করা অধিকার বহির্ভূত (beyond jurisdiction)। বস্তুতঃ পরে হাইকোর্টে পেনেল-প্রদত্ত আবেদন পত্রখানি পরিত্যক্ত হইয়াছিল। বাংলা গভর্ণমেণ্ট পেনেল সাহেবের রায় হাইকোর্টে পাঠাইয়া

দেন এবং তন্মধ্যে যে সকল মন্তব্য(Stricture) ছিল তৎসম্বন্ধে হাইকোর্টের অভিমত বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট চাহিয়া পাঠান। হাইকোর্টে জজেদের মিটিং বসে, তাহাতে মাননীয় জজ স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় জজ আমীর আলী, মাননীয় জজ চন্দ্রমাধব ঘোষ এবং আরও ২।১ জন জজ পেনেল সাহেবের রায় সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মতাবলম্বী হয়েন নাই কিন্তু সিবিলিয়ান জজেরা ইঁহাদের সহিত একমত হইতে পারেন নাই।

পেনেল সাহেবের হাইকোর্টে একজন প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার নাম Mr. P. L. Ray (পি, এল, রায়)। চন্দ্রমাধব বাবু জানিতেন না যে মিঃ পি, এল, রায় পেনেল সাহেবের প্রিয় বন্ধু। ঐ সময়ে পি, এল, রায় একদিন চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত নানা কথা প্রসঙ্গে পেনেল সাহেবের কথাটা উত্থাপন করেন। তাঁহার এরূপ ধারণা হয় নাই যে পি, এল, রায়ের মত লোক এই সকল ঘরোয়া কথাবার্ত্তা বাহিরে প্রকাশ করিবেন, কিন্তু পি, এল, রায় চন্দ্রমাধব বাবুর পেনেল সাহেব সম্বন্ধে হাইকোর্টের আলোচনার কথাটা পেনেল সাহেবকে লিখিয়া পাঠান। পি, এল, রায়ের এইরূপ কার্য্য নিতান্ত ছেলেমানুষী হইয়াছিল। তিনি চন্দ্রমাধব বাবুর নিকট যতটুকু শুনিয়াছিলেন ঠিক সেই টুকুই পেনেল সাহেবকে লিখিয়াছিলেন, কি একটু রংদার করিয়া বর্দ্ধিতাকারে লিখিয়াছিলেন অথবা পেনেল সাহেবই কথাটা ভবিষ্যতে স্বকীয় কার্য্যের সহায়ক হইবে বলিয়া একটু চিক্কন করিয়াছিলেন কিনা তাহা আমরা পরে পাঠকগণকে জানাইব। ফলে চন্দ্রমাধব বাবুর সম্বন্ধে রাজ পুরুষেরা বিস্মিত হইয়াছিলেন।

পেনেল সাহেবকে নোয়াখালী আসিতে হইল। পেনেল সাহেবের দূরদৃষ্ট এখানে আসিয়া তাঁহাকে একটী খুনের মোকদ্দমা দায়রায় বসিয়া ২ জন এসেসার লইয়া বিচার করিতে হয়। পেনেল সাহেবের শনি তখন রন্ধ্রগত। শারিরীক কষ্ট, মানসিক কষ্ট তাহার উপর মূর্তিমান রাহুরূপে এই খুনের মোকর্দ্দমাটী হাতে আসিল। ১৬ দিন ধরিয়া এই মকর্দ্দমা হয়। চড়উড়িয়া গ্রাম নোয়াখালী জেলায় অবস্থিত। তথাকার ইসমাইল সেখ নামক একজন জায়গীরদারকে হত্যা করা অপরাধে সাদেক আলী প্রভৃতি ৪ জন আসামী ছিল। আসামীদের আত্মীয় থানার ভার প্রাপ্ত ওসমান আলী দারোগার এলেকায় উক্ত চড়উড়িয়া গ্রাম। ওসমান আলী একজন ফনে খাঁ দারোগা। সদরের পুলিস সাহেব মিঃ রাইলী তাঁহার হস্তের ক্রীড়নক। ওসমান আলী দারোগার কৌশলে খুনটা চাপা পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। তাহার পর ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করায় এবং কতিপয় হৃদয়বান সাক্ষীর পরামর্শে জায়গীরদারের নাবালক পুত্র এবং তাহার মাতা অতি কষ্টে এই মোকর্দ্দমা চালাইতে পারিয়াছিল। মোকর্দ্দমার বিবরণ ইহার অধিক কিছুই নহে। আসামীদের সহিত মৃত ব্যক্তির বিবাদ ছিল এই কারণে এই হত্যা সংঘটিত হইয়াছিল। তবে এই মোকর্দ্দমা পুলিস উড়াইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিল, এই জন্যই দায়রায় এই মোকর্দ্দমায় জজ পেনেল সাহেব একটী সুদীর্ঘ রায় লেখেন এবং সেই রায়ের মধ্যে এই মোকর্দ্দমার তদন্তকারী পুলিসের কর্ম্মচারীরা কিরূপ ভাবে কার্য্য করিয়াছে তাহাই দেখাইয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি রাইলী সাহেবকে

(ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অফ্ পুলিস) মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করেন। রায়ের মধ্যে তিনি যে সকল ভয়ঙ্কর কথা লিখিয়াছিলেন তাহা সাংঘাতিক। সুদীর্ঘ রায়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট কোন কোন অংশ আমরা উদ্ধৃত করিলাম। (Vide Pennel's Judgment in Emperor. vs. Sadak ali and others. Noakhali Session Case No 1. of 1901, disposed of on 15. 2. 1901)। এই মোকর্দ্দমায় চারি জন আসামীদের মধ্যে এক জন খালাস পায়, দুই জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয় এবং এক জনের ফাঁসী হয়। ফাঁসীর হুকুম সাধারণ নিয়ম অনুসারে হাইকোর্টের অনুমতি (Confirmation) সাপেক্ষ, তজ্জন্য এই মকর্দ্দমার নথী পত্র হাইকোর্টে প্রেরিত হয় এবং সেই নথী ছাপা হইয়া থাকে।

পেনেল সাহেব রায়ের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম ডি এস পি রাইলী সাহেবকেই যেন নাটকের নায়ক রূপে অবতীর্ণ করাইয়া রাজ কর্ম্মচারীদের কার্য্য কলাপ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। রায়ের মধ্যে ঐ রূপ মন্তব্য আইন বিরুদ্ধ যে নহে তাহারও অজুহাত দেখাইয়াছেন এবং এদেশবাসী প্রজাদের হিতার্থে যে এরূপ রায়ের মধ্যে অনেক কথা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য তাহাও তাঁহার মতে সমীচীন হইয়াছে। যেমন ঔষধের মাত্রা আছে তেমনি সকল বিষয়েরই মাত্রা আছে তবে জজ পেনেল সাহেব মাত্রার গণ্ডী পার হইয়াছিল শুনা যায় এবং সেই জন্যই তাঁহাকে তাহার ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল।

রাজকর্ম্মচারীদের প্রতি পেনেলের মন্তব্য।

ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এজিকিয়েল অপেক্ষাকৃত জুনীয়ার ম্যাজিষ্ট্রেট। তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই মুক্ত হস্তে নির্লিপ্ত ভাবে চলিয়াছেন।

পুলিস সাহেব মিঃ রাইলী এজেহারে এবং জেরায় মিথ্যা বলিয়াছে। এমন কি ম্যাপের মধ্যেও জাল করিয়াছে এবং নিজে যে কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিয়াছে তাহাই ঢাকিবার জন্য তাহাকে ঐ সব উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। রায়ের মধ্যে ঐ রূপ ভাবে রাইলী সম্বন্ধে অনেক কথাই লিপিবদ্ধ আছে।

রায় যে দীর্ঘ হইয়াছে তাহার অজুহাত :—

"সরকারী কর্ম্মচারীগণের কর্ম্মে নিরতিশয় অবহেলার কারণেই রায় সুদীর্ঘ হইয়াছে। তাহাদিগের মুখ্য কর্ম্ম—দোষী ব্যক্তির দণ্ড দেওয়া—কিন্তু তাহা না করিয়া তাহাদিগের দোষ যাহাতে লুকায়িত থাকে তাহাতে অতিশয় যত্ন করা হইয়াছে দেখা যায়।"

"গবর্ণমেণ্টের উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীগণ যদি তাঁহাদের নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীগণের দোষ অপ্রকাশ্য রাখিতে হইবে ও যে ব্যক্তি ঐ দোষ প্রকাশ করিবে সে বিরাগ ভাজন হইবে এই নীতির অনুসরণ না করিতেন তাহা হইলে কি সুখের হইত ?"

"ছাপরা মোকর্দ্দমার মন্তব্যে বড় লাট বাহাদুর প্রকাশ

করিয়াছেন যে "এই মোকর্দ্দমার কর্ম্মচারীগণের নিন্দার সঙ্গে গবর্ণমেণ্টকেও নিন্দনীয় হইতে হইয়াছে এবং ইহাতে গভর্ণমেণ্টের ক্ষমতারও লাঘব হইয়াছে। আমি কখনও প্রতিপত্তি লাঘবের বিভীষিকায় ভীত হই নাই, কিন্তু কেহ কেহ হইয়া থাকেন, আমি মনে করি ভারতে আমরা বদান্য ও ন্যায়বান বলিয়াই বলীয়ান, বদান্যতা ও ন্যায়পরাকাষ্ঠাই আমাদিগের ক্ষমতাকে লঘু না করিয়া বরং দৃঢ়তর করিবে। আমি লর্ড কার্জ্জান বাহাদুর ও তাঁহার সদস্যগণ অপেক্ষা বহুকাল হইতে এ দেশে আছি ও মফস্বলের অবস্থা অবগত আছি।"

"জজের রাজনীতির সহিত কোন সম্পর্ক নাই। হাইকোর্টের জজদিগের উচিত যে যদি কোন অনিয়ম দৃষ্ট হয় তাহা চাপিয়া না রাখিয়া স্পষ্ট করিয়া ঐ সকল জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে দেখাইয়া দেওয়া হয়। নিম্ন আদালতের সুবিচারের জন্য হাইকোর্ট দায়ী। এই দায়ীত্ব "লেটারস পেটেণ্ট" আইন দ্বারা হাইকোর্টের জজদিগের উপর অর্পিত হইয়াছে।".

রায়েতে আরও ভীষণ কথা তদানীন্তন ছোটলাট সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল :—

"প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি এংলো ইণ্ডিয়ান সমাজে Soapy John বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত।"

ছোট লাট সার জন উড্‌বরণ সাহেব নোয়াখালী গিয়া পেনেল সাহেবকে ডাকিয়া অনেক সদুপদেশ দেন এবং বলেন যে "তোমার রায় পাঠ করিয়া তোমার বিচার বিভাগে কর্ম্ম প্রাপ্তির যোগ্যতা বিষয়ে আমার মনে ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। কি বিচার বিভাগ

কি শাসন বিভাগ আমার কর্ম্মচারিগণ সকলেই সমান। তোমার রায় পড়িয়া তুমি নিরপেক্ষ থাকিতে পার নাই বলিয়া আমার সন্দেহ হয়। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিসের সহিত তোমার পূর্ব্ব হইতে বিবাদ আছে বলিয়া আমার মনে হয়।"

পেনেল সাহেব ছোট লাট বাহাদুরকে বলেন "আমার বন্ধুরা এই রায় নিরপেক্ষ বলেন।" শাসন বিভাগের শীর্ষস্থানীয় হইয়া তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণের দোষ আলোচনা না করাই স্বাভাবিক এবং তাঁহার সময়ে এই প্রকার দোষের সত্যতা অপ্রকাশ রাখিবার বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে।"

"ছোট লাট বাহাদুর ক্রোধ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন "আমার শাসন। পেনেল! আমি তোমায় সতর্ক করিয়া দিতেছি—তুমি বিশেষ সাবধান হইয়া কথা বার্ত্তা কহিবে।"

এইরূপ ভাবে কথার পর পেনেল সাহেব ছোটলাট বাহাদুরকে বলিলেন "আপনার কথার ভাব অনুসারে আমাকে ভয় প্রদর্শন করিতেছেন বলিয়া অনুমান হয়। অতএব হাইকোর্টে এ বিষয় জ্ঞাপন জন্য আমি আপনার অনুমতি প্রার্থনা করি।"

ছোট লাট বাহাদুর বলিলেন "এই বিষয় লইয়া আমি হাই-কোর্টের সহিত বাদানুবাদ করিতে প্রস্তুত নহি সুতরাং তোমাকে অনুমতি দিতে পারি না। বিচার বিভাগের কর্ম্মচারীগণ আমার কর্ম্মচারী, হাইকোর্টের নহে।"

পেনেল বলিলেন "বিচারপতির কার্য্যে আমি আমার নিজের মতানুযায়ী কার্য্য করিতে বাধ্য, তাঁহার (ছোটলাটের) মতানুসারে বিচার কার্য্য করিতে বাধ্য নহি।"

পেনেল সাহেব রায়ের মধ্যে লিখিয়াছেন "যে বেঙ্গল ও ভারত গভর্ণমেণ্ট এ পর্য্যন্ত আমার রায় প্রকাশের দুই মাস কাল পরেও মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন নাই। সার জন উড্‌বরণ সাহেব এই মোকর্দ্দমার বিষয়ে আর কোন কথা না উঠে তদ্বিষয়ে লর্ড কর্জ্জনকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তিনি যে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ইহা অপেক্ষা অনেক কুকার্য্য চাপিয়া দিতে সাহায্য করিয়াছেন ইহা যে সম্রাট প্রতিনিধিকে নিশ্চিতরূপে বুঝাইয়া দিলেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"

"মোকর্দ্দমা সংক্রান্ত কাগজপত্রে (২৮নং exhibit) প্রাইভেট সেক্রেটারীর পত্র হাইকোর্টকে বিশেষ করিয়া দেখিবার জন্য অনুরোধ করি।" এই পত্রে পেনেল সাহেবের বদলী সংক্রান্ত ব্যাপার। পেনেল সাহেব রায়ের মধ্যেই লিখিয়াছেন "লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্ণর আমাকে বলিয়াছেন যে "ছাপরা মোকর্দ্দমার বিষয় তাঁহার শ্রুতিগোচর হইবার বহু পূর্ব্বে নোয়াখালীতে আমার নিয়োগের বন্দোবস্ত হইয়াছিল ইহা মিথ্যা। লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর কেন যে জানুয়ারী মাসে ঐ কথা সাধারণকে না বলিয়া জুন মাসে বেনম্বরী সরকারী পত্রে জানাইয়াছেন তাহার জন্য তাহা হইলে হাইকোর্টের জজ বাহাদুর ঘোষ সাহেব এ বিষয়ের প্রতিবাদ করিতেন। চিফ্‌ জাষ্টিস্‌ ও হাইকোর্টের ইংলিশ কমিটীর জজ বাহাদুরগণ আমার ২১শে আগষ্ট ১৯০০ সালের পত্র উপলক্ষ করিয়া বাদানুবাদ করেন। তাঁহাদিগের মধ্যে জজ র‍্যাম্পিনী সাহেব আমাকে জজীয়তী হইতে থারিজ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিতে প্রস্তাব করেন। প্রধান বিচারপতি, মাননীয়

জজ ঘোষ, মাননীয় জজ হীল এবং মাননীয় জজ উইলকিন্স তাঁহারা প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া বলেন যে, 'পেনেল ভদ্রতার অনুরোধে সত্যের সম্মান সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করে নাই তথাপি এ প্রকার পুনরায় না করে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে।' আমাকে এই মর্ম্মে রেজিষ্ট্রার চ্যাপম্যান সাহেব এক পত্র লেখেন (No. 2424 dated 7th. Sep. 1900).

পেনেল সাহেব আর এক স্থানে লিখিয়াছেন "আমার প্রতি সার জন উড্‌বরণের ব্যবহার সম্বন্ধে আমি হাইকোর্টকে এই সমস্যায় ফেলিতেছি যে যদি আমার কথা মিথ্যা হয় তবে রাজার প্রজাবর্গের জীবন মরণের বিচার করিতে আমি অনুপযুক্ত, পক্ষান্তরে আমার কথা যদি সত্য হয় তবে সার জন উড্‌বরণ রাজকীয় কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার উপযুক্ত নহেন।"

পেনেল সাহেব বাকল্যাণ্ড সাহেবকে যে পত্র লেখেন তাহার কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করিলাম তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—

"জাষ্টিস ঘোষ ইংলিশ কমিটীর এক জন সভ্য, তিনি জজ র‍্যাম্পিণী সাহেবের আচরণে যেরূপ বলিয়াছেন তাহাতে আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। র‍্যাম্পিণী সাহেব একটী চা কোম্পানীর সভ্য, কোন গোপনীয় কারণে তিনি আমার উপর বিরূপ।" পেনেল সাহেব রায়ের মধ্যে র‍্যাম্পিণী সাহেব চায়ের ব্যবসা করেন, হ্যামিলটন সাহেবের নিকট বলিয়াছেন আমি উন্মাদ, ইত্যাদি। যাহা হউক পেনেল সাহেব শাসন বিভাগ সম্বন্ধে যে সকল কথার অবতারণা করিয়াছেন হাইকোর্ট সম্বন্ধে ততটা আক্রমণ করেন নাই।হাইকোর্ট সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিছু নমুনা আমরা দিলাম।

"আমার বিশ্বাস কয়েক জন বর্ত্তমান হাইকোর্টের জজের সম্বন্ধে সাধারণ লোকের এই ধারণা যে তাঁহারা গভর্ণমেণ্টের সহায়তা করিতে যেন লালায়িত, এই ধারণা যদি সাধারণ হইয়া পড়ে তবে বড়ই পরিতাপের বিষয় হইবে কারণ লোকে গবর্ণমেণ্টের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য হাইকোর্টের মুখ চাহিয়া থাকে। এ দেশের লোকেরা শান্তিপ্রিয় তাহারা সহসা উত্তেজিত হয় না।"

এই সঙ্গে তিনি বিলাতের ভূতপূর্ব্ব লর্ড চান্সেলারের উক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যথা "বিচারকই সাক্ষাৎ ধর্ম্ম অবতার; বিচারকদিগের সততা ও ধর্ম্মভীরুতা ব্যতিরেকে আইনের মর্য্যাদা রক্ষিত হয় না।"

এই মকর্দ্দমার ব্যাপারে পুলিশ সাহেব Mr. W. Y. Reillyকে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করা হয়, Pennel সাহেব তাহার বিরুদ্ধে একটী proceeding করিয়া অপরাধী করে যে Reilly সাহেব মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে এবং জাল জুয়াচুরী করিয়াছে। (Cr. Rev. No 316-01 Cal. W. N. V. 1900-01 P. 188).

রেলী সাহেব জজ পেনেল সাহেবের এজলাসে জামীনের প্রার্থনা করে, পেনেল সাহেব নামঞ্জুর করে। তখন রেলী সাহেব হাইকোর্টে জামীনের প্রার্থনা করে। Reilly সাহেবকে জামীন দিবার জন্য তদানীন্তন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি Sir Francis Maclean বাহাদুর পেনেল সাহেবকে তারযোগে হুকুম পাঠাইয়া দে'ন যে

Reilly সাহেবকে জামীনে খালাস দেওয়া হউক। প্রধান বিচারপতি তখন ফৌজদারী আপীল এজলাসে (Criminal Bench) বসিতেন না। Mr. Amir Ali তখন ঐ বেঞ্চের জজ ছিলেন। প্রধান বিচারপতির সরাসরী জামীন দিবার ব্যবস্থাটা অবিধি হইয়াছিল, অবশ্য তিনি ইচ্ছা করিলে স্বয়ং সেই দিন একটী বেঞ্চ গঠন করিয়া তাহাতে নিজে বসিয়া জামীনের হুকুম বিধি সঙ্গত মতে পাঠাইতে পারিতেন কিন্তু ঘটনা চক্রে প্রধান বিচারপতির কার্য্য প্রণালীরও ব্যতিক্রম হইয়া গিয়াছিল, ইহাতে অমৃত বাজার পত্রিকায় এবং অনেক সংবাদ পত্রেই প্রধান বিচারপতির ঐ কার্য্যের প্রণালীটা লইয়া অনেক নিন্দনীয় কথা লিখিত হইয়াছিল। যখন বাজারে এই ব্যাপারটা লইয়া মুখরোচক আলোচনা চলিতেছিল, তখন একদিন Mr. Amir Ali স্যার চন্দ্রমাধব বাবুকে তাঁহার হাইকোর্টের খাস কামরায় বলেন যে "প্রধান বিচারপতির কার্য্যটা ভাল হয় নাই।" চন্দ্রমাধব বাবুও বলেন যে "আমারও তাহাই বোধ হয়।" সংবাদ পত্রের বিকট চিৎকার ও শৃঙ্গ উত্তোলন দেখিয়া নিতান্ত ভাল মানুষ প্রধান বিচারপতি ম্যাকলিন বাহাদুরের প্রাণে বোধ হয় একটু স্পন্দনের ও গাত্রে একটু শীহরণের সঞ্চার হইয়াছিল, কারণ তিনি চন্দ্রমাধব বাবুকে জিজ্ঞাসা করেন যে "তিনি অমৃত বাজারের মন্তব্য পাঠ করিয়াছেন কিনা ?" চন্দ্রমাধব বাবু বলেন যে "হাঁ আমি পড়িয়াছি।" পরে প্রধান বিচারপতি বাহাদুর একটী জজেদের মিটিং আহ্বান করেন এবং ঐ ব্যাপারের আলোচনা হয়।

স্যার চন্দ্রমাধব বাবু মিটিংএ বলিয়াছিলেন যে প্রধান বিচার-পতির কার্য্যটা (indiscreat) অর্থাৎ অগ্র পশ্চাৎ ভাবিয়া করেন নাই, তবে তিনি যে ইহা নিজের অন্তরের বিশ্বাসে করিয়াছিলেন ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

চন্দ্রমাধব বাবুর এই কথায় Mr. Justice Hill সাহেব ভিন্ন মত প্রকাশ করেন, Mr. Justice Amir Ali ও Hill সাহেবের কথার পোষকতা করেন।

চন্দ্রমাধব বাবু Mr. Amir Aliর কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হয়েন কারণ দুই দিন পূর্ব্বে তিনি চন্দ্রমাধব বাবুকে যাহা বলিয়া-ছিলেন তাহা এ কথার সম্পূর্ণ বিপরীত। চন্দ্রমাধব বাবু মনে করিলেন যে বোধ হয় আমীর আলি সাহেব কথাটা বিস্মরণ হইয়াছেন, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া দিই, কিন্তু পুনরায় তিনি মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলেন যে না এ কথা স্মরণ করানও উচিত নহে।

চন্দ্রমাধব বাবু যে কিরূপ সদ্‌বিবেচক ও নির্ভীক (Conscien-tios and independent তাহা এই ঘটনায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

যাহা হউক উক্ত মিটিং এ কোন মন্তব্য গৃহীত হয় নাই। (No resolution passed), মিটিংটা অনর্থক (abortive) হইল। তাহার পরে আমীর আলি সাহেব ও Pratt সাহেবের দ্বারা ফৌজদারী বেঞ্চের নিয়ম পরিবর্ত্তিত হয়। উক্ত খুনের মকর্দ্দমার কতিপয় কাগজে এবং নক্সাতে রেলী সাহেব যে সকল জাল করিয়াছে বলিয়া পেনেল সাহেবের সন্দেহ হইয়াছিল

সেই নথা পেনেল সাহেব কোন শক্রর আশঙ্কা করিয়া স্বয়ং স্বহস্তে নথা লইয়া কলিকাতায় আসেন, উদ্দেশ্য-যে প্রধান বিচার-পতির হস্তে তিনি নথী স্বয়ং দিবেন এবং সেই সকল জালীয়াতীর স্থান সকল চিহ্নিত করিয়া দেখাইয়া দিবেন। উদ্দেশ্যটা পেনেল সাহেব প্রধান বিচারপতিকে একটী লিখিত দরখাস্তের দ্বারা জানাইলেন। প্রধান বিচারপতি ম্যাকলিন বাহাদুর দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলেন এবং নিজে নথী লইতে বা পেনেলের সহিত দেখা করিতে অস্বীকার করিলেন, অধিকন্তু হুকুম দিলেন যে পেনেল সাহেব হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার Mr. Chapman (চ্যাপমান) সাহেবকে নথী দিয়া এখুনি অর্থাৎ (১৯০১ সালের ৩রা মার্চ্চ) নোয়াখালী চলিয়া যা'ক।

"Mr. Pennel must make over the record to the offg. Registrar and to return to Noakhali on the 3rd March 1901."

Pennel সাহেবের তখন শনি গ্রহ রন্ধ্রগত ও মস্তিষ্কও উত্তপ্ত। Pennel সাহেব প্রধান বিচারপতির হুকুম মানিলেন না। তাহাতে প্রধান বিচারপতি পেনেলের ঔদ্ধত্য ও কুব্যবহার (gross insubordination and misconduct) তৎসঙ্গে হাই-কোর্টের হুকুম অমান্যর জন্য বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে Pennel সাহেবকে আপাততঃ চাকরী হইতে বরখাস্ত করা হউক (Suspend)। ভাগ্যাকাশ ক্রমশঃ গাঢ় মেঘে ঘনীভূত হইয়া আসিতেছে দেখিয়া ও ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া পেনেল সাহেব ইতিমধ্যে ছুটীর দরখাস্ত করিল।

আপাততঃ "পালিয়ে বাঁচি"। নতুবা ভারতগভর্ণমেণ্ট, বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট ও হাইকোর্ট তিন বিভাগই সিবিলিয়ান পুঙ্গব পেনেল সাহেবকে ব্যূহ মধ্যে ঘেরাও করিয়াছে। আর রক্ষা নাই। হাই-কোর্টের কথায় বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট বেচারীর ছুটী নামঞ্জুর করিয়া দিল। পুনরায় আবেদন করিল এবং তাহাতে সে যে কেন হাইকোর্টের হুকুম মান্য করে নাই তাহার কারণ হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রারের নথী লইবার বিভাগীয় বিধি সঙ্গত অধিকার নাই। সে যে ছুটী না লইয়া কলিকাতা আসিয়াছে তাহার কারণ ঐ দিন সাধারণ বন্ধ অর্থাৎ public holiday এবং কলিকাতায় কতক-গুলি দরকারী এফিডেফিড্ দাখিল না করিলে চলিবে না বলিয়াই সে কলিকাতায় বিনা ছুটীতে অবস্থিতি করিতেছিল। এ দিকে ভারতগবর্ণমেণ্টের হুকুমে পেনেল সাহেব সাস্‌পেণ্ড হইল (Vide Calcutta Gazette 1901, 6th March)—তাহাতে দৃষ্ট হইল যে "হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও জজেদের অনুরোধ অনুসারে ফৌজদারী আইনের ২৬ ধারামত এবং সিভিল কোডের বিধি অনুসারে পেনেল সাহেবকে সাসপেণ্ড করা হইল।"

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি—Pennel সাহেব মকর্দ্দমার রায়ে আর একটী প্রলাপবাণী কল্পনা বলে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে "ছোট লাট বাহাদুর Sir John Woodburn তাঁহাকে যে বদলী করিয়াছেন এ কথা ছোট লাট বাহাদুরের অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কারণ তাহা হইলে Mr. Justice C. M. Ghoseকে মিথ্যাবাদী করা হয়।"

Pennelএর এইরূপ মিথ্যা কথায় চন্দ্রমাধব বাবুর আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠে—তিনি জজ Stephen সাহেবকে বলেন যে Pennel সাহেব আমার বাটীতে আসিয়া আমাকেই অপমান করিয়া গিয়াছিলেন এবং কি কারণে পুনঃ অপমান সূচক কথা লেখেন, তাহাও তিনি Stephen সাহেবকে বলেন। Stephen সাহেব চন্দ্রমাধব বাবুকে পরামর্শ দে'ন যে আপনি একবার ছোটলাট Woodburn বাহাদুরের সহিত দেখা করিয়া সকল কথা বলিয়া আসুন। চন্দ্রমাধব বাবুর চরিত্রে ক্রোধোন্মত্ত Pennel কল্পনা বলে যে কলঙ্কের বিন্দু ছিটাইয়া দিয়াছিল—তাহা যে সম্পূর্ণ অসত্য ও কল্পিত এই কথা মুক্তকণ্ঠে ছোটলাট বাহাদুরকে বলিয়া আসা তিনি কর্ত্তব্য মনে করিলেন। সুতরাং তিনি ছোটলাট বাহাদুরকে সরলভাবে সত্য কথা বলিয়া আসিলেন। কিন্তু ছোটলাট বাহাদুর কথাটা বিশ্বাস করেন নাই—চন্দ্রমাধব বাবু তাহা বুঝিয়াছিলেন—কারণ তিনি পরে দেখিলেন যে Sir John Woodburn তাঁহার একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন, তিনি ইহার পর হইতে আর তেমন সদ্‌ভাব রাখেন নাই। যখন ছোটলাট বাহাদুরের সহিত চন্দ্রমাধব বাবুর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল তখন ছোটলাট বাহাদুর বলেন যে আপনাকে যাহাতে "Sir" উপাধি দেওয়া হয় তজ্জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা করিব ও লিখিয়া পাঠাইব। কিন্তু এই ব্যাপারের পর হইতে আর সব গোলমাল হইয়া গেল। বলিতে কি Lord Curzon এবং প্রধান বিচারপতি Sir Francis Maclean বাহাদুরও আর চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত ভাল ব্যবহার করিতেন না। এমন কি চন্দ্রমাধব বাবুর মকর্দ্দমা শেষ করিতে বিলম্ব হওয়ার জন্য বিরক্ত

হইতেন। Pennelএর Suspensionএর হুকুমের বিরুদ্ধে বিলাতে State Secretaryর নিকট আপীল হয়। সেই আপীলে Pennel সাহেব P. L. Royএর একখানি পত্রের মর্ম্ম তাঁহার আর্জ্জীর মধ্যে পেশ করেন। যে পত্রে P. L. Roy নাকি Pennel সাহেবকে লিখিয়াছিলেন যে তিনি হাইকোর্টের মিটিং ও মন্তব্য সংবাদ Mr. Justice Ghoseএর নিকট শুনিয়াছেন। এই আপীলের সংবাদ এবং তন্মধ্যে চন্দ্রমাধব বাবুর নাম লিপ্ত থাকার কথা লইয়া সংবাদ পত্রে আলোচিত হয়। চন্দ্রমাধব বাবু সংবাদপত্রে উহা পাঠ করিয়া স্তম্ভিত ও মর্ম্মাহত হইয়া তৎক্ষণাৎ P. L. Royকে এক পত্র লেখেন, P. L. Roy তদুত্তরে যাহা লেখেন তাহার কিয়দংশ আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম :—

"You are too good a man, Justice Ghose, and your life has been so unselfish and so full of generosity towards others that I doubt whether the shafts for a man like Pennel or my unintentional indiscretion in that connection will really injure you. Some of the information I gave in that letter, I did not get from you and Pennel has no right to say that you are my informant with regard to any portion of that letter because I never told him so either in that letter or by word of mouth."

ভাবার্থ :—হে বিচারপতি ঘোষ, আপনি অতিশয় ভাল মানুষ, আপনার জীবন এতদূর নিঃস্বার্থ এবং অপরের প্রতি আপনি এত

উদারতা দেখাইয়া থাকেন যে Pennelএর মত লোকের বাজে কথায় এবং Pennel ঘটিত ব্যাপারে আমার অনিচ্ছাকৃত অবিবেচনায় যে বস্তুতই আপনার কোন অনিষ্ট সাধিত হইবে এ আমার মনে হয় না। Pennelকে যে পত্র লিখিয়াছিলাম তাহাতে যে সকল সংবাদ আমি দিয়াছিলাম তাহাতে এমন কিছু লেখা হয় নাই যে আপনিই আমার ঐ Pennel ঘটিত ব্যাপারের সংবাদদাতা এবং Pennelএরও এ কথা বলিবার কোন অধিকারই নাই, কারণ আমি তাহাকে ঐ কথা কখনও লিখি নাই, এমন কি মুখেও কখন উচ্চারণ করি নাই"।

এই ব্যাপার লইয়া Pioneer সংবাদ পত্র চন্দ্রমাধব বাবুর বিরুদ্ধাচরণের চেষ্টা করে এবং একটা অবান্তর কথা লেখে যে চন্দ্রমাধব বাবুর জমীদারীতে তাঁহার কর্ম্মচারীরা মার পীট করার অপরাধে তাহাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারীতে নালিশ হয় এবং তাহাদের দণ্ড হইয়াছিল। ধান ভানিতে শিবের গীত। Pioneer ঐ মকর্দ্দমার রায়ও উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিল। Englishman সংবাদ পত্র আবার Pioneerএর বিরুদ্ধে লিখিয়াছিল যে যাহা দুই বৎসর আগে হইয়া গিয়াছে তাহা এখন বলিবার অধিকার Pioneerএর নাই। Englishman সংবাদপত্র Pioneer সংবাদ পত্রকে আচ্ছা করে পাল্টা জবাব গাহিয়া দু কথা শুনাইয়া দেয়।

সত্য কথনও মিথ্যার আবরণে ঢাকা থাকে না, কল্পিত কলঙ্ক আরোপণ গাত্র কণ্ডুয়নের ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। চতুর্দ্দিকে তাড়া খাইয়া ভীষণ জ্বালায় Pennel সাহেব কাণ্ডাকাণ্ড বিবেচনাশক্তি রহিত হইয়া চন্দ্রমাধব বাবুকে জড়াইবার চেষ্টা

করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্তর্যামিন্ কলঙ্কমোচনকারী শ্রীভগবান তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। যে P. L. Royকে অবলম্বন করিয়া একজন নিরীহ-চরিত্র-বিশিষ্ট মনীষিকে খর্ব্ব করা হইয়াছিল, সেই P. L. Royই আবার তাঁহার বন্ধুবর Pennelকে মিথ্যা-বাদী প্রমান করিয়া দিলেন। "দশচক্রে ভগবান ভূত হয়"। ইহাও বোধ হয় ঐরূপ ভাবেই সংঘটিত হইয়াছিল। সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী; ধর্ম্মের ঢাক আপনা হইতেই বাজিয়া উঠিল, Pioneer এর বিকট রব ভীতি-সঞ্চারক হইলেও স্বজাতীয় ভিন্ন প্রকৃতি বিশিষ্ট ইংলিশম্যানের সতেজ চীৎকারে Pioneer পরাস্ত হইয়া নীরবে মুখ লুকাইল। গ্রহবৈগুণ্যেও মানব বিপন্ন হয়। মানব ধর্ম্মের বলে রাহু মুক্ত শশীর ন্যায় পুনরায় দীপ্তিমান হইয়া থাকে। চন্দ্রমাধব বাবুরও গ্রহ বৈগুণ্যই উহার কারণ।

এদিকে নোয়াখালীর খুনের মামলাটায় ২জন আসামী হাই-কোর্টের বিচারে নির্দ্দোষ সাব্যস্থ হয় এবং মোকর্দ্দমাটা পুনর্বিচারের জন্য নিম্ন আদালতে পাঠান হয়। নিম্ন আদালতের দায়রায় জজ গিট্ (Geidt) সাহেবের নিকট ঐ মোকর্দ্দমাটীর পুনর্বিচার হয়, তাহাতে গিট্ সাহেব সকল আসামীকেই দোষী সাব্যস্থ করেন—এমন কি হাইকোর্ট যে দুইজন আসামীকে নির্দ্দোষ বলেন তাহারাও দোষী সাব্যস্থ হয়। উহারা পুনরায় হাইকোর্টে আপীল করে, তাহাতে হাইকোর্টের ফৌজদারী বিচার বিভাগের বিচারকেরা গিট্ সাহেবের রায় বাহাল রাখেন। এই গিট্ সাহেব পরে হাইকোর্টের জজ হয়েন।

পেনেল সাহেব হাইকোর্টে তিরস্কৃত হইল, রাজপুরুষেরা দণ্ড দিলেন কিন্তু নোয়াখালীতে তাঁহার অভ্যর্থনা হইল, বহু লোকের সমাবেশ হইল—মানুষে তাঁহার গাড়ী টানিল, অভিনন্দন পত্রে লিখিত হইল—

"রক্ষিতে সত্যের মান, পেলে কত অপমান
কিন্তু হলো ভারতের অশেষ মঙ্গল।"

পেনেল সাহেবের বিচার-নৈপুন্য, রাজপুরুষদিগের কার্য্যকলাপ, প্রভৃতির সমালোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, তবে পেনেল সাহেব জষ্টিস ঘোষ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন এবং বস্তুতঃ যাহা সত্য আমরা তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম—নতুবা পেনেল সম্বন্ধে সংবাদ পত্রের মুখরোচক একদেশদর্শী প্রবন্ধ ইহাতে লিপিবদ্ধ করিবার আমাদের ইচ্ছা ছিল না।

জননী ও জন্মভূমির প্রতি অনুরাগ।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি চন্দ্রমাধব বাবু বিক্রমপুরের ঘোলঘর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। যে গৃহে তিনি ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন—সেই গৃহ আজও বর্ত্তমান, তবে সেই গৃহ সংস্কৃত ও বর্দ্ধিতায়তন হইয়া সৌধ-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। চন্দ্রমাধব বাবুর মাতৃদেবী তথায় বাস করিতে ভাল বাসিতেন। চন্দ্রমাধব বাবুরও জন্মভূমির প্রতি অসীম অনুরাগ ছিল।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"

এইটী তাঁহার যথার্থ মনোমধ্যে বিকশিত ছিল। তাঁহার পিতৃদেবের সহিত বাল্যকালে গ্রামে যাইতেন; সমবয়সী বালকগণের সহিত খেলা করিতেন। গ্রামের লোককে তিনি আজীবন ভালবাসিয়াছেন। কলিকাতায় যখন তিনি সম্মানী ও পদস্থ লোক, তখন আমরা দেখিয়াছি তিনি গ্রামের লোক কেহ বাড়ীতে আসিলে যত্নে ও আদরে রাখিতেন। কেবলমাত্র গ্রামের লোকের নহে, সমগ্র বিক্রমপুরের লোকের উপকার করিতে ত্রুটী করিতেন না। বিক্রমপুরের বড় বড় পণ্ডিতগণের 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রাপ্তির তিনি সহায় হইতেন।

কর্ম্মময় জীবনের প্রারম্ভে তিনি যখন বরিশালের ডেঃ কালেক্টার হইয়া যা'ন তখন তিনি পূজার ছুটীতে ষোলঘরে যা'ন। তিনি নিজে হাল ধরিতে পারিতেন, দাঁড় বাহিতে পারিতেন। বাটী যাইতেছেন, অভিপ্রায়—শীঘ্র বাটী পৌঁছিতে হইবে, এমন সময় ঝড় উঠিল, ঝড়ের ভাবী ভীষণতা আশঙ্কা করিয়া মাঝি নৌকা চালাইতে রাজী হইল না, কিন্তু চন্দ্রমাধব বাবুর তখন যৌবনকাল—অদম্য উদ্যম, নিজে দাঁড় বাহিয়া ৫ ঘণ্টায় ভীষণ তরঙ্গমালাসঙ্কুল বিশালকায়া পদ্মায় পাড়ি দিয়া উঠিলেন। তাঁহার এই অকুতোভয়ের বিবরণ যখন তাঁহার খুল্লতাত হর কুমার ঘোষ মহাশয়ের কর্ণগোচর হইল তখন তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রকে মনে মনে প্রশংসা করিলেও প্রকাশ্যে তিরস্কার করিলেন এবং হঠকারিতার জন্য ভবিষ্যতে সাবধান হইতে বলিলেন।

এরূপ নৌকা চালনা কলিকাতায় হেদো পুকুর বা গোলদিঘি পুকুরে কলিকাতাবাসী বাবুদের দাঁড় টানা নহে। পদ্মার মূর্ত্তি

দেখিলেই তাঁহাদের দাঁড় টানা দূরের কথা—মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইবে। পল্লী জননীর সন্তানগণের সহিত কলিকাতার দুলালদের এইখানেই বিভিন্নতা। পল্লী মায়ের ছেলেরা প্রকৃতির ক্রোড়ে পালিত হইয়া যে শক্তি সঞ্চয় করে—কলিকাতার দর্শনডালি সোনার চাঁদেরা ঘেরা টোপের ভিতর দাসী চাকরের তত্ত্বাবধারণে সে শক্তি, সে সাহস কেমন করিয়া লাভ করিতে পারে? দুর্ব্বল, ভীরু নন্দদুলালেরা অথবা বাবু নামধারী কলিকাতার নটবরবেশীরা আবার পল্লীবাসীদের "পাড়া গেঁয়ে ভূত" বলিয়া তাচ্ছিল্য করে ও নিজেদিগকে সভ্য মনে করে। মফঃস্বলের যুবকেরা বলবীর্য্য লাভেরই চেষ্টা করে।

চন্দ্রমাধব বাবু আবাল্য নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন—কলিকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করিয়াছেন—তথাপি জন্মভূমিকে স্বর্গতুল্য মনে করিতেন।

প্রতি বৎসর দেশে দুর্গোৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন করিতেন। ৩।৪ হাজার টাকা ব্যয় করিতেন। প্রায় ২০০০ গ্রামবাসীকে সমাদরে আহ্বান করিতেন। প্রত্যেক প্রতিবাসীদের গৃহে যাইতেন, আপামর সকলকেই আদর আপ্যায়নে ও আহার করাইয়া পরিতৃপ্ত করিতেন। এমন ব্যবস্থা ছিল যে একখানি ময়রার দোকান পূজার সময় বাহির বাড়ীতে বসিত, ময়রার উপর আদেশ ছিল যে দূর হইতে বা নিকট হইতে আগন্তুক ব্যক্তি যাহারা তাঁহার বাড়ীতে যাত্রাদি শুনিতে আসিবে তাহারা হয়তঃ লজ্জার খাতিরে বাটীতে চাহিয়া চিন্তিয়া জলযোগ করিতে পারিবে না অথবা সকলের জল-খাওয়ানর অসুবিধা হইতে পারে, এই কারণে উক্ত মোদক তাহাদের

জল খাওয়াইত এবং পূজার পর সে একটী হিসাব উপস্থাপিত করিলেই চন্দ্রমাধব বাবু তাহার সমস্ত টাকা চুকাইয়া দিতেন। অবশ্য সকল বৎসরে নিজে যাইতে না পারিলেও যাহাতে কোন ত্রুটী না হয় তদ্বিষয়ে কর্ম্মাধ্যক্ষগণকে উপদেশ দিতেন।

১৪০০০ চৌদ্দ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া তিনি স্বগ্রামে এক বৃহৎ সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন—তাঁহার পত্নীর নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য 'হেমসাগর' নাম দিয়াছেন। পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা বা জলদান হিন্দুর একটী মহৎ পুণ্য কার্য্য, পূর্ব্বে ধনীগণ পুষ্করিণী বা দীর্ঘিকা কাটাইতেন—চিরস্মরণীয় নাম রাখিয়া যাইতেন। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর কয়জন ধনী ঐরূপ সৎকার্য্যে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন? পুষ্করিণী ত দূরের কথা কোন জমীদার বা ধনী সন্তান স্বগ্রামে একটা কূপ খনন করিয়া দেওয়াও অর্থের অপব্যয় মনে করেন। বাগান পার্টি, বল নাচ প্রভৃতি কার্য্যই যথার্থ পুণ্য কার্য্য, কারণ মনে করে হাতে হাতে তাহাতে ফললাভের সম্ভাবনা, 'উপাধি প্রাপ্তি।' চন্দ্রমাধববাবু স্বগ্রামের নিকটবর্ত্তী অনেকগুলি জমীদারীও খরিদ করিয়াছেন এবং প্রজাদের উপকারের জন্য নানাবিধ সৎকার্য্যে অর্থ দান করিয়াছেন। তাঁহার জমীদারীতে বাজে আদায়, প্রজাপীড়ন নাই। এমন কি ১৩১০ সালের পৌষ মাসেও তিনি প্রজাদের বাকী খাজনা মকুব করিয়া তাহাদিগকে বিপন্মুক্ত করিয়াছিলেন।

১৮৮৪ খ্রীঃ চন্দ্রমাধব বাবুর মাতৃদেবীর ঘোলঘর গ্রামে হঠাৎ কলেরা হওয়ার সংবাদ পাইয়া চন্দ্রমাধব বাবু অস্থির হইয়া স্বগ্রামে

অভিমুখে ছুটিলেন, মাতৃদেবীও রোগ শয্যায় পড়িয়া পুত্রমুখ দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়েন :—

"জননী ভাবেন যদি, সে ভাবনা গিরি নদী
ভেদি সুতে করে আকর্ষণ।"

চন্দ্রমাধব বাবু আত্মবিস্মৃত হইয়া মাতৃ-চরণ ধ্যান করিতে করিতে যাত্রা করিলেন। কলিকাতা হইতে ঘোলঘর যেমন দূর, তেমনি দুর্গম পথ। রেল, ষ্টীমার, নৌকা ইত্যাদিতে অনেক সময় অতিবাহিত হয়। ডাক্তার ও ঔষধ লইয়া যাত্রা করিয়াছেন। ভাগ্যকুলের কুণ্ডুবাবুদের বাটীতে পাগলের ন্যায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে যাইতে বাধা দিলেন এবং বলিলেন যে গ্রামে ভয়ানক কলেরা হইতেছে। চন্দ্রমাধববাবু সে সকল বাধা মানিলেন না। স্নেহময়ী জননীর মুখ মনে পড়িল, দর দর ধারায় নয়ন হইতে অশ্রু বহিয়া বক্ষস্থল সিক্ত করিল, শিশুর ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। অগত্যা ভাগ্যকুলের কুণ্ডুরা অতি কষ্টে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ আহারাদি করাইয়া লোকজন সমভিব্যাহারে বিদায় দিলেন। মায়ের ক্রোড়ে যাইবার জন্য পুত্র ছুটিতেছে "কার হেন সাধ্য বল রোধে তার গতি"?

হায়! হায়! চন্দ্রমাধব বাবু অতি বিলম্বে পৌছিয়াছেন, মাতৃদেবী তখন পুত্রমুখ ভাবিতে ভাবিতে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। চন্দ্রমাধব বাবু অধৈর্য্য হইয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন। শোক পারাবার উথলিয়া উঠিল, করুণ কণ্ঠে বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। আত্মীয় স্বজন প্রতিবাসী সকলে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। ধীর, বুদ্ধিমান, বিবেচক চন্দ্রমাধব বাবু

হৃদয়কে সংযত করিয়া তৎক্ষণাৎ স্থির করিলেন, যে মায়ের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য একটা দেশে সৎকার্য্য করিতে হইবে। মনে মনে ভাবিলেন যে আমার মা যখন চিকিৎসা ও ঔষধ অভাবে দেহত্যাগ করিয়াছেন--তখন না জানি আমা অপেক্ষাও কত দরিদ্র ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন চিকিৎসা বিহনে এইরূপ গরীব দেশে হাহাকার করিতে করিতে লোকালয় ত্যাগ করিতেছে।

মহৎ ব্যক্তির অন্তকরণ অমনি দেশের জন্য ও দশের জন্য কাতর হইল। তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত করিলেন যে এ দেশের চিকিৎসার দারুণ অভাব কতকটা পূরণ করিতে হইবে। যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি এক দাতব্য চিকিৎসালয় অচিরে প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই চিকিৎসালয় চন্দ্রমাধব বাবুর মাতৃ-স্মৃতি ও পুণ্যকীর্ত্তি। ইহার স্থায়ীত্বের জন্য তিনি আজীবন সচেষ্ট থাকিতেন।

এই সকল সদেচ্ছা সৎ মনোবৃত্তি দয়ার্দ্র ব্যক্তিদের মনোমধ্যেই বিকাশ প্রাপ্ত হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বিক্রমপুরের প্রাচীন রাজন্যবর্গ (বল্লাল সেন, চাঁদ রায়, কেদার রায়) জমীদারগণ দেশের উপকারার্থ যে সকল সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন, সেই মৃত্তিকায় জন্মলাভ করিয়া পরবর্ত্তী মহান্ ব্যক্তিগণেরও সেই আদর্শ অনুসরণ করিবার প্রবৃত্তি অতি স্বাভাবিক। এতদ্ব্যতীত পিতা, মাতা, পিতামহ, পিতামহী প্রভৃতির গুণ আকর্ষণ ও প্রবৃত্তি প্রাপ্তি যে জন্মগত এবং তাঁহাদের আদর্শও যে মনকে স্বতই আকৃষ্ট করে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। চন্দ্রমাধব বাবু পিতামাতার আদর্শ বহুকাল চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইয়াছিলেন, পিতামহকে তিনি দেখেন নাই কিন্তু পিতামহীকে তিনি জজীয়তী সময়ে বৃদ্ধ 'বয়সেও দেখিতে

পাইয়াছিলেন। ইহাও মানবের সৌভাগ্যের পরিচয়। আমরা তাঁহার যেটুকু পরিচয় দিতেছি তাহাতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে তাঁহার ভাব রাশি চন্দ্রমাধব বাবুর চরিত্রে কিরূপ ভাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল।

চন্দ্রমাধব বাবুর পিতামহী।

স্যার চন্দ্রমাধব বাবুর পিতামহী দীর্ঘজীবিনী ছিলেন। অশীতিপরা বৃদ্ধা এমনি শক্তিসম্পন্না ছিলেন যে তাঁহার ভবানীপুরের বাটী হইতে প্রায় এক মাইল দূরবর্ত্তী গঙ্গায় হাঁটিয়া স্নান করিতে যাইতেন ও ফিরিয়া আসিতেন। করুণাময়ী বলিলে যাহাকে বুঝায় তিনি সর্ব্বতোভাবে তাহাই ছিলেন। ঐশ্বর্য্যশালিনী নারীদের ন্যায় তিনি যে বার ব্রত যাগ যজ্ঞ তুলা প্রভৃতিতে দান করিয়া নামের গৌরব আহরণ করিয়া নারী-সমাজে নিজেকে ধন্যা মনে করিতেন বা চাটুকার নধর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দান করিয়া তাহাদের শ্রুতিমধুর প্রশংসাবাক্য শুনিয়া যে তৃপ্তিলাভ করিবার ইচ্ছা করিতেন, তাহা নহে, তাঁহার দান একটু অদ্ভুত রকমের ও খেয়ালী ভাবের ছিল। বিবেচনা করিয়া দান করিবার অবসর হইত না। গঙ্গাগর্ভে অবগাহন করিতেছেন—ছিন্ন বস্ত্র পরিধানা গর্ভধারিণী হয়ত তাহার উলঙ্গ পুত্র বা কন্যার জন্য একখানি কাপড় চাহিল—তিনি তৎক্ষণাৎ পরিধেয় বস্ত্রখানি দিয়া কেবলমাত্র গামছা পরিয়া জলে বসিয়া রহিলেন। উলঙ্গ অবস্থায় নিঃস্ব হইয়া আছেন—উঠিবার উপায় নাই—তথন

সঙ্কোচ আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহার অতিরিক্ত বিলম্ব দেখিয়া পুত্র দুর্গাপ্রসাদ বাবু অথবা পৌত্র চন্দ্রমাধব বাবু বলিতেন যে বোধ হয় আজ কাপড়খানি কাহাকেও দিয়া বসিয়া আছেন। চাকর বা চাকরাণীকে কাপড় দিয়া পাঠাইয়া দিতেন ও তিনি তখন তাহা পরিধান করিয়া বাটী আসিতেন। এরূপ ঘটনা প্রায়ই হইত। ইহা একটা ক্রমশঃ প্রবচনে দাঁড়াইয়া ছিল।

দুর্গাপ্রসাদ বাবুর সহিত চন্দ্রমাধব বাবু পরামর্শ করিয়া সংসারে দুইটী ভাঁড়ারঘর করিয়াছিলেন, একটী পিতামহীর অধিকৃত, অপরটীর কর্ত্রী-জননী। শ্বশ্রূ বধূতে সহযোগে সংসার চালান অসম্ভব হইত। তাহার কারণ চন্দ্রমাধব বাবুর পিতামহী অভাবগ্রস্থ ব্যক্তি যে কেহ আসিত তাহাকে প্রত্যক্ষে, বা অলক্ষে ভাণ্ডারজাত দ্রব্যাদি দু'হাতে দিয়া ফেলিতেন, সংসারে যে কি হবে ভাবিতেন না। চন্দ্রমাধব বাবুর জননী সংসার ভাবিতেন। কাজেই দুইজনের দুইটী ভাণ্ডার নির্দ্দিষ্ট হইল। অথচ পিতামহীর আধিপত্য কাড়িয়া লইলে সংসারে একটা মহাপ্রলয়ের সম্ভাবনা বিশেষ তিনি পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র প্রভৃতি পৌরজনের বা দাসী চাকরদের আহারাদির ব্যবস্থা না করিলে তাঁহার আবার স্নেহবিগলিত প্রাণের তৃপ্তি হইত না।

দান সম্বন্ধে শাস্ত্রে বহু প্রকারের বর্ণনা আছে। দানের আবার বিধিব্যবস্থাও আছে। দানের শ্রেণী বিভাগও করা হইয়াছে। পাত্রা-পাত্রও নির্দ্ধারণ করা আছে। আজ কাল আবার বিলাতীভাবেরও দানের ব্যবস্থা হইয়াছে, যথা orphanageএ দাও, alms houseএ দাও। মাসিমা, পিসিমা অনাহারে থাকুক্ ক্ষতি নাই, হনুলুলু সহরে ভূমিকম্পের জন্য চাঁদা দাও, ইত্যাদি ইত্যাদি।

রবিবারে রবিবারে দাও, অন্যবারে ভিখারী অনাহারে দ্বারদেশে মরিতে দেখিলেও তাড়াইয়া দিও। তিনি ঐরূপ দানের কথা জানিতেন না—কখনও শোনেনও নাই।

"করুণায় বিগলিত হিয়া
ঢালে প্রেম অশ্রু রাশি"

করুণা অন্তর্নিহিত নির্ঝরিণী, আপনা হইতেই ফাটিয়া বাহির হয় ও দরিদ্রকে অভিসিঞ্চিত করে। সেই দয়া সঞ্জাত দানই যথার্থ দান, সেই ভগবৎ প্রেরণা দানই পুণ্য। যজ্ঞ, ব্রত ও তপস্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। করুণাময়ী দুর্গাপ্রসাদ জননীর সেই যজ্ঞ সেই তপস্যা সেই ব্রত সার্থক হইয়াছে, উদ্যাপিত হইয়াছে—যদি দানে স্বর্গ থাকে তবে সেই স্বর্গ তাঁহার লাভ হইয়াছে।

প্রার্থী ও অভাবগ্রস্থ ব্যক্তিদের অন্ন বস্ত্র দান যে শ্রেষ্ঠ দান তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রও বলিয়াছেন—

"অন্নাদ্যাদ্যে সংবিভাগে ভূতেভ্যশ্চ যথার্হতঃ।
তেষাত্ম দেবতা বুদ্ধি সুতরাং নৃষু পাণ্ডব॥
শ্রীমদভাগবত ৭ স্কঃ ১১ অঃ ১৯ শ্লোক।

"যাও মা করুণাময়ী পূর্ণব্রত মা তোমার,"।

তাই বলি মা—তুমি যে বংশ ধারা রাখিয়া গিয়াছ, যে করুণার কহিনূর গৃহের মধ্যে লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে রাখিয়া গিয়াছ, বংশধরেরা আজও তাহা তোমারই পুণ্যবলে রাখিতে সক্ষম হইয়াছে কিনা তাহা ভবিষ্যতে আলোচিত হইবে। তবে তোমার পৌত্র যে সেই কহিনূর আজীবন উজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন—তাহা আমরা বিশেষরূপে দেখিয়াছি।

সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে চন্দ্রমাধব বাবুর অভিমত।

এক সময়ে দেশে সমুদ্রযাত্রা লইয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। একদিকে গোঁড়া হিন্দুগণ সমুদ্রযাত্রা অবিধি ও অশাস্ত্রীয় বিধায় জাতি-চ্যুতির আশঙ্কা করিল। অপর দিকে শিক্ষিত উন্নতিকামী ব্যক্তিগণ দেশ কাল পাত্র ভেদে পূর্ব্বব্যবস্থা ও শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিতে প্রবৃত্ত হইল। অনেকেই পুত্রগণকে বিলাতে শিক্ষা দিয়া আনিতে প্রস্তুত হইল। যাঁহারা সামঞ্জস্যের পক্ষপাতী তাঁহারা জাতিচ্যুতির আশঙ্কায় শাস্ত্রমত বিলাত হইতে প্রত্যাগত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে রাজী হইল। এইরূপ তিন শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে চন্দ্রমাধব বাবু বিলাত যাওয়ার পক্ষপাতী হইলেন এবং বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তিকে যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত করিয়া লইতে ইচ্ছুক হইলেন। চন্দ্রমাধব বাবুর পুত্র যোগেন্দ্র বাবু ঐ সময়ে নানা জেলায় বিলাত যাইবার আন্দোলন তুলিলেন। স্যার রমেশ চন্দ্র মিত্র মহাশয় গোঁড়া হিন্দু ছিলেন এবং প্রথমতঃ বিলাতে পুত্রদিগকে পাঠাইতে মত করেন নাই। তাঁহার পুত্র স্যার শ্রীযুক্ত বিনোদ চন্দ্র মিত্র মহাশয় যিনি এখন বিলাতে প্রিভি কাউন্‌সিলের (Privy Council) জজ, তিনি বিলাত যাইবার জন্য প্রস্তুত হয়েন, কিন্তু পিতার অমত দেখিয়া তিনি গোপনে পলাইয়া যা'ন। রমেশ বাবু তাড়াতাড়ি এলাহাবাদের চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে টেলিগ্রাম করেন। চারুবাবু বিনোদ বাবুকে

আটকাইয়া রাখেন। সে বারে বিনোদ বাবুর বিলাত যাওয়া ঘটিল না। তৎপরে চন্দ্রমাধব বাবু রমেশ বাবুকে অনেক বুঝাইয়াছিলেন, কিন্তু রমেশ বাবু চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত একমত হইতে পারেন নাই। এমন কি মতদ্বৈধ জনিত বহুদিন পরস্পরের মধ্যে ভাবের অভাব হইয়াছিল। ইতিমধ্যে বিনোদ বাবু পুনরায় পিতাকে না বলিয়া গোপনে বিলাত গমন করেন। বিনোদ বাবু যদি বিলাতে না যাইতেন তবে কি তিনি আজ দেশের ও পিতৃকুলের মুখোজ্জ্বল করিতে পারিতেন ?

চন্দ্রমাধব বাবুর পৌত্র শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ মহাশয় যখন বিলাত গমন করিবার উদ্যোগ করিলেন, তখন চন্দ্রমাধব বাবুর সহোদরা বিশেষ আপত্তি করেন, এমন কি কাঁদা কাটা আরম্ভ করেন। চন্দ্রমাধব বাবু অনেক সান্ত্বনা বাক্যে বুঝাইয়া ছিলেন। জ্যোতিষ বাবু ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসিলে পর চন্দ্রমাধব বাবু প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষে দেশীয় বহু পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করেন ও বিদায় দে'ন। তাহাতে চন্দ্রমাধব বাবুর অন্যূন ২০০০০ বিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল। পরে চন্দ্রমাধব বাবুর কয়েকটী পৌত্র ও দৌহিত্র বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করেন। ক্রমশঃ সমাজে ইহা বেশ সচল হইয়াছে।

ওকালতী ও মোক্তারী পরীক্ষা।

হাইকোর্ট ব্যতীত নিম্ন আদালতে ওকালতী ও মোক্তারী ব্যবসা করিবার জন্য হাইকোর্ট একটী পরীক্ষা বোর্ড স্থাপন করিয়াছেন, সেই বোর্ডকে পূর্ব্বে Board of examiners for Pleadership and Muktarship examinations বলিত এবং ১৯১৩ সালের ১লা ডিসেম্বর হইতে উহাকে Committee of Legal education বলে। পরীক্ষার্থীরা তাঁহাদের নিকট পরীক্ষা দিয়া পাশ হইলে হাইকোর্ট তাহাদিগকে নিম্ন আদালতে ওকালতী ও মোক্তারী করিবার অধিকার দিতেন, এখন ওকালতী উঠাইয়া দিয়া কেবলমাত্র নেহাৎ দয়া করিয়া মোক্তারী দিবার অধিকার টুকুই বজায় রাখিয়াছেন।

নিম্ন আদালতের দেওয়ানী বা ফৌজদারী বিভাগে যে সকল মোকর্দ্দমা হইয়া থাকে তাহার অধিকাংশই সামান্য ধরণের এবং অধিকাংশ মক্কেল যেরূপ সামান্য অবস্থাপন্ন তাহাতে তাহাদের পক্ষে বড়দরের উকীল দেওয়া সম্ভব নহে এবং অবস্থাতেও কুলায় না, অধিকন্তু সামান্য দাবীর মোকর্দ্দমায় বেশী টাকা খরচ করাও সঙ্গত নহে। অথচ যে সকল উকীল অনেক পয়সা খরচ করিয়া বি, এল হইয়াছে তাহাদের সামান্য ফি বা পারিশ্রমিকে মন উঠে না (যদিও অভাবে পড়িয়া লইতে হয়)। এই কারণে অপেক্ষাকৃত কম পাশের উকীল হইলে কম ফি দিলেও এক প্রকার কায চলিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত অনেক লোকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বেশী দিন অর্থ ব্যয় করিতে সক্ষম হয় না, কিন্তু

উক্ত প্রকারের ওকালতী ও মোক্তারী পরীক্ষাটা ছিল বলিয়াই কত দরিদ্র মধ্যবিত্ত ব্যক্তি জীবিকা অর্জ্জন করিয়া আসিতেছিল, এমন কি তাহাদের মধ্যেও অনেক বড় বড়. পাশকরা উকীলদের অপেক্ষা বড় হইয়াও উঠিয়াছিল।

উক্ত Board of Examiners সভার চন্দ্রমাধব বাবু বহু দিন সভাপতি ছিলেন এবং বহুদিন উহার সংশ্রবে থাকিয়া উহার উন্নতি সাধন করিতেন, এমন কি ঐ প্রথার যখনি কিছু পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্দ্ধিত হইবার প্রস্তাব হইত তখনি চন্দ্রমাধব বাবুর অভিমত গ্রহণ করা হইত।

এই পরীক্ষাটা মাঝে মাঝে আঘাত প্রাপ্ত হইত, এমন কি ইহার বিনাশের জন্য এবং ইহাকে সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য যে কোন পরশুরাম চেষ্টা করিতেন তখনি চন্দ্রমাধব বাবু প্রতিরোধ করিতেন।. তিনিও অবসর গ্রহণ করিলেন অমনি ইহার বিলোপ সাধনের সূত্রপাত হইল।

পাঠকগণের অবগতির জন্য এই আইন ব্যবসাটার উৎপত্তি সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আমরা দিলাম।

স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দু দিগের মধ্যে ব্যবহার জীবি প্রথা প্রচলিত ছিল। নারদ স্মৃতিতে ইহার উল্লেখ আছে। স্মার্ত্ত শিরোমণি রঘুনন্দনের "ব্যবহার তত্ত্বে" দেখা যায় বৃহস্পতি, কাত্যায়ন, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিরা ইহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। শুক্র-নীতিতেও ব্যবহারজীবির উল্লেখ আছে।

খ্রীঃ সপ্তম শতাব্দীতে হিন্দু রাজত্ব সময়ে বিচারালয় ছিল। বিচারালয়ে ব্যবহার জীবিদের ব্যবসার প্রচলন ছিল।

খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে ঠিক পূর্ব্ব শতাব্দীতে বৌদ্ধ রাজত্ব-কালেও ব্যবহারজীবির ব্যবস্থা ছিল। বৌদ্ধগ্রন্থ 'মিলিন্দ পঞ্‌হো (মিলিন্দ প্রশ্ন) ধম্মতাত" গ্রন্থে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে যে ব্যবহার জীবিরা আইনের ব্যবসা করিত। "Sellers of law and traders of law"। অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমান জাতির মধ্যে ইসলাম আইনের প্রচলন ছিল।

ইংরাজ রাজত্বের সময়ে খ্রীঃ ১৭৭২ সালে এ দেশে ইংরাজেরা আদালতের স্থাপনা করিলেন।

রাজা বা শাসনকর্ত্তা বিচারক নিযুক্ত করিতেন, সেই বিচারক সমীপে বাদী ও প্রতিবাদী ব্যক্তিগণ স্ব স্ব বক্তব্য ও অভিযোগ বলিত, কিন্তু বক্তব্য বা অভিযোগ, বাদ প্রতিবাদ প্রভৃতি বিসম্বাদের সমস্ত ব্যাপার সম্যক রূপ বুঝান অনেক সময়ে সকল অভিযোগ-কারীর বা অভিযুক্তর, অর্থীর বা প্রত্যর্থীর শক্তিতে কুলাইত না। বাদী প্রতিবাদী সাক্ষী প্রভৃতিকে প্রশ্নকৌশলে ঘটনার সত্য নির্ণয় করা এবং বিচারককে বাক্য-বিন্যাসে বিশ্বাস করান প্রত্যেক ব্যক্তি সক্ষম হইত না। এতদ্ব্যতীত বিধিবদ্ধ রাজবিধান ও শাস্ত্র বিধি বা দলীলাদি কাগজপত্র বুঝাইয়া দেওয়া নিরক্ষর বা সামান্য বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিগণের দ্বারা সম্পন্ন হইত না। ঐ সকল কারণে বাদী প্রতিবাদী তাহাদের স্ব স্ব মোকর্দ্দমা বিচারক সমীপে পরিচালন করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি নিযুক্ত করিত। তাহারা বিচার প্রার্থী ব্যক্তিগণের প্রতিনিধি স্বরূপ গৃহীত হইত। মুসলমান রাজত্ব সময়ে ঐরূপ প্রতিনিধি গণকে উকীল (Vakeel) বলিত। তাহারা মোকর্দ্দমার পারিশ্রমিক স্বরূপ পক্ষগণের নিকট হইতে

মূল্য প্রাপ্ত হইত। মোকর্দ্দমা পরিচালনকারী ব্যক্তিগণের কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা ছিল না অথবা রাজা বা শাসনকর্ত্তা বা বিচারক কেহই তাহাদিগকে নিয়োগ করিত না, তাহারা সম্পূর্ণ পক্ষগণেরই পরিচারক, এই ভাবে এক প্রকার লোক তাহাদের জীবিকা অর্জ্জন করিত।

ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধ্যক্ষগণ দেখিল যে ঐ সকল ব্যক্তিগণকে একটা নিয়মের মধ্যে রাখা দরকার, কারণ অনেক অনিষ্টজনক কার্য্য হয়, তদ্ব্যতীত হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্রে এবং রাজবিধি সম্বন্ধে তাহারা তাদৃশ অভিজ্ঞ নহে, সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষগণ নিজেরা বিবেচনা করিয়া উকীল নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। সেই ব্যবস্থাটা একটা কোম্পানী কৃত আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ হইল। (Regulation VII of 1793). তখন সদর দেওয়ানী আদালত ঐ সকল উকীল নিযুক্ত করিত এবং তাহাদিগকে একটা সনন্দ দিত। উকীলরাও প্রথম সনন্দ প্রাপ্তির সময়ে হলফ করিয়া আদালত হইতে নির্দ্ধারিত উকীলের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইত। কলিকাতায় মুসলমানদের কলেজের ছাত্রগণ অথবা কাশীর হিন্দু কলেজের ছাত্রগণকেই বেশীরভাগ ওকালতীর অধিকার দেওয়া হইত।

পরে উকীলদের পারিশ্রমিক বা ফি টাও একটা আইনের দ্বারা নির্দ্ধারিত করিবার ব্যবস্থা হইল। (Regulation VIII of 1796). তাহার পর (Regulation X of 1803) আইনের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত আইন দুইটীর একটু আধটু পরিবর্ত্তন হইল। তৎপরে Regulation XXVII of 1814 আইনের দ্বারা

পূর্ব্বোক্ত আইন গুলির কিছু কিছু সংস্কার হইল। সদর দেওয়ানী আদালত আর উকীল নিয়োগ করিত না। জেলার জজেরা এবং রাজধানীর বিচারালয় প্রদেশস্থ উচ্চ বিচারালয়ের অনুমতি লইয়া স্ব স্ব আদালতে কার্য্য করিবার জন্য উকীল নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। তাহার ফলে জজেঁদের ব্যক্তিগত বিবেচনা অনুসারে উকীল নিযুক্ত হইত। শুনা যায় এক সময়ে জেলার কোন ইংরাজ জজ পেস্কারের মুখ হইতে ওকালতী পদ প্রার্থী ব্যক্তিগণের দরখাস্তের নাম ও মর্ম্ম শুনিতেছেন এবং খেয়াল অনুসারে মঞ্জুর ও নামঞ্জুর করিতেছেন। "এককড়ি নামক এক ব্যক্তির দরখাস্তে যেমনি পেস্কার নামোল্লেখ করিলেন, অমনি জজ সাহেব বলিলেন "কড়ি কা কুচ্ হিম্মত্ নেহি" উহার দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলেন। পরে 'পাঁচকড়ি' নামক এক ব্যক্তির নামোল্লেখ হইতেই জজ সাহেব বলিলেন "আচ্ছা উস্কো একঠো ওকালতী দে দেও"। পেস্কার বলিল "হুজুর এ বি তো কড়ি হ্যাঃ"। জজ বলিলেন "কড়ি হ্যাঃ, লেকেন্ কুচ্ জেয়াদা হ্যা"।

পূর্ব্বে যে মুসলমান ও হিন্দু জাতি হইতে উকীল নিযুক্ত হইত সে নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইয়া Regulation XII of 1833 আইনের বিধান মতে সমস্ত জাতি বা যে কোন ধর্ম্মী নিযুক্ত হইতে পারিত।

সদর দেওয়ানী আদালত লাইসেন্স প্রাপ্ত উকীল ব্যতীত কোন কোন নির্দ্দিষ্ট মকর্দ্দমার পরিচালনের জন্য যে কোন ব্যক্তিকে অনুমতি দিতে পারিত। সেই সকল ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত উকীলদের মতই ক্ষমতা প্রাপ্ত হইত এবং অপরাধ করিলে দণ্ড প্রাপ্তিটাও কপাল ক্রমে বাদ যাইত না।

তাহার পর ১৮৪৬ সালের Act I আইনে আরও কিছু পরিবর্ত্তন হইল। তাহাতে কিছু দিন বাদে আর একটী আইন হইল যাহাতে জেলার জজেরা সদর কোর্টের অভিমত লইয়া উকীল নিযুক্ত করিতে পারিত (Act XVIII of 1852).

ক্রমশঃ উকীলদের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া এবং ফেলোয়া আইন ব্যবসাটা লাভজনক কারবার দেখিয়া অনেকেরই লালসা হইল এবং মক্কেল সংগ্রহ, মকর্দ্দমার তদ্বীর করা প্রভৃতি কার্য্য করিবার জন্য একদল অল্পশিক্ষিত কিন্তু বুদ্ধিমান গ্রাম্য পাটোয়ার গোছের লোক উকীলদের এক প্রকার দালাল রূপে আবির্ভূত হইল। তাহারা ধড়ীবাজ ও চতুর, সুতরাং তাহাদের সহায়ে উকীলরাও সহজে মক্কেল পাইতে লাগিল এবং তাহাদেরও নানা ফন্দী করিয়া বেশ দুপয়সা রোজগার হইতে লাগিল, কিন্তু তাহারা ক্রমশঃ মক্কেলদের নিকট অন্যায় ভাবে টাকা আদায় করিতে আরম্ভ করিল। সুতরাং বিচারকেরা তাহাদিগকে দমন রাখিবার জন্য পরীক্ষার ফাঁদে ফেলিয়া মোক্তারী সনন্দ দিয়া উকীলদেরই নিম্নে স্থান দিল এবং উকীলদের মত কতকটা আইনের পেঁচ্ খেলা দেখাইবার অধিকারও দিল। মক্কেলদেরও সুবিধা হইল, তাহারা উকীল না দিয়া কম মূল্যে, তাহাদের দ্বারাই মকর্দ্দমা চালাইতে লাগিল। এতদ্ব্যতীত ঐ সময়ে আইন ব্যবসার বাজারে রেভিনিউ এজেণ্ট নামক আর এক প্রকারের ব্যবহারজীবি তৈয়ার করিয়া দিল। (Act XX of 1865).

উক্ত আইনে এইরূপ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল :—

১। উচ্চশ্রেণীর উকীল।

২। নিম্নশ্রেণীর উকীল।

যাহারা বি; এ পাশ করিয়া আইন কলেজে আইনের বক্তৃতা শুনিয়া ২ বৎসর বাদে পরীক্ষা দিয়া পাশ করিত, তাহারা বি, এল হইত এবং যাহারা তখনকার এল, এ পাশ করিয়া ঐরূপ ভাবে আইনে পাশ করিত, তাহারা এল, এল হইত। উহারা জজের আদালত ও তন্নিম্ন আদালতে ওকালতী করিতে পারিত। ইহারা উচ্চশ্রেণীর উকীল বা জজের উকীল।

আর নিম্নশ্রেণীর উকীলরা মুনসেফ আদালতে ও ছোট আদালতে (Small Cause Courtএ) ওকালতী করিতে পাইত।

নিম্নশ্রেণীর উকীলরা এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া আইন পরীক্ষা দিলেই উকীল হইতে পারিত। নিম্নশ্রেণীর উকীল দিগকে উচ্চ-শ্রেণীর উকীলদের অপেক্ষা কিছু কম নম্বর রাখিতে পারিলেই পাশ হইত। মোক্তাররাও মুনসফী আদালতে এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম লইয়া ফৌজদারী আদালতেও আইন ব্যবসা করিতে পারিত। তবে মুনসফী আদালতে তাহারা উকীলদের মত সওয়াল জবাব বা সাক্ষীর জেরা প্রভৃতি কেরামতী দেখাইতে পারিত না, অন্যান্য কার্য্য উকীলদের মতই করিতে পারিত। ফৌজদারী আদালতে উকীলদের সহিত মোক্তারদের কোন তফাৎ থাকিত না।

মাইনর অথবা উচ্চপ্রাইমারী পরীক্ষায় পাশ হইলেই মোক্তারী পরীক্ষা দিতে পারিত।

তাহার পর ১৮৮৪ সালে আর একবার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। ক্রমশঃ যখন উকীল মোক্তারের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল

এবং পরীক্ষা লওয়া, সনন্দ দেওয়া ইত্যাদি নানা কার্য্যের সুশৃঙ্খলতার জন্য বাংলা গভর্ণমেণ্ট হাইকোর্টের মাননীয় জজ বাহাদুরদের সহিত পরামর্শ করিয়া ১৮৭৩ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে এক মন্তব্য (resolution) জারী করিলেন। তাহাতে একটী 'আইন পরীক্ষা সমিতি' গঠিত হইল। তাহার নামকরণ হইল Board of examiners। আজ কাল ঐ নামটার পরিবর্ত্তন করিয়া Committee for the Legal Education নামকরণ হইয়াছে।

তাহা এইরূপ ভাবে গঠিত হইল :—

১। মহামান্য হাইকোর্টের একজন জজ অবৈতনিক (Honorary) সভাপতি (President) হইবেন।

২। একজন ব্যারিষ্টারকে বেতনভোগী সম্পাদক (Secretary) করা হইবে।

৩। উকীল কিম্বা ব্যারিষ্টারদের মধ্যে ৪ জনকে বেতনভোগী সভ্য করা হইবে এবং তাঁহারাই পরীক্ষক নিযুক্ত হইবেন।

৪। ২ জন সিভিলিয়ানকে অবৈতনিক সভ্য করা হইবে।

উক্ত ব্যবস্থামত সর্ব্বপ্রথম নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন :—

Mr Justice Markby, President.

Mr C. Jackson, Bar-at-Law. Secretary.

Paid Members :—

Mr. Ingram, Bar-at-Law.

Mr. Millet, Bar-at-Law.

Babu Annada Prosad Banerjee, Pleader.

Babu Mohini Mohon Rai, Pleader.

Civilian Members :—

The Legal Remembrancer.

Registrar of the appellate side, High Court.

চন্দ্রমাধব বাবু কিছুদিন ঐ সভার সভাপতি ছিলেন এবং তিনি ঐ সময়ে বোর্ডের উন্নতির জন্য অনেক কাজ করিয়াছিলেন। ১৮৯৩ সালের ২০শে জুলাই তারিখে তিনি এক মন্তব্য লিখিয়াছিলেন তাহাতে হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল হিন্দু আইন-প্রণেতা পণ্ডিত গোলাপ চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় পরীক্ষার্থী দিগের পাঠ্য পুস্তক এবং আইন কলেজে ছাত্রদের পাঠ গ্রহণ সম্বন্ধে যে সকল অভিমত পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে চন্দ্রমাধব বাবু গোলাপবাবুর কতিপয় সারগর্ভ মত গ্রহণ করিয়াছিলেন তবে সমস্ত অভিমত গ্রহণ করেন নাই যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করেন। ইহাতেই বুঝা যায় চন্দ্রমাধব বাবু উক্ত পদ প্রাপ্ত হইয়া কিরূপ যত্ন লইতেন। নামকা ওয়াস্তে কোন অবৈতনিক কার্য্য লইয়া অবহেলা করিতেন না। ইহাই ছিল তাঁহার বৈশিষ্ট্য।

ইহার পর ১৮৮৪ সালে উক্ত আইনের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন হয়। (Rule No 3 of 7 th March, 1884).

উক্ত আইনে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া যাঁহারা ওকালতী পরীক্ষা দিয়া নিম্নশ্রেণীর উকীল হইতে পারিত তাহাদের অধিকার লুপ্ত হইল এবং এণ্ট্রান্স পাশ না করিলে আর মোক্তারী পরীক্ষাটী পর্য্যন্ত দিতে পারিবে না এইরূপ ব্যবস্থা হইল।

এইরূপ ব্যবস্থা বহুদিন চলিতেছিল কিন্তু বি, এল এর সংখ্যা জেলার আদালত সমূহে অতিরিক্ত হওয়ায় এফ্, এ পাশ করিয়া তাহাদের সমকক্ষ উকীল হইয়া থাকিবে ইহা অনেকের বরদাস্ত হইত না, ক্রমান্বয়ে আন্দোলন হইতে লাগিল যে ঐ প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হউক। কেবল মাত্র আদালত রূপ সার্কাসে একমাত্র বি-এল রাই আইনের কসরত দেখাইতে থাকুক। চন্দ্রমাধব বাবু উঠাইয়া দিবার পক্ষপাতী ছিলেন না, তিনি বলিতেন যে অনেকে অর্থাভাবে বি, এল পরীক্ষা দিতে পারে না, অথচ এফ্, এ পাশ করিয়া সে যদি এরূপ একটা সম্মান জনক ব্যবসার অধিকার পায় তবে তাহাদের জীবিকা অর্জ্জনের সুবিধা হয়, নতুবা এফ্, এ পাশ করিয়া তাহার আর কোন উপায় থাকে না। চন্দ্রমাধববাবু যতদিন হাইকোর্টে ছিলেন ততদিন ঐ ব্যবস্থাটাকে তিনি বজায় রাখিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে একটু আধটু ঘা পড়িত কিন্তু তাঁহার যুক্তির নিকট সকলেই পরাস্ত হইত। পরে তাঁহার অবসরের পর ঐ ব্যবস্থার মূলে একেবারে কুঠারাঘাত হইল। উক্ত পরীক্ষা উঠিয়া গেল। কেবলমাত্র মোক্তারী পরীক্ষাটাই বজায় রহিল। বি, এ, এফ্, এ এণ্ট্রান্স সকলেই ঐ পরীক্ষা দিতে অধিকারী হইল।

চন্দ্রমাধব বাবুর দেশাত্ম-বোধ।

চন্দ্রমাধব বাবু যে সময়ে লাট সাহেবের সদস্য হইয়াছিলেন অর্থাৎ ১৮৮৩।৮৪ সালে তিনি যেমন রাজনীতির ও দেশের শাসন ও বিচার বিভাগের আলোচনা করিতেন, তেমনি দেশের কল্যাণকর কার্য্য করিবার জন্য Governmentকে অনুরোধ করিতেন। কুলী বিল, Canal খনন, Railway বৃদ্ধি প্রভৃতি কার্য্যে যাহা তিনি করিয়াছেন তাহাই তাঁহার দেশাত্ম বোধের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। স্বদেশী আন্দোলনের বহু পূর্ব্ব হইতেই তিনি স্বদেশজাত বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। ঢাকাই কাপড় তিনি নিজে বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতেন। তাঁহার দেশে বিক্রমপুর পরগণায় একপ্রকার দেশী কাগজ প্রস্তুত হইত। নির্ম্মাণকারকেরা 'কাগ্‌জী' নামে অভিহিত হইত। তখনকার দিনে জমীদারী সেরেস্তায় এবং ঠিকুজি কুষ্ঠি প্রস্তুত করিবার জন্য ঐ সকল হলুদ রঙ্গের এবং তূঁতে রঙ্গের মোটা দেশী কাগজ ব্যবহৃত হইত, সে কাগজ আবহমানকাল স্থায়ী হইত। কাগজের বাজারে তাহাকে 'খদ্দর কাগজ' বলা যাইতে পারে। চন্দ্রমাধব বাবুর জমিদারী সেরেস্তায় উক্ত কাগজের প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার ছিল। বিলাতী দ্রব্যের বয়কট্' বা বর্জ্জন করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন কিনা তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু তিনি যে দেশীয় দ্রব্যের পক্ষপাতী ছিলেন তাহা আমরা বিশেষ রূপে জানিতাম।

ভারতবাসী স্বাস্থ্যসম্পন্ন হউক, বলবান হউক, অস্ত্র ব্যবহারে পারদর্শী হউক, গভর্ণমেণ্টের অধীনে রাজ্য রক্ষা ও দেশ রক্ষার

জন্য সৈনিক বিভাগে প্রবেশ লাভ করুক, ইহা তাঁহার ঐকান্তিক কামনা ছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে লর্ড ডাফ্রিণের সময় তিনি ভলেণ্টিয়ার বা স্বেচ্ছা বাহিনী গঠন করিবার জন্য লাট সাহেবকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্ব্বেই একটু উল্লেখ করিয়াছি। তিনি লাট সাহেবকে এই কথা বলিয়াছিলেন, "People who are black as my boots are entitled to bear the king's arms but I am sorry to see that none of my country men is here," অর্থাৎ "মহামান্য বড়লাট বাহাদুর যে সকল ব্যক্তি দিগকে ভলেণ্টিয়ার নিযুক্ত করিতেছেন তাহারা আমার জুতোর রঙের চেয়েও ঘোরতর কাল অথচ উচ্চ বংশীয় আমাদের হিন্দু সন্তানদের কাহাকেও ভলেণ্টিয়ার করিতেছেন না ইহা দেখিয়া আমি দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ।" বড়লাট বাহাদুর তাঁহার এইরূপ তেজপূর্ণ পৌরুষ বাক্য শ্রবণ করিয়া অধোবদনে নিরুত্তর রহিলেন। চন্দ্রমাধব বাবু এই সম্বন্ধে পুনরায় কাগজে কলমে লেখালেখি করিয়া গভর্ণমেণ্টকে প্রবুদ্ধ করিতেছিলেন। সেই সময়ে Baker সাহেব বাহাদুর Finance Member, তিনি সরকারী কাগজপত্রে লাট সাহেবের দপ্তর খানায় দেশীয় ভলেণ্টিয়ার নিয়োগ সম্বন্ধে চন্দ্রমাধব বাবুর Scheme (পরিকল্পনা) ও লর্ড ডাফ্রিণের মন্তব্য দেখিয়াছিলেন এবং পরে যখন তিনি ছোট লাট হয়েন তখন একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি চন্দ্র-মাধব বাবুকে ঐ কথা বলিয়াছিলেন এবং তাঁহার Scheme যে কেন Government গ্রহণ করিলেন না তাহা তিনি বলিতে পারেন না।

শ্রীযুক্ত অরুণ চন্দ্র ঘোষ

যাহা হউক তাঁহার এই কামনা উত্তরকালে কিয়ৎ পরিমাণে সাফল্য লাভ করিয়াছিল। ১৯১৩, ১৯১৪ সালে যখন ইউরোপে মহাযুদ্ধের আরম্ভ হইয়াছিল, ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ যখন German Kaiserএর বিকট হুঙ্কারে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে ছিল তখন আমাদের British রাজ সিংহ তাঁহার স্বজাতীয় ব্যক্তিদের সহিত ভারতীয় প্রজাবৃন্দের মধ্য হইতেও ভলেণ্টিয়ার সংগ্রহ করিবার সঙ্কল্প করেন। সুযোগ বুঝিয়া সেই সময়ে একদিন ডাক্তার শরৎ কুমার মল্লিক চন্দ্রমাধব বাবুর দার্জ্জিলিং কারশিয়ংয়ের (থরশান) বাটীতে চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত এই বিষয়ে আলোচনা করেন। চন্দ্রমাধব বাবু তাঁহার বন্ধুপুত্র ডাক্তার শরৎ মল্লিককে ভলেণ্টিয়ার সংগ্রহ বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করেন। এমন কি তিনি তাঁহার পৌত্র দিগকে ভলেণ্টিয়ার করিবার জন্য (Training) শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা এবং তাহাদিগকে উৎসাহন্বিত করিবার জন্য বলিতেন যে "আমি যদি এই বৃদ্ধ বয়সে দৃষ্টি শক্তির অসুবিধা না ভোগ করিতাম তাহা হইলে আমার এই বার্দ্ধ্যকেও যে বল এবং উৎসাহ আজও আছে তাহাতে আমার ভলেণ্টিয়ার হইবার সম্পূর্ণ ইচ্ছা হইতেছে"। তিনি তাঁহার পৌত্র ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু অরুণকুমার ঘোষকে Bengal Light Horse অশ্বারোহী স্বেচ্ছাসেনা বাহিনী সম্প্রদায়ে ভর্ত্তি করিয়া দে'ন। অরুণ বাবু কিছুদিন অশ্বারোহী সৈনিক ছিলেন, পরে মহাযুদ্ধের অবসানের পর Armistic বা বিগ্রহ শান্তি প্রচারিত হইলে অরুণ বাবু স্বেচ্ছাবাহিনী হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

১৯০৬।১৯০৭ সালে যখন বোমা ছোড়া, গুপ্তহত্যা প্রভৃতি কার্য্যে Anarchists বা বিপ্লবীরা ধরা পড়িতে লাগিল, Bomb

caseএ যখন শিক্ষিত ভদ্রবংশীয় যুবকগণ আসামী শ্রেণীভুক্ত হইল তখন তাহাদের বিপথগামী কার্য্য দেখিয়া চন্দ্রমাধব বাবুও বলিয়াছিলেন যে এইরূপ দুর্নীতি পূর্ণ কার্য্য সম্বন্ধে মনে হয় যে দেশের উন্নতি একশত বৎসর পিছাইয়া পড়িল। হিংসায় ভারতের উদ্ধার নাই, যে কথা আজ মহাত্মা গান্ধীজি বলিতেছেন, সেই কথা তিনি ১৯০৬ সালে দেওঘরের বাটীতে বসিয়া বলিয়াছিলেন। তখন সেখানে একজন রাজবংশীয় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী, জনৈক প্রসিদ্ধ দেশীয় সংবাদপত্রের যশস্বী সম্পাদক, একজন উচ্চপদস্থ অবসর প্রাপ্ত স্থপতি বিভাগের রাজ কর্ম্মচারী এবং এই লেখক উপস্থিত ছিলেন। দেশের জন্য তিনি কিরূপ ভাবিতেন তাহা আমরা বিশেষরূপে জানিতাম। স্বাধীন দেশের মতো সকলেই সমভাবে ও স্বাধীন ভাবে বাস করিবে, এক রাজ্যে একই আইনে, একই রাজবিধির বিধানে সকল প্রজাই সমভাবে ব্যবহার পাইবে ইহাই তাঁহার অভিমত ছিল। রাষ্ট্র পরিচালনে পক্ষ-পাতিত্বই দোষের আকর ও অশান্তিকারক। চন্দ্রমাধব বাবুর স্বদেশ-প্রীতি যে কিরূপ ভাবময়ী ও আজীবন ফল্গু সলিলের ন্যায় অন্তরে প্রবাহিত হইত তাহা দেশহিতৈষী মুক্তিকামী অনেকেই জানিতেন। সেই জন্যই রাষ্ট্রনৈতিক নেতাগণ তাঁহাকে বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার জজীয়তী কার্য্যে অবসর গ্রহণ করিবার পর এক রাজনীতি সমস্যার সমাধানের জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। সমস্যাটীতে ভয়ানক গোলমাল উঠিয়াছিল, পরস্পর মনোমালিন্যের সুত্রপাত হইয়াছিল। নেতাগণ দেখিলেন যে এই বিরোধের মীমাংসা করিতে একমাত্র বিচক্ষণ চন্দ্রমাধব বাবুই উপযুক্ত। তাঁহারা

তাঁহাকে অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি তখন পীড়িত, বার্দ্ধক্যজনিত অথর্ব্ব, অথচ দেশের কার্য্যে তিনি সহায় হইতে পারিবেন বলিয়াই তিনি তাঁহার স্বাস্থ্যকে উপেক্ষা করিলেন এবং নেতাগণ তাঁহার বাটীতে অধিবেশন করেন। সেটা ১৯১৭ সাল ২৯শে সেপ্টেম্বর। ঐ সভায় অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত পরিশ্রম করার ফলে তিনি অধিকতর পীড়িত হইয়া পড়েন, তাহার অতি অল্প দিন বাদেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

কংগ্রেসে ২টী দল হয়, নরম দল ও গরম দল (Extremists and Moderates) এখন সেই দুইটী দলের নূতন নামকরণ হইয়াছে, স্বাধীন দল ও স্বরাজ্য দল (independent and swarajist). উক্ত নরম ও গরম দলে মতদ্বৈধতা লইয়া মন-মালিন্য উপস্থিত হইবার উপক্রম হয়। দেশের কল্যাণকর কার্য্য পণ্ড হইয়া যায় দেখিয়া তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া উভয় দলের মিলন সাধন করেন। ইহাতেই বুঝা যায় তাঁহার স্বদেশের উপর কিরূপ মমতা ছিল এবং দেশের নেতাগণের মনোরাজ্যে তিনি কিরূপ সামঞ্জস্য শক্তির ও আকর্ষণ শক্তির দ্বারা আধিপত্য করিয়াছিলেন, সকলেই তাঁহার কথা ন্যায়সঙ্গত ও কল্যাণকর মনে করিয়া সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল। টাউনহলের পূর্ব্ব অধিবেশনে স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এক দারুণ বিরোধ ঘটিয়াছিল।

১৯১৭ খ্রীঃ ২৯শে সেপ্টেম্বর চন্দ্রমাধব বাবুর মধ্যস্থতায় স্থির হইয়াছিল যে রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মনোনীত হইবেন, কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়

চন্দ্রমাধব বাবুর অনুরোধে সভাপতিত্বের দাবী পরিত্যাগ করিলেন। এবং উভয় দলেই মিসেস ডাক্তার এনি বেশান্ত Anne Besant কলিকাতা কংগ্রেসের সভানেত্রী হইবেন এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন।

সর্ব্বসাধারণ যে তাঁহার উপর কতটা শ্রদ্ধান্বিত ছিল তাহা ঐ সকল ঘটনা দেখিলেই বুঝা যায়।

উক্ত সভা অধিবেশনের পূর্ব্বে তিনি মফঃস্বলস্থ ও কলিকাতাস্থ কংগ্রেসের দলপতিদিগকে প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য যে বিনয় সূচক অনুরোধ পত্র পাঠাইয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার হৃদয়ের ভাব সম্যক প্রকারে বুঝা যায়। আমরা পত্রখানি উদ্ধৃত করিলাম।

25, Haris Mukerji Rd.
Bhawanipur.
24th Sept. 1917.

Dear Sir,

You are aware that there has been an unfortunate split in the Reception Committee of the forthcoming Congress at Calcutta. You are also perhaps aware that I do not belong to the Congress nor to the Home Rule League nor any other political organisation. But it is my sincere and earnest desire that my countrymen to whichever party they may belong should act in harmony with each other and should not create strife and

dispute amongst themselves specially at a time when in view of the approaching visit of the Right Honourable Samuel Montagu to this country, there ought to be perfect unity and co-operation amongst all sections of the community. I therefore invite you to select your representation and send them here to meet at a conference with a view to bring about a compromise in respect of the split which has unfortunately recently arisen. The conference will be held in my house at 2-30 P. M. on Saturday, 29th Sept, 1917.

I regret, however, that my health will not permit me to have the pleasure and honour of welcoming you personally, but arrangements will be made for holding the conference to enable you to meet and discuss the matter in question and bring about the desired compromise.

Yours sincerely,
Chunder Madhub Ghose.

ভাবার্থ :—

প্রিয় মহাশয়গণ,

আপনারা জানেন যে দুর্ভাগ্যবশতঃ আগামী কংগ্রেসের সভাপতি প্রভৃতি নিয়োগ সম্বন্ধে একটা মনোমালিন্যের সূত্রপাত হইয়াছে। আপনারা জানেন যে আমি কংগ্রেস বা স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি কোনরূপ রাজনীতি বিষয়ক ব্যাপারে লিপ্ত নহি। কিন্তু

আমি ইহা ইচ্ছা করি না যে আমার দেশের লোক পরস্পর ঝকড়া বা বাদবিসম্বাদ করুক; আমার ইহা ঐকান্তিক ইচ্ছা যে তাঁহারা সকলে একত্রে কাজ করুন এবং কোনরূপ বিবাদে যেন লিপ্ত না থাকেন, বিশেষতঃ এই সময়ে ষ্টেট সেক্রেটারী মাননীয় মণ্টেগু সাহেব এ দেশে আসিতেছেন। সুতরাং এ সময়ে সকল সম্প্রদায়ের লোকই একতাবদ্ধ হইয়া কার্য্যে রত থাকুন। এই সকল বিষয়ের আলোচনা ও যা কিছু বিবাদের মীমাংসা এবং আপোষে নিষ্পত্তি করিবার জন্য আগামী ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৭ তারিখে আপনা-দিগকে আমার বাটীতে নিমন্ত্রণ করিতেছি। আমার শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন আমি নিজে আপনাদের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিতে না পারিলেও আমার বাটীতে আপনাদের জন্য সমস্ত সুবন্দবস্ত থাকিবে।

আপনাদের সহৃদয়—
শ্রীচন্দ্রমাধব ঘোষ।

উক্ত পত্রখানি সম্বন্ধে অমৃতবাজার পত্রিকাদি নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল:—

"We are deeply thankful to Sir Chunder Madhub Ghose for taking this step and we fervently hope that the conference will accomplish the noble object."

* * * *

চন্দ্রমাধব বাবুর বাটীতে বঙ্গদেশের প্রায় শতাধিক কংগ্রেসের প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন। উক্ত সভায় যাহা স্থিরীকৃত হইয়াছিল তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। চন্দ্রমাধব বাবুর মিষ্ট কথায় নেতাদের মনোমালিন্য সমস্তই মুছিয়া গেল।

১৯১৭ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল :—

"Sir Chunder Madhub Ghose is not only a non-party man but universally respected in his high position who kindly intervened from the highest motive of patriotism and invited the District leaders to settle the matter."

অর্থাৎ :—

"স্যার চন্দ্রমাধব বাবু কোন দলেরই লোক নহেন অথচ সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয়। তিনি গুরুতর বিষয়ের মীমাংসার জন্য সকল জেলার নেতাগণকে আহ্বান করিয়া দলাদলি মিটাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছেন। কেবল তাঁহার অন্তরের গভীর দেশ প্রেমিকতার ভাবে প্রণোদিত হইয়াছিলেন বলিয়াই এ কার্য্যে সফল হইয়াছিলেন।"

দেশের প্রতি যাঁহার অকপট ভালবাসা থাকে তিনিই সকলের পূজ্য হয়েন এবং তাঁহার কথাই সকলে শিরোধার্য্য করিয়া লয়েন ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

ঠিক ঐ সময়েই ভারত সন্তানদের প্রতি মমতাময়ী জননীস্বরূপা ডাক্তার শ্রীমতী আনী বেশান্তকে ও ভারত হিতৈষী অপর দুইজন মনিষী মিঃ ওয়াডা ও মিঃ আরুণ্ডেল সাহেবদ্বয়কে ভারত গভর্ণমেণ্ট বিলাতের ষ্টেট সেক্রেটারী প্রভৃতি বিজ্ঞ রাজনীতিকগণের সুপরামর্শে অন্তরীন হইতে অব্যাহতি প্রদান করেন। এই সুসংবাদে টাউনহলে একটী বৃহৎ আনন্দ-সভার আয়োজন হয়। স্যার

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ নেতাগণ উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করিবার জন্য স্যার চন্দ্রমাধব বাবুকে অনুরোধ করেন। শারীরিক কোন বাধা উপস্থিত না হইলে তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। ভারত হিতৈষীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকারান্তরে দেশ প্রেমিকতারই পরিচয়। পিতা পুত্রকে ভালবাসে ইহা তাহার স্বভাবজ গুণ, আবার অপরে যদি তাহার পুত্রকে ভালবাসে তবে পিতৃহৃদয় সেই ব্যক্তির প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয় ইহাও স্বভাবিক নিয়ম।

২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৭ সালে টাউনহলের বিরাট অধিবেশনে প্রবীণ দেশ নেতা ফরিদপুরের বয়ঃবৃদ্ধ অম্বিকা চরণ মজুমদার মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং প্রসিদ্ধ ডাক্তার সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর অনুমোদনে চন্দ্রমাধব বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া যে সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার দেশের উপর যে কিরূপ ভালবাসা ছিল তাহা দেখাইবার জন্য আমরা নিম্নে ইহাও উদ্ধৃত করিলাম :—

Gentlemen,

Let me in the first place thank you, and this most sincerely, for electing me as the Chairman of this meeting. Many of you are perhaps aware that I have been suffering from very bad health for sometime together and that my physical condition is such as not to permit me to take part in such an assembly as this is. As most of you perhaps know, I do not belong to the Congress nor to the Home Rule League

nor any other political organisation. But after due deliberation I came to the conclusion that the duty I owe to the Govt. and to my countrymen is such that if possible, I should accept the request of some of my friends to come and preside here this evening and here I am therefore amongst you.

Gentlemen, I may disagree with Mrs. Annie Besant and her colleagues in some of their views but I can have no doubt in my mind that they were led by the best of motives in all that they did, but which unfortunately led to their internment for a time under the orders of the Madras Govt. I should say at the same time that Govt. in the exercise of their best judgment issued the orders of the internment but it is needless to say that the best people are sometimes liable to commit errors and the error which the Madras Govt. I am inclined to think, commited, has now been corrected by the superior wisdom of the India Govt. The Madras Govt. should not therefore be at all sorry that their orders have been set aside by a superior authority. The Govt. of India we may all take it to whatever section of the community we may belong, must have thoroughly considered the situation and after mature deliberation passed the order cancelling the orders of the internment under which Mrs.

Besant and her colleagues were put under restriction. We can not but sympathise with them for their sufferings during their internment and we must therefore congratulate them on having been granted that liberty which they have always enjoyed and now that they have been set at liberty, all the excitements that had been caused in the country by their internment should cease and all sections of the community should see that it would be wise to avoid any friction among themselves and to work in harmony with each other at a time, when the most devastating war in history should engage in their undivided attention.

Gentlemen, we may be quite sure that the proceedings of the Govt. of India have always been marked by forethought due deliberation and a proper sense of justice hailed them to pronounce the order which they have recently done and we cannot therefore but express our profoundest gratitude for their action in the matter. His Excellency the Viceroy has, I venture to think, acted most wisely and like a true statesman that he is and it is but probable that before issuing the recent order he consulted the Right Honourable Mr. Montagu, the Secretary of State and I should like to connect his name with that of the Viceroy in the vote of thanks which we propose to accord

to them and I do so with the greatest pleasure.

ভাবার্থ :—

ভদ্রমহোদয়গণ,

আমি অন্তরের সহিত আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। আপনারা জানেন যে আমি অনেক দিন হইতে ভুগিতেছি এবং আমার শারীরিক অবস্থা এতই খারাপ যে এই সভায় আপনাদের কাছে আসিতে পারিব ইহা ভাবি নাই। আপনারা আরও জানেন যে আমি কংগ্রেস বা কোনও রাজনীতির সংস্রবে থাকি না, কিন্তু আমি ভাবিয়া দেখিলাম যে আমার Governmentএর প্রতিও যেমন একটা কর্ত্তব্য আছে তেমনি আমার দেশের উপরও একটা কর্ত্তব্য আছে। সেই কারণে কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে আমি আপনাদের কাছে আসিয়াছি।

আনি বেসান্ত মহোদয়া প্রমুখ ব্যক্তিগণের কতিপয় উদ্দেশ্যের সহিত আমার একমত না হইতে পারে কিন্তু আমি ইহা নিশ্চয় বলিতে পারি যে তাঁহারা যে সৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই, যাহার জন্য মাদ্রাজ Government তাঁহাদিগকে অন্তরীণ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমি একথাও বল্‌ছি যে ভাল লোকেও অনেক সময় ভুল করিয়া থাকে। সুতরাং মাদ্রাজ Government যে ভুল করিয়াছিলেন তাহা উপরিতন বিজ্ঞ ভারত Government সংশোধন করিয়াছিলেন। সুতরাং মাদ্রাজ Governmentএর দুঃখ করিবার কিছুই নাই। কারণ উপরওয়ালারা তাঁহার হুকুম

রদ করিয়া দিয়াছেন। আমরা সকল সম্প্রদায়ের লোকই ভারত Governmentএর সহিত ঐক্য হইয়াছি। কারণ তাঁহাদের হুকুমে আনি বেশান্ত প্রভৃতি অব্যাহতি পাইলেন। আমরা তাঁহাদের কষ্ট ভোগের জন্য সহানুভূতি করিতেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা যে অব্যাহতি পাইয়া স্বাধীন জীবন যাপন করিতে পারিবেন তাহার জন্য আমরা আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছি। এক্ষণে আমি আশা করি দেশের উত্তেজনা নির্ব্বাপিত হউক, সকল সম্প্রদায়ের মনোমালিন্য দূর হউক, সকলে পরস্পর একত্রে কার্য্য করুক এবং এই দারুণ সমস্যায় সকলে এক মতাবলম্বী হউক। আমরা ভারত Governmentকে তাঁহাদের এই সুবিচারের জন্য আমাদের এই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি, সঙ্গে সঙ্গে আমরা মহিমন বড়লাট বাহাদুরকেও ধন্যবাদ দিতেছি, কারণ তিনি যথার্থ রাজনীতিকের মত কার্য্য করিয়াছেন, এতদ্ব্যতীত তিনি যে মাননীয় State Secretary মণ্টেগু সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া এই কার্য্য করিয়াছিলেন তজ্জন্য আমরা State Secretary মহাশয়কেও অতি আনন্দের সহিত আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।"

দেশের প্রতি ভালবাসায় অনেকে তন্ময় হইয়া পড়ে এবং দেশাত্মবোধের পবিত্রভাব গোঁড়ামীরূপে, হিংসা-দ্বেষে পরিণত হয় এবং হৃদয়ের মনোবৃত্তি নিম্নগামী হয় সুতরাং সাধু উদ্দেশ্য সাধনে বাধা প্রাপ্ত হয়। চন্দ্রমাধব বাবু জাতি নির্ব্বিশেষে ছোট বড় সকলকেই ভালবাসিতেন। স্বজাতির প্রতিও যেমন সদ্ভাব, বিজাতীয়দের মধ্যে সাধু ব্যক্তিদের প্রতিও বন্ধুত্ব রাখিতেন,

কিন্তু আত্মমর্য্যাদা ক্ষুন্ন হইবার আশঙ্কা দেখিলে অমনি সাবধান হইতেন।

বিলাতের ষ্টেট সেক্রেটারী যিনি ভারত রাজ্যের শুভাশুভ নিয়ন্ত্রিত করিতে নিযুক্ত, ভারতের রাজপ্রতিনিধি বড়লাট বাহাদুরও যাঁহার আজ্ঞাকারী অবশ্য অবশ্য অনুগত, ভারতে না আসিয়াও যিনি অন্তর্য্যামীরূপে ভারত বিষয়ে অত্যদ্ভুত অভিজ্ঞতা লাভ করেন, সে হেন ষ্টেট সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন যখন মহামতি লর্ড ক্রু (Lord Crew), তিনি বোধ হয় কাণে শুনিয়া ভারত রাজ্য চালাইবার ব্যবস্থা করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন, সেই জন্য তিনি ভারতের শুভ-কার্য্য সুশৃঙ্খলে সুসম্পন্ন করিবার জন্য স্বয়ং ভারতে শুভ-পদার্পণ করিয়া ছিলেন, সেটা ইংরাজী ১৯১২ সাল।

কলিকাতার লাট প্রাসাদে তিনি অবস্থিতি করিয়াছিলেন। চন্দ্রমাধব বাবু তখন অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তত্রাচ ভদ্রতা রক্ষার জন্য তিনি একদিন লর্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যা'ন। তিনি চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত দুই চারিটী কথাবার্ত্তার পর বেশ খুসী হইয়া বাধিত করিবার মানসে জিজ্ঞাসা করেন:—"Well, what can I do for you?" "আচ্ছা বলুন, আপনার আমি কোন কিছু উপকার করিতে পারি কিনা?" চন্দ্রমাধব বাবু ভাবিলেন, কি আশ্চর্য্য! এত বড় ষ্টেট সেক্রেটারী—তিনি কি মনে করেন যে আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি, কোন রূপ একটা কাজ আদায় করিয়া লইয়া যাইব? ভদ্রলোক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে আসিয়াছে এইত জানি। তিনি সতেজে ষ্টেট সেক্রেটারীর মুখের উপর জবাব দিলেন:—"What

you can do for a man who is one foot here and one foot in the grave, no, I have not come to you for any sort of favour." লর্ড ক্রু তাঁহার কথার ভাব দেখিয়া বুঝিলেন যে কথাটা বলা ভাল হয় নাই। (ভদ্রলোকের দোষ নাই, তিনি অধিকাংশ ভারতবাসীর স্বভাব হয়ত জানিতেন যে তাঁহাদের মত লোকের সহিত ভারতীয়েরা দেখা করিতে আসা মানেই একটা কিছু অনুগ্রহ ভিক্ষা।) এই ক্ষেত্রে যে এমন বিপরীত হইবে তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। পরে তিনি অন্য কথার অবতারনা করিলেন কিন্তু চন্দ্রমাধব বাবু আর বেশীক্ষণ বসিলেন না। আত্মমর্য্যাদায় দাগ লাগিয়াছে, শীঘ্র মুছিয়া ফেলিতে হইবে বলিয়া বাটী চলিয়া আসিলেন। বাটীতে আসিয়াই তিনি লর্ড ক্রুর আচরণ সম্বন্ধে সকলকে বলিলেন এবং তখন পর্য্যন্ত তাঁহার রোষ বহ্নি যে নির্ব্বাপিত হয় নাই তাহা তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়াই ও ওষ্ঠ কম্পন দেখিয়া সকলে বুঝিলেন।

এদিকে কিন্তু বাঙ্গালার গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত অসঙ্কোচে মেলা মেশা করিতেন। এমন কি এক সময়ে তিনি দার্জ্জিলীংএ থাকিবার কালীন চন্দ্রমাধব বাবুর কারসিয়াংএর ভবনে আসিয়া মিষ্টান্নাদি ভোজন করিয়া যা'ন। চন্দ্রমাধব বাবু বহু প্রকার খাদ্য দ্রব্যের আয়োজন করিয়াছিলেন। লাট সাহেবেরও খাবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু তাঁহার প্রাইভেট্ সেক্রেটারী গুড়্লে (Gourley) সাহেব তাঁহাকে বাধা দিতে লাগিলেন, সুতরাং তাঁহার ক্ষুধা থাকিতে অর্দ্ধাশন হইল। রাজা রাজরাদের ঐ খানেই পরাধীনতা।

গুড়্লে সাহেব কিন্তু চন্দ্রমাধব বাবুর বাটীতে সস্ত্রীক আসিয়া বহুবার চব্য চুষ্য লেহ্য পেয় আহারাদি করিয়া গিয়াছেন।

শাসন বিভাগের Mr. Lyan সাহেবও প্রায়ই চন্দ্রমাধব বাবুর বাটীতে আসা যাওয়া করিতেন।

মাননীয় জজ হোমউড্ (Holmwood J.) সাহেব সস্ত্রীক আসিয়া মাঝে মাঝে চন্দ্রমাধব বাবুর বাটীতে আহারাদি করিতেন, যেন নিতান্ত আত্মীয়। বিচারাসনেও তিনি চন্দ্রমাধব বাবুর জুনিয়ার হইয়া একসঙ্গে বসিতে ভাল বাসিতেন।

চন্দ্রমাধব বাবুর দেশাত্মবোধের আমরা আরও পরিচয় প্রদান করিতেছি। তাঁহার ধারণা ছিল যে আমাদের সামাজিক উন্নতি সাধিত হইলে দেশও সঙ্গে সঙ্গে উন্নত হইবে। এই জন্যই তিনি সমাজের দূর্নীতি ও উন্নতি বিষয়ে সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেন এবং প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণের সহিত আলোচনা করিতেন।

১৯০৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বর, কলিকাতায় কংগ্রেস মঞ্চে এক ভারতবর্ষীয় সামাজিক বিরাট অধিবেশন হইয়াছিল সেই অধিবেশনে চন্দ্রমাধব বাবুকে সকলেই সভাপতি করিয়াছিলেন। তিনি সেই সভায় একটী নাতি দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশস্থ বহু মান্য গন্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি গোখেল, জ্ঞান বৃদ্ধ দাদাভাই নৌরজী, স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরোদার গুহ কুমার (Gaekwar), তদীয় মহারাণী, ময়ুর ভঞ্জের রাজা ও রাণী, জজ চন্দাবরকর, মিঃ আয়ঙ্গার, লালা লাজপত রায়, স্যার ভাল্ চাঁদ কৃষ্ণ, এটর্ণী ভূপেন্দ্রনাথ বসু, জজ আশু চৌধুরী, স্যার কে,জি, গুপ্ত, স্যার রাজেন্দ্র

মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু প্রমুখ ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার বক্তৃতার মর্ম্ম আমরা পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

তিনি বলিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার স্বজাতীয় কায়স্থ সভার সংশ্রবে আসিয়া কায়স্থ জাতির উন্নতির জন্য আলোচনা করিয়া সামাজিক যে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছেন, সে জ্ঞান লইয়া এই বিপুল জন সঙ্ঘকে সমগ্র ভারতের সামাজিক তত্ত্ব বুঝাইবার সম্যক শক্তি তাঁহার নাই এবং ইহার জন্য তিনি পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত হইতে পারেন নাই।

পূর্ব্বে রাজা আমাদের সমধর্ম্মা ছিলেন এবং ঋষি ব্যবস্থিত ব্যবস্থা অনুসারে তাঁহারা চলিতেন এবং সেই রাজা বা তাঁহার অধীনস্থ জমীদার এবং জন সাধারণ সকলেই এক ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এক্ষণে রাজা যখন আমাদের ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী তখন আমাদের সমাজ ও ধর্ম্মের সংস্কার আমাদিগকেই করিতে হইবে।

সমাজের উন্নতি না হইলে কোন জাতি উন্নত হয় না। "No people can prosper whose social condition continues low and full of evils." বহুদিন হইতে আমাদের সমাজ ধ্বংস হইতে চলিয়াছে—আমাদের হিন্দু সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য সমাজকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করা। কেবল রাজনীতি লইয়া সকলের থাকা চলে না। রাজনীতির চর্চ্চার সঙ্গে সামাজিক আলোচনাও বিশেষ প্রয়োজন।

রাজপুতানা, বরোদা এবং মহীশূরের রাজারা স্ব স্ব প্রদেশে সামাজিক দুর্নীতি দূর করিতে কতকটা সক্ষম হইয়াছেন—বিবাহে পণপ্রথা তাঁহারা নিবারণ করিয়াছেন।

নিতান্ত বাল্য বিবাহ নিরোধ করা উচিত, সমুদ্র যাত্রায় বাধা দেওয়া উচিত নহে তবে শাস্ত্রোক্ত প্রায়শ্চিত্ত করা প্রয়োজন। বিদ্যাসাগরের মতানুযায়ী বিধবা বিবাহ চলিতে পারে। সমাজে স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচলন আবশ্যক।

বিবাহের পণপ্রথা নিবারণের একমাত্র উপায় আমাদের দেশের শিক্ষিত অবিবাহিত যুবকরা যদি প্রতিজ্ঞা করে যে আমরা বিবাহে কোন রূপ পণ গ্রহণ করিব না—অথবা অভিভাবকদিগকে গ্রহণ করিতে দিব না—তবেই এই দারুণ দুর্নীতি নিবারিত হইতে পারে।

এইরূপ ভাবে তিনি সমাজের অনেক দুর্নীতি ও তাহা দূরীকরণের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া পরিশেষে বলেন যে সমবেত ভদ্র মহোদয়গণকে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে যদি সমাজ সংস্কার যথার্থ পথে চালিত হয় তবে মতদ্বৈধ, মনোমালিন্য সমস্ত বিদূরিত হইয়া সত্যের নির্ঘণ্ট হয় এবং সকলের সাধু চেষ্টা শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে নিশ্চয়ই সাফল্য মণ্ডিত হইবে। "But let me assure you, gentlemen, that if the reform is in the right direction all misunderstandings will gradually disappear, truth will prevail and with God's blessing our honest efforts will be crowned with success. তাঁহার সারগর্ভ বক্তৃতা শুনিয়া দেশ নেতাগণ বুঝিয়াছিলেন যে তিনি সমাজ ও দেশের জন্য কিরূপ চিন্তা করিতেন।

ধর্ম্মভাব।

জগতে ধর্ম্ম লইয়া যত বেশী মতদ্বৈধতা হইয়াছে, তত আর কোন বিষয়েই হয় নাই। ঈশ্বর তত্ত্ববাদ লইয়াই বিভিন্ন ধর্ম্মের সৃষ্টি। হিন্দুধর্ম্মে আবার এই বাদানুবাদের প্রাবল্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এক ধর্ম্মাবলম্বী মহর্ষিদেরও পৃথক পৃথক অভিমত। সকলেই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, ষড়দর্শনের দার্শনিক ঋষিগণ একই গন্তব্য স্থানে যাত্রা করিয়া বিভিন্ন পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। পরবর্ত্তী যাত্রীরা সকলেই পথ দেখিতে পাইলেন কিন্তু ভাল মন্দ বিচার করিতে গিয়া কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারেন নাই। মনু হইতে আরম্ভ করিয়া আজকালকার মহামহোপাধ্যায় ঘণ্টাতীর্থ পর্য্যন্ত কেহই পারিলেন না। সুতরাং পথ প্রদর্শক যেখানে ইতস্ততঃ করিতেছেন গৃহী মানব সেখানে কোন্ পথ অবলম্বন করিবে? বুদ্ধিমান মানব কি যে ধর্ম্ম এবং কি যে ধর্ম্ম্য তাহা নিজেদের বিচারশক্তি বলেই ঠিক করিয়া লয়েন। মোট কথা ঈশ্বরে বিশ্বাস, তাঁহাতে শ্রদ্ধা ও ভক্তি থাকিলেই মানুষের আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, অপরে তাঁহাকে ধার্ম্মিক বলুক্ আর নাই বলুক্, তাহাতে তাহার কিছু আসে যায় না। হিন্দুর ধর্ম্ম সার কি অসার—এ সকলের আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন। হিন্দুধর্ম্মের বাহ্য বিকাশ তাহার পুরুষানুক্রমিক প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষ-অনুষ্ঠিত আচার, ব্যবহার, ক্রিয়া, পদ্ধতি প্রভৃতি শাস্ত্রীয় আইন কানুন অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য। ইহার ব্যত্যয়েই অধর্ম্ম। এইরূপ সংস্কার আমাদের হিন্দুর মজ্জাগত। কালের সঙ্গে বাহ্য প্রকৃতির পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, অথচ আমরা

কালের স্রোত রোধ করিতে যাইয়া স্রোতের মুখে ভাসিয়া যাইতেছি।

অতীতকালে সাময়িক ঋষিগণ যাহা তৎকালে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা তখনকার সমাজেই কল্যাণকর ছিল, বর্ত্তমানে তাহার অনুষ্ঠান সম্ভব কিনা, কল্যাণকর কিনা, অথবা বর্ত্তমানে সাময়িক পণ্ডিতগণের মত অনুসরণীয় কিনা ইহা সম্পূর্ণ ভাবিবার বিষয়।

চন্দ্রমাধব বাবু ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করিতেন। কারণ তিনি পেন্‌সন্ গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরেই একদিন আমি কথা প্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে "আপনি যেরূপ কর্ম্ম প্রিয়, তাহাতে আপনার পক্ষে কেবলমাত্র অবসর লইয়া অলস জীবন যাপন করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং আপনি কি লইয়া সময় কাটাইবেন?" তাহাতে তিনি সহাস্যে বলিলেন যে "আমি মনে করিয়াছি এবং অনেক দিন হইতেই আমার মনের সাধ যে আমি সকল জাতির ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়া এবং আমাদের হিন্দুধর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্য দেখিবার ও দেখাইবার চেষ্টা করিব এবং যদি জীবনে কুলায় তবে আমার অভিমতসহ একটা কিছু গ্রন্থ লিখিয়া যাইব।" ইহাতেই বুঝিয়াছিলাম যে তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ ও তত্ত্ব অনুসন্ধিৎসা বহুদিন হইতে স্ফূরিত হইতেছিল। তাঁহার ঈশ্বর বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভক্তি যথেষ্ট ছিল কারণ তিনি তাঁহার বক্তৃতায় শত সহস্রবার জগদীশ্বরের নাম করিয়াছেন। জগদীশ্বরই যে প্রতি কার্য্যের সহায় ইহা তাঁহার প্রত্যেক কথায় উক্ত হইয়াছে।

আচার, ব্যবহার, ক্রিয়াপদ্ধতি যতটা সম্ভব তাহা রক্ষা করিয়াছেন। ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি মাত্রেরই ইহা স্বাভাবিক।

দেবদ্বিজে তাঁহার যে কিরূপ ভক্তিও শ্রদ্ধা ছিল তাহা তাঁহার মৃত্যুর পর চন্দ্রনাথ তীর্থের ও বৈদ্যনাথ ধামের পাণ্ডাদের পত্র (যাহা আমরা আর এক স্থানে মুদ্রিত করিয়াছি) পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

একটী সামান্য ঘটনার উল্লেখ না করিয়া আমরা থাকিতে পারিলাম না।

যখন তিনি জজ সেই সময়ে একদিন তিনি তাঁহার কোন একজন উকিল বন্ধুর বাটীতে হঠাৎ গিয়াছেন, বন্ধু তখন বাটীতে ছিলেন না, ইত্যবসরে বাটীর চাকরও বাহিরে চলিয়া গিয়াছিল, বাটীতে একটী পাচক ব্রাহ্মণ (ঠাকুর) ছিল—সে চন্দ্রমাধব বাবুর ঘর্ম্মাক্ত কলেবর দেখিয়া একটী হাত পাখা আনিয়া চন্দ্রমাধব বাবুকে বাতাস করিতে যাইতেছে, চন্দ্রমাধব বাবু তাহাকে নিবারণ করিলেন এবং বলিলেন যে আমার হাতে পাখা খানি দাও। ব্রাহ্মণের তাহাতে আপত্তি নাই বলিলেও তিনি বলিলেন যে তথাপি আমি একজন ব্রাহ্মণের দ্বারা বাতাস খাইলে আমার প্রত্যবায় হইবে।

পরোপকার, দয়া প্রভৃতি সদ্গুণের বিকাশ যে ধর্ম্মের সহায়, তাহা স্বীকার্য্য। আচার ব্যবহারের শৈথিল্য সত্ত্বেও যদি হৃদয়ের উদারতা এবং দয়াদি বৃত্তির অধিষ্ঠান কোন মানবের হৃদয় মধ্যে দেখা যায় তবে কি তাঁহাকে আমরা ধার্ম্মিক নামে অভিহিত করিব না? বাহ্যিক আচার ব্যবহার ধর্ম্মের অঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু মানব প্রকৃতির মধ্যে সদ্গুণের আধিপত্য দেখিলেই এবং এক লক্ষ্য শ্রীভগবানকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিলেই বোধ হয় শ্রীভগবান

বেশী আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করেন। তবে উভয়বিধ গুণই যদি মানবের থাকে তাহা আরও শোভনীয় হয় এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে। কঠোরভাবে আচার ব্যবহার পালন করিতে সক্ষম হ'ন নাই, কিন্তু যে সকল গুণরাশিতে তিনি ভূষিত ছিলেন তাহাতেই ঈশ্বরের চক্ষে তিনি কৃপাবিষ্ট হইয়াছিলেন। ঐরূপ হৃদয় ভাবই ছিল তাঁহার ধর্ম্ম ও মুক্তির সোপান।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও চন্দ্রমাধব বাবু।

১৮৮৫ খ্রীঃ চন্দ্রমাধব বাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য (Fellow) মনোনীত হয়েন এবং ১৮৮৬ খ্রীঃ তিনি আইন বিভাগের (Faculty of Law) সভাপতি (President) নির্ব্বাচিত হয়েন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে (Council of Education) শিক্ষা পরিষদের নামান্তরই Calcutta University বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৮৫৭ খ্রীর ২৪শে জানুয়ারী বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতায় স্থাপিত হইয়াছিল। এই শিক্ষা পরিষদের ইংরাজী নাম Senate। ইহা Act No. II of 1857 আইন অনুসারে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এই শিক্ষা পরিষদ্ চারিটী শাখা সমিতি (Faculties) লইয়া গঠিত হইয়াছে। Arts (সাধারণ শিক্ষা বিভাগ) Law (আইন বিভাগ), Medicine (ডাক্তারী বিভাগ), এবং Engineering (স্থপতি বিদ্যা বিভাগ)।

সাধারণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন সভাপতি (Chancellor) একজন সহ সভাপতি (Vice Chancellor) এবং সভ্যবৃন্দ (fellows) লইয়া গঠিত। চারিটী শাখা সমিতির প্রত্যেকটীতে একজন করিয়া সভাপতি (President of each faculty) ও নির্দ্দিষ্ট সভ্য আছেন।

১৮৮৬ সালে চন্দ্রমাধব বাবুকে সকলে আইন বিভাগের সভাপতি পদে বরণ করেন। প্রত্যেক কার্য্যই সভাপতির মতামত

লইয়া সম্পন্ন হয়, তবে আইনের Doctor (বিশেষজ্ঞ হওয়ার) পরীক্ষায় প্রবন্ধ (essay) সম্বন্ধে বিচারভার সভাপতি মহাশয়ের উপর অর্পিত আছে।

যে বৎসর চন্দ্রমাধব বাবু সভাপতি হয়েন সেই বৎসর লাট সাহেব ডফ্‌রীন সাহেব Chancellor সভাপতি এবং হাণ্টার (Hunter) সাহেব সহ সভাপতি (Vice Chancellor) ছিলেন।

চন্দ্রমাধব বাবু ১৮৮৭ ও ১৮৮৮ সালেও সভাপতি ছিলেন, তিনি অতি দক্ষতার সহিত সেনেট সভায় কার্য্য করিয়াছিলেন। পরে ১৮৮৮ সালে যখন বড়লাট Lansdowne (লান্সডাউন) সভাপতি (Chancellor) এবং চিফ্‌জষ্টীস পেথেরাম (Petheram) সাহেব সহ সভাপতি (Vice Chancellor) তখন চন্দ্রমাধব বাবু আইন বিভাগের সভাপতির পদ পরিত্যাগ করেন। কারণ সেই সময় তিনি দেখিলেন যে সভ্যগণের মত-দ্বৈধতা বড়ই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছিল এবং তজ্জনিত ক্রমশঃ মনো-মালিন্যের সূত্রপাত হইতেছিল। সুতরাং নির্ব্বিরোধী চন্দ্রমাধব বাবু বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিগণের সহিত কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক হইয়া ধীরে ধীরে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সরিয়া আসিলেন।

গার্হস্থ জীবন।

মানব জীবন রহস্যময়। সুখদুঃখ ময় সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখ কেহ পায় না, আর অনন্ত দুঃখ লইয়া কাহাকেও নিশিদিন জ্বলিতে হয় নাই। শোক তাপের হাত হইতেও কাহারও পরিত্রাণ নাই। আবার দুঃখের মেঘ কাটিয়া গেলে জীবনাকাশে চন্দ্রোদয় হইয়া সুখের হাসি হাসিতে থাকে। অনিত্য পরিবর্ত্তনশীল জগতে সৃষ্টি-কর্ত্তার ইহাই বিধান; সুতরাং সুখ ও দুঃখও পরিবর্ত্তনশীল। তবে দার্শনিক পণ্ডিতগণ সুখ ও দুঃখের অর্থ লইয়া নানা প্রশ্নের অবতারণায় নানা ভাবে বিশ্লেষণ ও নিরাকরণ করিতে গিয়া মহা অনর্থ ঘটাইয়াছেন, অথচ সন্তোষজনক কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই এই যা দুঃখ। যাহা হউক ঐ সকল জটীল বিষয়ের আলোচনায় আমাদের প্রয়োজন নাই। ব্যক্তি বিশেষের গার্হস্থ জীবন কাহিনী শুনাইতে গিয়া দর্শন শাস্ত্রকে মন্থন করিয়া লাভ কি? আমরা বুঝি মানসিক অতৃপ্তি ও কষ্ট অনুভবই দুঃখ; এবং সন্তোষ লাভই সুখ। জীবের এবম্বিধ সুখ দুঃখ অল্পবিস্তর সকলেই ভোগ করিয়া থাকে। চন্দ্রমাধব বাবুর গার্হস্থ জীবন সুখ দুঃখের সংমিশ্রণে কি ভাবে কাটিয়াছে তাহারই কতিপয় ঘটনাবলী বিবৃত করিব।

বাস্তবতঃ আমরা দেখিতে পাই, দাম্পত্য সুখ, স্বাস্থ্য সুখ, অর্থ সুখ, প্রশংসা লাভের তৃপ্তি-সুখ, পুত্র কন্যা লাভে সুখ, এবং একান্নবর্ত্তী বৃহৎ পরিবারবর্গ লইয়া শান্তিতে বিরাজ করাই সুখ। উপরোক্ত বিষয়ের অভাবই দুঃখ।

দাম্পত্য সুখই গার্হস্থ্য জীবনে সকল বিষয়ের মূল। "গৃহিণী গৃহমুচ্যতে", গৃহিণী বিনা গৃহই বা কি আর গার্হস্থ জীবনই কি? সুতরাং গৃহিনী যখন গৃহের শোভা, সুখের আধার, তখন সুগৃহিণী বা মনোমত ভার্য্যা লাভই দাম্পত্য সুখ। জীবন সংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে চাই পতিব্রতা পত্নীর উদ্দীপনাময়ী উৎসাহ ও আশ্বাস বাণী, ভগবানের নিকট ঐকান্তিক কল্যাণ কামনা, কর্ম্মক্লিষ্ট পরিশ্রান্ত পতিকে শান্তির সুশীতল বারি দান, শোকে তাপে সান্ত্বনার প্রলেপ, রোগে সেবা, আহারে যত্ন, বিপদে সহায়, সম্পদে সঙ্গিনী, ধর্ম্মে সহধর্ম্মিণী, এক মতাবলম্বিনী, একই ভাবে অনুপ্রাণিত অনুরাগিণী স্ত্রী। একাভিসন্ধি ও সহৃদয়তাই দাম্পত্য সুখ। এই দাম্পত্য সুখের আধার স্বরূপা এরূপ পত্নী লাভে বঞ্চিত হইলে অপর সকল বিষয়ে ভাগ্যবান হইলেও গার্হস্থ জীবন সুখময় হয় না। পতি পত্নী উভয়েরই অকপট ভালবাসা না থাকিলে দাম্পত্য জীবন বস্তুতই সুখের হয় না।

অনেকে দাম্পত্য সুখে সুখী হইয়া উৎসাহে ধন মান আহরণে অপরিমিত পরিশ্রম করেন, অপরদিকে অনেকে আবার দাম্পত্য সুখে মোহাবিষ্ট হইয়া আলস্য পরায়ণ হয় ও দুঃখকে ডাকিয়া আনে। অনেকে দাম্পত্য সুখে বঞ্চিত হইয়া নিজেকে নিতান্ত দরিদ্র ভাবিয়া সকল জ্বালা ভুলিবার জন্য বাহিরের কর্ম্মে ও অপরিমিত পরিশ্রমে নিজেকে ডুবাইয়া রাখে, আবার অনেকে উদাসীন ভাবে জীবনকে আরও বিষময় করিয়া তোলে।

বস্তুতঃ চন্দ্রমাধব বাবু দাম্পত্য সুখে সুখী ছিলেন। জীবনে সাফল্য লাভ উহাও একটী প্রধান কারণ। পত্নীর প্রতি

প্রগাঢ় মমতা একটী ঘটনায় আমরা কতকটা অনুভব করিয়াছিলাম।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্বর্গীয় রাজকৃষ্ণ দত্ত মহাশয় তাঁহার বাল্য বন্ধু ৺ নবীন চাঁদ দত্ত মহাশয়ের পুত্র, সুতরাং রাজকৃষ্ণ বাবু তাঁহার স্নেহের পাত্র ছিলেন এবং সকল কথাই আত্মীয়র মত কহিতেন। তাঁহাকে একদিন চন্দ্রমাধব বাবু বলিলেন যে "আমার স্ত্রীর শরীর বড়ই অসুস্থ, জ্বর ও বাতে বড়ই কষ্ট পাইতেছে।" রাজকৃষ্ণ বাবু কথা প্রসঙ্গে বলিলেন "এ বয়সে ভগবান না করুন, তাঁহার (আপনার পত্নীর) দেহান্ত ঘটিলে তাঁহার পক্ষে ইহা সুখের মৃত্যু। অতুল সম্পদ, যশস্বী স্বামী, উপযুক্ত পুত্র পৌত্র প্রভৃতি বৃহৎ পরিবার রাখিয়া স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া সধবা অবস্থায় স্বর্গগমন কয়জন স্ত্রীলোকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে ?"

এই কথোপকথনের সময় আমিও এক পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলাম। আমি দেখিলাম চন্দ্রমাধব বাবু শিহরিয়া উঠিলেন, দুই ফোঁটা অশ্রু গণ্ড বাহিয়া পড়িল, পরে কাতরভাবে উত্তর করিলেন "হ'তে পারে তাঁহার সুখ, কিন্তু এ বয়সে পত্নী বিচ্ছেদ আমার পক্ষে অসহ্য হইবে, উহা ভাবিলেও আমার শরীর শিহরিয়া উঠে।"

ইহাতেই বুঝিয়াছিলাম বোধ হয় তিনি দাম্পত্য সুখে মহা সুখী ছিলেন। উপরোক্ত ঘটনার কথা আমাদের বলিবার তাৎপর্য্য এই যে অনেকে মনে করিতে পারেন যে আমরা জীবনচরিত আখ্যাত ব্যক্তির প্রগাঢ় ভালবাসা সম্বন্ধে কতকগুলা অতিরঞ্জিত কথা বলিতেছি। আমরা তাঁহার পৌরজন নহি, জ্ঞাতি কুটুম্ব

নহি, আমরা বাহিরের লোক আমরা বাহিরে তাঁহার বাহ্যিক কথা-বার্ত্তা শুনিয়া এবং মুখ ও চক্ষুতে বিগলিত ভাবের বিকাশ দেখিয়া তখন যাহা উপলব্ধি করিয়াছিলাম তাহা সম্পূর্ণ তাঁহার আন্তরিক কথা বলিয়া বিশ্বাস হইল। সুতরাং আমাদের প্রতীতি হইল যে পত্নীর প্রতি তাঁহার অসীম অনুরাগ ছিল।

পত্নী যে কি বস্তু তাহা জীবমাত্রেই বুঝিয়া থাকে। কিন্তু মানুষ কেবলমাত্র যদি যৌন সম্বন্ধ লইয়াই তৃপ্ত হইত তবে মানুষে ও পশুতে বিশেষ পার্থক্য থাকিত না। স্ত্রী সাহচর্য্যের গভীরতা উভয়ের অন্যতম প্রকৃতির স্ফূর্ত্তিতেই প্রকটিত হয়, সে সকল প্রকৃতির মূলে পরস্পরের একীভূত মনোবৃত্তি। উভয়ের এই মনোবৃত্তির সম্মিলনেই অনুরাগ, ভালবাসা ও প্রণয়ের বিকাশ হয়। ঐ সকল গুণের সম্যক বিকাশের ফলই প্রীতি নামে অভিহিত হয়। আবার উভয়ের অনাবিল প্রীতি যখন ভগবনোন্মুখী হয় তখনই তাহা পবিত্র প্রেম, বা বিশ্ব-প্রেম স্বরূপ ভগবানের বিভুতিরই বিকাশ বলিয়া প্রতীতি হয়। পত্নী তখন পরিণীতা সহচরী বা গৃহিণী নহেন তখন তিনি সহধর্ম্মিণী ও অর্দ্ধাঙ্গিনী।

পৃথিবীতে স্ত্রীই পুরুষের শক্তি, স্ত্রীই পুরুষের শান্তি। শ্রীমদ্ ভাগবত বলিয়াছেন—৩য় স্কঃ ১৪ অধ্যায় ১৬ ও ১৮ শ্লোক :—

সর্ব্বশ্রমানুপাদায় স্বাশ্রমেন কলত্রবান্।
বাসনার্ণবমত্যেতি জলযানৈরিবার্ণবম্॥ ১৬

নাবিক যেমন নৌকা সহায়ে যাত্রীগণকে লইয়া সমুদ্র পার হইতে পারে তেমনি স্ত্রীর সহায়ে সংসারের দুঃখ সাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে।

যামাশ্রিত্যেন্দ্রিয়ারাতীন দুর্জয়া নিতরাশ্রয়ৈঃ।
বয়ং জয়েম হেনার্ভির্দস্যূন্ দুর্গপতি যথা॥১৮

যেমন দুর্গপতি রাজার সহায়ে দস্যুদল অনায়াসে বিদলিত হয় সেইরূপ স্ত্রীই দুর্গাধিপতির স্বরূপ এবং তাঁহার সহায়ে সকল দুর্দ্দম্য ইন্দ্রিয়াদি ও সাংসারিক দুঃখ কষ্টকে দমন করিতে পারা যায়।

মানবের আশ্রয়স্থল স্ত্রীদুর্গ, সেই দুর্গের আশ্রয়েই মানব শান্তি প্রাপ্ত হয়। যে পুরুষ স্ত্রীকে এই ভাবে দেখিতে পারে, ভাবিতে পারে, তিনিই প্রেমিক এবং দাম্পত্য সুখে সুখী।

অর্থ সুখ ঃ—সোপার্জ্জিত অর্থে ধনী হইলে অপরিসীম তৃপ্তি হয়। চন্দ্রমাধব বাবু যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, অর্থ বৃদ্ধির উপায় করিয়াছিলেন, জমীদারী প্রভৃতি খরিদ করিয়াছিলেন, মিতব্যয়ী ছিলেন তবে সৎকার্য্যে অর্থ দান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। কত নর নারীকে কত ভাবে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। বস্তুতঃ জগতে যতই অর্থ থাকুক্ অর্থের সদ্ব্যয় না করিলে তৃপ্তি হয় না। অভাবগ্রস্ত জগতে কি ধনী কি দরিদ্র সকলেই অভাবগ্রস্থ, সকলেই আকাঙ্ক্ষিত, আশার সীমা নাই। উপার্জ্জনকারীর চিত্ত সন্তোষই সুখ।

উপার্জ্জনে সকলেরই সুখ হয় কিন্তু সোপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিতে অনেকেই কুণ্ঠিত হয়, অনিবার্য্য কারণে বাধ্য হইয়া খরচ করিতে হইলে তাহারা মর্ম্মান্তিক কষ্ট অনুভব করে, কিন্তু যাহারা উপার্জ্জন করিয়া দান করে তাহারা যে আত্মপ্রসাদ লাভ করে তাহা অনির্ব্বচনীয় সুখ। চন্দ্রমাধব বাবু এইরূপ ভাবে দান করিয়া

আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেন। যশের কামনায় দান করিতেন না, দ্রবণশীল হৃদয় ব্যথিত ব্যক্তির ব্যথা দূরীকরণের জন্যই লালায়িত হয়। প্রিয় বন্ধু কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যখন অন্ধ অবস্থায় ভাগ্য বিপর্য্যয়ে হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া কাশীধামে নিতান্ত কষ্টে কালযাপন করিতেন তখন চন্দ্রমাধব বাবু গোপনে আবশ্যকীয় অর্থ পাঠাইতেন। কবিবর এক সময় কোন উকীলকে উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"যে টাকাটী মাসে মাসে করে উপার্জ্জন,
চৌদ্দ ভূতে করে তার অর্দ্ধেক ভোজন।"

ভবিষ্যতে দেখা গেল চৌদ্দ ভূতে তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থ সমস্তই ভোজন করিয়া তাঁহাকে নিঃস্ব করিয়া দিয়াছিল। হেম বাবুর কষ্ট দেখিয়া চন্দ্রমাধব বাবু কাতরতা অনুভব করিতেন। আত্মীয়-স্বজনের মাসিক বন্দোবস্ত ছিল। আমরা শুনিয়াছি যে তিনি যখন উকীল ছিলেন তখন আয় যথেষ্ট ছিল কিন্তু আত্মীয় স্বজন ততবেশী সাহায্য প্রার্থী হয় নাই। যখন তিনি জজ হয়েন তখন তাঁহার আয় কম হইল বটে কিন্তু প্রার্থীর সংখ্যা অপরিমিত বৃদ্ধি পাইল। তাঁহার দেশস্থ অনেক আত্মীয় সামান্য চাকরীতে ইস্তফা দিয়া বলিত "আমাদের চন্দ্রমাধব দাদা (বা খুড়া ইত্যাদি সম্বন্ধ সূচক বাক্য বলিয়া) জজ হইচে, চাকরী করি কেন?" ঐরূপ অনেকেই চন্দ্রমাধব বাবুর পোষ্য হইয়া পড়িল। অনেকের ছেলেরা চন্দ্রমাধব বাবুর ভবানীপুরস্থ বাটীতে থাকিয়া তাঁহারই খরচায় লেখাপড়া খাওয়া পরা সমস্তই করিত। তাহাদের মধ্যে উত্তরকালে অনেকেই উচ্চ চাকরীও পাইয়াছে। ভবানীপুরের বাটী আত্মীয় স্বজন

প্রভৃতিতে ভরিয়া উঠিয়াছিল ক্রমশঃ বসবাসের অসুবিধা হওয়ায় তিনি উক্ত বাটী প্রতিপালিত ব্যক্তিগণকে ছাড়িয়া দিয়া এলবার্ট রোডে বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিতেন।

চন্দ্রমাধব বাবু তাঁহার হিতৈষী শিক্ষক Mr. Montrue সাহেবকে মাসিক সাহায্য করিতেন, আজ পর্য্যন্ত তাঁহার কন্যাকে তাঁহার অনুমতি অনুসারে ষ্টেট হইতে মাসিক সাহায্য করা হইতেছে। পুরুষানুক্রমিক সাহায্য দান চন্দ্রমাধব বাবুরই এক নূতনতর কীর্ত্তি।

যশঃ সুখ ঃ—চন্দ্রমাধব বাবু স্বীয় গুণে ও ভাগ্য বলে যশস্বী হইয়াছিলেন, যশ অর্জ্জন অজ্ঞাতসারেই লাভ হয়। কর্ম্মীর তাহাতে কোন হাত নাই। কর্ম্মেই তাহার অধিকার, যশ সেই কর্ম্ম-বৃক্ষের বিধাতার দানের ফল। এ সৌভাগ্য তিনি লাভ করিয়াছিলেন।

পুত্র কন্যা লাভে সুখ ঃ--পুত্র কন্যা লাভে যেমন অপার আনন্দও আছে তেমনি অনেকের ভাগ্যে যথেষ্ট দুঃখ ও উপস্থিত হয়। কারণ গুণবান পুত্র না হইলে সংসারে সুখ পাওয়া যায় না, গুণবান পিতৃভক্ত পুত্র সংসার বৃক্ষের সুমিষ্ট ফল, নিগু'ণ পুত্র সংসারকে বিষময় করিয়া তোলে। চন্দ্রমাধব বাবু সৌভাগ্য বশতঃ বিধাতার বরে তিনটী গুণবান পুত্র পাইয়াছিলেন। তাঁহার দুই কন্যা। প্রথমা কন্যা এক কন্যা লইয়া মাত্র পঞ্চদশ বৎসর বয়সেই বিধবা হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়া কন্যা পরিণত বয়সে অনেকগুলি পুত্র কন্যা রাখিয়া বিধবা হইয়াছিলেন। কন্যাদের বৈধব্য দর্শন যে কি জ্বালাময় তাহা ভুক্তভোগীরাই জানেন। চন্দ্রমাধব বাবুকে জীবদ্দশায় এই তীব্র জ্বালা সহিতে হইয়াছিল। তবে একমাত্র সান্ত্বনা ছিল যে কন্যারা পিতার সেবা শুশ্রূষা কায়-

শ্রীযুক্তা ষোড়শী বালা

মনবাক্যে করিতেন। বস্তুতঃ কন্যারা যেরূপ ভাবে পিতামাতার সেবা করিতে পারে, পুত্রেরা সেরূপ পারে না।

"পুত্র রহে পুত্র সম যতদিন না হয় তার বিবাহ বন্ধন,
তনয়া তনয়া রহে তনয়ারি মত তার যাবৎ জীবন।"

স্বাস্থ্য সুখ ঃ--চন্দ্রমাধব বাবু বাল্যকালে ও যৌবনে স্বাস্থ্যসম্পদ পাইয়াছিলেন তবে অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে বার্দ্ধক্যে স্বাস্থ্যের হানি হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে পেটের অসুখ হইত। তিনি মিতাচারী ছিলেন, পরিমিত স্বাস্থ্যকর আহারের গুণেই তিনি তাদৃশ কষ্ট পাইতেন না। অবসর কালে দেওঘর, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থানে বেড়াইতে যাইতেন। এই প্রসঙ্গে আমরা একটী ঘটনার উল্লেখ করিলাম। ইহাতে চন্দ্রমাধব বাবুর রোগ কালীন ধৈর্য্যের উদাহরণ পাওয়া যায়।

১৮৭০ খ্রীঃ জুলাই মাসে তাঁহার পৃষ্ঠে একটী Tumour (স্ফোটক জাতীয় রোগ) হয়। প্রথমে প্রসিদ্ধ ডাক্তার সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী ও ডাক্তার কাশীচন্দ্র দত্ত দেখিতেছিলেন, পরে ডাক্তার Phayrer সাহেবকে আনা হয়। ডাক্তার Phayrer বলিলেন যে হাইকোর্ট বন্ধ হউক তারপর উহা অস্ত্র করা যাইবে, আপাততঃ অপেক্ষা করুন। চন্দ্রমাধব বাবু বিশেষ যন্ত্রণা পাইতেছিলেন, তিনি সূর্য্য বাবুকে ও কাশী বাবুকে বলেন যে আপনারাই অস্ত্র করুন। সূর্য্যবাবু অস্ত্রে তেমন পারদর্শী ছিলেন না এবং ছুরীটীও তাদৃশ মজবুত ধারাল ছিল না। যাহা হউক সাহসী ডাক্তার সূর্য্যবাবু অস্ত্র ধরিলেন, ডাক্তার বিহারীলাল ঘোষ ও ডাক্তার কাশীচন্দ্র দত্ত Chloroform করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সামান্য

Chloroform প্রয়োগ করিতে না করিতেই তিনি অজ্ঞানের মত হইয়া যা'ন। ইহা চন্দ্রমাধব বাবুর স্বেচ্ছাকৃত ভান, (Pretention) মাত্র। ভোঁতা অস্ত্র লইয়া অস্ত্র করিতেও দেরী হয়। অস্ত্র হইবার পর চন্দ্রমাধব বাবু অমনি উঠিয়া পড়িলেন এবং ডাক্তারদের অস্ত্রকালীন যে সকল কথা বার্ত্তা হয় তাহা বিবৃত করেন, ইহাতে সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়েন এবং তাঁহার ধৈর্য্যের প্রশংসা করেন। বস্তুতঃ চন্দ্রমাধব বাবু চিরদিনই সাহসী ছিলেন, বিপদের সহিত যুদ্ধ করিতে কাতর হইতেন না।

যাঁহার সাহস ও ধৈর্য্য আছে তাঁহার স্বাস্থ্য হানিতেও কষ্ট অনুভূত হয় না। উপরোক্ত ডাক্তার সূর্য্য কুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের পুত্র প্রসিদ্ধ ডাক্তার সুরেশ প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় আজীবন চন্দ্রমাধব বাবুর বাটীর গৃহচিকিৎসক ছিলেন এবং তিনিও বন্ধু পুত্রকে স্নেহ করিতেন।

একান্নবর্ত্তী পরিবার ঃ—চন্দ্রমাধব বাবু বৃহৎ সংসার পাতিয়াছিলেন, এত বড় সংসারের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়াও সুশৃঙ্খলে তিনি পরিচালনা করিয়াছিলেন। বৃহৎ পরিবারকে শান্তিতে রক্ষা করা বিশেষ আয়াসসাধ্য। ধৈর্য্য, সাম্য, স্নেহ, এই তিনটী গুণের অধিকারী না হইলে পরিবারবর্গকে সুখে রাখিতে কোন গৃহীই সক্ষম হন না।

"It is difficult to govern home than to govern a kingdom."

রাজ্য শাসন অপেক্ষা সংসার শাসন অতীব শক্ত। চন্দ্রমাধব বাবু সংসারে সকল বিষয়েই লক্ষ্য রাখিতেন, সংসারকে কোমলে,

কঠোরে ও স্নেহের শাসনে সাম্যভাবে রাখিয়াছিলেন। পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী সকলকেই সমান আদর করিতেন, তাহাদেরও যত আবদার "দাদামণির" (দাদামশাই) নিকট। সকলকে আপনার করিতে জানিতেন বলিয়াই আত্ম-তৃপ্তি-সুখ লাভ করিয়াছিলেন। "ধনে পুত্রে লক্ষীলাভ হো'ক" এই যে একটী আশীষ বাণী প্রচলিত আছে, গার্হস্থ জীবনে ইহা লাভ হইলে দুঃখময় সংসারেও সুখের জ্যোৎস্না মাঝে মাঝে ফুটিতে থাকে। সৎকর্ম্মের পুন্যফলে চন্দ্রমাধব বাবু শ্রীভগবানের এই আশীর্ব্বাদ পাইয়াছিলেন।

চন্দ্রমাধব বাবু কেবলমাত্র নিজের পুত্র কন্যাদি লইয়া একত্রে বাস করিতেন তাহা নহে, তাঁহার খুল্লতাত পুত্র নীলমাধব বাবুর পরিবারবর্গ সহ থাকিতেন, এমনকি সোপার্জ্জিত সম্পত্তিও তাঁহাদিগকে দিয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞাতি দাদা রামকুমার ঘোষ মহাশয় ৮৫ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন, সে কালের লোক যে বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ থাকিত ইনি তাহারই আদর্শ। রামকুমার বাবু চন্দ্রমাধব বাবুর বাটীর পরিবারভুক্ত ছিলেন, চন্দ্রমাধব বাবু আজীবন ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেন। শান্তিপূর্ণ একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রতিপালন করিবার অদ্ভুত শক্তি চন্দ্রমাধব বাবুর মধ্যে নিহিত ছিল।

পুত্রকন্যাদের জন্মলাভ।

১৮৫৮ খ্রীঃ ২৬শে জুন তারিখে বর্দ্ধমানে চন্দ্রমাধব বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্ঞানেন্দ্র নাথের জন্ম হয়। চন্দ্রমাধব বাবুর পিতা তখন বর্দ্ধমানে থাকিতেন; চন্দ্রমাধব বাবু তখন কলিকাতায় বহুবাজারের মালাঙ্গা লেনের বাসায় থাকিয়া আইন পড়িতেছিলেন। চন্দ্রমাধব বাবুর জ্ঞাতি ভ্রাতা কালীপ্রসন্ন, নীলমাধব ও নীলমাধবের ভগ্নিপতি অম্বিকাচরণ বসু তখন ঐ বাসায় একসঙ্গে থাকিতেন। কেবল সিং নামক একজন পিতার ভৃত্য 'পুত্র হওয়ার শুভ সংবাদ' বহন করিয়া আনে। অতি অল্প বয়সে পুত্র হওয়ায় চন্দ্রমাধব বাবুর বড়ই লজ্জা হইয়াছিল। এরূপ লজ্জা হওয়া স্বাভাবিক, লজ্জায় বন্ধুবান্ধবের নিকট তিনি কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। পুত্রের জন্মলাভে পিতার মনে যে বিমল আনন্দ ফুটিয়া উঠে তাহা অব্যক্ত, কেবল অনুভবনীয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি দুঃখের বিষয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ ৬ বৎসর বয়সেই পরলোক গমন করে। চন্দ্রমাধব বাবুর সংসার বৃক্ষের প্রথম ফল নষ্ট হইয়া যায়।

বর্দ্ধমানের নূতনগঞ্জে বর্দ্ধমানের মহারাজার এক বাটীতে দুর্গা-প্রসাদ বাবু থাকিতেন, ১৮৬০ সালে ২৬শে মে তারিখে সেই বাটীতে চন্দ্রমাধব বাবুর মধ্যম পুত্র যোগেন্দ্র চন্দ্রের জন্ম হয়। অপত্যলাভের আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রমাধব বাবু বন্ধু বিয়োগ জনিত দুঃখ শোক প্রাপ্ত হয়েন। খিদিরপুরের শ্রীশ চন্দ্র ঘোষ তাঁহার এক বাল্য বন্ধু ছিলেন, তিনি উঁহার অকৃত্রিম প্রিয় বন্ধু

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ

ছিলেন। শ্রীশ বাবুর অন্তঃকরণ দেব ভাবাপন্ন ছিল, সংসার তাঁহার পক্ষে বিষ বোধ হইত, শ্রীশ বাবুর আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ হঠাৎ চন্দ্রমাধব বাবুর কর্ণগোচর হইলে তিনি শোকে কাতর হইয়া পড়েন। যৌবনে বন্ধুবিয়োগে ছোট বুকখানি যেন হাহা করিয়া উঠিল।

১৮৬৩ সালে ভবানীপুরে চন্দ্রমাধব বাবুর তৃতীয় পুত্র সতীশ চন্দ্রের জন্ম হয় (বাবু সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী আমরা এতদ্‌সঙ্গে গ্রথিত করিলাম কারণ তিনি এখন স্বর্গগত।) ভবানীপুরে কাঁসারী পাড়ায় অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক বাটীতে চন্দ্রমাধব বাবু তখন বাস করিতেন।

১৮৬৫ খ্রীঃ চন্দ্রমাধব বাবুর জ্যেষ্ঠ কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়েন। ১৮৭৪ খ্রীঃ টাকীর তারাশঙ্কর রায় চৌধুরীর পুত্র অক্ষয় কুমারের সহিত বিবাহ হইয়াছিল।

১৮৬৭ খ্রীঃ ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষের জন্ম হয়। ইনি হাইকোর্টের এটর্ণী।

১৮৬৯ খ্রীঃ মে মাসে কনিষ্ঠা কন্যা নলিনী বালা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৮১ খ্রীঃ টাকীর জগদীশ নাথ রায় মহাশয়ের সহিত নলিনীবালার বিবাহ হইয়াছিল।

জগদীশ বাবু আবগারী আফিং বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ রায় তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কনিষ্ঠ শ্রীযুক্ত অশোক কুমার রায় ইনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার, সম্প্রতি ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের Standing Counsel (সরকারী কৌন্সুলী)। চন্দ্রমাধব বাবুর

প্রথমা কন্যা অশোক কুমারকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। চন্দ্রমাধব বাবুর কনিষ্ঠা কন্যা পরলোক গমন করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা রবীন্দ্রকুমার ও অশোককুমারকে বুকভরা মাতৃস্নেহে সর্ব্বদা সিঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত অশোককুমার রায়

প্রধান বিচারপতির পদ প্রাপ্তি ও জজীয়তী হইতে অবসর।

১৯০৬ সালে চন্দ্রমাধব বাবু অস্থায়ী ভাবে প্রধান বিচারপতির পদ প্রাপ্ত হয়েন। ইহাতে সর্ব্বসাধারণ আনন্দিত হইয়াছিল কিন্তু বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার সভ্যগণ তাঁহাদের আনন্দের উচ্ছাস প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। কুমার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মিত্র রায় বাহাদুর মহাশয় তাঁহার নিজ ভবনে মহা সমারোহে অভিনন্দনের আয়োজন করেন। চারি শ্রেণীর কায়স্থ সভ্যগণ তাঁহাকে অভিনন্দন করেন। ঐ উপলক্ষে নানারূপ আমোদ প্রমোদ ও আহারাদির বন্দোবস্ত হইয়াছিল। তাহাতে যে সঙ্গীত গীত হইয়াছিল তাহার কিয়দংশ সন্নিবেশিত করিলাম :—

স্বাগত হে কৃতিবর, কায়স্থ কুল ভূষণ !
তুমি হে বঙ্গের উজ্জ্বলতম রতন।
বাঙ্গালী জাতি গৌরব
ঘোষশ্রী চন্দ্রমাধব,
যশের সৌরভে তব
পূর্ণ ভারত ভুবন।
রাজা বাড়াইল মান,
দিল সর্ব্ব উচ্চ স্থান,
বিচারপতি প্রধান,
হয়েছ তুমি এখন।

সে সুখে তব স্বজাতি
উৎসবে কাটাবে রাতি,
জ্বালাবে আনন্দ বাতি,
তুষিতে তোমার মন।
লহ প্রীতি উপহার,
কর সমাজ সংস্কার,
তুমি বিনা কেবা আর,
এ ভার করে গ্রহণ।

তৎপরে তিনি ১৯০৭ সালে ২২ বৎসর কাল জজীয়তী করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। তিনি যে কিরূপ দক্ষ সুবিচারক ছিলেন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে উকীল ও এটর্ণী মহোদয়গণ তাঁহার অবসর গ্রহণ কালীন মতির ঝালর দেওয়া রেশমী বস্ত্রে সুবর্ণ অক্ষরে লিখিয়া এক মণি মুক্তা খচিত কনক কাঞ্চন নির্ম্মিত বহুমূল্যের বিচার দণ্ড উপহার দিয়াছিলেন। যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহা আমরা অবিকল সন্নিবেশিত করিলাম :—

To

The Hon'ble Sir Chunder Madhub Ghose, Kt.,

One of the Judges of the High Court of
Judicature at Fort William in Bengal.

My Lord, '

It is with feelings of deep regret that we, the Vakils of this Court, approach Your Lordship to bid you farewell on the eve of your retirement from the Bench of which you have

been a most distinguished member for a period of over twetny years.

In bidding you farewell we beg leave to bear testimony to the great ability, strong common sense, thorough independence and uniform courtesy which marked your career as a Judge of this Hon'ble Court.

Your vast and varied experience as a most successful practitioner, your unfailing patience and untiring energy in mastering the details of cases however complicated, your keen sense of justice and earnest anxiety to arrive at the truth, your comprehensive grasp of the law and conscientious application thereof, have gained for you the confidence of the public and the esteem and admiration of all branches of the profession.

To us, the Vakils of this Court, you have ever been a true guide and a most kind friend and you have always guarded and advanced the interests of our body. Our relations with you have been uniformly cordial and we avail ourselves of this occasion gratefully to acknowledge the kind and considerate treatment which we received from you.

It has been a matter of extreme gratification to us as well as to the public in general that the Government appointed you to act for some

time as the Chief Justice of Bengal and recently recognised your eminent services by conferring on you the honour of Knighthood.

You are retiring while still in possession of full vigour of body and mind, and we hope that your retirement from the Bench will only widen the sphere of your usefulness.

And now in taking leave of you, we fervently hope and pray that yet many years of health, strength and happiness may be vouchsafed to you in your well earned retirement.

We have the honour to be,
My Lord,
Your most obedient servants,
Ram Charan Mitra
President
VAKIL'S ASSOCIATION.

High Court,
Calcutta.
The 21st December,
1906.

ভাবার্থ :—

হে মহাভাগ,

আমরা এই মহামান্য হাইকোর্টের উকীল সম্প্রদায় আপনার জজীয়তী পদ হইতে অবসর গ্রহণ করার জন্য অতি দুঃখের সহিত এই বিদায় অভিনন্দন প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়াছি। আপনি অতি সম্মান সহকারে প্রায় কুড়ি বৎসরের উর্দ্ধকাল জজের পদে আসীন ছিলেন। জজীয়তী কার্য্যে আপনি অসীম শক্তি, অসাধারণ জ্ঞান, নির্ভীকতা এবং সার্ব্বজনীন সদব্যবহার দেখাইয়া-

ছেন। আপনি যখন উকীল ছিলেন তখন কেবল যে জন সাধারণের বিশ্বাস ভাজন ছিলেন তাহা নহে আপনি সমব্যবসায়ীদের নিকট প্রশংসা ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন, আপনি ওকালতীতে অক্লান্ত পরিশ্রম, অসীম ধৈর্য্য, সত্য নির্দ্ধারণে উৎকট অনুরাগ এবং মকদ্দমার জটীলতা বুঝিতে ও আইনের ব্যবহারে অদ্ভুত শক্তি দেখাইয়াছেন। উকীলদের আপনি সহৃদয় বন্ধু ও পরামর্শ-দাতা পরিচালক ছিলেন, আমাদের হিতার্থে আপনি সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন। আমাদের সহিত আপনার যেরূপ সম্বন্ধ ছিল এবং যে রূপ সদব্যবহার আমরা পাইয়াছি তাহাতে এই উপলক্ষে তাহা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি। গভর্ণমেণ্ট যে আপনার গুণের পুরস্কার স্বরূপ প্রধান বিচারপতির পদ প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে আমরা এবং জন সাধারণ অতীব আনন্দিত হইয়াছি।

এক্ষণে আপনি যে শারীরিক ও মানসিক শক্তি থাকিতে থাকিতেই অবসর লইতেছেন ইহাতে আমরা আশা করি যে আপনার কর্ম্মক্ষেত্র আরও প্রসারিত হউক। আমরা আন্তরিক কামনা ও প্রার্থনা করি যে আপনি বহু দিন স্বাস্থ্য বল এবং সুখ লাভ করুন।

আপনার অনুগৃহীত
উকীল সভার পক্ষ হইতে
রামচন্দ্র মিত্র
সভাপতি।

To

The Hon'ble

Sir Chunder Madhub Ghose, Kt.,

One of His Majesty's Judge of the High Court of Judicature at Fort William in Bengal.

My Lord,

We, the practising Attorneys of this Court, beg to approach your Lordship to bid you farewell on the eve of your retirement after a brilliant and distinguished career extending over a period of over twenty years.

You have during this long period commanded the respect and confidence of the profession and the public by your profound learning, great ability, untiring energy, unfailing patience and high judicial character.

Those amongst us who have had the privilege, as Vakils, of appearing before you, have met with uniform courtesy and kindness at your hands, and we remember with feelings of grateful satisfaction your presence on the Bench for the hearing of Appeals from the Original Side of the Court.

Your appointment as Officiating Chief Justice of the Court and the honour of Knighthood conferred upon you by Government in recognition of your long meritorious and distinguished

services have given great and universal satisfaction to all interested in the administration of Justice in this country.

We regretfully bid you farewell and pray that you may long enjoy the rest you have earned so well and the dignity and honours which accompany you in your retirement, in which a wider sphere of usefulness doubtless awaits you.

We have the honour to be,
Your Lordship's
Most obedient servants,
A. H. Remfry

On behalf of the practising Attorneys of the High Court and the Chairman of their meeting held in the Attorney's Association Rooms on the 15th December, 1906.

ভাবার্থ :—

আমরা এটর্নী সম্প্রদায় আপনার অবসর গ্রহণে এই বিদায় অভিনন্দন প্রদান করিতেছি। আপনার অসীম ধৈর্য্য, গভীর জ্ঞান, অসীম শক্তি এবং অক্লান্ত পরিশ্রম প্রভৃতি গুণের জন্য আপনি সর্ব্ব সাধারণের সম্মান ও বিশ্বাস ভাজন হইয়াছিলেন। আপনার সদ্‌ব্যবহার আজও আমাদের স্মৃতিপটে জাগরূক রহিয়াছে। এ দেশের বিচার বিভাগীয় ব্যক্তি মাত্রেই আনন্দিত হইয়াছিল যখন আপনার গুণের পুরস্কার স্বরূপ গভর্ণমেণ্ট আপনাকে প্রধান বিচারপতির পদ প্রদান করিয়াছিলেন।

আমরা অতি দুঃখের সহিত আপনাকে বিদায় অভিনন্দন

দিতেছি এবং সর্ব্বান্তকরণে প্রার্থনা করিতেছি যে আপনি দীর্ঘকাল জীবনের অবশিষ্ট সময় সুখে ও সম্মানে অতিবাহিত করুন, আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি অধিকতর প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্র আপনার আবশ্যকতার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

আপনার অনুগৃহীত

রেম্‌ফ্রী

(এটর্ণী সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে)

চন্দ্রমাধব বাবুর "নাইট" (স্যার) উপাধি প্রাপ্তি।

গভর্ণমেণ্ট তাঁহার গুণের পুরস্কার স্বরূপ স্যার উপাধি প্রদান করেন, দেশের আপামর সকলেই ইহাতে আনন্দিত হইয়াছিল। কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনিষ্টীটিউসনের সদস্যেরা যে অভিনন্দন প্রদান করেন তাহা আমরা উদ্ধৃত করিলাম। ইহাতেই সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে তিনি দেশের সকলেরই শ্রদ্ধেয় ও প্রিয় ছিলেন :—

পরম শ্রদ্ধাভাজন স্যার—ইতি পদ লাঞ্ছন

শ্রীল শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ নাইট্ মহোদয় করকমলে—

মহাভাগ,

ত্বং পুষ্পকল্পমমলং ভজসে স্বগোঘম্
জ্যোৎস্নোপমাং সকল লোকমতাঞ্চ কীর্ত্তিম্।
স্থানে শশাঙ্ক সুমনঃ সময়োপমানঃ
ত্বং চন্দ্রমাধব ইতি প্রথিতোঽসি নাম্না॥ ১

ধর্ম্মাধিকারে পরমে পদে ত্বা
মুন্নীয়মানং স্বগুণৈ-রুদারৈঃ।

দৃষ্টাতি হৃষ্টা জনতা গুণাস্তে
নারণ্য পুষ্প প্রিয়মাশ্রয়স্তে ॥ ২
স্বতঃ স্বকীর্ত্তৌ ব্যবহারবৃত্তৌ
গতে চ তদশিপদং গরিষ্ঠম্।
'স্যার' ইত্যুপাধি ত্বয়ি মূর্চ্ছতীন্দোঃ
সুধাসিতে সৌধইবাংশুপাতঃ ॥৩
সর্ব্বাত্ম সম্পদ্ গুণ ভূষনেষু
রসাঞ্জনং তে বিনয়াতিরেকঃ।
বজ্রানি ভান্ত্যেব বিশেষতোঽত্র
সৌরীপ্রভা সৌষ্ঠবমাদধাতি ॥৪
কুলঞ্চ দেশঃ সকলা চ জাতি
ত্বয়া গুণাঢ্যেন বিভূষিতানি।
নচেত্যমেবোপকৃতান্যমুণি
দানাবদানাহিতমঙ্গলানি ॥৫
সংরক্ষতৈবাত্মকুলানুরূপং
ভাবঞ্চ মানং সুকৃতঞ্চ লব্ধম্।
পদং ত্বয়োচ্চৈস্তনমিত্যশেষম্
সিদ্ধং তবাসীৎ সুহৃদামভীষ্টম্ ॥৬
যস্যাঃ কৃপাসাগরবিন্দুরিত্থং
চক্রে ভবন্তং কৃতিনাং বরিষ্টম্।
সাশেষ বিশ্বপ্রসবা প্রসন্না
প্রসূঃ সদা তে শিবমাতনোতু ॥৭

স্বর্গারোহণ।

১৯১৮ খ্রীঃর ২০শে নভেম্বর, চন্দ্রমাধব বাবু দেবঘরে বায়ু পরিবর্ত্তনে গমন করেন, তৎপূর্ব্বে তাঁহার স্বাস্থ্য একটু খারাপ হইয়াছিল, শারিরীক বার্দ্ধক্য জনিত দৌর্ব্বল্যই প্রধান কারণ এবং মধ্যে মধ্যে পেটের অসুখও হইত। পেটের অসুখে তাঁহাকে শেষ বয়সে প্রায়ই কষ্ট পাইতে হইত, অথচ আহারাদি বিষয়ে তিনি চিরদিনই সাবধানী ছিলেন। অনিয়মে ও অসময়ে তিনি আহার করিতেন না। মিতাহারী বরং স্বল্পাহারী ছিলেন। যে পরিমাণ হজম করিতে পারিবেন জানিতেন, তাহার অতিরিক্ত কোন দ্রব্য খাইতেন না। ঘৃতপক্ক প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য প্রায়ই খাইতেন না। টাট্‌কা, সুপাচ্য খাদ্য দ্রব্যই ভোজন করিতেন। গীতার বাক্য তিনি অনুসরণ করিতেন :—

আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্যসুখ প্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকাপ্রিয়াঃ॥

নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে সর্ব্বত্রই যাইতেন কিন্তু আহার করিতে অনুরোধ করিলে তিনি অকপটে ও সকাতরে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মুক্তিলাভ করিতেন। আমরা একবার দেখিয়াছি তাঁহার বিশেষ বাল্যবন্ধু হাটখোলার জমীদার স্বর্গীয় নবীনচাঁদ দত্ত মহাশয়ের বাটীতে একটী বিবাহ উপলক্ষে নবীন বাবুর অনুরোধে ও সাগ্রহে তিনি একটী ভাল সন্দেশের অর্দ্ধাংশ মাত্র গ্রহণ করিয়া বন্ধুর খাতির বজায় করিয়াছিলেন। এত নিয়মে থাকা সত্ত্বেও তিনি রোগের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিতেন না কারণ অনেক সময় অতিরিক্ত পরিশ্রমে এবং প্রাকৃতিক বায়ুর উষ্ণতা ও শীতলতাতেও

মানবের স্বাস্থ্যকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। বস্তুতঃ স্বাস্থ্য-সুখ-সৌভাগ্য বিধিদত্ত দান। জন্মজন্মার্জ্জিত কর্ম্মের ফলেই মানুষ নানাবিধ রোগে ভুগিয়া থাকে, ইহা বিধাতার দণ্ড। এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

তিনি প্রথম প্রথম তথায় যাইয়া একটু ভাল ছিলেন, কিন্তু ১২ই ডিসেম্বর তাঁহার পুনরায় পেটের অসুখ হয়। ১৬ই ডিসেম্বর হঠাৎ তাহার উপর জ্বর দেখা দেয়। কলিকাতায় প্রত্যহই পত্র আসিতেছে। জ্বরের সংবাদ পাইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্র বাবু তৎক্ষণাৎ দেওঘর রওনা হইলেন। কি যেন একটা অজ্ঞাত দুর্ভাবনা তাঁহার মনোমধ্যে দেখা দিল, তিনি পিতাকে না দেখিয়া সুস্থির হইতে পারিতেছেন না। ১৮ই তারিখে শুক্রবারে তিনি পিতাকে লইয়া কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলেন এবং শনিবার প্রাতঃকালে কলিকাতায় আসিয়া পৌছিলেন। ট্রেণে আসিতে দুর্ব্বল শরীরে কষ্ট অনুভব করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার বৃহৎ সংসারে পরিজন বর্গের মুখ দেখিয়া তাঁহার স্বহস্তের 'সাজান বাগান' দেখিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন, তাঁহার পৌছানর সংবাদ আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রভৃতির কর্ণে ধ্বনিত হইবার মাত্রই তাঁহারা একে একে দলে দলে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। বড় বড় ডাক্তার কবিরাজের মোটর শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বাটীর বহির্দ্দেশে রাজ-পথের শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিল এবং পথিক ও দর্শকগণের মনে কৌতুহলের ও ভীতির সঞ্চার করিতে লাগিল। সাধারণ গৃহস্থের বাটীতে যেমন মোটর বাহন একজন মাত্র ডাক্তার আসিলেই একটা ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা দুরু দুরু বক্ষকে

অধিকতর বিকম্পিত করে, তেমনি বড় লোকের বাটীতে আহুত অনাহুত, রবাহুত ডাক্তার বৃন্দের বিরাট মোটর সন্মিলনে প্রায় সেইরূপই অমঙ্গল আশঙ্কা আনয়ন করে। রোগক্লিষ্ট ট্রেণে পরিশ্রান্ত দেহ বিশ্রামান্তে কতকটা সুস্থ হইলে অপরাহ্নে ডাক্তাররা বলিলেন যে আশঙ্কার কোন কারণ নাই। জ্বরও অনেক কম হইয়াছে, শরীরও সুস্থ বোধ হইতেছে। স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি সকলেই আশ্বস্থ হইলেন এবং যথা নিয়মে সময়মত ঔষধ ও পথ্য চলিতে লগিল। তারপর রাত্রি যখন ২টা তখন তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা তাঁহাকে দুগ্ধ খাওয়াইতে গেলেন।

কন্যা দেখিলেন পিতা গভীর নিদ্রায় অভিভূত।

'বাবা' 'বাবা' 'বাবা' 'দুধ এনেছি বাবা'! স্নেহময়ী কন্যার কাতর ডাকেও তিনি উঠিলেন না। তিনি যে তখন কল্পলোকে— হরি! হরি! এ কি? গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, পিতার দেহ বরফের ন্যায় শীতল! তবে কি বাবা মহা নিদ্রায় মগ্ন? 'মা গো!' বলিয়া কন্যা আছাড় খাইয়া পড়িলেন, পত্নীও চিৎকার করিয়া উঠিলেন, সে চিৎকারে পুত্র, পৌত্র, পৌত্রী, দৌহিত্র, দৌহিত্রী, পুত্রবধু, পৌত্রবধু, সকলেই ছুটিয়া আসিলেন। সকলেই দেখিলেন যেন মহাপুরুষ যোগে দেহত্যাগ করিয়াছেন, সন্ধ্যারাত্রে সেই দুগ্ধ পান করিয়া ঘুমাইয়াছেন, কোন যন্ত্রণা ছিল না, কাতরতা ছিল না, কখন যে অজ্ঞাতসারে মহা প্রস্থান করিয়াছেন, তাহা কেহ জানিতে পারে নাই। পিতার সুখের মৃত্যু দেখিয়া যে স্বর্গসম যোগীর মৃত্যু তিনি একদিন কামনা করিয়াছিলেন, সেই সাধ আজ তাঁহার পরিপূর্ণ হইল; নশ্বর দেহ পড়িয়া রহিল, অবিনশ্বর

আত্মা অনন্তের দিকে ধাবিত হইল। গগন মণ্ডল, তারা স্তোম জ্যোতিষ্ক রাশি ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে অতি ঊর্দ্ধে তাঁহার অমর আত্মা কোন্ অমর আলয়ে গিয়া অনন্ত দেবের প্রশান্ত ক্রোড়ে শান্তি প্রাপ্ত হইল তাহা কে বলিবে, কে জানিবে? ইহজন্মের পুণ্য ফলে পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বরের পুণ্য রেণু লাভ করিতে তিনি কি সমর্থ হইবেন? সৎকর্ম্মের পারিতোষিক স্বরূপ তিনি ভগবানের আশীর্ব্বাদে অমর লোকে স্থান পাইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি? যাহা হউক, সেই কাল রাত্রিতে বৃহৎ পুরী আকাশপ্লাবী ক্রন্দনের রোলে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল; উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম চতুর্দ্দিকের বায়ুর তরঙ্গ সে ক্রন্দন বহন করিয়া সমগ্র পল্লীকে জাগরিত ও চকিত করিল।

সংসার কাননের এক মহা মহীরূহ শাখা, প্রশাখা, পল্লব ও ফুলে ফলে সুশোভিত থাকিয়া আজ ধরাশায়ী হইল, বাংলা মায়ের সুসন্তানের তিরোভাব হইল! অবশ্য

"জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা ক'বে?
চির স্থির কবে নীর হায়রে জীবন নদে?"

তবে এমন মরণ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? তিন পুত্র, পত্নী, দুই কন্যা, চৌদ্দজন পৌত্র, দৌহিত্র, ১২ জন পৌত্রী দৌহিত্রী রাখিয়া সংসারে কয়জন ভাগ্যবানের এই ভাবে মৃত্যু ঘটিয়াছে? এতদ্ব্যতীত—

"সেই ধন্য নরকুলে লোকে যারে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।"

বস্তুতঃ দেশের চতুর্দ্দিকে যাঁহার স্মৃতি জড়ান আছে, যাঁহার কীর্ত্তি ছড়ান আছে, হাইকোর্টের নজীরে যাঁহার জ্ঞান গরিমা,

উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত আছে, কায়স্থ সমাজে যাঁহার আদর্শ আছে। পীড়িত, আর্ত্ত, দরিদ্রের ব্যথাতুর বক্ষে যাঁহার স্বহস্তের প্রলেপ আছে, আশ্রিত, উপকার প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের অস্থি মজ্জায় যাঁহার নিদর্শন পরতে পরতে ছাপ ধরিয়া আছে, সেই মহা মানবের পরলোকগমন কে বলিবে—সুখের না—শোকের ?

তারপর প্রাতঃকালে কলিকাতা নগরীর মান্যগণ্য বহু নাগরিক তাঁহাকে শেষ দেখা দেখিবার জন্য সমবেত হইলেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার কে জি গুপ্ত, স্যার আশুতোষ চৌধুরী, জজ স্যার চারুচন্দ্র ঘোষ, বাবু সুরেন্দ্র নাথ মল্লিক, বাবু দ্বারিকা নাথ চক্রবর্ত্তী, বাবু নির্ম্মল চন্দ্র চন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া মহা সমারোহে কালিঘাটের শ্মশান অভিমুখে শবদেহ সমভি-ব্যাহারে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিলেন। পুষ্পমাল্যে সুশোভিত চন্দন চর্চ্চিত শবদেহ বহুমূল্য শালে আবৃত করিয়া সুন্দর খট্টাঙ্গে স্থাপন করা হইল। পৌরজনের বিমান বিপ্লাবী আর্ত্তনাদের সহিত অসংখ্য শব যাত্রীর ঘন ঘন হরিধ্বনি নভোমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া তুলিল। "সে রবের সহ মিশি উঠিল আকাশে হাহারব"। সাগর গর্জ্জনবৎ নরনারীর কোলাহলে বৃহৎ ভবন প্রতিধ্বনিত হইল। গম্ভীর ও ধীর পদবিক্ষেপে পুত্র, পৌত্র, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব শববাহক ও শব যাত্রীরা তাঁহাকে লইয়া শ্মশানে উপস্থিত হইল—

শূন্য করি পুরী আঁধার রে এবে
গোকুল ভবন যথা শ্যামের বিহনে"।

সুগন্ধ চন্দন কাষ্ঠে চিতা সজ্জিত হইল, মন্দাকিনীর পবিত্র জলে স্নান করাইয়া সুকৌষিক বস্ত্রে শবকে আবৃত করা হইল।

পুরোহিত মন্ত্র পড়াইল। চিতায় শব স্থাপিত হইল। ঘৃতাহুতি সহ অনল প্রদত্ত হইলে দেখিতে দেখিতে তাঁহার নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হইল। সর্ব্বশুচি অগ্নি দেব তাঁহার পবিত্র আত্মাকে আগ্নেয় রথে গ্রহণ করিয়া অমর ধামে লইয়া গেলেন। চিতাগ্নি জাহ্নবী সলিল প্রদানে নির্ব্বাপিত হইল। পূত ধূমরাশি বাষ্পাকারে অনন্ত আকাশে বিলীন হইল। সুরসরিৎ সলিলে ভস্মাস্থি বিসর্জ্জিত হইল। হায়! হায়! সব ফুরাইল, কিন্তু কৈ বিয়োগ ব্যথাত ফুরাইল না? সুরধুনী নীরে স্নান করিয়া শ্বেত নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া আত্মীয়স্বজন অবনত বদনে অশ্রু-নয়নে গৃহে ফিরিল—

"বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে"

দ্রুতগ্রামী বায়ু তাঁহার মৃত্যু সংবাদ চতুর্দ্দিকে বহিয়া দিল। দলে দলে বহুলোক তাঁহার বাটীতে আসিয়া পুত্র পৌত্রগণকে সান্ত্বনা দিতে আসিতে লাগিলেন। ভারতের নানা স্থান হইতে বহু টেলিগ্রাম ও অসংখ্য সান্ত্বনা সূচক পত্র আসিতে লাগিল। কতিপয় পত্র ও টেলিগ্রাম আমরা সন্নিবিষ্ট করিলাম। সংবাদ পত্রের কিয়দংশ আমরা মুদ্রিত করিলাম। শোক সভার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহাতেই পাঠকগণ বুঝিবেন যে তিনি কিরূপ সার্ব্বজনীন আত্মীয়তা ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

যাঁহারা মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া পুত্র পরিজনকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তির নাম আমরা দিলাম—

স্যার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর, কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ, স্যার

হরেরাম গোয়েঙ্কা, স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র, মহারাজা নসীপুর, রাজা জানকীনাথ রায়, নবাব সিরাজুল ইস্লাম, স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, মতিলাল ঘোষ, স্যার নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, নবাব আব্বার রহমান, স্যার কে, জি, গুপ্ত, স্যার রাসবিহারী ঘোষ, বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, মিঃ এস, আর, দাস, কুমার কার্ত্তিকচন্দ্র মল্লিক, দীঘাপতিয়ার রাজা, রাজা সীতানাথ রায়, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর, মাননীয় জজ দ্বারকানাথ মিত্র, রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী প্রভৃতি কলিকাতার প্রায় সমগ্র সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং হাইকোর্টের বহু উকীল, এটর্ণী ও কাউন্সেল।

যে সকল মহোদয়গণ তাঁহার মৃত্যু সংবাদে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—

Telegram.

1.

To Ray Bahadur

Jogendra Chandra Ghose.

His Excellency the Governor has heard with the greatest regret of death of your father Sir Chunder Madhub Ghose, he offers you his sympathy in the death of your father and asks you to convey an expression of his sorrow and sympathy to Lady Ghose and to other members of family.

Private Secretary to His Excellency the Governor.

Delhi.

2.

Offer sincere sympathy on death of your father. "Gourlay."

Delhi.

3.

Deeply mourn your father's loss, please accept heartfelt condolence. God bless the departed soul.

Maharaja Natore.

4.

Extremely sorry for your revered father's death, accept heartfelt condolence.

Maharaja Kasimbazar.

5.

Please accept sincere condolence for the most sad bereavement.

Maharaja Dinajpur.

6.

Very much aggrieved to read the death of your illustrious father Sir Chunder Madhub Ghose. I have indeed lost a great personal friend and well wisher, pray accept my sincerest sympathies and convey to all.

Maharajadhiraj Burdwan.

7.

Deeply grieved to learn sad news, our sympathy and condolence to you all.

Promode Banerjee,
(Judge, High Court, Allahabad).

যে সকল মহোদয় তাঁহার বিয়োগে পত্র লিখিয়াছিলেন তাঁহাদের নামের সংখ্যা করা কঠিন ও বাহুল্য, তবে কতিপয় ব্যক্তির পত্র ও পত্রের কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না :—

LETTERS (পত্রাদি)

1.

The Palace, Murshidabad.
The 19th Feby., 1918.

The Nawab Bahadur of Murshidabad, Amir ul-Omra is very sorry to hear of the death of Sir Chunder Madhub Ghose and sends his deep condolence to Babu Jogendra Chandra Ghose and his brothers on their sad bereavement they have sustained.

3. Loudon Street,
Calcutta.
21st Jany. 1918.

Dear Ray Bahadur,

It was with a shock that I learnt this morning that your father was no more. He has passed away in the fulness of years and honors. Please accept for yourself and his family my sincere tribute to his unaffected merit and my deep regret at the bereavement you have sustained.

Believe me,
Yours sincerely,
J. G. Cuming.

Sir Gooroo Dass Banerji's letter to Rai Bahadur Jogendra Chunder Ghose.

Narikeldanga, Calcutta.
21st January, 1918.

My dear Rai Bahadur,

Pray accept my sincere expression of heartfelt sympathy and condolence on your heavy bereavement so sudden and unexpected.

It is true, your illustrious father died laden with years and with honours, and after having done more than one life can ordinarily achieve; but his well regulated life had left him strength and energy which might well have sustained him for another decade and his continued useful service to his country in divers spheres of activity made his countrymen earnestly wish for the prolongation of that valuable life for many more years. If his unexpected death has been such a grievously painful shock to us; there is this consolation that it has been such an uncommonly painless death to him.

Sir Chunder Madhub Ghose lived the active life of a good and great man and he died the quiet death of a pious saint. While we are plunged in sorrow for his death in this vale of tears, his pure soul has gone to that blissful region where there is joy for ever more.

Please convey to Lady Ghose and the other

members of your family my heartfelt sympathy and tell them that it is because I am almost entirely confined to bed by reason of a recent attack of fever that I am unable to communicate to them personally my deep feelings on this sad occasion.

Yours sincerely,
Gooroo Dass Banerji.

Raja Gopendra Krishna Deb Bahadur's letter to Rai Bahadur.

Jesidih Junction.
The 21st Jany., 1918.

My dear Rai Bahadoor,

I am very much grieved and shocked to hear of the death of your revered father. As a lawyer and Judge he had few equals and his activities in the field of social reform and in other directions marked him out as a great leader of our community. The loss of such a man can not be easily replaced. I held him in great esteem and regard his death as a personal bereavement. I offer you and your brothers my heartfelt sympathy.

Yours sincerely,
Gopendra Krishna Deb.

Resolution passed at a special general meeting of the East Bengal Club held on 27th January, 1918.

President ;—The Honourable Mr. Justice Shamsul Huda.

That this meeting of the members of the East Bengal Club places on record their sense of deep loss sustained by the country and particularly by this club at the death of Sir Chunder Madhub Ghose, Kt. who was the President of this club from its very foundation and who by his sturdy independence on the bench and by his patriotic devotion to the cause of his country had won the love and esteem of his countrymen in a measure not surpassed by any of his contemporaries.

From Secretary of the Burdwan Mahomedan Association.

My dear Rai Bahadoor,

I am desired by the Executive Committee of the Burdwan Mahomedan Association to say that they have learnt with deep sorrow of the sad death of your revered father. The people of Burdwan take a legitimate pride in the fact that he was at one time a leading citizen of the town. His death is a great loss to the country and you have the satisfaction that your grief is shared by your countrymen of all communities.

The Secretary of the Association moved the District Judge and the Courts and Schools were closed today in memorium.

May God grant you and the members of the family strength and patience to bear the loss.

With best regard,
Yours sincerely,
Abul Kasem.

From The Bombay National Union.
755, Girgaum Road, Bombay.
22nd Jany, 1918.

Dear Sir,

I am desired to offer to you and the family, on behalf of the Bombay National Union, our heartfelt condolence at your sad bereavement. Sir Chunder Madhub's death is mourned by the whole country. No body can possibly forget his invaluable services in patching up the differences between the two Congress parties on the eve of the last eventful Congress. The admitted success of this year's Calcutta Session of the Indian National Congress was due chiefly to the compromise effected through the good offices of the late lamented Sir Chunder Madhub.

May his soul remain in peace.

Yours sincerely,
R. N. Mandlik.
Jt. Hony. Secretary.

শ্রীশ্রী৺বৈদ্যনাথজী সহায়।

বৈদ্যনাথ ধাম।

২২।১।১৮

কল্যাণবরেষু

পরে অমৃতবাজার পত্রিকায় "বাবা" ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন এই বিষম সংবাদে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত ও দুঃখিত হইলাম; সেই গভীর দুঃখ এই সামান্য পত্রে আর কি জানাইব। এখান হইতে যাইবার কালীন বুঝিতে পারি নাই যে আমরা আমাদের "**ভরণপোষণ কর্ত্তাকে**" এত শীঘ্র হারাইব। এই গভীর শোকের সময় **মাকে** সান্ত্বনা দিবেন ও দিদিমণি মা দিগকে সান্ত্বনা দিবেন। আপনার মত ব্যক্তিকে আমি আর কি বলিয়া বুঝাইব। বিপদের সময় ধৈর্য্য অবলম্বন করাই উচিত। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীতারাপ্রসাদ মিশ্র, পাণ্ডা।

"চন্দ্রনাথ তীর্থ"

সীতাকুণ্ড,

১০ই মাঘ, ১৩২৪।

সময়োচিত আশীর্ব্বাদ—

আপনার পিতৃদেব বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছেন সংবাদে মর্ম্মাহত হইলাম। তাঁহার এই জগতের কর্ম্মজীবন শেষ হইল তাই শ্রীভগবান তাঁহাকে অপর জগতের কাযে আহ্বান করিলেন।

তিনি আপনাদের মত কৃতি সন্তান সন্ততি রাখিয়া সুখে শান্তিতে অনন্তে চলিয়া গেলেন, বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর যে ক্ষতি হইল তাহা পূর্ণ হইবে না। শ্রীভগবান আপনাদের হৃদয়ে শান্তি দান করুন। পরলোকগত আত্মার উর্দ্ধতম গতি হউক এই কামনা। ইতি—

শ্রীহরিকিশোর অধিকারী,
প্রধান সেবায়ত,
চন্দ্রনাথ মঠ।

অপরাপর মহোদয়গণের কতিপয় নামের তালিকা দিলাম—যাঁহারা সান্ত্বনা সূচক পত্র পাঠাইয়াছিলেন ঃ—

মহারাজা রণজীৎ সিংহ, রাজা হৃষিকেশ লাহা, রাজা কৃষ্ণদাস লাহা, লর্ড সিংহ, মহারাজা গিধোর, J. G. Apcar, A. A. Paterson, Sir. D. M. Hamilton, Hon'ble K. Rangaswami, C. H. Bompas, Dr. R. L. Dutta, R. H. M. Rustomjee, রাজা মণিলাল সিংহ, Hon'ble. A. Ahmad.

TO DADAMANI.

No farewell word, no parting leave
Passing away in a calm sleep,
Leaving all breasts to heave
In mourning tears and sorrow deep.

Our aching hearts long for thee
For one last word to bless,
Thy cherished form once more to see
In this time of distress.

No endearing word of loving ease
To gladden at our joy will we hear,
No tender word of comfort and hope
On life's sad path to cheer.

There is none to replace
None to love us like unto thee,
To shelter in their arms, in days
Of trouble and care, to whom we can flee.

See from thy place on High
Thy companion of seventy years,
Forsaken and forlorn see her lie
Now to her a vale of tears.

What comfort shall we give
To her who bereft of thee
Mourns thy loss, and will forever grieve
Till the time of eternity.

Loving and beloved where'er thou went
Rich and lowly for thy loss weep
Always on acts of tender pity bent
Thy momory enshrined in all hearts to keep.

Need words our heartfelt sorrow express ?
Need tears our deepest grief show ?
Thou alone art able to guess
The void which thy loss doth bestow !

Thy hollowed spirit hovers around
Thy blessing shielding us from harm
Not lost, but we have newly found
Thy love, still in majestic calm.

We bow our heads at Thy feet
Revered one, Father of our race
Grant that we may be worthy to meet
Thee, at the end of our days.

Anointed and pure, God's chosen one
Honoured, and beloved and blest
Thy place on a golden Throne
There to gain Thy eternal rest.

Entwined with every word and deed
Enshrined in the depths of our heart
Enthroned therein, Noblest friend
Kindest guardian, watch o'er us
where'er thou art.

উপরোক্ত সুন্দর কবিতার রচয়িত্রী চন্দ্রমাধব বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্র বাবুর কন্যা। কবিতাটী লেখিকার প্রাণের কথা, সুতরাং অবিকল অনুবাদ সম্ভবপর নহে বলিয়া কেবলমাত্র আমরা সর্ব্ব সাধারণের অবগতির জন্য যথাসাধ্য ভাবার্থই দিলাম। হিন্দু রমণীরা রীতিমত শিক্ষা পাইলে যে রূপ বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিতে পারে এই কবিতাটী তাহার অন্যতম প্রমাণ বোধেই আমরা ইহা প্রকাশ করিলাম।

কোথা ওগো দাদামণি।

(১)

করিলে প্রয়াণ যবে কহিলে না বিদায়ের বাণী,
ছিলে মগ্ন শান্ত ঘুমঘোরে,
রে'খে গেলে সবাকারে হেথা, মরম বেদনা হানি,
তীব্র শোকে অশ্রুরাশি ঝ'রে

(২)

সকলেরি দগ্ধপ্রাণ শুনিবারে করে আন্‌চান্‌
অন্তিমের আশীষ বচন;
একবার দেখিবারে চাহে তব মুরতি মহান্‌
দুর্গতির সময়ে এখন।

(৩)

পাব না, পাব না, পাব নাকি আর, শুনিতে তোমার
সেই সুললিত স্নেহ স্বর
আমাদের আনন্দের মাঝে, আশার ও সান্ত্বনার
জীবনের দুঃখ পথোপর'।

(৪)

কে ভাল বাসিবে বল কেহ আর নাহি এ ধরায়,
তব স্থান করে সম্পূরণ।
কা'র কোলে ছুটে যা'ব পক্ষ ঢাকি রক্ষিবে কুলায়
দুঃখ কষ্ট আসিবে যখন।

(৫)

ঊর্দ্ধ অন্তরীক্ষ হ'তে দেখ ওগো, দেখ একবার
সপ্ততিপরা সঙ্গিনী তব,
পরিত্যক্তা ধূলি-বিলুণ্ঠিতা ঝরে অশ্রু অনিবার
কি যে এবে দশা তাঁর ভাবো।

(৬)

কি সান্ত্বনা দিব তাঁরে নিধি তাঁর লুপ্ত হ'য়ে গেছে
কাঁদে ওগো, কাঁদে অহর্নিশি,
আজীবন সে ক্রন্দন তুমি বিনা কেবা বল মোছে
যাবৎ না অনন্তেতে মিশি।

৭।

অন্তরের প্রিয়! যেখানেই যা'ও, ভূলোকে, গোলকে,
ওগো! কাঁদিব তোমারি তরে,
ওগো রাখিব তোমারি স্মৃতি সবে মিলি ঘিরি বুকে
যত স্নেহ আছে চিত্ত ভ'রে।

৮।

বুক ফাটা বিষাদের বর্ণিবার কোথা পা'ব কথা ?
তেমতি সে শোক আঁখি বারি,
খালি হ'য়ে গেছে প্রাণ প্রশস্ত প্রান্তর থাকে যথা,
তুমি শুধু দেখ গো বিচারি।

৯।

অশরীরী পূত আত্মা তব ভ্রমিতেছে চারি ভিতে
রক্ষিতেছে সদা আমাদেরে,
অক্ষয় সে ভালবাসা লুপ্ত নহে এ জগৎ হ'তে,
ভাসিতেছে মহাকাশ জুড়ে।

১০।

প্রণমি তোমার পদে একমাত্র তুমি সে সম্মানী
হে পিতৃ পুরুষ কুল ধন,
বর দাও পারে যেন তব সনে মিলিতে পরাণী
শেষ দিন আসিবে যখন।

১১।

তোমারে গঠিল বিধি পবিত্রতা মাখাইয়ে কত
তুমি তাঁর গর্ব্ব আদরের,
কনকের সিংহাসন, তব তরে আছে সুসজ্জিত
পা'বে যেথা শান্তি অনন্তের।

১২।

হে প্রতিভূ, হে দয়াল, সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বান্ধব আমার,
লক্ষ্য রেখো যেখানে থাকিও,
সাধি যেন প্রতি কার্য্য প্রতি বাক্য আদেশে তোমার,
হৃদি তল উজলি রাখিও।

স্যার চন্দ্রমাধব বাবুর মৃত্যুতে কলিকাতা এবং অপরাপর স্থানে, এমন কি বঙ্গের বাহিরেও শোক সভা হইয়াছিল এবং স্কুল কলেজ ও আদালত বন্ধ হইয়াছিল। তবে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার উদ্যোগে ১৯১৮ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাতা ওভারটুন হলে একটী বিরাট শোক সভা হইয়াছিল। তাহাতে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মতিলাল ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাবু রাজকৃষ্ণ দত্ত, বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বাবু বিপিনচন্দ্র পাল, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, ডাক্তার চুনীলাল বসু রায় বাহাদুর, বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু, বাবু শরৎ চন্দ্র রায় চৌধুরী, বাবু মন্মথমোহন বসু প্রমুখ অনেক প্রসিদ্ধ বক্তা হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন।

নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল :—

"কায়স্থ কুল ভাস্কর, ভারত প্রথিত যশ, অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ও স্বনামধন্য স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গদেশের নানাস্থানের কায়স্থ মহাশয়গণ সমবেত হইয়া গভীর মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিতেছেন। স্বর্গগত মাননীয় স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় জীবৎকালে উচ্চতম বিচারালয়ে প্রধান বিচারপতির আসন সমলঙ্কৃত করিয়াও নানাবিধ রাজকার্য্যে ও নানাপ্রকার সামাজিক হিতকর কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া তাঁহার কর্ম্মময় জীবনে যে মহান্ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের দেশবাসীর সকলেরই অনুসরণীয়। তাঁহার অকৃত্রিম সরলতা, সৌজন্য ও মহানুভবতা প্রভৃতি গুণে দেশমধ্যে সকলেই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত। অদ্যকার এই কায়স্থ জাতির বিরাট সভা স্বর্গীয় মহাত্মার বিবিধ সদ্গুণ

স্মরণ করিয়া তাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র কায়স্থ জাতির যে গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে, তাহার বিষয় শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে লিপিবদ্ধ করিতেছেন।"

চন্দ্রমাধব বাবুর মৃত্যুতে তাঁহার ঢাকা বিক্রমপুর ঘোলঘরের (স্বগ্রামস্থ) ব্যক্তিগণ ও পার্শ্ববর্ত্তী বহুগ্রামের লোক মিলিত হইয়া যে শোকসভা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি যে দেশের কিরূপ শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন তাহা সহজেই বুঝা যায়। বাবু শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তৃতার কিয়দংশ আমরা লিপিবদ্ধ করিলাম :—

"বঙ্গের গৌরব রবি অস্তমিত, ঘোলঘর অন্ধকার।"

"এই মহাপুরুষের স্থানে লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়ে মিলিত হইয়া সাম্যভাবে বাস করিতেন।"

"স্বগ্রামে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। অনাথা জ্ঞাতি ও আত্মীয়ের আজীবন খোরপোষের বন্দবস্ত করিয়া গিয়াছেন।"

"কোন দিন কোন প্রজার নিকট বাজে টাকা আদায় করেন নাই, ১৩১০ সালে তিনি বহু প্রজার খাজনা মাপ করিয়াছিলেন। রাম রাজ্যের ন্যায় প্রজারা তাঁহার অধীনে সুখে বাস করিত।"

চন্দ্রমাধব বাবুর মৃত্যুতে টাউনহলে ১৯১৮ সালের ৩রা এপ্রিল বুধবার এক বিরাট স্মৃতি সভার অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে তদানীন্তন বঙ্গের লাট সাহেব রনাল্ড্‌সে বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মহারাজা বাহাদুর স্যার প্রদ্যোৎকুমার

ঠাকুর, নদীপুরের মহারাজা রণজীৎ সিংহ বাহাদুর, জজ গ্রীভ্‌স্‌, জজ সামসুল হুদা, স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ আর, ডি, মেটা, নবাব আব্দার রহামান খাঁ বাহাদুর, মৌলভী ফজলাল হাক্‌ সাহেব ও স্যার বিনোদ চন্দ্র মিত্র প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল :—

"This meeting of the Citizens of Calcutta place on record their deep sense of sorrow at the death of their illustrious fellow citizen Sir Chunder Madhub Ghose."

"This meeting resolve to perpetuate the memory of Sir Chunder Madhub Ghose by a suitable memorial by public subscription."

উক্ত সভায় তাঁহার স্মৃতিরক্ষা কল্পে নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে লইয়া একটী সভা গঠিত হইয়াছিল।

স্যার সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার কে, জি, গুপ্ত, স্যার কৈলাশচন্দ্র বসু, স্যার বি, সি, মিত্র, দেশবন্ধু সি, আর, দাস, বাবু সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ, কুমার মন্মথনাথ মিত্র, স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র, রায় বাহাদুর হরেরাম গোয়েঙ্কা, প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

উক্ত স্মৃতি সমিতি বহু টাকা সংগ্রহ করিয়া একটী প্রস্তর মূর্ত্তি খোদিত করাইয়া হাইকোর্টের সাধারণ সোপানোপরি সংস্থাপন করিয়া চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। জন সাধারণ হাইকোর্ট প্রাসাদে উঠিবার কালীন সেই মহিমাময় মহাপুরুষের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি বহুক্ষণ নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকে, সেই মহাত্মার

গুণাবলী যুগপৎ স্মৃতিপটে সকলেরই উদিত হয়। এই প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপিত হইবার পর হইতে হাইকোর্টের প্রাসাদে অপর প্রস্তর মূর্ত্তির প্রতি আর কেহ বড় অবলোকন করে না।

—০—

চন্দ্রমাধব বাবুর মৃত্যুতে সংবাদ পত্রের সম্পাদকরা নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

THE BENGALEE.

Tuesday, January 22nd, 1918.

By his death has passed away one who was not only an eminent lawyer, a distinguished judge, a keen social reformer but a man of sterling worth, of striking individuality, who may truly be called one of the greatest sons that Bengal has produced. He has died full of years and honours having attained the ripe old age of eighty and the distinction of being the second Indian to act as the Chief Justice of Bengal. His career as a Judge of the High Court for twenty-two years was a remarkable one. He maintained the dignity of his office by his even-handed dispensation of justice, inspired with thorough up-rightness, keen judicial acumen, and uncompromising independence. The honoured name of Mr. Justice Ghose was synonymous with all that was best and noblest on the Bench

and carried great respect among the members of the Bar, the litigants and the outside public. His legal knowledge was wide and extensive and he brought a keen, cultivated and alert mind to bear upon the knotty problems that came up before him for adjudication. The litigants were satisfied that their case was before a Judge who could never wilfully do a wrong and who was thoroughly capable of dealing with tangled and complicated legal problems. His ability, conscientiousness, strong, erect and unbending individuality won for him, in an unstinted measure, the esteem, respect and confidence of the public. But though great as a judge, he was even greater as a man. He possessed a sweet, simple and charming character that attracted hosts of admirers. He was deeply interested in questions of social reform and presided over the Indian National Social Conference held at Calcutta in 1906. In his own community, he was ever strongly in favour of unity and the fusion of the sub-sections among the Kayasthas and himself showed the way in his family. He had his heart in the political advancement of the country and from his position of detachment, exercised influence which produced considerable effect. Though bent under the weight of years and infirmities, he came out of the seclusion of his sick chamber to preside recently over the

Town Hall meeting for expressing the sense of the community at Mrs. Besant's release from internment. He was indeed, a true-hearted patriot, his native place Vikrampore occupying a large place in his affections and its progress ever claiming a large share of his attention, and despite his old age, he always made it a point to attend the meetings of the Vikrampore Sammilani and the East Bengal Club. An estimable and a good man has passed away, leaving a void which it will indeed, be difficult to fill. We deeply regret his death, specially as men of his stamp are rapidly getting rare every day. When we think of him, we cannot but contemplate how much solid learning, manly independence, sweetness of disposition, engaging manners and a rebust heart that beat in unison with his country's advancement, have passed away with him.

Reference at High Court.

A large number of Barristers, Vakils, Attorneys, Officers of the High Court, Clerks and the litigant public assembled at the Chief Justice's Court room on Monday morning when all the Judges of the High Court assembled there to express their heartfelt sorrow, through their Chief at the sad death of Sir Chunder Madhub Ghose.

His Lordship the Chief Justice said :

"My learned brothers and I desire to express our great regret at this occurrence and at the same time to extend our sincere sympathy to the members of the family of Sir Chunder Madhub at the loss which they have thereby sustained.

I am sure you will all agree with me when I say that during these years he did much valuable and useful work in this Court. He was noted as a sound lawyer and he possessed that most important qualification of being able to apply his general knowledge of law to the facts of special and particular cases. He was further noted for the great care which he devoted to the cases which came before him for the application of much common sense with which he was gifted and for the unfailing courtesy which he displayed to those who had the privilege of practising before him. By his life's work he laid the people of this country and the members of the legal profession under a very considerable debt to him for during the whole of his long career on the Bench he laboured to maintain and succeeded in maintaining the high traditions of this Court which are of such great value and importance to this country."

The Hon'ble Mr. B. Chakravarti said : "My Lords : On behalf of the Bar I express my

sorrow and regret at the death of Sir Chunder Madhub Ghose.

He was a painstaking Judge and he always took a broad and commonsense view of the matter and tried to do justice between man and man to the best of his abilities. In 1885, as I have already stated, he was raised to the Bench and in 1906 he officiated as the Chief Justice."

Babu Baidya Nath Dutt on behalf of the Vakils, said:

"His death has not only removed a distinguished Judge and a Pleader but has caused a gap which will not be so easy to fill in.

As a Judge undoubtedly he was exceedingly distinguished, as a lawyer there was hardly any person like him but as a gentleman, I submit, there was hardly any man to equal him either in sympathy or in the manner in which he won the heart of all who came in contact with him.

I submit with confidence that a gentleman like him is not easily to be found either in the profession or outside the profession."

Babu Kali Nath Mitter said: "My Lords: On behalf of the Incorporated Law Society of Calcutta I beg to associate myself with everything that has been said by your Lordship the Chief Justice and by the other two speakers. Belonging to a humbler branch of the profession

I cannot venture to say, probably it will be presumtuous on my part to say, much of Sir Chunder Madhub Ghose's legal acquirements, but with confidence I can say that the litigant public had unbounded confidence in him as a Judge. He was courteous and suave in his manners. I knew him as a friend, as a sincere friend, and all I can say is that the Kayastha community has suffered a loss which is irreparable."

৺স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ।

১৯১৮ সালের ২১শে জানুয়ারী তারিখের নায়ক পত্রে লিখিত হইয়াছিল :—

বাঙ্গালীর একটি মাথার মণি খসিয়া পড়িল।

বাঙ্গালীর ভীষ্মদেব যেন স্বেচ্ছায় মহানিদ্রায় শয়ন করিলেন-আর জাগিলেন না। স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ আশীবৎসর বয়ক্রম পূর্ণ করিয়া গত ২১শে জানুয়ারী, শনিবার, রাত্রি আড়াইটার সময়ে সত্যই যেন স্বেচ্ছায়, সুখে দেহত্যাগ করিয়াছেন। জীর্ণদেহে পরমাত্মপুরুষ যেন থাকিতে চাহিলেন না, তাই সুখশয্যায় শয়ন করিয়া মহানিদ্রায় আবিষ্ট হইলেন, আর উঠিলেন না। মৃত্যুর জ্বালা নাই, যন্ত্রনা নাই, তেমন প্রকট কোন রোগ নাই, বাঙ্গালার ঋষিকল্প বৃদ্ধ যেন নিঃশব্দে অনন্তধামে চলিয়া গেলেন।

শোক করিব কেন? মানুষ ত অমর হইয়া দেহ ধারণ করে না! মানুষ মরিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং কাহারও মৃত্যুর জন্য শোক করিতে নাই। শোক করিতে হয়, দুঃখ করিতে হয়, অকালে কাহারও মৃত্যু ঘটিলে। স্যার চন্দ্রমাধব পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, প্রদৌহিত্র প্রভৃতি সোণার সংসারের সুখের হাট বাজার পাতাইয়া রাখিয়া জরার সূচনাকালে অশীতিপর বৃদ্ধ হইয়া মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ইহাত সুখের মরণ—আনন্দের মরণ। ইহার জন্য শোক করিব কেন? এমন মরণ বাঙ্গালার কয়জনের ভাগ্যে ঘটিয়াছে? কথায় আছে—"পুত্রেযশসি তোয়েচ নরাণাং পুণ্য লক্ষণং"—যাহার সৎপুত্র থাকে, যাহার সুযশে দশ দিক সদা আমোদিত থাকে, যাহার খাত জলাশয়ে সুপেয় পানীয় পূর্ণ হয়, সেই ত পুণ্যবান—ভাগ্যবান পুরুষ। স্যার চন্দ্রমাধবের ভাগ্যে এ কয়টিই ঘটিয়াছিল। তিনি তাঁহার দীর্ঘজীবন সুখে, আনন্দে, ঐশ্বর্য্যে উপভোগ করিয়াছেন; কার্য্যক্ষেত্রে তিনি অসীম যশস্বী ছিলেন, তাঁহার তুল্য হাইকোর্টের উকীল, হাইকোর্টের জজ, কয়জন হইতে পারিয়াছে? স্যার রমেশচন্দ্রের পরই স্যার চন্দ্রমাধবের নাম স্বতঃই মুখে ফুটিয়া উঠে। তাহার পর যোগ্য পুত্র ও পৌত্রদিগকে, প্রপৌত্রীদিগকে ক্রোড়ে করিয়া বার্দ্ধক্যের সুখ পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করিয়া তিনি লোকান্তরে গিয়াছেন। ইহা ত সুখের মৃত্যু, শ্লাঘার মৃত্যু, পূর্ণ পুণ্যের পরিচায়ক মৃত্যু। এমন মরণে কি শোক করিতে আছে!

কিন্তু আমাদের বাঙ্গালী জাতির যাহা গেল তাহা ত আর

হইবে না। অতীত এবং বর্ত্তমানের মধ্যে সুবর্ণ শৃঙ্খল তিনি, তাঁহার মত প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ, প্রতিভাশালী বাঙ্গালী আমাদের মধ্যে আর ত নাই। স্যার রাসবিহারী, স্যার গুরুদাস চলিয়া যাইলে সে পুরাতন পুরুষকারের পরম্পরা একেবারেই ছিন্ন হইয়া যাইবে। আমাদের যে একটা উজ্জ্বল অতীত ছিল, তাহার কোন চিহ্ন, কোন নিদর্শন, পারম্পর্য্যের কোন বিন্যাস আমাদের মধ্যে থাকিবে না। জাতির উদ্ভাবনী শক্তিতে রণ্ডাদোষ আসিয়া প্রকট হইয়াছে। যে বড় হইতেছে, সেই একা বড় হইয়া উঠিতেছে, নিজের মতন, এক অপূর্ব্ব মনীষাসম্পন্ন পুরুষ হইয়া উঠিতেছে! যেন স্বর্গের পারিজাত মর্ত্ত্যে আসিয়া একবার ফুটিয়া উঠিল, অপূর্ব্ব সৌরভে দশদিক আমোদিত করিল, শেষে যখন চলিয়া গেল তখন কেবল পাল্‌দে মাদার রাখিয়া গেল! তেমন ফুল আর ফুটিল না; তেমনটি আর হইল না! ইহাকেই বলে জাতির রণ্ডাদোষ! এমনই একে-একে বাঙ্গালার উজ্জ্বল মাণিক সকল খসিয়া পড়িতেছে, আর বাঙ্গালার অথর্ব্বতার পরিচয় পাইয়া আমরা মুহ্যমান হইতেছি! স্যার চন্দ্রমাধবের মতন তেজস্বী, নিরপেক্ষ বিচারক আর পাইব কি? অমন একটা হিন্দু গৃহস্থালীর কর্ত্তা পাইব কি? কেশবচন্দ্রের মৃত্যুর পর হইতে এই ক্ষোভ এবং এই দুঃখই বাঙ্গালার লেখকগণ করিয়া আসিতেছেন; নূতন কথা বলিবার নাই, কেহ বলেও নাই।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার অপর দুই ভাইকে এ শোকাপনোদনের চেষ্টায় কোন প্রকার বুঝান কথা বলিবারও প্রয়োজন নাই। তাঁহারা বড় বাপের বেটা হইয়াছেন, সে

পিতা স্বীয় পুণ্যবলে সংসারের সকল সুখভোগ করিয়া জরার প্রথমে যেন নিঃশব্দে স্বর্গারোহণ করিলেন। এমন পিতৃবিয়োগের সান্ত্বনা করিতে নাই। এই শোক হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখিতে হয়। কেবল তোমরাই কেন, বাঙ্গালার ইংরেজি শিক্ষিত সম্প্রদায়েই সকলকেই এই শোক হৃদয়ে পোষণ করিয়া রাখিতে হইবে। ইহা শোকও বটে, সুখস্মৃতিও বটে। ইহা যত দিন সজীব থাকিবে তত দিনই আমরা পুরাতনকে চিনিবার সামর্থ্য হারাইব না। ভুলিও না বাঙ্গালী, তোমাদের এক স্যার চন্দ্র-মাধব ছিলেন। তাহা হইলে মনে থাকিবে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম প্রভাতে বাঙ্গালা কেমন হইয়াছিল,—কেমন ছিল! সে প্রভাতের স্মৃতি সজীব থাকিলে এই মধ্যাহ্নের মার্ত্তণ্ড তাপ অল্পায়াসে সহ্য করিতে পারিবে!"

২২শে জানুয়ারী, ১৯১৮, তারিখের বসুমতী পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল :—"বাঙ্গালার আর একটী নক্ষত্র খসিল। সারদাচরণ মিত্রের শোক ভুলিতে না ভুলিতেই স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ আমাদিগকে ফেলিয়া চলিয়া গেলেন।"

চন্দ্রমাধব বাবুর দানসাগর শ্রাদ্ধ অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। হাইকোর্টের জজেরা, উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, ব্যবসাদার, গণ্যমান্য বহু হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, জৈন, ক্রিশ্চান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়াছিলেন। নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানের প্রায় ৫০০ পাঁচশত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত যথোচিত বিদায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রাদ্ধে বেদপাঠ হইয়াছিল। প্রায় দশ হাজার কাঙ্গালী পরিতৃপ্ত সহকারে

আহার করিয়াছিল এবং প্রত্যেকেই টাকা এবং কম্বল পাইয়াছিল। প্রায় দেড় হাজার ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়াছিলেন।

মধুর মৃদঙ্গ বোল,
নাম কীর্ত্তনের রোল—"

সমস্ত পল্লীকে মুখরিত করিয়াছিল। কালীঘাটের রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটী শোক গীতি গাহিয়াছিলেন :—

"স্বরগ দেবতারূপে এসেছিলে মহীতলে
অকলঙ্ক শশধর কীর্ত্তির কিরণ জালে,
নীরবে করুণা দানি রক্ষিয়াছ কত প্রাণী
চন্দ্র সম, প্রীতি দান, না রাখি অন্তরান্তরে।
'চন্দ্রমাধব' নাম তব সার্থক গাহিল ভব
ভুঞ্জ এবে চির শান্তি, নিজ পুণ্য কর্ম্মফলে।"

কোষ্ঠী বিচার।

কোষ্ঠী বা Horoscope সম্বন্ধে অনেকরূপ মত বাদ শুনা যায়। কেহ বিশ্বাস করেন কেহ বা বিশ্বাস করেন না। অনেকের মতে গণিত জ্যোতিষ বিশ্বাস্য এবং ফলিত জ্যোতিষ সন্দেহযুক্ত। গণিত জ্যোতিষ (astronomy) এবং ফলিত জ্যোতিষ (astrology) পরস্পরে সহোদর সম্পর্ক। অঙ্ক শাস্ত্র যে উভয়েরই জনক তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। গণিত জ্যোতিষের ফলাফল নির্ভুল গণনার উপর নির্ভর করে। সুতরাং অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। কিন্তু ফলিত জ্যোতিষে নির্ভুল

গণনার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময়ে (assumption) অনুমানের উপরেও নির্ভর করিতে হয়। জ্যোতিষের মতদ্বৈধতা সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তবে আমরা চন্দ্রমাধব বাবুর কোষ্ঠী যাহা পাইয়াছি তাহার সংক্ষিপ্ত বিচার ফল সাধারণের অবগতির জন্য লিপিবদ্ধ করিলাম। তাঁহার কোষ্ঠীর ফল তদীয় জীবনে যেরূপ ভাবে ফলিয়াছিল তাহাতে জ্যোতিষ শাস্ত্রে শ্রদ্ধান্বিত না হইবার উপায় নাই। জ্যোতিষ শাস্ত্রের পোষকতায় ইহা একটী অখণ্ডনীয় নজীর।

রাশিচক্র
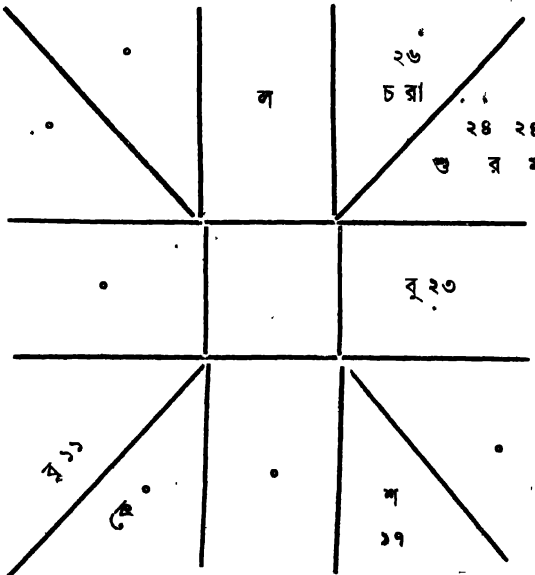
১। নবমপতি বৃহস্পতি, পঞ্চমপতি রবি, লগ্নপতি মঙ্গল এবং সপ্তমপতি শুক্র পরস্পর সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়ায় প্রবল রাজ যোগ হইয়াছে এবং সে রাজ যোগ কোন ত্রিষড়ায় পতি সম্বন্ধে দুষ্ট হয় নাই।

"কেন্দ্র ত্রিকোণাধিপয়োরেকত্বে যোগকারকৌ।
অন্য ত্রিকোণপতিনা সম্বন্ধো যদি কিং পরম্॥"

(পরাশর)

১। লগ্নপতি ও দশমপতি ক্ষেত্র বিনিময় সম্বন্ধ করিয়াছে— ইহাও রাজযোগ।

৩। একাদশে (লাভ স্থানে) রবি মঙ্গলের যোগে ধনবান যোগ হইয়াছে।

৪। তপঃ স্থানাধিপ বৃহস্পতি ও মন্ত্র স্থানাধিপ রবি পরস্পর পূর্ণ দৃষ্টি করায় প্রবল ধনযোগ হইয়াছে।

"তপঃ স্থানাধিপো মন্ত্রী মন্ত্রাধীশো বিশেষতঃ
উভাবন্যান্য সংদৃষ্টৌ জাতশ্চেদিহ রাজ্যভাক্॥
যত্র কুত্রাপি সংযুক্তৌ তৌ বাপি সমসপ্তমৌ।
রাজবংশোদ্ভবো বালো রাজা ভবতি নিশ্চয়ঃ॥"

(পরাশর)

৫। দ্বাদশে চন্দ্র রাহু যুক্ত থাকায় অত্যন্ত ব্যয় বাহুল্য করিয়াছে।

৬। একাদশস্থ মঙ্গলে জামাতৃহানিত্ব যোগ সূচিত হইয়াছে।

৭। বৃহস্পতি ও মঙ্গল পরস্পর যোগ হইয়া গুরুভৌমযোগ রূপ ধনজন যোগ করিয়াছে।

"গুরু ভৌমৌ যদা যুক্তৌ গুরু দৃষ্টোঽথবা কুজঃ।
হত্বারিষ্টমশেষঞ্চ জনন্যাঃ শুভকৃদ্ভবেৎ॥"

(পরাশর)

৮। দশমস্থ বুধ, শনি চন্দ্রের সহিত শুভ সম্বন্ধ করিয়া আইন ব্যবসায় লিপ্ত করাইয়াছিল।

৯। দশমপতির দশমে প্রবল রাজ যোগকারী বৃহস্পতি থাকিয়া কর্ম্ম স্থানকে বিশেষ বলশালী করিয়াছে।

১০। ধর্ম্মাধিপ বৃহস্পতির ধর্ম্মস্থানে পূর্ণ দৃষ্টি আছে।

ঐ গুলি চন্দ্রমাধব বাবুর কোষ্ঠীর বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়, এতদ্ব্যতীত যে সকল বাঁধী গত আছে তাহা বাহুল্য ভয়ে আমরা দিলাম না। প্রাচ্য জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপরোক্ত বিচার প্রতীচ্য জ্যোতিষের সহিত যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে তাহাও আমরা পাঠকগণের কৌতুহল নিবারণার্থ দেখাইতেছি। সুতরাং যে বৈজ্ঞানিক নিয়মে এই জ্যোতিষশাস্ত্র ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে তাহা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতেরা সম্যকরূপে আলোচনা করিয়া এই শাস্ত্রের সারবত্তা প্রমাণ করিয়াছেন। আমরাও চন্দ্রমাধব বাবুর কোষ্ঠী বিচারে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জ্যোতিষের মতের মিলন ও ফলাফল দেখিয়া সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি।

উক্ত ৮ম দফায় প্রাচ্য জ্যোতিষের মতে যেমন চন্দ্রমাধব বাবুকে আইন ব্যবসায় লিপ্ত করিয়াছিল তেমনি পাশ্চাত্য জ্যোতিষের মতে দেখা যায়:—

"বুধ দশমে থাকিয়া চন্দ্রের সহিত Sextile (তৃতীয় একাদশ সম্বন্ধ) স্থাপনকরায় প্রবল বাগ্মী-যোগ হইয়াছে।

"দশমস্থ বুধ দশমাধিপ শনির সহিত Sextile (তৃতীয় একাদশ সম্বন্ধ) করায় আইন শাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শিতা সূচিত করিতেছে।"

উক্ত ৪র্থ দফায় হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্র বলিতেছে যে অসম্ভব ধনযোগ করিয়াছে এবং রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য্য দিয়াছে।

পাশ্চাত্য জ্যোতিষ বলিতেছে :—

"লগ্নের সহিত বৃহস্পতির trine (পঞ্চম নবম সম্বন্ধ) এবং শুক্র ও রবির Sextile এবং চন্দ্রের ৩০° সম্বন্ধ আছে। লগ্নের সহিত সমস্ত প্রধান গ্রহের এরূপ সম্বন্ধ ভাগ্যস্থানকে অত্যন্ত বলবান করিয়াছে।"

মোটামুটী আমরা দেখিলাম যে চন্দ্রমাধব বাবুর কোষ্ঠী খানি তাঁহার জীবনে ফলদায়ক হইয়াছিল।

আইন ব্যবসা, বাগ্মীতা, ধন বল, জনবল, মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তি সমস্তই ফলিয়াছিল। ধর্ম্মস্থানও শুভপ্রদ বলিয়া তিনি ধার্ম্মিক ছিলেন এবং ধর্ম্মাধিকরণের উচ্চ বিচারাসন ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে তাঁহার প্রতিভূ স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। কোষ্ঠীর ভাল দিকটাও যেমন ফলিয়াছিল, মন্দ দিকটাও যে ফলিয়াছিল তাহা তাঁহার দুইটী জামাতার অকাল বিয়োগেই প্রতীয়মান হয়।

উপরোক্ত কোষ্ঠী উদ্ধার ও বিচার বিষয়ে আমার সহায়ক প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জ্যোতিষ শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ দিল্লী হিন্দু কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক শ্রীমান প্রফুল্লকুমার বসু এম, এ।

উপসংহার

জাতির খ্যাতি ব্যক্তির জয়যুক্ত জীবনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। ব্যষ্টির বিকাশেই সমষ্টির গৌরব। ব্যক্তিগত যশঃসৌরভে জাতির কীর্ত্তি প্রোজ্জ্বল হয়। বিশ্ববিশ্রুত বঙ্গদেশ বহু দিন হইতে সুনাম অর্জ্জন করিয়া আসিতেছে তাহার সন্তানগণের দিগন্তব্যাপী সুযশে। যে কোন ক্ষেত্রেই বাঙ্গালীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব, এমন কি বিদেশেও বাঙ্গালী প্রতিপক্ষকে জয় করিয়া বিজয়শ্রী-মণ্ডিত হইয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছে। পরাধীন বাঙ্গালীর সমরাঙ্গনে প্রবেশ নিষেধ, নতুবা বীরত্বেও বাঙ্গালী যে বিজয় মুকুটে শোভিত হইত না তাহা কে বলিতে পারে? বাঙ্গালীর শক্তি যে দিকে বিকাশিত হইয়াছে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকট অজ্ঞাত নহে, যে যে বাঙ্গালী যে যে বিষয়ে কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন তাহাও সকলেরই নিকট পরিজ্ঞাত। প্রত্যেকের কীর্ত্তির ইতিহাস বর্ণনের স্থান এস্থলে নহে, তবে কেবলমাত্র স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষের কীর্ত্তি কাহিনীই আমরা তাঁহার এই জীবনীতে যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়াছি। যে সকল বিবরণে তাঁহার অন্তরের চিত্রপট খানি আমরা বাস্তব রূপে দেখিতে পাইয়াছি তাহাই বর্ণনা করিয়াছি, যাহাতে তাঁহার বিদ্যা ও জ্ঞানের প্রসারতা দেখিয়াছি তাহাই আমরা সাধারণের সমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছি। তাঁহার প্রতি কার্য্যেই আমরা তাঁহার বিশেষত্ব দেখিয়াছি। **আবাহন** মন্ত্রে তিনি যেন **প্রতিষ্ঠাকে** মূর্ত্তিমতী করিয়াছিলেন। স্বজাতির কল্যাণকল্পে যে গোপন বীজ-

মন্ত্র নীরবে সাধন করিতেন তাহা অম্বরে গম্ভীর নাদে নিনাদিত হইত না। কোন এক সময়ে আমরা দেখিয়াছি যে যখন স্বদেশ প্রেমিক সাধকবৃন্দের ব্যর্থ চেষ্টায় অশান্তি ও কুফল প্রসব করিল, তখন তিনি সকাতরে মর্ম্মাহত হইয়া বলিলেন যে সাধকবৃন্দের মহীয়সী শক্তি বিপথগামী হওয়ায় সাফল্য অর্দ্ধশতাব্দীকাল পশ্চাতে পড়িল। এই সকল ইঙ্গিত বাক্যে আমরা তাঁহার স্বদেশ প্রেমের গভীরতা বুঝিয়াছিলাম। কর্ম্ম করিবার শক্তি, সুশৃঙ্খলে কর্ম্মকে সাজাইবার শক্তি, কর্ম্মের আদর্শ দেখাইয়া কর্ম্মীকে আমন্ত্রণ ও দলপুষ্টি প্রভৃতি শক্তিতে তিনি শক্তিশালী ছিলেন।

মনোবৃত্তির বিকাশে ও ধর্ম্মভাবের স্ফুরণে মানবকে দেবত্বের মহোচ্চ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। বঙ্গ দেশেই তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। চন্দ্রমাধব বাবুও সেই দৃষ্টান্তের অন্যতম আদর্শ পুরুষ এ কথা আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিব।

তৎপরে চন্দ্রমাধব বাবুর সুনাম ও সুযশ হাইকোর্ট রূপ উচ্চ ধর্ম্মাধিকরণের পাষাণ প্রাসাদে যাহা অর্জ্জিত হইয়াছে তাহার বৈশিষ্ট্যই তাঁহাকে ও তাঁহার স্বজাতিকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। বিচার ধর্ম্মের অঙ্গ। চিত্তস্থৈর্য্য, অক্রোধ, সত্যবাক্য প্রয়োগ, ক্ষমা, অহিংসা, সরলতা, জ্ঞানবলে গাম্ভীর্য্য, ধৈর্য্য, নির্ভীকতা প্রভৃতি গুণ বিচারকের চরিত্রে পরিস্ফুট থাকা আবশ্যক। আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে বিচার বা দণ্ড সনাতন রাজ-ধর্ম্মের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। সুর, অসুর, মনুষ্য সকল প্রাণীই দণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া আছে। দণ্ড জাগরিত থাকিয়া সকল প্রজাকেই প্রতিপালন করে। ইহলোকে সমাজে

যাহাতে বা যাহা দ্বারা সমুদয় বশবর্ত্তী হয়, তাহার নাম দণ্ড। যাহাতে ধর্ম্মের লোপ না হইয়া প্রত্যুত তাহার প্রচার হইয়া থাকে তাহাকেই ব্যবহার কহে। ভগবান মনু বলিয়া গিয়াছেন,—যিনি সুবিহিত দণ্ড দান দ্বারা প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তিকে সমভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তিনিই ধর্ম্ম স্বরূপ সুবিচারক। হিন্দু শাস্ত্রও সুবিচারকের পুরস্কার দান করিয়াছেন—ত্রিবর্গ লাভ। **সুতরাং বিধি সঙ্গত বিচার দান, বিচারকের ধর্ম্ম ও পুণ্য অর্জ্জনের প্রধান সহায়।** সুবিচারক চন্দ্রমাধব বাবু যে ধার্ম্মিক নামের সুযোগ্য ছিলেন তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ ছিল না।

দণ্ড একদিকে যেমন ন্যায় ও ধর্ম্মকে রক্ষা করে, তেমনি পাপী ও নিষ্ঠুর ব্যক্তিকে নিপীড়িত করে। দণ্ডের ভয় আছে বলিয়াই সমাজ সুশৃঙ্খলে অধিষ্ঠিত এবং বিশ্ব সংসার দণ্ডের অধীন। প্রজাগণের প্রতিপালন ও তাহাদের স্ব স্ব ধর্ম্মের সংস্থাপন কল্পে ভগবান দণ্ডরূপ ধর্ম্ম সুযোগ্য ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত করেন। ব্যবহার-শাস্ত্র ধর্ম্ম-মূলক। অর্থী ও প্রত্যর্থীর বাদানুবাদ মনস্বী বিচারক ধর্ম্মানুসারেই বিচার করিয়া ব্যবহার-শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করেন।

মনু প্রদর্শিত ধর্ম্ম-মূলক ব্যবহার-শাস্ত্রের সূক্ষ্ম কারণ অবগত হইয়াই চন্দ্রমাধব বাবু স্বেচ্ছাচারী না হইয়া ন্যায় অন্যায় অবধারণ পূর্ব্বক দণ্ডবিধান বা বিচার প্রদান করিয়া গিয়াছেন। আমরা হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী হাইকোর্টের প্রত্যেক বিচারককেই এই পথ অনুসরণ করিতে দেখিয়াছি। বাঙ্গালী বিচারক বিচার আসনকে এই ভাবে সমলঙ্কৃত করিয়া আসিতেছেন বলিয়াই বাঙ্গালী জাতি বরেণ্য।

সমাজ সংস্কারে তিনি অগ্রণী হইয়াছিলেন। সমাজের আবর্জ্জনা

দূরীভূত করিতে মহৎ ব্যক্তিরাই অগ্রসর হয়েন; অপরে তাহার ফলভোগ করে।

রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি যে রাজাকে ও দেশবাসীকে সৎবুদ্ধি প্রদান করিয়া গিয়াছেন তাহাও সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে।

অতএব চন্দ্রমাধব বাবুর মত মহৎ মনস্বী কর্ম্মীর আবির্ভাবে দেশ যে লাভবান হইয়াছিল তৎবিষয়ে সন্দেহ নাই এবং তাঁহার তিরোভাবে দেশের যে ক্ষতি সাধিত হইয়াছে তাহাও আর পূরণ হইবার নহে।

রাজা তাঁহাকে গুণের পুরষ্কার স্বরূপ 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন, বান্ধবগণ তাঁহার স্মৃতি জাগরূক রাখিবার জন্য হাইকোর্টের প্রাসাদে মর্ম্মর মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, ভগবান তাঁহার পুণ্য কার্য্যের পুরষ্কার কোন্ অমরলোকে সাজাইয়া রাখিয়াছেন তাহা আমরা বলিতে পারি না, তবে কল্পনালোকে যেন দেখিতে পাইতেছি সেই বিভাসিত করুণার প্রতিমূর্ত্তি কল্প লোকে জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে।

জানি না মহামানবের অমর আত্মার মহানির্ব্বাণ হয় কিনা? যদি হয় তাহাতে আমাদের ক্ষোভ নাই, আর যদি এই মহান্ আত্মার পুনরায় দেহ ধারণ করিবার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে আমরা কায়-মন-বাক্যে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যেন তাঁহার ন্যায় মহান্ ব্যক্তি এই বঙ্গদেশেই আবির্ভূত হউন। ভগীরথ সেই পবিত্র আত্মার আগমন বার্ত্তা কম্বু নিনাদে ঘোষণা করুক। দেশ পুনরায় জয়যুক্ত হউক। দেশবাসীর বক্ষ গৌরবে ভরিয়া উঠুক।

পরিশিষ্ট

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে চন্দ্রমাধব বাবু যখন বৰ্দ্ধমানে সরকারী উকীল ছিলেন তখন বরিশালের ডেপুটী কালেক্‌টারের পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু কিছুদিন চাকরী করিবার পর তাঁহার পদচ্যুতি ঘটে। কি কারণে যে পদচ্যুতি ঘটে তাহা তাঁহাকে তখন জানান হয় নাই। কেবলমাত্র নিম্নলিখিত পত্র খানি তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

From J. Munro, Esq., Officiating Under-Secretary to the Government of Bengal, to Baboo Chunder Madhub Ghose, Government Pleader, Zillah Court, Burdwan,—(No 1272B., dated Fort William, the 4th October 1861.)

REVENUE.

SIR—I am directed by the Lieutenant-Governor to inform you, that your appointment of the 6th ultimo to officiate as a Deputy Magistrate and Deputy Collector in Backergunge has been cancelled.

তিনি এই পত্রের উত্তরে যাহা লিখিয়াছিলেন আমরা তাহা তাঁহার পত্রের অনুলিপি মুদ্রিত করিলাম।

From Baboo Chunder Madhub Ghose, Government Pleader, Zillah Court, Burdwan, to E. H. Lushington, Esq., Secretary to the

Government of Bengal,—(dated Calcutta, Sudder Court, the 6th November, 1861.)

SIR—My appointment to officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector in the district of Backergunge having been cancelled (Under-Secretary, Mr. Munro's letter No 1272 B.) without reason assigned or explanation called for, I cannot but assume that the disgrace, expense, and anxiety, which have been thus caused to me, are occasioned by a representation of Mr. Hogg, Collector of Burdwan, of which that officer, forwarded to me a copy (hereto annexed) shortly after joining my appointment, now cancelled.

I am no more grieved than astonished at the sweeping charges made against me ; nor do I wish (unless ordered) to resume my permanent appointment of Government Pleader, until the unjust reproach and stigma (as I humbly contend) under which I feel I now labour has been removed. I have already made a written explanation to the Commissioner, of what, I presume, may be alleged as grounds of complaint against me : but I respectfully contend that some specific statement is due from a public officer, before any other than a menial can be fined and publicly disgraced as I have been. My mere pecuniary loss (*i. e.*, outlay) considera-

bly exceeds at present Rs. 200. I submit that neither Mr. Hogg's narrative of misconduct nor any conduct of a similar character, however culpable, if it entailed no loss, and was not both wilful and habitual,' could justify his severe sweeping censure, much less the punishment already inflicted on me. I plead guilty to nothing, but one (and that a very venial if not trivial) omission during my incumbency of 16 months. I fearlessly appeal both to the Judge and to the late Collector Mr. Birch for a character, and to records and facts for my deserts.

I therefore most respectfully beg of His Honor the Lieutenant-Governor that an enquiry be instituted ; that should the sweeping charges, which have been attended with such ruinous consequences to me, not be fairly substantiated, the injury done to my official character, at least, may be repaired. This I ask as an act of justice.

তাহার পর তিনি জানিতে পারিলেন যে বর্দ্ধমানের অস্থায়ী কালেকটার হগ্ সাহেব (Mr. G. S. Hogg) বর্দ্ধমানের কমিশনার সাহেবকে (Mr. G. Plowden) ১৮৬১ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখে চন্দ্রমাধব বাবুর সরকারী ওকালতী কার্য্য করিবার সময় কতকগুলি মোকদ্দমা দায়ের করিতে বিলম্ব করিয়াছিলেন সুতরাং তিনি ভৎসনার্হ।

সরকারী কর্ম্ম বিভাগের দস্তুর অনুসারে কোন নিম্ন পদস্থ কর্ম্মচারীর দোষ বা ক্রটী যদি কোন উচ্চ কর্ম্মচারীর মনে ধারণা হয় তবে তাহা ন্যায়ান্যায় বিচার করা অথবা অপরাধীকে সাফাই গাহিবার অবসর না দিয়া সরাসরি একতরফা. বিচার করিবার সম্পূর্ণ অধিকার কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে ন্যস্ত থাকার জন্য অর্থাৎ Office discipline রূপ উচ্চ কর্ম্মচারীদের কতকটা একাধিপত্য বিস্তারের জন্য তৎক্ষণাৎ অপরাধীর যে কোন দণ্ড হইতে পারে। অপরাধ আরোপিত ব্যক্তির আবেদন, নিবেদন, কৈফিয়ৎ, সাফাই সমস্তই একেবারে শীর্ষ কর্ম্মচারীর হস্তে যাইবে না, তাহাও তাহারই ফরিয়াদী (complainant) উপরিতন কর্ম্মচারীর হাত দিয়াই পাঠাইতে হইবে (ইহাকে proper channel বা উপযুক্ত প্রণালী বলে)। অতএব চন্দ্রমাধব বাবু সরকারী ওকালতী কার্য্যে মোকদ্দমা দায়ের করিতে দেরী করিয়াছেন বলিয়া তিনি ওকালতী হইতে যে বিভিন্ন প্রকারের ডেপুটী কালেকটারীর কার্য্য তাহা করিতে তিনি অক্ষম।

সুতরাং—কালেকটারের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখের পত্র পাঠ মাত্র (অর্থাৎ ২৬শে সেপ্টেম্বর কমিশনার সাহেব প্রাপ্ত হইয়া অন্ততঃ ২৭শে তারিখে গভর্ণমেণ্টকে পত্র লিখিলে গভর্ণমেণ্ট ২৮শে তারিখে অন্ততঃ প্রাপ্ত হইয়া) ১৮৬১, ৪ঠা অক্টোবর তারিখে খুব জল্‌দি—দমকা বাতাসের মত চন্দ্রমাধব বাবুর পদচ্যুতিটা ঘটিয়া গেল।

তৎপরে চন্দ্রমাধব বাবুর ১৮৬১ সালের ৬ই নভেম্বর তারিখের পত্রের জবাবে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট ১৮৬১ সাল ৯ই নভেম্বর তারিখে পত্র লিখিলেন :—

From J. Munro Esq, Officiating Under-Secretary to the Government of Bengal, to Baboo Chunder Madhub Ghose, Government Pleader at Burdwan,—(No. 1416B., dated Fort William, the 9th November, 1861.)

REVENUE.

Sir,

With reference to your letter, dated the 6th instant, I am directed to intimate that you should present yourself to the Officiating Commissioner of Burdwan, who has been instructed to institute a full enquiry into your case, and to report the result for the information of Government.

কিন্তু তিনি সরকারী অনুসন্ধানের কোন ফলাফল দেড় মাস কাল অপেক্ষা করিয়াও কিছুই সংবাদ পাইলেন না। চন্দ্রমাধব বাবু বেশী উদ্বিগ্ন অবস্থায় আছেন সুতরাং তিনি ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে কমিশনার সাহেবকে পত্র লিখিলেন :—

From Babu Chander Madhub Ghose, Government Pleader, Zillah Court, Burdwan, to the Commissioner of the Burdwan Division,—(dated Burdwan, the 23rd December, 1861.)

SIR,—I have the honour to inform you that in obedience to the orders of Government, as conveyed in their Under-Secretary's letter No. 1416 B., I am still at this Station, waiting the enquiry that is being instituted into my case.

As I understand that the Collector has submitted his report called for by you, I shall feel myself much obliged by your furnishing me a copy thereof, so that I may give a written answer to the same, in case any is required from me.

I apprehend it will be difficult for me to give a proper answer to the Collector's report, without referring to the records of the Collectorate, and of the Government Pleader's Office, I would therefore beg the favour of your instructing the Collector to allow me to look at them.

A copy of the Government letter adverted to above is herewith annexed.

তিনি উত্তর প্রাপ্ত হইলেন এবং তৎসঙ্গে যে বৰ্দ্ধমানের কালেকটার সাহেব কমিশনার সাহেবকে যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহাও পাইলেন তাহাতে চন্দ্রমাধব বাবু যে মোকদ্দমা দায়ের করিতে বিলম্ব করিয়াছেন তাহা ১৯টী মোকদ্দমার উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু কালেকটার সাহেব উক্ত পত্রে লিখিয়াছেন যে—

"In most cases no direct loss occurred to Government from his carelessness." কালেকটার সাহেব মহোদয় দোষারোপ করিয়াও পুনরায় লিখিয়াছিলেন "I believe Baboo Chunder Madhub Ghose to be possessed of considerable ability, but either from excess of private practice, or from indolence

he certainly was wanting in his duty towards Government."

চন্দ্রমাধব বাবু কমিশনার সাহেবের নির্দ্দিষ্ট ১০ দিনের সময়ের মধ্যে ৬ই জানুয়ারী (১৮৬২ সাল) তারিখে কমিশনার সাহেবকে পত্রের উত্তর প্রদান করেন। ইতিমধ্যে তিনি বর্দ্ধমানের কালেকটারী আফিসে যাইয়া তাঁহার স্বহস্তের কাগজপত্র দেখিয়া আসেন।

From Babu Chunder Madhub Ghose, Goverment Pleader, Burdwan, to G. Plowden, Esq., Commissioner of the Burdwan Division,—(dated the 6th of January, 1862.)

SIR,—I have the honour to acknowledge the receipt of your letter of the 24th ultimo, (brought to me on the evening of the 28th), concerning the Collector's detailed report of grounds and reasons for the unmeasured language in which he denounced me to you—a denunciation that occasioned your procuring the immediate annulment of my appointment, as officiating Deputy Magistrate and Deputy Collector, and my consequent disgrace, loss of money, of time, of character, I may say, of health.

I gather from the Collector's report, although his language is ambiguous, that, at the date of his sweeping charge, but three cases of so-called carelessness were known to him : indeed it is notorious that the list now furnished to

you is the result of a diligent and minute search in the Sherista of the Collectorate. Your requisition in compliance with the instructions of Government was made on the 24th November; a previous requisition was made by you at the instance of the Legal Remembrancer on the 13th of the same month. You have considerately permitted me ten days to observe upon the report, and to examine the numerous details referred to in the Collectorate records.

The three cases which Mr. Hogg had, as he states, especially in his mind, and which therefore constitute the gravamen as well as justification of his charge against me, are—

1. The Bengal Coal Company's case.
2. Khetoo Sheik's case.
3. Jadoo Dass Byragee's case.

First Case.—This was made over to me on the 12th July. I submitted the draft of a proposed answer on the 31st August, the delay, so far, was (as cannot but be well known) occasioned by my having, during several days, to search in the Mohafezkhana for the survey and other papers, also to my discovery, that the copy plaint furnished to me was incorrect, and my having to communicate with the Beerbhoom Pleader, who, after a week, furnished me with a correct copy—further to the necessity

of wading through a mass of documents and papers to obtain the information requisite for preparing an answer in this important case, other Government cases pressing upon my attention at the same time. Sufficient time remained after 31st August for revision of the Commissioner and of the Legal Remembrancer. Mr. Hogg adds to the period occupied in performance of my duties, the fault of his head clerk in looking to me for a translation. This, I need not add, was no part of my duty. I was asked, four or five days after submitting the answer, to translate it; pressed as I was with business, public and private, I could only undertake to do this at my leisure, and it was certainly no neglect of mine that the papers remained with me when I was suddenly called upon to proceed to Backergunge. The Collector adds "I examined the case, and finding the reply unintelligible was compelled to return it with direction as to the manner in which it was to be drawn out." I respectfully deny that the reply ever was unintelligible. It was fully approved by you and (with a slight alteration) by the Legal Remembrancer, and was duly filed. I made a summary of the case to enable Mr. Hogg to understand it, after that gentleman had returned to me the papers. The translation was at first too literal for Mr. Hogg to comprehend it fully.

Second Case.—Government was made a party in this case on the 20th March. I was not then informed of the fact ; my deputy in the Moonsiff's court was served with the usual summons on the 17th April, and intimation given to me on the 19th. I informed the Collector on the 22nd, on the 23rd the Amlah presented my urzee. On the 27th I received instructions to prepare an answer. I was fully occupied at the time. From the 25th June to 13th August the Sudder Moonsiff's court was virtually closed (consequent on the promotion of Baboo Gunga Churn Shome). Knowing this, I suffered my attention to be directed to more urgent business. About the 10th August, when I learnt that Mr. Wright was about to take charge, I took up the case ; from which time, as appears by Mr. Hogg's report, it was diligently pursued ; the delay which afterwards occurred being in the regular course and unavoidable. I must add that in this case, the first report of the Darogah reached me on the 29th August, my request for a re-investigation was on the 2nd September, the Darogah's last report reached on the 12th September, the draft of the answer was transmitted by me on that same day. It was only on the 12th September that I was informed by my deputy to my surprise that the moonsiff would not grant further time. I beg to refer,

in this case, to the remarks of the Legal Remembrancer in which he fully approves of the answer prepared by me. I plead guilty to being the cause of the necessity of this answer being filed exceptionally under Rule 4. My excuse is contained in the facts as I have related them, and the further fact that this is a single instance of such an occurence during my 16 months' incumbency and my preparation of upwards of 150 answers for Government.

Third Case.—In this case the draft answer was submitted by me on the 25th June to the late Collector, Mr. Birch. On the 8th August I requested Mr. Hogg's attention to the case, as I had heard nothing further of it, and the Court had refused (to my deputy at the Moonsiffy) an extension of time. It had been in fact detained in the Collectorate, and the answer had consequently to be filed exceptionally under Rule 4. I have only further to remark on this case, that I in no wise incurred the censure or displeasure of the late Collector in this or any other of the multifarious business which I had the honour to transact with him.

The 13 Irrigation cases, which form a distinct head of the Collector's justification, were received by me on the 1st May (not 13th April, that being the date on which the Collector

ordered them to be sent to me). The draft plaints were submitted on the 8th August. They certainly might have been earlier prepared. I can add nothing in substance to the explanation which was furnished to the Collector, with which explanation no fault was found at the time. The cases were of no special importance as may be apparent from the dates when the authorities have thought it expedient to file the plaints, some were filed in November and several, I believe, remain unfiled to this day. This is surely not a fair instance of neglect on my part.

The same remarks to a great extent apply in Ramnidhi Kubeeraj's case. A plaint was to be prepared. I received the case on the 24th July (not 15th).

In Mr. Hogg's incumbency of one month and 23 days, during my tenure of office, I prepared and submitted answers of Government in 21 cases. Mr. Hogg now asserts that in 19 (Mr. Hogg's list is of 20 cases, and in Jadoodas Byragee's case No. 16 answer was submitted in Mr. Birch's time) I displayed great dilatoriness *i.e.*, in 16 more than the 3 he had in his mind when he made his charge. There are several erroneous dates (to my prejudice) in his statement which I pointed out to him when

I visited his Sherista upon my receipt of your letter. A corrected statement is therefore herewith annexed.

In no one of these cases was expedition requested or any circumstance, as far as I know, requiring it : no fault was found in any other than the Bengal Coal Co's case and Khetto Sheik's case as above noticed, and everything proceeded in the regular course. With an amount of business such as I had in my hands, I apprehend that my strict duty in this respect, was to see that the pleadings were correctly drawn and due time afforded for revision and filing thereof. Mr. Hogg's admission that "in most cases no direct loss occurred to Government" admits of, I respectfully submit, slight alteration, *viz.*, it should have been "In no one case in which I have attributed carelessness to the Government Pleader, has any loss whatever occurred to Government."

I beg to annex a statement (B.) of public business performed by me as Government Pleader, during Mr. Hogg's incumbency, which will, I trust, exempt me from any merited charge of neglect or supineness in my office. Had I merited such a charge as now made, the materials for making it were fully before Mr. Hogg before I gave over charge of my office. Some

days afterwards, I quitted Burdwan to take upon myself another office from which, virtually at Mr. Hogg's instance, and because of alleged neglect in three cases, I was without opportunity of vindication or defence, and without any reference being made to the services. I have done to Government, ignominously dismissed.

I rely, sir, upon your sense of justice in dealing with Mr. Hogg's justification of his sweeping charges against me. The office of Deputy Collector applied for by me (as I represented to you at the time) in order to gain experience, position, and character which some tenure of that office might give me in aid of my future professional career, and not, I respectfully submit, as "promotion" as styled by Mr. Hogg. What I ask from you, and this as an act of justice, restoration to that office and compensation for the pecuniary losses, anxiety and distress which Mr. Hogg has occasioned to me and my family I know not where to look for.

In conclusion I have to beg that you will be pleased, if such a course be not inconsistent with your official duty, to furnish me with a copy of your report to Government on the whole case.

P.S.—I beg the favor of your informing me at an early opportunity whether my presence at this station is any longer required.

চন্দ্রমাধব বাবুর কৈফিয়ৎ পত্রের ১৮৬২, ৮ই জানুয়ারী তারিখে প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া কমিশনার সাহেব লিখিলেন যে "আপনি যখন সরকারী ওকালতী গ্রহণ করিতে এখন ইচ্ছুক নহেন (অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত আপনার সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান না হয়), তখন আপনি আপনার খুসী অনুসারে যথা ইচ্ছা যাইতে পারেন তাহাতে কর্ত্তৃপক্ষ বাধা দিবেন না।"

চন্দ্রমাধব বাবু "ন যযৌ ন তস্থৌ" ভাবে ৩ মাস কাল অপেক্ষা করিয়া ৯ই এপ্রেল, ১৮৬২ সালে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টকে একটী তাগাদা পত্র পাঠাইলেন। তিনি উত্তর পাইলেন না। একেবারে তিনি ৪ঠা জুন, ১৮৬২ সালে অর্থাৎ আরও ২ মাস কাল বাদে কমিশনার সাহেবের পত্র পাইলেন তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে "আমরা গভর্ণমেণ্টের নিকট আপনার সম্বন্ধে রিপোর্ট পাঠাইয়াছি, আপনি তাহার অনুলিপি আপীস হইতে নকল করিয়া লইয়া যাইতে পারেন।" দীর্ঘ সময় ধরিয়া যে রিপোর্ট পেস করা হইয়াছিল তাহাতে কমিশনার সাহেব কালেকটার সাহেবের রিপোর্টই বজায় রাখিয়াছিলেন এবং চন্দ্রমাধব বাবুর বিলম্ব জনিত ক্রটী সাব্যস্থ করিয়াছিলেন। অধিকন্তু তিনি যে চন্দ্রমাধব বাবুর কর্ম্মদক্ষতা এবং প্রবীন যোগ্য ডেপুটী কালেকটার দুর্গাপ্রসাদ বাবুর পুত্র বলিয়া ডেপুটী কালেক-টারীর পদে সুপারীষ করিয়াছিলেন তাহা তিনি ভ্রম বশতঃ করিয়াছিলেন ইহা তিনি এখন বুঝিতে পারিয়াছেন। বিশেষতঃ

কালেকটার সাহেব চন্দ্রমাধব বাবুর বিরুদ্ধে লিখিয়াছেন। চন্দ্রমাধব বাবু তাঁহার পত্রে যেরূপ ভাবে তাঁহার অভিযোগ কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট জানাইয়াছিলেন, সেই অভিযোগের ভাষার সুরটা মিঠা বোধ হয় নাই, বরঞ্চ একটু যেন কেমন চড়া সুরে শ্রুতি কটু হইয়াছিল বলিয়া কমিশনার সাহেব তাঁহাকে ডেপুটী কালেকটারের পদে উপযুক্ত মনে করেন নাই। তবে কমিশনার সাহেব মহোদয়ের বিবেকের দ্বারে একটু ভূকম্পণের ন্যায় স্পন্দন অনুভূত হইয়াছিল, কারণ তিনি উক্ত রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন :—

"But I can have no desire to be hard upon so promising a young man, in whom I am much interested and as I think much of his shortcomings is attributable to want of proper supervision on the part of the previous Collector. I have no objection to his taking up his situation of Government Pleader, unless he prefers formally to resign it."

অতঃপর কমিশনার সাহেবের রিপোর্ট দৃষ্টে বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট ৯ই জুলাই, ১৮৬২ সালে রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারীকে এক পত্র দিলেন :—

From H. Bell, Esq., Under-Secretary to the Government of Bengal to the Secretary to the Board of Revenue.—(No. 1628, dated Fort William, the 9th July, 1862.)

REVENUE.

SIR,—I am directed to acknowledge the receipt of your letter No. 241, dated the 25th ultimo, and in reply to state that the Lieutenant-Governor approves and confirms the restoration of Baboo Chunder Madhub Ghose to his post of Government Pleader at Burdwan.

রেভিনিউ বোর্ডের সেক্রেটারী কমিশনার সাহেবকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে চন্দ্রমাধব বাবুকে সরকারী গভর্ণমেণ্টের উকীলের পদে বাহাল রাখা হউক এবং তদ্‌সঙ্গে ১৮৬২, ১৮ই জুন তারিখে Superintendent and Remembrancer of Legal Affairsএর পত্র খানি পাঠাইয়া দিলেন। সেই পত্রে চন্দ্রমাধব বাবু যদি সরকারী কার্য্য বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়া করেন তবে তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করিতে পারেন এইরূপ মন্তব্য ছিল।

চন্দ্রমাধব বাবু পত্র দুইখানি পাইয়া নিম্নলিখিত পত্র বৰ্দ্ধমানের কালেকটারকে পাঠাইয়া দিলেন এবং পূর্ণ নয় মাস কাল বাদে তাঁহার চাকরীর অনুসন্ধানের ফল প্রসবিত হইল; তিনিও স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

From Baboo Chunder Madhub Ghose, Government Pleader of Burdwan, to Stuart Hogg, Esq., Collector of Burdwan,—(dated Calcutta, High Court Chamber, the 19th July, 1862.)

SIR,—I have had the honour to receive your endorsement dated the 10th instant, forwarding

to me copy of Mr. Dampier's report received through the Board of Revenue, with a copy of Mr. Secretary Herschel's letter.

2nd.—You are aware that no restoration to my office of Government Pleader was required, that in my representation to Government of 6th November last, I requested permission to absent myself (the intermediate loss being my own), whilst my honour was being vindicated.

3rd.—I consider, not the judgment, but the facts which the enquiry instituted by the Commissioner has elicited to be a sufficient vindication; and I cannot say I feel that in result my character has been tarnished. In this opinion my friends and advisers coincide.

4th.—I have no intention otherwise to resume the Government Pleadership: and now I beg, therefore, to inform you, with reference to the requisition contained in your endorsement, that I formally resign that office. At the same time I beg in candour to add that I feel I have suffered at your hands both a moral and legal grievance, which has not been in any respect justified.

চন্দ্রমাধব বাবু যে কিরূপ কাজের লোক তাহা তদানীন্তন দুই জন জেলার জজের অভিমত দেখিলেই পাঠকগণ বুঝিতে

পারিবেন। কালেকটার বাহাদুরের নিকট সরকারী উকীলের কার্য্য কতকটা কেরানীগিরি মাত্র, কিন্তু তাঁহাকে কৃতিত্ব দেখাইতে হয় জজ সাহেবের নিকট, সুতরাং তাঁহারা যখন চন্দ্রমাধব বাবুকে ভাল বলিয়া প্রশংসাপত্র দিচ্ছেন তখন আমরা বুঝিতে পারি না যে একজিকিউটিভ কর্ত্তারা তাঁহার উপর কেন বিরূপ হইলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি সরকারী মকদ্দমার কোন ক্ষতিই করেন নাই ইহা তাঁহারাই স্বীকার করিতেছেন।

Baboo Chunder Madhub Ghose has only recently been admitted by me as a Pleader in the Court. He holds a Law diploma, perfectly understands English, and is, in my opinion, a very promising young man, and I shall be very glad to hear of his being successful in the profession which he has chosen.

BURDWAN, 28*th April*, 1860. (Sd) H. M. REID, *Judge*.

E, BURDWAN, *September* 18*th*, 1861.

The bearer, Baboo Chunder Madhub Ghose was Government Pleader in my Court at East Burdwan for about ten months in 1860 and 1861, and performed his duties to my entire satisfaction. He is intelligent, well instructed, and holds a legal degree. His manners are good, and his knowledge of English superior. I can

conscientiously recommend him as a valuable officer. He has lately been appointed a Deputy Magistrate and Deputy Collector in the district of Backergunge, where I have no doubt he will do well.

(Sd.) PIERCE TAYLOR
Civil and S. Judge.

Construction of Will Case (উইল প্রণয়ন সম্বন্ধীয় মকর্দ্দমা).

1885, August 1912.

(I. L. R. Cal. Vol XII 1886. P. 165).

মহামান্য জজ মিঃ নরীশ এবং মহামান্য জজ মিঃ ঘোষের এজলাস।

বাদী—কিশোরী মোহন ঘোষ

বনাম—

প্রতিবাদী—১। মণিমোহন ঘোষ ২। ক্ষেত্রমোহন ঘোষ ৩। রমণীমোহন ঘোষ ও ৪। প্রসন্নময়ী দাসী

জেলা ২৪ পরগণার সবজজ বাবু নফর চন্দ্র ভট্টর দ্বারা বিচারিত হইয়া বাদী পুনরায় উক্ত জেলা জজ মিঃ জেঃ হুইটমুরের নিকট আপীল করে এবং পুনরায় হাইকোর্টে আপীল করে।

বিবরণ এই :—বাদী এবং এক হইতে তিন নম্বর বিবাদীরা সহোদর ভ্রাতা এবং ৪নং বিবাদিনী উহাদের মাতা। ইহাদের পিতা উইল করিয়া যা'ন, তাহাতে এক হাজার টাকা বিধবা

পত্নীকে দিয়া যা'ন এবং ১নং ও ২নং বিবাদীকে এবং ৪নং বিবাদিনীকে সমগ্র সম্পত্তির অছি (Executors and Executrix) নিযুক্ত করিয়া যা'ন। যে পর্য্যন্ত না নাবালক ৩নং প্রতিবাদী সাবালক হইবে তাবৎকাল ঐরূপ ভাবে অছিরা সম্পত্তি তত্ত্বাবধারণ করিবে। বাদী নালিশ উপস্থাপিত করে যে অছিরা বিষয়ের হিসাব নিকাশ উপস্থাপিত করুক এবং তাহারা চারি ভ্রাতায় সমান অংশে সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লউক। নিম্ন আদালত দ্বয়ের বিচারে সাব্যস্ত হয় যে ১৫২০ নং তৌজীভুক্ত তালুক এবং ১০০০ হাজার টাকা যাহা উইলকর্ত্তা তাঁহার পত্নীকে জীবদ্দশায় দিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহার পত্নীর স্ত্রীধন, তাহা বিভাজ্য নহে এবং এইভাবে সমগ্র সম্পত্তি বিভাগ হউক যে ৫ টী সমান অংশে যথাক্রমে পুত্ররা ও মাতা বিষয় প্রাপ্ত হইবে।

বাদী ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া হাইকোর্টে আপীল দায়ের করে। মিঃ আমীর আলী এবং বাবু নীলমাধব বসু বাদী আপীলাণ্টের কৌন্সীল ও উকীল। বাবু গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও বাবু যোগেশ চন্দ্র দে রেসপণ্ডেণ্টের বা প্রতিবাদীগণের উকীল। হাইকোর্ট নিষ্পত্তি করেন যে মাতা তাঁহার স্বামীর দত্ত একখানি তালুক এবং এক হাজার টাকা পাইয়াছেন বলিয়া যে সে ছেলেদের সহিত তাহার $\frac{1}{5}$ একের পাঁচ অংশ পাইবার হক্‌দার নহেন এমন কিছু এই উইলে বুঝায় না সুতরাং মাতা ছেলেদের সহিত একটী অংশ সমানভাবে পাইবার অধিকারিনী হইলেন, অবশ্য যখন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সাবালক হইবে এবং সম্পত্তি ছেলেরা ভাগ করিয়া লইবে।

বর্দ্ধমান, চকদীঘির জমীদারদের উইল সংক্রান্ত মোকদ্দমা।

P. C. 24, I. L. R. Page 834. H. C. 20, I. L. R. Page 906.

মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :—

চকদিঘীর জমীদার বাবু সারদাপ্রসাদ সিংহ রায় মহাশয় ধর্ম্মপরায়ণ ও মহৎ অন্তকরণ বিশিষ্ঠ ছিলেন। তিনি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি অপুত্রক ছিলেন! এই কারণে তিনি ৩৩ বৎসর বয়সের সময় তাঁহার সম্পত্তি তাঁহার অবর্ত্তমানে সুশৃঙ্খলে পরিচালিত হইবে বলিয়া ইং ১৮৬৫ সালে একটী উইল প্রণয়ণ করেন। তৎপরে ১৮৬৮ সালে উইলের একটী Codicil (পরিশিষ্ঠ) প্রস্তুতও করেন এবং সেই বৎসরেই তিনি পরলোক গমণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার পত্নী, ৪ জন ভগ্নী, তিনটী ভাগিনেয় এবং একজন পিতৃস্বশা রাখিয়া যা'ন। ভাগিনেয়-দের মধ্যে বাবু ললিতমোহন সিংহ রায় মহাশয়কে তিনি বালকের গুণবত্তায় ও প্রখর বুদ্ধির জন্য পুত্র নির্ব্বিশেষে ভাল বাসিতেন। এই কারণে তিনি ঐ ভাগিনেয়কেই বিষয়ের অধিকারী করেন। ইনি তখন নাবালক ছিলেন, এই হেতু তাঁহার পত্নী ও পিসতুতা ভ্রাতাকে অছি (Executor) নিযুক্ত করিয়া যা'ন। কিন্তু অছিদের মধ্যে একমতাবলম্বী না হওয়ায় সম্পত্তি Court of Wardsএর উপর তত্ত্বাবধারণের ভার পড়ে। সারদা বাবুর পত্নীর ইহাতে আপত্তি থাকায় তিনি Court of Wardsএর বিরুদ্ধে নালিশ করেন। উক্ত মোকদ্দমা ডিসমিশ হয়। ১৮৮৮ সালে সারদা বাবুর পত্নী রাজেশ্বরী দেবীর মৃত্যু হয় এবং ১৮৮৯ সালে বাবু ছক্কন লাল রায়দিগর বাবু লোলিতমোহন সিংহ রায়ের বিরুদ্ধে এক নালিশ দায়ের করেন যে সারদাপ্রসাদ বাবু যে উইল করিয়া গিয়াছেন তাহাতে এমন কোন কথা নাই যাহাতে ললিতমোহন সমস্ত সম্পত্তিতে নিব্যূঢ় সত্ত্বে সত্ত্বাধিকারী হইতে পারে। অতএব তাঁহারা উত্তর-পশ্চিমের রাজপুত জাতীয় বলিয়া

মিতাক্ষরা শাস্ত্রের ব্যবস্থা মতে এবং সারদাপ্রসাদের জ্ঞাতি ও সপিণ্ড বিধায় উক্ত সম্পত্তির মালিক হইতেছেন। তাঁহাদের বংশলতা :—
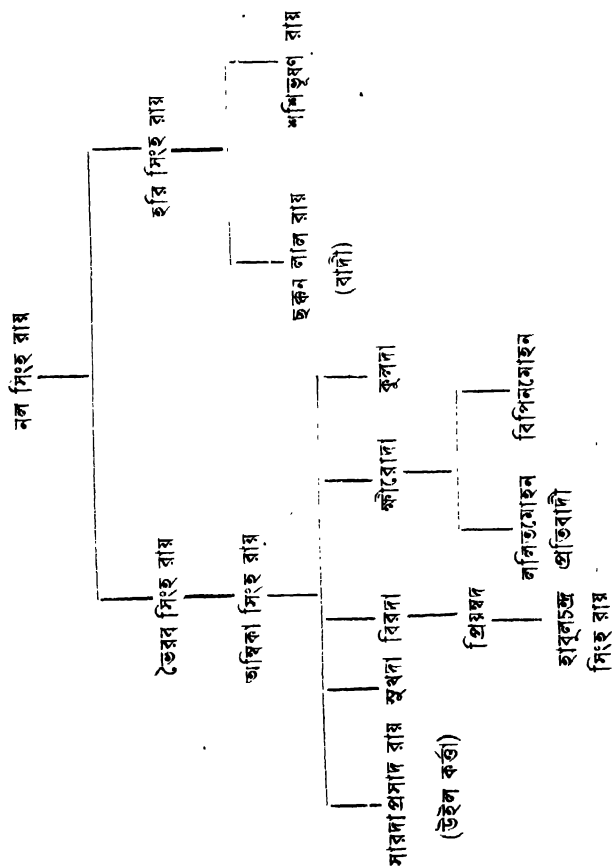
জেলার জজ আদালতে উক্ত মোকদ্দমা প্রথম বিচারিত হইয়াছিল তাহাতে ললিতমোহন জিতিয়াছিলেন। ছক্কন লাল হাইকোর্টে আপীল করেন। সেই আপীল প্রধান বিচারপতি স্যার পেথরাম ও জষ্টীশ চন্দ্রমাধব ঘোষের এজলাসে শুনানী হইয়াছিল এবং চন্দ্রমাধব বাবু সেই মোকদ্দমায় একটী বৃহৎ যুক্তিপূর্ণ ও হিন্দু আইন ও উইলের (Construction) লিপি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়া এক সুদীর্ঘ রায় প্রদান করেন।

চন্দ্রমাধব বাবু যে কিরূপ দক্ষ ও মনঃসংযোগকারী জজ ছিলেন তাহা উক্ত রায় পাঠেই বুঝা যায়। তিনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া ও উইলের Construction এবং হিন্দু আইন প্রভৃতি আইনগুলি বিশ্লেষণ করিয়া লিখিয়াছিলেন, শুনিয়াছিলাম ইহাতে তাঁহার প্রায় সপ্তাহাধিক কাল অতিবাহিত হইয়াছিল। হাইকোর্টের বিচারে সাব্যস্থ হইয়াছিল যে উইলে এইরূপ মর্ম্ম লিখিত আছে যে ললিতমোহন তাহার জীবনকাল পর্য্যন্ত ঐ সম্পত্তি ভোগ করিবে, ললিতমোহনের পুত্র হইলেও সেও উহা ভোগ করিতে পারিবে কিন্তু বিক্রয়াদি করিতে পারিবে না।

হাইকোর্টের বিচারের বিরুদ্ধে ললিতমোহন বাবু বিলাত আপীল করায় তথাকার শাস্ত্রবিদ্ জজ মহোদয়গণ সাব্যস্থ করিলেন যে উইলে এমন কোন কথা নাই যাহাতে ললিতমোহন ও তাঁহার বংশধরেরা কেবল মাত্র জীবন সত্ত্ব পাইবে অতএব তাঁহাদের মতে ললিতমোহন নিব্যূঢ় সত্ত্বে সত্ত্বাধিকারী হইলেন।

উইল বাংলা ভাষায় লিখিত হইয়াছিল—সুতরাং সাধারণ বাঙ্গলা ভাষাবিদ্ ব্যক্তিরা উইলের মর্ম্ম বুঝিয়া উভয়ের রায়ের

আলোচনা করিতে পারেন। যাহা হউক সারদাপ্রসাদ বাবু অতিশয় দানশীল ও দয়াবান ছিলেন। এই উইলের মোকদ্দমায় দেখা যায়, ঠাকুর সেবা, চিকিৎসালয় ও স্কুল এবং ৫০ জন নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে অন্ন দানের জন্য বাৎসরিক ৯১৯৬৵১০ পাই আয়ের সম্পত্তি রাখিয়া যান। রাস্তা ঘাট পুষ্করিণী আদি সাধারণের উপকারার্থে অনেক সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জমীদারীর আয় বাৎসরিক ৫০১৯১৷৷০, এতদ্ব্যতীত নগদ কোং কাগজ ২,৪০,০০০ টাকা রাখিয়া যান। তাহার বাৎসরিক সুদ ১১০০০ টাকা বিদ্যালয় প্রভৃতিতে খরচ হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে একটী বাৎসরিক পারিতোষিকের জন্য এককালীন ৫০০০ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ৩২৬০০০ টাকার কোং কাগজ রাখিয়া যান।

পরে ললিতমোহন বাবু ছক্কনলাল বাবুর পুত্রগণের সহিত কন্যাদের বিবাহ দিয়া বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হয়েন। ললিতমোহন বাবুও বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, ধার্ম্মিক ও দয়াবান ছিলেন। তিনি উপযুক্ত দৌহিত্রগণকে রাখিয়া ও একজন দৌহিত্রপুত্রকে পোষ্যপুত্র করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিস্তৃত সম্পত্তির তত্ত্বাবধারণ অতি সুশৃঙ্খলে সাধিত হয়, আমরা তাঁহার বহুদিনের বিশ্বস্থ সুযোগ্য দেওয়ান শ্রীযুক্ত পশুপতি ঘোষ মহাশয়ের কর্ম্ম শক্তি অবগত আছি এবং ললিতবাবুরও স্নেহ সাহচর্য্য সময়ে সময়ে উপভোগ করিয়াছি।

বেতিয়া রাজাদের মোকদ্দমা।

Bettiah Raj Case.

রামনন্দন সিংহ বনাম জান্‌কী কোয়ার।

I. L. R. XXIX Cal P. 828.

মিঃ জাষ্টীস চন্দ্রমাধব ঘোষ এবং মিঃ জাষ্টীস জেন্‌কীন্স সাহেবের এজলাসে এই মোকদ্দমার আপীলের বিচার হয়। ত্রিহুটের জজের বিচারের বিরুদ্ধে আপীল হয়। হাইকোর্টের জজেরা ত্রিহুটের জজের রায় নাকচ করেন। হাইকোর্টের রায় বিলাতীয় প্রিভি-কাউন্সীল বহাল রাখেন। ত্রিহুটের জজ বাদীকে ডিক্রী দেন। প্রতিবাদিনী আপীল আদালত দ্বয়ে ডিক্রী প্রাপ্ত হয়েন।

মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ—বেতিয়ার মহা-রাজা স্যার হরেন্দ্রকিশোর সিংহ দুই পত্নী রাখিয়া অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন। প্রধানা মহিষী সিওরতন কুমারী রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত হয়েন। বাবু রামনন্দন সিংহ নিকট জ্ঞাতি বিধায় ভাবী উত্তরাধিকারীত্ব দাবী করিয়া এক মামলা মহিষীর বিরুদ্ধে ত্রিহুতের জজ আদালতে উপস্থিত করেন। প্রধানা মহিষীর ইতিমধ্যে মৃত্যু হইলে দ্বিতীয়া মহিষী জান্‌কী কুমারী প্রতিবাদী হয়েন।

বাদীর অজুহাৎ ঃ—রাজ্যের চিরকালের নিয়মানুসারে স্ত্রীলোকেরা সম্পত্তির উত্তরাধিকারীণী হইতে পারেন না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে রাজ্যের কতকাংশ ভাগ করিয়াছিলেন তাহাও রাজ্যের নিয়মানুসারে রাজ সম্পত্তি বিভাজ্য নহে। রাজ সম্পত্তির

উত্তরাধিকারী জ্যেষ্ঠ পুত্র সুতরাং জ্যেষ্ঠত্বের শাখা বংশধর বিধায় বাদীরই রাজ্য প্রাপ্তি ন্যায়সঙ্গত।

প্রতিবাদীর আপত্তি ঃ—স্ত্রীলোকরা যে সম্পত্তির অধিকারিণী হইতে পারে না, এমন কোন শাস্ত্র বা আইন নাই, রাজ্যেরও কোন নিয়ম নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তৎপরে ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট যাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া নূতন বন্দোবস্ত করিয়াছিল—তাহাতেও বাদীর অজুহাৎ অনুসারে সম্পত্তি অবিভাজ্য সাব্যস্ত হইতে পারে না।

মোকদ্দমার অজুহাৎ একটী সুদীর্ঘ ইতিহাস ঃ—আমরা বাহুল্য ভয়ে চুম্বক লিখিয়া দিলাম। পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থ আমরা নিম্নে কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করিলাম, বিশেষ মোকদ্দমাটী কৌতূহলপ্রদ ও দারুণ সমস্যা ঘটিত, এইরূপ সমস্যাযুক্ত মোকদ্দমার সুবিচার করিয়াছিলেন তদানীন্তন বিচক্ষণ উপযুক্ত জজ চন্দ্রমাধব বাবু এবং জজ জেন্‌কীন্স সাহেব। তাঁহাদের বৃহৎ রায় প্রিভি কাউন্সালের জজেরাও অতি সারগর্ভ বলিয়া বহাল রাখিয়াছিলেন। এই মোকদ্দমার বিচার কালে হিন্দু শাস্ত্র, আইনী-আকবর এবং গভর্ণমেণ্টের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতে বোর্ড অফ্ রেভিনীউয়ের যাবতীয় শাসন সংক্রান্ত কাগজপত্র তন্ন তন্ন করিয়া বিচারকগণ দেখিয়াছিলেন। এরূপ জটীল মোকদ্দমা বিশেষতঃ একটী প্রাচীন রাজ্যের বংশধরদের বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে চন্দ্রমাধব বাবু অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। মোকদ্দমা যে কিরূপ জটীল এবং কিরূপ বিচার হইয়াছিল তাহা উক্ত নজীর দেখিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন।

রাজা উদয়করণ সিংহ (সম্রাট আকবরের সেনাপতি)
(ইনি সর্ব্বপ্রথম রাজ্য প্রাপ্ত হয়েন)
পুত্র
রাজা উগ্রসেন সিংহ
রাজা গুচ্ছ সিংহ
রাজা দলীপ
রাজা ধ্রুব
কন্যা
রাজা যুগোলকিশোর
রাজা বীরকিশোর
পৃথ্বী
শ্রীকৃষ্ণ
রাজা গঙ্গাপ্রসাদ
গৌরীনাথ সিংহ
দেওকীনন্দন সিংহ
দোস্ত দেওয়ান সিংহ
শত্রুজিৎ
অবধূত

রাজা বীরকিশোর
মহারাজা আনন্দকিশোর
মহারাজা নেওয়ালকিশোর
মহারাজা রাজেন্দ্রকিশোর
বাবু মহেন্দ্রকিশোর
মহারাজা স্যার হরেন্দ্রকিশোর সিংহ
মহারাণী শিওরতন কোয়ার
(আদি প্রতিবাদিনী)
মহারাণী জানকী কোয়ার
(পরবর্ত্তী প্রতিবাদিনী)
দেওকীনন্দন সিংহ
ব্রীজ নন্দন
শ্যামনন্দন
রামনন্দন সিংহ
(বাদী)
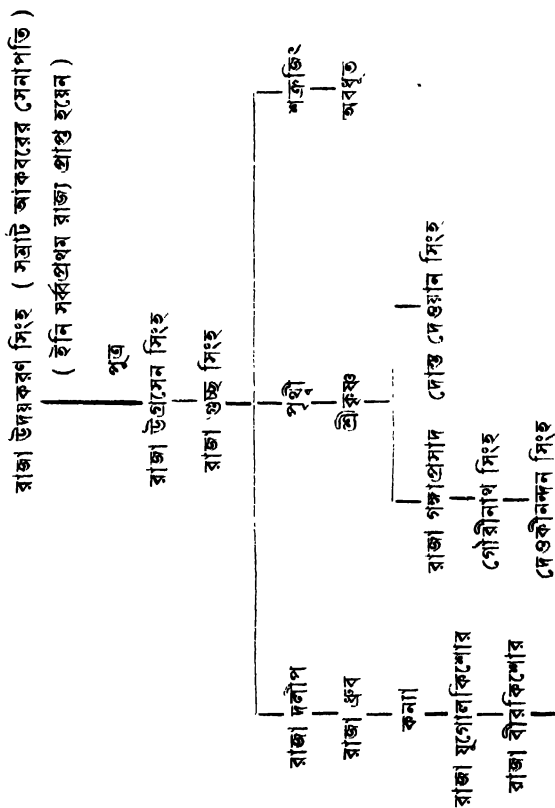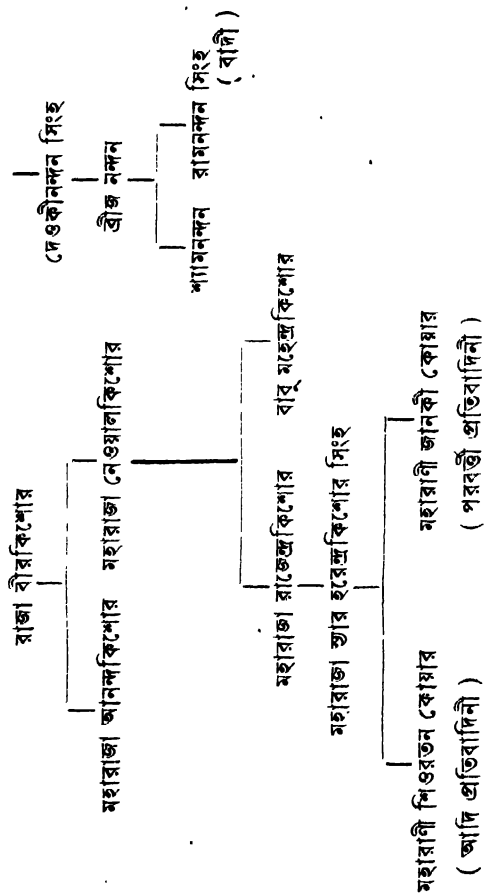
বেতিয়া রাজ্য দুইটী পরগণায় বিভক্ত—সিমরাও এবং মাঝেয়া। ১৭৬৫ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে মাহিষী ও বাব্‌রা পরগণা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। এই সমগ্র সম্পত্তি "রাজ রেয়াসৎ অফ্ সরকার চাম্পারণ" নামে কথিত হয়। উক্ত সম্পত্তি লইয়াই এই বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। রাজা যুগলকিশোর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধাচরণ করায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইয়া দেয়, রাজা বাহাদুর বুন্দেলখণ্ড রাজ্যে পলায়ন করেন। পরে কিছুদিন বাদে গভর্ণমেণ্টের দয়া ভিক্ষা করেন। তাহার ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পূর্ব্বে যে সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন তাহা গভর্ণমেণ্ট প্রত্যর্পণ করেন।

Review and Revision Cases.

তখনকার দিনে হাইকোর্টে যে সকল Review and Revision Casesএর Motion হইত তাহাতে নিম্ন আদালতের কোন বে-আইনী কার্য্য হইয়াছে কি না অথবা তাহাদের অধিকারটা বে-আইনী হইয়াছে কি না ইহারই অজুহাৎ লইয়া পক্ষরা মোশন করিতে হাইকোর্টে আসিলে অধিকাংশ জজ মহোদয়েরা মোশন না-মঞ্জুর করিয়া দিতেন। ৫।৭ মিনিটের মধ্যে মঞ্জুর, না-মঞ্জুর, হইয়া যাইত। কিন্তু একমাত্র চন্দ্রমাধব বাবুর এজ্‌লাসে ঐরূপ হইত না, প্রায়ই মঞ্জুর হইত। সকল সময়ে তিনি আইনকে লইয়া চুল চিড়িতেন না, আইনের প্যাঁচে অনেক সময় এরূপ জট্‌ পাকিয়া যায় যে তাহা খোলা দুষ্কর হইয়া পড়ে। অনেক সময় তিনি প্রার্থীর যথার্থ আবেদন বুঝিতে পারিতেন এবং সেই মত বিচার করিতেন। For ends of justiceএর দিকেই (বিচারের উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্যই) তিনি বেশী লক্ষ্য রাখিতেন, সেই কারণে আইনের কুট তর্কের দোহাই দিয়া সুবিচারে জলাঞ্জলি দিতেন না।

আমরা একটী ফুল বেঞ্চের Referenceএর বিচারের অবতারণা করিতেছি। সে মোকদ্দমাটী ফৌজদারী সংক্রান্ত। মোকদ্দমাটীতে চন্দ্রমাধব বাবু ফুল বেঞ্চের বিচারকদিগের সহিত একমত হইতে পারেন নাই, তিনি তাঁহার স্বাধীন মত প্রকাশ করিয়া পৃথক রায় প্রদান করেন। এই মোকদ্দমা প্রসঙ্গে প্রধান

বিচারপতির সহিত উকীল কাউন্সীলের বহু তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল। উকীল ছিলেন হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল বাবু অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। অমরেন্দ্র বাবু বক্তৃতা কালে চন্দ্রমাধব বাবুর রায়ের মধ্যে "revive" কথাটার ব্যবহার করিয়াছিলেন। মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয় উক্ত নজীরে "revive" কথাটার প্রয়োগ সমীচীন হয় নাই বলেন।

"I do not like the expression "revive" though I am aware it has been frequently used".

তৎপরে অমরেন্দ্র বাবু Allahabad High Courtর ইংরাজ জজেদের একটী নজীরে উক্ত "revive" কথাটা ব্যবহৃত হইয়াছে দেখাইয়া দে'ন।

তৎপরে মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয় যখন উকীল বাবুর বক্তৃতায় শুনিলেন যে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটদের কার্য্যে অনেক সময় পক্ষগণকে হায়রান হইতে হয়, তখন তিনি হঠাৎ বলিয়া ফেলিলেন (slip of the tongue) যে—"যদি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যাদি এরূপ বে-আইনী হয় তবে আমি ম্যাজিষ্ট্রেটকে পদচ্যুত করিতে পারি।" চন্দ্রমাধব বাবু ঈষৎ হাস্য করিয়া উকীল বাবুকে তৎক্ষণাৎ বলিলেন "Mr Chatterjee, why don't you then urge the Court to do so।" প্রধান বিচারপতি মহাশয় তৎক্ষণাৎ সামলাইয়া লইলেন এবং বলিলেন "I mean, if I had such power to do so" ইত্যাদি ইত্যাদি।

যাহা হউক উক্ত মোকদ্দমাটী এই নজীরে দেখিতে পাওয়া যায়—Vol. XXVIII. I. L .R. Cal. P. 652. Full Bench.

Dwarka Nath Mondal ... *Petitioner,*

versus

Beni Madhub Banerjee ... *Opposite-Party.*

মোকদ্দমাটী বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধীয় অপরাধ—ফরিয়াদী উপস্থিত না হওয়ায় এবং আসামী উপস্থিত হওয়ায় মোকদ্দমা discharge হয়, পরে ফরিয়াদীর দরখাস্তে মোকদ্দমা প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট পুনরায় গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের উক্ত কার্য্য বেআইনী অর্থাৎ তিনি পুনরায় বিচার করিতে পারেন না এই অজুহাতে হাইকোর্টে মোসেন হয়, মোসনে জজ ষ্টীভেন্স ও জজ প্রাট সাহেব রুল জারী করেন, তৎপরে সেই রুলের শুনানী হয় জজ আমীর আলী ও জজ ষ্টীভেন্স সাহেবের এজলাসে, তাহার ফলে এই referenceটী ফুল বেঞ্চে ৭ জন জজে বিচার করেন। সকলেই প্রধান বিচারপতির সহিত একমত হয়েন, কেবলমাত্র চন্দ্রমাধব বাবু একমত হইতে পারেন নাই।

ফুল বেঞ্চ সাব্যস্থ করেন যে ম্যাজিষ্ট্রেট পুনরায় মোকদ্দমা শুনানী করিতে সক্ষম। চন্দ্রমাধব বাবু সাব্যস্থ করেন যে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহা পারেন না।

উক্ত মোকদ্দমার আইনের ধারার ও শব্দের অর্থাদির আলোচনা এস্থলে উল্লেখ করা বাহুল্য। কৌতুহলী পাঠক নজীর দেখিলেই

সবিশেষ বুঝিতে পারিবেন এবং নিজেরা ধারণা করিয়া লইতে পারিবেন। আমরা চন্দ্রমাধব বাবুর স্বাধীন চিত্ততা দেখাইবার উদাহরণ স্বরূপ ইহা প্রকটিত করিলাম।

Revision সম্বন্ধে চন্দ্রমাধব বাবুর ঐরূপ ভূরি ভূরি নজীর আছে। আমরা ইতিপূর্ব্বে রাণাঘাটের একটী মোকদ্দমায় চন্দ্র-মাধব বাবু এবং জজ উইলকিন্‌সন্ বিচার করিয়াছিলেন ইহা প্রকাশ করিয়াছি। তাহাও Revision সংক্রান্ত মোকদ্দমা, কিন্তু উক্ত মোকদ্দমাটী একটু নূতনতর নজীর। পক্ষরা বা গভর্ণমেণ্ট প্রথমে হাইকোর্টে move করে নাই। কেবলমাত্র সংবাদ পত্র পাঠ করিয়া চন্দ্রমাধব বাবু উক্ত মোকদ্দমার নথী আনাইয়া বিচার করেন। উক্ত নজীর সম্বন্ধে বহু বৎসর বাদে ১৯২৫ সালের ১৯শে জানুয়ারী তারিখে Weekly Notes Vol. XXIX পুস্তকের সম্পাদকীয় স্তম্ভে আলোচিত হইয়াছে। আইনের সম্মান রক্ষা করিতে ও সুবিচারকের দ্বারা দেশে শান্তি স্থাপনা করিতে চন্দ্রমাধব বাবু সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকিতেন। যে পক্ষ হারিয়া যাইত সেও বলিত যে সুবিচারকের হাতে হারিয়াছি দুঃখ নাই।

ওকালতী ব্যবসার সম্মান-রক্ষা।

বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার সর্ব্ব প্রধান ধনী মহারাজার এক মোকদ্দমা হাইকোর্টে উপস্থিত হয়। সেই মোকদ্দমায় মহারাজা বাহাদুর চন্দ্রমাধব বাবুকে উকীল নিযুক্ত করেন। মহারাজা বাহাদুর

স্বয়ং উক্ত মোকদ্দমা বুঝাইয়া দিবেন বলিয়া চন্দ্রমাধব বাবুকে বাটীতে ডাকিয়া পাঠান। চন্দ্রমাধব বাবু তাঁহার বাটীতে যাইয়া মোকদ্দমা বুঝিয়া আসিতে অস্বীকার করেন। এই সংবাদ তৎকালীন একজন শ্রেষ্ঠ উকীল বাবু মহেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়কে চন্দ্রমাধব বাবু জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন যে মক্কেল যত বড়ই হউক তাঁহার বাটীতে উকীলের যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। চন্দ্রমাধব বাবু বলিলেন যে ওকালতী ব্যবসায় এরূপ গর্হিত কার্য্য আমার মনোমধ্যে একেবারেই উদিত হয় নাই। তাহার ২।১ দিন বাদেই পুনরায় সেই মহারাজা চন্দ্রমাধব বাবুকে ডাকিয়া পাঠান, চন্দ্রমাধব বাবু তাঁহাকে সাফ্ জবাব পাঠাইলেন যে আমি তাঁহার বাটীতে মোকদ্দমার কার্য্য উপলক্ষে যাইতে অনিচ্ছুক, ইহাতে তিনি অসন্তুষ্ট হইলে আমায় তিনি পরিত্যাগ করিলেও আমি দুঃখিত হইব না। মহারাজা বাহাদুর যেন ইহা মনে করেন যে আমি আমার সমগ্র উকীল সম্প্রদায়ের মর্য্যাদার জন্যই বলিলাম, আমি আমার নিজের জন্য বলিতেছি না। হায়! হায়! সে কালে আর এ কালে কি পরিবর্ত্তন! এমনও শুনা যায় এখন কোন কোন উকীল বহু যোজন দূরবর্ত্তী মক্কেলের বাটীতে গো যানে যাইয়া বহু প্রকারের উপঢৌকন দিয়া মোকদ্দমা সংগ্রহ করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

স্যার উপাধি প্রাপ্তিতে আনন্দ প্রকাশ।

SIR GOOROO DASS BANERJEE'S Letter to
SIR CHUNDER MADHUB GHOSE Kt.
Offg. Chief Justice of Bengal.

Narikeldanga, Calcutta.
The 31st March, 1906.

My Dear Ghose,

Permit me to offer you my most hearty congratulations on your appointment as Officiating Chief Justice of Bengal.

Your long and distinguished judicial career, so conspicuously marked by great ability, thorough conscientiousness and fearless independence, preeminently entitle you to the honour conferred on you. In honouring you the Government has honoured your countrymen who are justly proud of you.

Yours very sincerely,
GOOROO DASS BANERJEE.

সমুদ্র-যাত্রা সম্বন্ধে মতামত।

খ্রীষ্টাব্দ ১৮৯০ সাল হইতে সমুদ্র-যাত্রা সম্বন্ধে যে সকল আন্দোলন যুগপৎ উত্থিত হইয়াছিল তাহাতে তখনকার মনিষীগণের মতামত সংগৃহীত হইয়াছিল। "বঙ্গবাসী" প্রমুখ সংবাদ পত্রে অনেকেই সমুদ্র-যাত্রার বিরুদ্ধে লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনেক রঙ্গপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করেন। রঙ্গালয়ের নাট্যকার অমৃতলাল বসু মহাশয় "কালাপানি" নামক নাটকে লিখিয়া অনেক পরিহাস করেন। সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিতগণ কেহ কেহ পক্ষে এবং কেহ কেহ বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। এ সম্বন্ধে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, তবে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত চন্দ্রমাধব বাবু যে একমতাবলম্বী ছিলেন, উভয় বন্ধুর মনোভাবও যে প্রায়ই এক হয় তাহাই প্রদর্শন করিবার জন্য আমরা বঙ্কিমবাবুর একখানি পত্রাংশ লিপিবদ্ধ করিলাম।

"বাঙ্গালি-সমাজ শাস্ত্রের বশীভূত নহে—দেশাচার বা লোকাচার বশীভূত। সত্য বটে যে, অনেক সময় লোকাচার শাস্ত্রানুযায়ী; কিন্তু অনেক সময়ে দেখা যায় যে, লোকাচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ, যেখানে লোকাচার এবং শাস্ত্রে বিরোধ, সেইখানে লোকাচারই প্রবল।

উপরোক্ত বিশ্বাসের দ্বিতীয় কারণ এই যে, সমাজ সর্ব্বত্র শাস্ত্রের বিধানানুসারে চলিলে সামাজিক মঙ্গল ঘটিবে কিনা সন্দেহ।

ধর্ম্মশাস্ত্রের একটী বিধি এই, ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণের পরিচর্য্যাই শূদ্রের ধর্ম্ম। বাঙ্গালার শূদ্রেরা কি সেই ধর্ম্মাবলম্বী? শাস্ত্রের ব্যবস্থা এখানে চলে না। আপনারা কেহ চালাইতে সাহসী হয়েন

কি? চেষ্টা করিলেও এ ব্যবস্থা চালান যায় কি? হাইকোর্টের শূদ্র জজ জজিয়তি ছাড়িয়া বা সৌভাগ্যশালী শূদ্র জমিদার জমিদারের আসন ছাড়িয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের গৌরবার্থ লুচি ভাজা ব্রাহ্মণের পদ সেবায় নিযুক্ত হইবেন কি? কোন মতেই না। বাঙ্গালি সমাজ প্রয়োজন মতে ধর্ম্মশাস্ত্রের কিয়দংশ মানে; প্রয়োজন মতে অবশিষ্টাংশ অনেক কাল বিসর্জ্জন দিয়াছে। এবং সেইরূপ প্রয়োজন বুঝিলে অবশিষ্টাংশ বিসর্জ্জন দিবে। এমন স্থলে ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা খুঁজিয়া কি ফল? আমার নিজের বিশ্বাস যে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে এবং নীতি সম্বন্ধে সামাজিক উন্নতি (Religious and moral Regeneration) না ঘটিলে, কেবল শাস্ত্রের বা গ্রন্থ বিশেষের দোহাই দিয়া সামাজিক প্রথাবিশেষ পরিবর্ত্তন করান যায় না।

সমাজ দেশাচারের অধীন, শাস্ত্রের অধীন নহে। এই দেশাচার পরিবর্ত্তন জন্য ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এবং নীতি সম্বন্ধীয় সাধারণ উন্নতি ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এই সাধারণ উন্নতি কিয়ৎপরিমাণে ঘটিয়াছে বলিয়াই এই আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এই উন্নতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলে, সমুদ্র যাত্রায় সমাজের কাহারও আপত্তি থাকিবে না; কাহারও আপত্তি থাকিলেও সে আপত্তির কোন বল থাকিবে না। কিন্তু যতদিন না সেই উন্নতির উপযুক্ত মাত্রা পরিপূর্ণ হয়, ততদিন কেহই সমুদ্র যাত্রা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত করিতে পারিবেন না। তবে ইহাই বক্তব্য যে, সমুদ্র যাত্রার পক্ষে বাঙ্গালি সমাজ বর্ত্তমান সময়ে কতদূর বিরোধী, তাহা এখনও আমাদের কাহারও ঠিক জানা নাই। দেখিতে পাই যে, যাঁহার অর্থ ও অবস্থা সমুদ্রযাত্রার অনুকূল, তিনিই ইচ্ছা করিলে ইউরোপ

যাইতেছেন। সমুদ্র যাত্রা শাস্ত্র নিষিদ্ধ বলিয়া কেহ যে যান নাই, ইহা আমার দৃষ্টিগোচরে কখনও আসে নাই। তবে ইহা স্বীকার করিতে আমি বাধ্য যে, যাঁহারা ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এক প্রকার সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আছেন। কিন্তু তাঁহাদের কি আমাদের সমাজের দোষে, তাহা ঠিক বলা যায় না। তাঁহারা এদেশে আসিয়াই সাহেব সাজিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক বাঙ্গালি সমাজের বাহিরে অবস্থিতি করেন। বিদেশীয় ব্যবহার দ্বারা আপনাদিগকে পৃথক্ রাখেন। যাঁহারা ইউরোপ হইতে আসিয়া সেরূপ আচরণ না করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ অনায়াসে হিন্দুসমাজে পুনর্ম্মিলিত হইয়াছেন। ইউরোপ হইতে প্রত্যাগত মহাশয়েরা সকলেই দেশে ফিরিয়া আসিয়া হিন্দুসমাজ-সম্মত ব্যবহার করিলে সাধারণতঃ তাঁহারা পরিত্যক্ত হইবেন, একথা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না।

সমুদ্র যাত্রা হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত কি না, তাহা বিচার করিবার আগে দেখিতে হয় যে, ইহা ধর্ম্মানুমোদিত কি না। যাহা ধর্ম্মানুমোদিত, কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহা কি ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ বলিয়া পরিহার্য্য? অনেকে বলিবেন যে, যাহা ধর্ম্মশাস্ত্র-সম্মত, তাহাই ধর্ম্ম, যাহা হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ, তাহাই অধর্ম্ম, একথা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। হিন্দুদিগের প্রাচীন গ্রন্থে এরূপ কথা পাই না। মহাভারতে কৃষ্ণোক্তি এইরূপ আছে;—

"ধারণাদ্ধর্ম্ম নিত্যাহুদ্ধর্ম্মোধারয়তি প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণ প্রযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥"

কর্ণ-পর্ব্ব একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়, ৫৯ শ্লোক।

ধর্ম্ম লোক সকলকে ধারণ (রক্ষা) করেন, এই জন্য ধর্ম্ম বলে। যাহা হইতে লোকের রক্ষা হয়, ইহাই ধর্ম্ম নিশ্চিত জানিবে।

যদি মহাভারতকার মিথ্যা না লিখিয়া থাকেন, যদি হিন্দুদের আরাধ্য ঈশ্বরাবতার বলিয়া সমাজে পূজিত কৃষ্ণ মিথ্যাবাদী না হন, তবে যাহা লোকহিতকর, তাহাই ধর্ম্ম। এই সমুদ্র যাত্রা পদ্ধতি লোক হিতকর কি না? যদি লোকহিতকর হয়, তবে ইহা স্মৃতি-শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইলেও, কেন পরিত্যাগ করিব?

আমি এইরূপ বুঝি, ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহাই আছে, তাহাই হিন্দুধর্ম্ম নহে,—হিন্দুধর্ম্ম অতিশয় উদার। স্মার্ত্ত ঋষিদিগের হাতে—বিশেষতঃ আধুনিক স্মার্ত্ত রঘুনন্দনাদির হাতে—ইহা অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। স্মার্ত্তঋষিগণ হিন্দুধর্ম্মের স্রষ্টা নহেন, হিন্দুধর্ম্ম সনাতন—তাঁহাদিগের পূর্ব্ব হইতেই আছে, অতএব সনাতন ধর্ম্মে এবং এই ধর্ম্মশাস্ত্রে বিরোধ অসম্ভব নহে। যেখানে এরূপ বিরোধ দেখিব, সেখানে সনাতন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত। ধর্ম্মে এবং হিন্দুধর্ম্মে কোন বিরোধ আমি স্বীকার করিতে পারি না। ধর্ম্মের সঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের যদি কোন বিরোধ থাকে, তবে হিন্দুধর্ম্মের গৌরব কি? উহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলিব কেন? এরূপ বিরোধ নাই। সমুদ্র যাত্রা লোক-হিতকর বলিয়া ধর্ম্মানুমোদিত। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রে যাহাই থাকুক, সমুদ্র যাত্রা হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত।”

কলিকাতা
২৭শে জুলাই, ১৮৯২।

আপনার একান্ত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী,
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বাঙ্গালার লাট সভার সদস্যরূপে স্যার চন্দ্রমাধব বাবুর কার্য্য বিবরণ।

চন্দ্রমাধব বাবু ১৮৮৩ সালের ৫ই মার্চ্চ তারিখে লাট সভার সদস্যপদে বরিত হয়েন।

১৮৮৩ সালের ১০ই মার্চ্চ, শনিবার, তিনি সর্ব্বপ্রথম লাট দরবারে উপস্থিত হয়েন। ছোটলাট বাহাদুর, এড্‌ভোকেট জেনারেল পল সাহেব, মেকলে সাহেব, মাননীয় ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহোদয় প্রমুখ ১২ জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন।

Local Self Government in Bengalএর পরিসর বৃদ্ধির আলোচনার উদ্দেশ্যে বিল সম্বন্ধে এই দিনের সভা আহুত হইয়াছিল। এই বিলের সাপক্ষে মাননীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মত ছিল না। তিনি বলিয়াছিলেন যে "The bill was a mistake, because the people of the country were not fit for the responsible work of self government, and because the measure had originated in a mere sentiment of benevolence." চন্দ্রমাধব বাবু যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

"The Hon'ble Chunder Madhav Ghose said that he did not propose on that occasion to make any detailed observations upon the bill which had been presented before the Council,

for it was proposed to refer the bill to a select committee and he had no doubt that the Committee would examine the various provisions of the Bill very carefully. After the Select Committee had made their report he would take the liberty of making such observations as should then appear necessary. He begged however leave to make one or two observations on one or two matters. The first was as regards the question raised, whether the system of Local Self Govt should be extended to this country. He was free to admit after hearing the observations of the learned Advocate General, that people in certain Districts in Bengal were not sufficiently advanced to undertake the task of Self Govt, but he was not prepared to admit that the people in Bengal generally were so far back in education, progress and culture that they could not be trusted with the duty of self Government. He believed that before the Government of India passed the resolution which gave rise to the Bill before them, the subject had been carefully considered by the different Local Governments concerned in the matter. They had received various reports from district officers and he believed he was not wrong when he said that the majority of these officers, who had experience of the knowledge and habits of the people, were

of opinion that a good portion of the people were fitted for the boon. They who lived in the metropolis had not the same opportunities of knowing the habits, manners and education of the people in the muffasil and could not therefore speak with any degree of authority on the subject; but those who lived and worked in the muffasil were people whose opinions were entitled to the greatest consideration and respect; and the opinion of several districts and sub divisional officers who had been consulted on the subject was sufficiently indicative that there were various districts in Bengal sufficiently advanced in culture to be entrusted with self government.

But there was another view which could be taken of the matter and that was that self Government was not a new introduction in the country. They had in various parts of Bengal municipal boards, school committees, committees for the management of charitable institutions and so forth; and what he understood to be the object of the Government was the blending together in one of these different local bodies. The people had for some time been trained in the science of self Government and he thought the time had come when larger powers should be entrusted to them. He did not think that the scheme would be a failure as had been

predicted by the learned Advocate General. There ought to be some time or other when there should be a beginning, and the question was whether the people of Bengal were sufficiently advanced to begin now. In answer to this he begged to say that public feeling was in favour of the Bill, and there ought not to be any objection to the scheme. But then if the measure was to be a success. Its success would depend mainly, 1st, on the proper constitution of the Local Boards ; 2nd, on the power to be entrusted to them ; 3rd, on the proper appointment of a Chairman ; 4th, upon the funds which may be left to their disposal ; 5th, upon supervision. Now it is undoubted that the Bill which had been introduced in Council had these considerations in view ; but after studying the Bill with some attention and care he must say there was one matter in regard to which he and the educated portion of his countrymen felt some anxiety ; and that was the absence of any provisions for the establishment of District Boards. He had heard with great care the arguments advanced to show why District Boards were not required, but he regretted that he could not come to the same conclusion as the Hon'ble Member in charge of the Bill. It appeared to him that Local Boards would be established not in the principal towns of the districts but in sub

divisions, where they would not find men of sufficient education and culture who should be able to undertake without much control, the onerous duties which the Bill proposed to confer on them. He had no doubt that the Central Board would be able to supervise the work of local bodies carefully; but the fear was that by reason of the Central Board being located in the metropolis the people in the interior of the country would not come forward very readily to lay their grievances and complaints before them; but if district boards were established they would be in a far better position to deal more intelligently with local affairs which were passing under their eyes and to give instant remedy, then it would be possible for the Central Board to do. Then there was another aspect of the question, and that was that if they had no District Boards they would be practically excluding a large body of educated people who would be found in the principal towns of the districts from taking a share in the work of Self Government. True it was that there would be Local Boards in the metropolitan sub divisions and the educated public residing there would be asked to be members of those boards, but the field for the operation of their skill and knowledge would be so small as not to attract them. If they did not

have District Boards they could not have the co-operation and sympathy of the very class of people, the training upon whom for the important work of Self Government was the special scope and object of the Bill."

মেকলে সাহেব তাঁহার অভিমত শুনিয়া বলিয়াছিলেন:—

"I can only look forward to the pleasure of discussing the Bill with him in Select Committee. I proposed to take that opportunity of inducing him to examine the Bill, and of obtaining the assistance of his great ability, experience, and learning in correcting its defects. And I hope, and believe that when the Bill is again presented to the Council, I shall have the pleasure of seeing him stand forward as its most powerful supporter."

তাহার পর ১৭ই মার্চ্চ তারিখে আর এক অধিবেশন হইয়াছিল তাহাতে Jute Ware-houses and Fire Brigades বিলের সংশোধন সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। উক্ত আইনের ১৩ ধারায় এইরূপ লিখিত ছিল "whenever any of the conditions under which a license was held in respect of any ware-house was broken, the person whose name appeared on the license should be liable to conviction." চন্দ্রমাধববাবু বলেন যে যদি কেহ একটী warehouse অপরকে বিক্রয় করে এবং সে ব্যক্তি উক্ত আইনের ৮ ধারা অনুসারে নাম পত্তনের দরখাস্ত করে এবং নাম পত্তন

হইবার পূর্ব্বে সে ব্যক্তি কোন অবৈধ কার্য্য করে, তাহা হইলে ১৩ ধারা অনুসারে যাহার নামে অর্থাৎ পূর্ব্ব অধিকারীর নামে তখন পর্য্যন্ত লাইসেন্স যদি থাকে তবে তাহাকেই দণ্ডিত করা হইবে। ইহা সম্পূর্ণ অবৈধ হইয়া পড়িবে। এইজন্য উক্ত দুইটী বিধির পরিবর্ত্তনের ভার চন্দ্রমাধব বাবুর উপর অর্পিত হইল।

তাহার পর ২১শে মার্চ্চ তারিখে বঙ্গদেশস্থ মিউনিসিপ্যাল আইনের সংশোধন বিষয়ে সভার অধিবেশন হয়। উহাতে মিউনিসিপ্যাল কমিসনারগণ কুলীদের ভাড়া ও খাটুনীর সময়ের পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিবেন। চন্দ্রমাধব বাবু এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেন "that the provisions of the law should be made as liberal as possible, due regard being had to the interests of the coolies."

তিনি সংশোধন সময়ে আরও বলেন যে:—

"Suppose a coolie was very much fatigued after a hard day's labour, and a gentleman urgently required the man's services, and offered to pay him at a higher rate if he would do the work required, and the coolie agreed to do it, being pursuaded by the temptation of a good remuneration, would it be fair that the parties should not be bound by a contract of that kind?

*   *   *   *

He agreed that it was proper that the decision of such cases should rest not with the Chairman of the Commissioners an executive officer, but

with the Magistrate before whom the coolie would have the security of a judicial investigation, and he would be able to prefer an appeal to the appellate authority of the district, and in special cases to bring up his case even to the High Court.

কোন কুলীর কুলীগিরি কার্য্যে কোন অপরাধের জন্য আইনে তাহার ১০৲ দশ টাকা অর্থ দণ্ড ও অনাদায়ে ১ মাস কারাদণ্ড নির্দ্ধারিত করিবার কথা হয়, ইহাতে চন্দ্রমাধব বাবু আপত্তি করিয়া বলেন যে, ইহার পরিবর্ত্তে ৫৲ টাকা অর্থ দণ্ড ও অনাদায়ে ১৫ দিন কারাদণ্ডই হওয়া উচিত। তাঁহার মতই বহাল হয়। ঐরূপে চন্দ্রমাধব বাবু কুলীদের বিল সম্বন্ধে আরও প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়া বলেন :—

"Sufficient penalties were provided in the Act for the infringement or violation by the coolies of its several provisions."

"Whether the coolie should be left so far at the mercy of the Magistrate."

তৎপরে তিনি মেকলে সাহেবের বক্তৃতার পরে বলেন যে :—

His honest belief was that the Bill was entirely uncalled for, and he would state very shortly the reasons on which his opinion was based and they were as follows ;

1st, that the price of labour ought to be left to be regulated by the law of demand and supply,

and not by any strict and inviolable rule and that restrictions like those now sought to be imposed on the freedom of action of the coolies were improper; 2nd, that no sufficient grounds had been disclosed or made out why a special law was required for the coolies of Darjeeling and Kurseong when, if he was correctly informed, there was no such law in any other place or hill station in India, 3rd, that although it might be perfectly correct that in convenience was at present felt by employers by reason of the exhorbitant demands of the coolies and so forth, the law as proposed, when passed, was likely to work with very great hardship upon the coolies; 4th, that the coolies of Darjeeling and Kurseong were too ignorant to be able to observe the law now sought to be passed; and lastly that such a law was opposed to the liberal policy of the present Government."

তাহার পর ১লা ডিসেম্বর তারিখে ১৮৭৬ সালের Estates' Partition Act সম্বন্ধে সংশোধিত প্রস্তাব উত্থাপিত হয় তাহাতেও চন্দ্রমাধব বাবু একটী গুরুতর বিষয়ের জন্য সভ্যগণকে বিবেচনা করিতে বলেন :—

"Whether it was proposed by this Bill that there should be no partition of an estate on partition of which, when made, any estate created thereby might yield a revenue not

exceeding Rs. 10. Suppose an estate now yielded Rs. 1000 a year, and a share-holder who paid Rs. 100 annual revenue were to apply for partition of that estate, the Collector would be bound under this Bill to proceed with the case. But it might turn out on partition being made that one of the share-holders who owned a one-pie share in the estate would have to pay an amount of annual revenue less than Rs. 10, consequently, although the whole estate paid a jumma of Rs. 1000, and the shareholder who applied for partition actually paid Rs. 100 out of that jumma, the partition could not be made by the Collector, because it would bring out an estate whose jumma would be less than Rs. 10. If that was the case, the Bill would work serious hardship, because there were many estates in which there were some very small shareholders, whilst large shares were held by others."

তৎপরে ১৮৮৪ সালের ৮ই মার্চ্চ তারিখে মিউনিসিপ্যাল আইনের সংশোধনী আলোচনার অধিবেশনের কার্য্যবিবরণীতে দেখা যায় :—

The Hon. Chunder Madhub Ghose moved that in clauses 1 and 2 of the proviso to section 15 of the words "except in the Municipalities mentioned in Schedule 2 A, where it should not be less than four rupees", be inserted after the

words "one rupee eight annas". The Council would observe that this Bill made no distinction between the qualification of a voter and the qualification of a candidate for election as Commissioner; the same qualifications applied to both and with regard to both these classes, the standard of qualification so far as property qualification was concerned, was the payment of an annual rate of Rs. 1-8. He was not aware until that morning when he found it amongst the papers sent to him on the previous evening, that a petition had been received from the Subarban rate payers' Association, one paragraph of which mentioned as a matter of fact that the lowest rate paid for house service in the Suburbs was Rs. 1-8 per annum.

He presumed the petitioners meant to say that the lowest amount of the house service tax was Rs. 1-8 a year.; and if that figure was correct and if the word rates in sec 15 of the Bill were taken to comprehend house service rates, then the figures they had given were conclusive on the question he had laid before the Council; for according to that section, any person who had paid during the year in respect of any of the rates imposed by the Act an aggregate amount of not less than Rs. 1-8 would be eligible both for election as a Commissioner and to vote for the election of Commissioners;

so that practically as shewn by the petitioners' it would confer universal household suffrage, and that in the judgment of Babu Chunder Madhub Ghose would not be desirable. It would permit a very large class of people to vote for election as also to stand for election as Commissioners and he had no doubt that election agents and other persons canvassing for votes would impose on those ignorant people to make returns in favour of particular individuals, which would be certainly objectionable and wholly prejudicial to the interest and well being of Municipalities. His motion therefore in the first place was to make the qualification in the Suburbs Rs. 4 per annum. He would also ask leave to put an alternative amendment, if that was not agreed to, namely, that Rs. 4 be laid down as the qualification for election as a commissioner, for he though there ought to be a distinction between the qualification for voting and the qualification for election as a Commissioner. In Calcutta the one was fixed at Rs. 25 and the other at Rs. 50 and he thought that was a wholesome distinction. He would bring forward the motion as regards the other Municipalities mentioned in his Schedule afterwards.

তাহার পর আরও একটী বিষয়ের আলোচনায় তাঁহার বক্তৃতা এইরূপ লিখিত আছে ঃ—

The Hon. Chunder Madhub Ghose said,—"If I was satisfied in my own mind that the amendment proposed to be made would not have the effect of lowering the amount of revenue now obtained in the Municipalities under the Government of Bengal, I should have no hesitation in voting for it. But we have not got proper figures and facts before us, and I do not think it would be at all wise to determine the value of the amendment before the Council without having more materials before us than there are at present. Perhaps the Hon. Harbans Sahai was labouring under a mistake when he assumed that the result would be to considerably lower the amount of revenue that was now obtained. The figures which are to be found in the notice paper of the amendment of the Hon. Mr. Dampier show in the two tables, first, what would be the maximum amount of rate which might be obtained under the Bill as it stands and secondly, what would be the result if the amendment were to be carried out. The figures which are now supplied show to some extent certainly that the amount of revenue might be lower if the amendment were to be carried, but as the Hon. Member states that he has not been able to obtain all the materials and lay them before the Council, I would beg the Council to guard itself against an amendment the result of

which might be to lower the amount of revenue from what is now derived by any one Municipality under the Government of Bengal. In the Suburbs and other places there are large mills and factories which pay very large amounts, and if the result of this amendment will be to curtail those payments, I should fail in my duty if I did not oppose its passing. I would therefore suggest that the proper figures and facts be given.

তৎপরে ১৮৮৪ সালের ১৫ই মার্চ্চ তারিখের অধিবেশনে Municipal Act সম্বন্ধে সভার কার্য্য বিবরণীতে নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় :—

The Hon'ble Chunder Madhub Ghose said the Council would observe that the proviso in the Bill as it now stood was not contained in the present law, which simply provided, as in the first paragraph of the section in the Bill, that the gross annual value at which a holding might be reasonably expected to let should be the annual value thereof, the letting value being taken in every case to be the prima facie standard on which the assessment should be made. The proviso in the Bill would only come into operation in the event of a dispute arising between the Commissioners and the owner of a holding as regards the real letting value of the holding, but in 99 cases out

of 100 the letting value would be taken as the standard. It was only in cases of dispute that 7½ per cent on the actual cost of erection of a building would be taken as the letting value. Therefore there seemed to be no cause for apprehension that the proviso would operate injuriously either on the Government or a private individual. But it might be that in the case of large buildings, in regard to which a man had not to pay the same amount as if there were a number of small holdings in the same area, the proviso would work prejudicially. It was from this point of view that he would agree to the amendment before the Council, with the modification that the parcentage should be raised to one half. He must however say that the figures which the Hon'ble Member had placed before the Council were not very satisfactory, and he wished more time had been given to examine them but on a cursory glance of those figures he was not satisfied that the amendment would not result in a falling of to an appreciable extent of the present revenues of the Municipalities. If the modification he had suggested did not meet the approbation of the Council, he would throw out for consideration another proposal: to remove the hardship of the valuation being taken on the original cost of the building the valuation might be put at 7½ per cent of

the cost, minus the amount of depreciation and the cost value of repairs.

তাহার পর ২৯ মার্চ্চ তারিখের অধিবেশনে মিউনীসিপ্যাল আইনের ২১৯ ধারায় ৫০্ টাকা জরীমানার কথাতে তিনি ঘোরতর আপত্তি করেন, তিনি বলেন—

"I do not think the offences provided for in this section were of so serious a nature as to require a penalty of Rs. 50. It was not sufficient reason to continue the same penalty because it was in the existing law."

বস্তুতঃ ২০২, ২০৪ ও ২০৬ ধারায় যদি কোন বাড়ীওয়ালা তাহার বাটী নির্ম্মানে সামান্য একটু পরিবর্ত্তন বা নকসা বহির্ভূত অপরাধ করে যাহাতে মিউনীসিপ্যালীটীর বিশেষ কোন ক্ষতি সাধিত না হয় তাহাতে ঐরূপ লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড চন্দ্রমাধব বাবু পছন্দ করেন নাই।

আমরা মোটের উপর দেখিতে পাই চন্দ্রমাধব বাবু যতদিন সদস্য ছিলেন ততদিনই তিনি সাধ্যমত সাধারণের উপকারের চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহার উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

কংগ্রেসে চন্দ্রমাধববাবু।

চন্দ্রমাধব জজ হইয়া লাট সভার সদস্য পদ ত্যাগ করিলেন, কিন্তু দেশের কাজ পরোক্ষেও করিতেন, তখন কংগ্রেসের প্রথম অভ্যুদয়। ১৮৮৬ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের তৃতীয় বাৎসরিক অধিবেশন হইয়াছিল। দাদাভাই নৌরজী মহোদয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। চন্দ্রমাধববাবু সেই সময়ে একবৎসর কাল মাত্র জজীয়তীয় পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার দেশাত্মবোধ এতই প্রবল ছিল—জন্মভূমি তাঁহার মনে এতই গরিয়সী বোধ হইত যে তিনি দেশের উন্নতি কল্পে জজের পদে সমাসীন থাকিয়াও কংগ্রেসের নেতাগণের সহিত আলোচনা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি বলিতেন প্রত্যেক ব্যক্তিরই যেমন দেশের প্রতি একটা কর্ত্তব্য আছে গভর্ণমেণ্টের প্রতিও তেমনি একটা কর্ত্তব্য আছে। আজকাল কয়জন উচ্চ পদস্থ মহোদয় নির্ভয়ে কংগ্রেসের কার্য্যে যোগদান করিতে পারেন? চন্দ্রমাধববাবুকে যেরূপ ঘনিষ্ঠভাবে কংগ্রেস গ্রহণ করিয়াছিল তাহার বিবরণ রায়বাহাদুর অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় লিখিত ১৯১৫ সালের প্রকাশিত "Indian National Evolution" নামক পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"In Calcutta, although the large number of delegates did not admit of their being accomodated in one and the same house, a magnificent steamer party was organised by Mr. Mohesh

Chandra Chawdhury, a leading vakil of the Calcutta High Court and a prominent member of the Congress, in which several prominent officials including the Hon'ble Mr. Justice afterwards Sir, Chunder Madhub Ghose joined; and pleasant entertainments were combined with serious business as some of the matters referred to a committee of the Congress were discussed and settled on board the vessel as it glided along the Hooghly, decked with hundreds of flags amidst the playing of bands on the flats on either side and the cheerings of thousands of spectators who lived all the way up along the shores".

সরকারী ও বেসরকারী মনিষীগণকে লইয়া যেমন ব্যবস্থাপক সভা গঠিত হয়, তেমনি যদি কংগ্রেসেও সরকারী কর্ম্মচারীগণ সহযোগে পরামর্শ দিবার অধিকার পাইতেন তাহা হইলে দেশের শাসন কার্য্য, বিচার কার্য্য প্রভৃতি দেশ হিতকর বহুবিধ কার্য্য সুশৃঙ্খলে সাধিত হইত। দেশের দুর্ভাগ্য, প্রতিকূল বায়ুর বিঘূর্ণনে আকাশ সমাচ্ছন্ন।

সম্প্রীতি ও পরোপকার।

চন্দ্রমাধব বাবুর সার্ব্বজনীন সম্প্রীতি ও পরোপকার সম্বন্ধে আমরা ভূরি ভূরি প্রমান দিয়াছি। তিনি কেবলমাত্র যে আত্মীয় স্বজনের উপকার করিতেন তাহা নহে, যে কেহ একবার অনুরোধ করিলেই তাহার সাহায্য করিতেন, চাকরী করিয়া দিতেন, অর্থ সাহায্য করিতেন। আমরা যে সকল উপকৃত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে জানি তাঁহাদের বিনানুমতিতে আমরা তাঁহাদের নাম দিতে ইচ্ছুক নহি। আমাদের একজন বিশিষ্ট বন্ধু অতি আনন্দের সহিত তাঁহার কথা প্রকাশ করিতে বলেন। তাঁহার পিতা হাইকোর্টের একজন পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন এবং চন্দ্রমাধব বাবুর সহিত সম্প্রীতি ছিল। তাঁহার অবসর প্রাপ্তির বহু পরে তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত কালীপ্রকাশ রায়কে চন্দ্রমাধব বাবু ডাকিয়া আনিয়া চাকরী করিয়া দেন। তিনি হাইকোর্টের চাকরী পরিত্যাগ করিয়া এখন জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয়ের পৌত্রদের সহিত বৃহৎ কারবারে লিপ্ত আছেন। তিনি বলেন যে শৈশব অবস্থা হইতেই তিনি বন্ধুপুত্র বলিয়া চন্দ্রমাধব বাবুর নিকট সমুচিত আদর পাইয়াছেন। আজও তাঁহার বক্ষ গৌরবে ভরিয়া উঠে। তিনি বলেন, চন্দ্রমাধব বাবুর প্রকৃতিতে এমন এক স্নেহের নির্ঝরিণী সর্ব্বদাই প্রবাহিত হইত যে তিনি তাঁহার পরিচিত বন্ধু বান্ধবদের পুত্র কন্যাগণকে নিজের পুত্র পৌত্রাদির ন্যায় স্নেহ করিতেন। বাটীতে ক্রিয়া কলাপ উপলক্ষে পল্লীর প্রায় সকল বালক বালিকাগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন এবং আনন্দ

উপভোগ করিতেন। এই সকল গুণরাশি আজকাল দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। অনেক স্থলে প্রবীন ব্যক্তিগণ বালকদের নিকট যেন ভীতিজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে।

হাইকোর্টে জজেদের বেতন।

আমরা এই পুস্তকের ৯১ পৃষ্ঠায় জজেদের বেতন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়াছি। এস্থলে একটু বিশদ ভাবে প্রকাশ করিলাম।

ইং ১৮৬২ সালে কলিকাতা হাইকোর্টে জজেদের (Puisni Judges) বেতন নির্দ্ধারিত হয় বাৎসরিক ৫০০০০৲ টাকা এবং অপর প্রদেশস্থ হাইকোর্টের জজেদের বাৎসরিক ৪৫০০০ টাকা। (Vide Calcutta Gazette 1862. p. 2533.) তখন ইংরাজ জজ অথবা দেশীয় জজ সম্বন্ধে বেতনের কোন পার্থক্য ছিল না।

তাহার পর ১৮৮০ সালে Gazette of Indiaতে প্রকাশিত হয় যে ভারত গভর্ণমেণ্ট জজেদের বেতন কমাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন এবং ইংরাজ জজেদের এবং দেশীয় জজেদের সম্বন্ধে বেতনেরও যথেষ্ট পার্থক্য করিয়া দিলেন। অর্থাৎ—ভারতবর্ষস্থ যাবতীয় হাইকোর্টে বিলাতী জজেরা মাসিক ৩৬০০৲ টাকা বেতন পাইবেন এবং দেশীয় জজেরা মাসিক ২৪০০৲ টাকা বেতন পাইবেন।

(a) If the Judge is not a native of India or if being a native of India he is a member of the covenanted Civil service appointed by

the Secretary of State after competitive examination in England he should receive a salary of Rs 3600 a month.

(b) If he is a native of India and not a member of covenanted Civil service appointed by the Secretary of State after competitive examination in England he should receive Rs 2400, i. e. two thirds of the pay fixed for a Judge who is not a native of India.

তবে তদানীন্তন জজীয়তী কর্ম্মে পূর্ব্ব হইতে নিযুক্ত দেশীয় জজেদের বেতন যথাপূর্ব্বং ব্যবস্থিত রহিল, সুতরাং সদর রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে ইহাতে আহত করিল না।

উক্ত পার্থক্য হেতুই উকীলদের ভবিষ্যতে বিশেষ ক্ষতি হইল, এই জন্যই চন্দ্রমাধব বাবু স্বয়ং মুসাবিদা করিয়া উকীলদের স্বাক্ষরিত করাইয়া বিলাতের মন্ত্রী সভায় আবেদন পত্র পাঠাইয়াছিলেন। সেই আবেদন পত্রের ফলে ১৮৮৩ সালে জজেদের বেতন ভারত গভর্ণমেণ্ট মাসিক ৩৭৫০ টাকা নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন এবং দেশীয় ও ইউরোপীয় জজেদের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখিলেন না। (Vide Despatch of the Secretary of State No 4. Judicial, dated 25th January, 1883).

কিন্তু পেন্সন ও ছুটী সম্বন্ধে একটু পার্থক্য রহিল অর্থাৎ ইংরাজ জজেরা পূরা চাকুরী করিলে বাৎসরিক ১২০০ পাউণ্ড পেন্সন ভোগ করিবেন এবং দেশীয় জজেরা বাৎসরিক ৯০০০৲ টাকা পেন্সন পাইবেন।

চন্দ্রমাধব বাবু ১৮৮৫ সালের জানুয়ারী মাসে জজ হইয়া ঐ পার্থক্য উঠাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে তিনি ঐ সালের ১৬ই জুন তারিখে এক মেমো পাঠান, সেই মেমো তদানীন্তন হাইকোর্টের রেজীষ্ট্রার C. A. Wilkins সাহেব বিলাতে ষ্টেট সেক্রেটারীর নিকট প্রেরণ করেন। এই মেমোর ফলে ঐ পার্থক্যও উঠিয়া গেল। তাহার পর ১৮৮৯ খ্রীঃ জজেদের বেতন মাসিক ৪০০০৲ টাকা ও প্রধান বিচারপতির ৬০০০৲ টাকা নির্দ্ধারিত হয়।

পেন্সন সম্বন্ধে ৬ বৎসর ৯ মাসের উপর অথচ ৮ বৎসর ৬ মাসের কাল পর্য্যন্ত চাকরী করিলে মাসিক ৫০ পাউণ্ড অর্থাৎ বাৎসরিক ৬০০ পাউণ্ড।

৮ বৎসর ৬ মাসের উপর এবং ১০ বৎসরের নিম্নকাল পর্য্যন্ত বাৎসরিক ৭৮০ পাউণ্ড।

১০ বৎসরের উপর এবং ১১ বৎসর ৬ মাসের নিম্নকাল পর্য্যন্ত বাৎসরিক ৯৬০ পাউণ্ড।

১১ বৎসর ৬ মাসের উর্দ্ধতন যে কোন কাল পর্য্যন্ত বাৎসরিক ১২০০ পাউণ্ড। (Vide Finance Dept. C. S. Regulation of 1922).

শ্রীযুক্ত নিভাশ চন্দ্র ঘোষ

বংশলতা ঃ

৮। ব্যাস ঘোষ ও জাগ ঘোষ, ঘোলঘরে বাস করেন।

৮। কৌয়ন্ত বা কে. ঘোষ, ইদিলপুরে বাস করেন, চৌধুরী রাজবল্লভ রায় ও কমলনারায়ণ রায় বংশধরগণ।

১০। সদাশিবের বংশধরগণ, দৌলতপুর, যশোর, বিক্রমপুর, বচর ও বাসাইলে বাস করেন।

১০। পদ্মনাভ বংশধরগণ নরোত্তমপুর, দেউর-গাঁতি, ভাতশালা, উজীরপুর, কাশিপুর ও ভরাকর গ্রামে বাস করেন।

১০। সদানন্দ বংশধরগণ গাভা, লক্ষণকাঠী, ওলপুর, দাসের জঙ্গল ও শ্রীনগরে বাস করেন।

১০। ছকড়ি ঘোষের সন্তানগণ পারলদিয়া গ্রামে বাস করেন।

৮। ব্যাস ঘোষ (সাং ঘোলঘর)
৯। রাম
১০। ত্রিলোচন
১১। সদাশিব
১২। শ্রীকর
১৩। পঙ্কজ
১৪। কাশীশ্বর
১৫। লক্ষ্মীনাথ
১৬। কৃষ্ণরাম
১৭। নরসিংহ
১৭। ইন্দ্রনারায়ণ
১৮। রামমানিক্য
১৮। কৃষ্ণচন্দ্র
১৮। জীবনারায়ণ
১৮। কালিচরণ
১৯। কালিদাস
১৯। গৌরসুন্দর
১৯। গোবিন্দপ্রসাদ
১৯। কৃষ্ণমঙ্গল
১৯। কৃষ্ণচরণ
১৯। রামচন্দ্র

১৯ গোবিন্দপ্রসাদ
১৯ কৃষ্ণমঙ্গল
১৯ কৃষ্ণচরণ
২০ সদারাম
২০ হরেকৃষ্ণ
২০ রায়বাহাদুর দুর্গাপ্রসাদ
কাশীনাথ
গোপাল
২০ গোপীনাথ
২০ কালীশঙ্কর
কালীকিঙ্কর
২১ বদনচন্দ্র
২১ নীলমাধব
আন্নাকালী
২১ স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ
সত্যভামা
২১ রামকুমার
২২ নন্দকুমার
২১ নবচন্দ্র
রতন
মহেশ
২২ উমেশচন্দ্র
সরোজিনী
২২ রজনীকান্ত
সুধাবাসিনী
অনাথবন্ধু গুহরায়
২২ জগবন্ধু
রসিক
দক্ষিণারঞ্জন
অম্বিকাচরণ
২৩ মোহিনী-
মোহন
২৩ মনোমোহন
অভিলাষ
নির্ম্মল
সুকুমার
বিনয়
২৪ অনিল
২৬ অনিবেশ
মনোরঞ্জন
২৩ সুধাময়
কিরণময়
সুখময়

২১ স্যার চন্দ্রমাধব
৮জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র
২২ রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রচন্দ্র
যোড়শীবালা
২২ ৮সতীশচন্দ্র
২২ সুরেন্দ্রচন্দ্র
নলিনীবালা
অশোককুমার
রাণী
২৩বিমলচন্দ্র
শোভা
শিশিরা
বিনয় কুমার
বীণাপাণি
রবীন্দ্র নাথ
বিভাবতী
অসীম
প্রতিমা
সুষমা
২৩অরুণ কুমার
এলা
সুনিলা
সুধীরা
তরুণকুমার
৮অমিয়কুমার
২৪ অজিৎ
রঞ্জিৎ
২৪তপনকুমার
২৪ বিদ্যুৎ
নির্ম্মল
অনিমা
অলোকা
কমল
অমল
খোঁকা

রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রচন্দ্র
২০জ্যোতিষ
৮স্মৃতিশ
নীতিশ
বিনোদ
উমা
প্রমোদ
স্বর্ণকুমারী
উমা
প্রসাদ
রমা
অমরেন্দ্র
শান্তিদেব
ভগবতী প্রসাদ
রুদ্র প্রসাদ
গীতা
সূর্য্যপ্রসাদ
২৪ নীহার কুমার
নীরোজ কুমার
২৪ বিমান
ললিতা
২৪ প্রশান্ত
প্রত্যোৎ
রেণুকা
শঙ্কর ২৪

চন্দ্রমাধব বাবুর পুত্র
স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের
সংক্ষিপ্ত জীবনী।

সতীশ বাবু পিতার তৃতীয় পুত্র। তিনি ১৮৬৩ সালে ভবানীপুরে কাঁশারী পাড়ার এক বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন। সেই বাটী চন্দ্রমাধব বাবু অম্বিকাচরণ বন্দোপাধ্যায়ের নিকট ভাড়া লইয়া বাস করিতেন। তখন চন্দ্রমাধব বাবু সবেমাত্র হাইকোর্টে ওকালতী ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছেন। সতীশ বাবুর জন্মের পর হইতেই চন্দ্রমাধব বাবুর ওকালতীর প্রসার আরম্ভ হইয়াছিল। সতীশ বাবু পিতার অনেক গুণ যেন মাধ্যাকর্ষণ শক্তিবলে অর্জ্জন করিয়া লইয়াছিলেন। স্থৈর্য্য, স্থীতধী বুদ্ধি, সুশৃঙ্খল কার্য্যকুশলতা ও সাধু ব্যবহার এবং অনাড়ম্বর জীবন· যাপন তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। পিতৃভক্তিতে তিনি বিভোর থাকিতেন। বালকের ন্যায় পিতার আদেশ পালনে এরূপ বিচারবিহীন ভাবে তন্ময় ও তৎপর থাকিতেন যে আমরা দেখিয়া চমৎকৃত হইতাম। সতীশবাবুর অনেক বন্ধু ছিলেন, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অনেকেই স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয়ের নিকট তাঁহার বহুগুণের, বিশেষ অনাবিল অকৃত্রিম মিত্রতার বিষয় আমরা শুনিয়াছি। সতীশ বাবু ১৮৮২ খ্রীঃ এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন, ১৮৮৪

স্বর্গীয় সতীশ চন্দ্র ঘোষ

খ্রীঃ অব্দে এফ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন এবং ১৮৮৬ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে অনারে বি, এ পাশ করেন। তৎপরে ১৮৮৮ সালে রিপণ কলেজ হইতে বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। তাহার পর তিনি হাইকোর্টে ওকালতী করিতে প্রবেশ করেন। প্রায় ৪০ বৎসরকাল তিনি হাইকোর্টে ওকালতী করিয়া শেষ কয়েক বৎসর অবসর গ্রহণ করেন। তিনি হাইকোর্টে সাধুতা এবং আইনের পাণ্ডিত্য এই দুইটী বিষয়ে সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। অনেক রাজ ষ্টেট এবং জমীদারদের মোকদ্দমায় তিনি প্রায়ই নিযুক্ত থাকিতেন। দরিদ্র মক্কেলের বহু কার্য্য তিনি বিনা পারিশ্রমিকে গ্রহণ করিতেন।

তিনি ১৮৯৫ খ্রীঃ অব্দে ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্টার হয়েন এবং ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার রিপোর্ট সম্পাদনের কৃতিত্ব ও বিচক্ষণতা দেখিয়া তদানীন্তন জজগণ বিশেষ প্রশংসা করিতেন। ল রিপোর্ট অফিসের কর্ম্মচারীগণ তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ থাকিতেন, আজও তাঁহারা তাঁহার গুণাবলী সম্বন্ধে শত মুখে প্রশংসা করেন। তাঁহার পুত্র বর্ত্তমানে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র ঘোষ (B. C. Ghose Esqr) মহাশয় হাইকোর্টে যে বৎসর বারে যোগ দেন সতীশ বাবু সেই বৎসর ল রিপোর্টারের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি দেশ হিতকর কার্য্যেও যোগদান করিতেন। তিনি ১৯০৭ সাল হইতে ব্রিটীশ ইণ্ডিয়ান এশোসিয়েসনের মেম্বর হয়েন।

১৯১০ সাল হইতে ১৯১৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার রূপে কার্য্য করিয়াছিলেন।

১৯২০ সাল হইতে ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত তিনি দিল্লীর রাষ্ট্রীয় পরিষদের (Legislative Assembly) সভ্য মনোনীত হয়েন এবং (City Court Act প্রভৃতি) আইন প্রণয়ণ সম্বন্ধে প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন।

সতীশবাবু এতদূর জনপ্রিয় ছিলেন যে তাঁহাকে অজাতশত্রু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

সতীশবাবু যে কিরূপ সমাদৃত ছিলেন তাহা তদানীন্তন এসেম্ব্লির সভ্যগণ তাঁহার মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ্য বৈঠকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ আমরা উদ্ধৃত করিলাম। ১৯২৪ খ্রীঃ ২৭শে মে মঙ্গলবার Sir Chamanlal Harilal Setalvad, Kt. সভাপতি ছিলেন।

Dr. H. S. Gaur said :—"In the first place I regret to have to bring to your notice and through you 'Sir,' to the members of this House the sad tidings which have reached this morning of the death of Mr. S. C. Ghose, son of the late Sir Chunder Madhub Ghose Kt, who was an esteemed member of the last Assembly. He represented, Sir, in this House the Bengal Land holders' Constituency. His simple and unostentatious life, devoted to the cause of the country and his warm adherence to the Reforms and to the procedure and service of this House will be remembered by those who were members of the last Assembly. His brother Mr. Surendra Chandra Ghose who succeeded him is a member

শ্রীযুক্ত বিমল চন্দ্র ঘোষ

of this House. He received a telegram that his brother expired yesterday morning. Sir, I have no doubt that members of this House feel the loss which this Central Legislature and country have suffered by his untimely death and I ask you 'Sir,' to convey to his son Mr. B. C. Ghose, Bar-at-law the sympathy and condolence of the members of the Legislature."

Babu Bepin Chandra Pal said:—"We have not as yet fully recovered from the shock which that news gave us when we have got the news of the death of Satis Chandra Ghose. "(ইঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে স্যার আশুতোষের মৃত্যু হইয়াছিল। বিপিন বাবু এই জন্য ঐ কথার উল্লেখ করেন।)

Sir Alexander Mudiman said :—"Two of the 3 members who have been lost to this House are Bengalis and I claim also to be a Bengali, if not by birth at any rate by naturalization. Sir C. M. Ghose was the Chief Justice of the Calcutta High Court when I was Registrar. I had great respect for him. Although I had not the honor of knowing his son it was with extreme regret I learnt of his death." Mr. President supported.

১৯২৪ খ্রীঃ মে মাসে সতীশ বাবু আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবকে কাঁদাইয়া স্বর্গারোহণ করেন।*
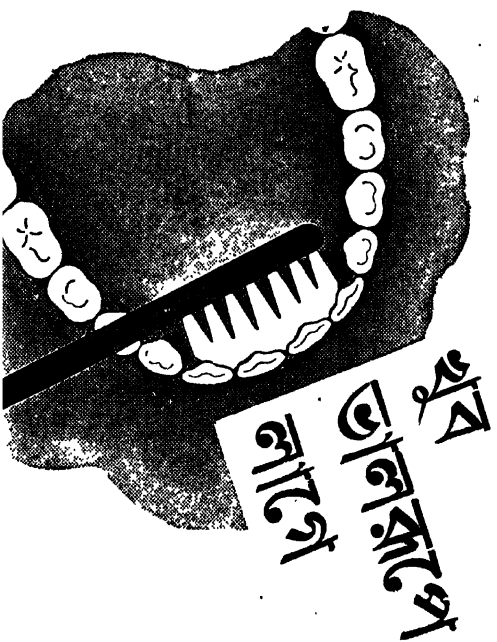
প্রকৃতিদেবীর সতর্কবাণী—ক্লান্তিকে
অবহেলা করিবেন না।
সর্ব্বক্ষণ ক্লান্ত অবস্থায় থাকিলে কোন
কার্য্যেই সফলকাম হইতে পারিবেন না।
খানিকটা অতিরিক্ত শক্তি পাইলে স্বাস্থ্য
এবং শরীর উভয়ই বজায় থাকিবে।
হরলিকস্ শক্তিবর্দ্ধক, ইহা গ্রহণে আপনার কর্ম্মক্ষমতা এক-তৃতীয়াংশ অতিরিক্ত হইবে।